সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

১৯

সুবন্ধু : বাসবদত্তা
শঙ্করাচার্য প্রমুখ : স্তোত্রাবলী

প্রধান উপদেষ্টা
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী
জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য /
ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় / শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল।

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার
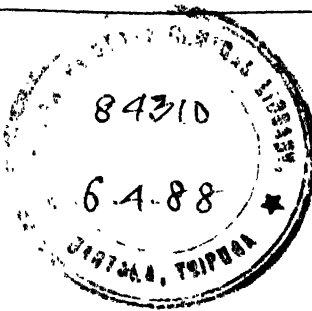
নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু
সহযোগী / রত্না বসু

নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
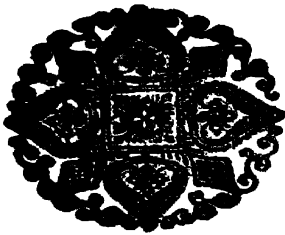
প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : আশিসকুমার কোঙার
শ্রীগুরু প্রিণ্টার্স
৯এ রায় বাগান স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
VOL. XIX

প্রধান উপদেষ্টার কথা

প্রথম পর্যায়ের মতো দ্বিতীয় পর্যায়ের পালাও শেষ হল।

এখন আর অজ্ঞাতকুলশীল নই, প্রথম পরিচয়ের সসঙ্কোচ মনোভাবও কেটে গেছে ; আপনাদের প্রসাদপুষ্ট শিশু আজ যৌবনশ্রীর অধিকারী। আজ তার বলবার দিন এসেছে—'গুণা গুণজ্ঞেষু, গুণা ভবন্তি'। নবপত্রের নিষ্ঠা, শক্তি ও আন্তরিকতার পরিচয় যাঁরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তার এই সার্থক যাত্রাকে অভিনন্দিত করবেন। এ যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা নিয়ে আমরা কোনো প্রবন্ধ রচনা করতে চাই না—সে কাজের জন্যে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত রয়েছেন। সংস্কৃতের পঠন-পাঠন জাতির পক্ষে অপরিহার্য কিনা, সে প্রসঙ্গও তুলতে চাই না—সে কাজ অসংখ্য শিক্ষাব্রতীরা করবেন। আমাদের লক্ষ্য, সংস্কৃতের জন্যে বিশেষ রুচি সৃষ্টি এবং তারই মাধ্যমে আমাদের বিলুপ্ত সম্পদ সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করে তোলা।

এই রুচি ও চেতনা নিয়ে সকলেই অকুণ্ঠ আগ্রহে তাঁদের জাতীয় সাহিত্য অনুশীলনে এগিয়ে আসবেন, এ আমাদের শুধু বিশ্বাস নয়—সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাই সাহিত্যসম্ভারের সামনে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বা ঐচ্ছিক—এ সমস্যা নেই। দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা ঘোষণা করতে চাই—শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই সংস্কৃতপাঠ 'অপরিহার্য'। আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কৃতকে দূরে রেখে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না, সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই জাতির মানবিকতা আজ বিপর্যস্ত। 'মহতী বিনষ্টি'র সম্মুখীন এই রুগ্ন জাতির পক্ষে প্রথম এবং একমাত্র ব্যবস্থা—সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলন, 'নান্যঃ পন্থাঃ'।

আপনারা সংস্কৃতকে স্বাগত জানিয়েছেন, আপনাদের কাছে এই অবসরে জনান্তিকে এই কথাও জানিয়ে রাখি—সংস্কৃত চিরঞ্জীব, এর মৃত্যু নেই। আমি মনে করি, সংস্কৃতকে নিয়ে অহেতুক ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই ; ভাবনা তাদের নিয়েই যারা এই সম্পর্কে আজও বিরুদ্ধ ভাবনায় মত্ত।

সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার, আপনাদেরই ; আপনারা গুণগ্রাহী সজ্জন, সুতরাং 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সত্যমস্তু'।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী
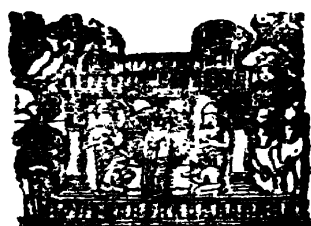
সূচীপত্র

● **বাসবদত্তা**

ভূমিকা ॥ ১ ॥

অনুবাদ ॥ ১১ ॥

প্রসঙ্গকথা ॥ ৬১ ॥

মূল ॥ ৬৭ ॥

● **স্তোত্রাবলী**

ভূমিকা ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ ॥ ৯৬ ॥

মূল ॥ ১৩১ ॥

● **পরিশিষ্ট** ॥ ১৬৫ ॥

প্রকাশকের নিবেদন

আজ আমরা ধন্য! দশ বছর আগে যে-যাত্রা শুরু করেছিলাম, আজ সেই যাত্রা শেষ। যেখানে দাঁড়িয়ে আজ নিজেদের ধন্য মনে করে তৃপ্তিবোধ করছি, কোনোদিন ভাবতেই পারিনি নিঃশব্দে এই গন্তব্যস্থলে পেঁছিতে পারব। গভীর আদর্শ বুকে বেঁধে যে-পথ দিয়ে হেঁটে এলাম, সে-পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ, পদে পদে পিছুটানের বাধা। শতসহস্র পাঠকের আশীর্বাদে কোথায় উড়ে গিয়েছে সেই বাধা। যে-নদীর সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম, সে-নদী আজ সমুদ্রে পেঁছিলো—আমাদের সেদিনের সেই দৃঢ় প্রত্যয় আজ সত্যে প্রমাণিত হলো।

'সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার' আঠারো খণ্ডের পরিবর্তে উনিশ খণ্ডে শেষ হলো। বিশাল এই কর্মকাণ্ড যে সহজে হিসাব করা সম্ভব নয় সেকথা আশা করি সহৃদয় পাঠকবৃন্দ অনুধাবন করবেন। এই শেষ খণ্ডে আমরা একটি মূল্যবান 'পরিশিষ্ঠ' সংযোজন করলাম। যে-সব মনীষীদের অবদানে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত-চর্চা বিশেষ সম্মানলাভ করেছিল তারই কয়েকটি রচনা আমরা পরিশিষ্ঠে প্রকাশ করলাম। আমাদের অসংখ্য পাঠকবৃন্দ এই পরিকল্পনায় বিশেষ খুশি হবেন আশা করি। 'সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভার' এখন আর তাই খণ্ডিত নয়, পরিপূর্ণ রূপে রূপায়িত। সকলের আশীর্বাদে সার্থক হয়েছে আমাদের এই নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস—প্রথম সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়েছে আমাদের বিপুল কর্মযজ্ঞ।

সুদীর্ঘ এই যাত্রাপথে আমরা অনেক নতুন মুখের সন্ধান পেয়েছি, আবার হারিয়েছিও কাউকে-কাউকে। যাঁদের হারিয়েছি তাঁদের প্রতিও সঞ্চিত আছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। সকলের সাহায্যই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়।

উপদেশে, আশীর্বাদে, অনুবাদকর্মে, সম্পাদনায়, রূপপরিকল্পনায় অসংখ্য বিদগ্ধজনের সাহায্য আমরা পেয়েছি। নিয়মমাফিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাউকে আর খাটো করতে চাই না। শুধু বলতে চাই—আমরা সকলে-মিলে ছিলাম, সকলে-মিলে আছি, সকলে-মিলে থাকব।

অনুবাদক

সুবন্ধু ঃ বাসবদত্তা ঃ রত্না বসু

শংকরাচার্য প্রমুখ ঃ স্তোত্রাবলী ঃ ব্রততি মুখোপাধ্যায়

বাসবদত্তা

ভূমিকা

গদ্যকাব্য ও সুবন্ধু

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যের লক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে,—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। রসাত্মক হওয়াটাই সেখানে মুখ্য বিচার্য, ভাষা নয়। ভাষা অর্থাৎ পদ্য, গদ্য বা গদ্য-পদ্য-মিশ্রণে কাব্যের শ্রেণীবিভাগ তার পরবর্তী পর্যায়। তাই প্রকৃতি বা স্বরূপগতভাবে গদ্যবন্ধ ও পদ্যবন্ধের রচনা এবং তার রচয়িতার মধ্যে প্রভেদ নেই। তবে, সংস্কৃত কাব্যের মুখ্য শ্রেণীবিভাগ—দৃশ্য ও শ্রব্য। সেক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, গদ্যভাষায় লেখা কবিকর্ম শ্রব্যকাব্যেরই অন্তর্গত। গদ্যকাব্যের সম্পর্কে আলংকারিকের বক্তব্য—

'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি।'

গদ্যরচনা কবিলেখনীর নিকষিত হেম—চরম উৎকর্ষ।

এই গদ্যকাব্যের রয়েছে শ্রেণীবিভাগ—কথা ও আখ্যায়িকা। সাহিত্যদর্পণকার লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন—

কথায়াং সরসং বস্তু গদ্যৈরেব বিনির্মিতম্।
ক্বচিদত্র ভবেদার্যা ক্বচিদ্বক্ত্রাপবক্ত্রকে ॥
আদৌ পদ্যৈর্নমস্কারঃ খলাদেবৃত্তকীর্তনম্ ॥ (সা. দ. ৬/২৯৮)

অর্থাৎ সংক্ষেপে 'কথা' সংজ্ঞক গদ্যকাব্যের বিষয়বস্তু হবে সরস ; এর তাৎপর্য তাতে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য লক্ষিত হবে, তার ভাষা আগাগোড়া গদ্য হলেও মাঝে মাঝে আর্যা, বক্ত্র বা অপবক্ত্র-ছন্দের শ্লোকের অবতারণা করা অসঙ্গত নয়। কাব্যের আদিতে মঙ্গলাচরণ করণীয় এবং তা হবে পদ্যে-রচিত ; আর এই মুখবন্ধের শিষ্টাচারপালনপর্বে সজ্জন ও দুর্জনদের বংশকথা বা কীর্তিকাহিনী বর্ণিত হবে।

আর, আখ্যায়িকা হল—

'আখ্যায়িকা কথাবৎ স্যাৎ কবের্বংশানুকীর্তনম্।
অস্যামন্যকবীনাং চ বৃত্তং পদ্যং ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
কথাংশানাং ব্যবচ্ছেদ আশ্বাস ইতি বধ্যতে ॥
আর্যাবক্ত্রাপবক্ত্রাণাং ছন্দসা যেন কেনচিৎ।
অন্যাপদেশেনাশ্বাসমুখে ভাব্যর্থসূচনম্ ॥ (সা. দ. ৬/২৯৯)

প্রথমেই বলা হল, আখ্যায়িকা মোটামুটি কথারই মতো। এতে কবির নিজের পরিচয় থাকবে; অন্যান্য কবিদের সম্পর্কেও উল্লেখ থাকবে। পদ্যশ্লোকও মাঝে মাঝে স্থান করে নিতে পারে। দীর্ঘকাব্যের অধ্যায় বিভাগ থাকবে এবং তার নাম হবে আশ্বাস (কেউ কেউ বলেছেন উচ্ছ্বাস বা উল্লাস-ও বিকল্প নাম হিসেবে স্বীকৃতিযোগ্য)। পদ্যছন্দের মধ্যে কথা-র মতোই আর্যা-বক্ত্র ও অপবক্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

আচার্য দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে প্রথমে কথা থেকে আখ্যায়িকাকে পৃথক করেছেন এই বলে যে, কথা-র বক্তা কবি, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে নায়ক। আর

আখ্যায়িকার বক্তা নায়ক অথবা অন্য কেউ ('নায়কেনেতরেণ বা')। নিজের প্রদত্ত লক্ষণ ব্যাখ্যা করে কবি ও আলংকারিক দণ্ডী নিজেই তাই আবার বলেছেন, বক্তা-সম্পর্কিত এই অস্পষ্ট বিভাজন দিয়ে লক্ষণে পার্থক্য করা কঠিন। তবে এটুকু হয়তো বলা যায় যে কথা-কাব্যে মুখ্য আঙ্গিক হচ্ছে কন্যালাভ, যেখানে আখ্যায়িকার ক্ষেত্রে তা হচ্ছে কন্যাহরণ। আর অন্যান্য যেসব বিষয়, যেমন যুদ্ধ, নায়কের জয়, প্রতিনায়কের পরাজয়, প্রেম-বিরহ-মিলন, ঋতু ও নিসর্গের বর্ণনা—এসব তো সংস্কৃত ধ্রুপদী মহাকাব্যেরই লক্ষণ, যা সবরকম কাব্যেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত।

তাই আচার্য দণ্ডী পৃথক লক্ষণ নির্ণয় করার পরেও, উপসংহারে বলেছেন—'তৎ কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা'—এর অর্থ—সুতরাং, কথা ও আখ্যায়িকা দুটি নাম ভিন্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা সজাতীয় কাব্য ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যকাব্যরচনার ইতিহাস বা আদিপর্ব খুব স্পষ্ট নয়। খৃষ্টযুগের প্রথম কয়েক শতক পদ্যমহাকাব্য বা নাটকেরই চরম বিকাশ ঘটেছিল বলা যায়। তবে পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে 'বাসবদত্তা', 'সুমনোত্তরা' এবং 'ভৈমরথী' নামে গদ্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বররুচির 'চারুমতী', রামিলসৌমিলের 'শূদ্রককথা' এবং শ্রীপালিতের 'তরঙ্গবতী' গদ্যকাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থে। তরঙ্গবতী সম্ভবতঃ প্রাকৃতভাষায় রচিত ছিল। কবি ভোজ 'মনোবতী' এবং 'সাতকর্ণীহরণ' গদ্যকাব্যের কথা বলেছেন, যা থেকে পণ্ডিতবর্গের ধারণা এ-দুটি কাব্য খৃষ্টযুগের গোড়ার দিকেই রচিত হয়েছিল। কবি দণ্ডী-ও অবন্তিসুন্দরীতে 'মনোবতী' কাব্যের উল্লেখ করে বলেছেন—

'ধবলপ্রভা রাগং সা তনোতি মনোবতী।'

কবি জলহণ 'শূদ্রককথা' রচয়িতা কবিদ্বয় রামিল-সৌমিলের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, তাঁদের দুজনের মধ্যে অর্ধনারীশ্বরতুল্য কাব্যসম্প্রীতি বিরাজ করত।

'তৌ শূদ্রককথাকারৌ রম্যৌ রামিলসৌমিলৌ।
কাব্যং যয়োর্দ্বয়োরাসীদ্ অর্ধনারীশ্বরোপমৌ॥'

এসব থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, অতিপ্রাচীন বেশ কিছু গদ্যকাব্য থাকলেও বর্তমানে তারা লুপ্ত। সংস্কৃতসাহিত্যে যে-চারটি গদ্যকাব্য বর্তমানে রয়েছে, সেগুলির কয়েকটির সঙ্গে পাঠকের আগেই পরিচয় ঘটেছে—আচার্য দণ্ডী বিরচিত 'দশকুমারচরিতম্', কবি বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'।

'বাসবদত্তা' শুনেই সংস্কৃত নাটকের অতি প্রচলিত এবং জনপ্রিয় উদয়নবাসবদত্তার গল্প মানসপটে ভেসে উঠলেও কবি সুবন্ধুর গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা'-র কাহিনীর সঙ্গে কিন্তু তার কোনোই সম্পর্ক নেই। শুধু বলা যেতে পারে, এ কাহিনীর উৎস-ও হয়তো অধুনালুপ্ত, লোককথার বিপুল ভাণ্ডার, কবি গুণাঢ্যকৃত 'বৃহৎকথা'।

কবি সুবন্ধু আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে (১৩) বলেছেন—'সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ'। তিনি সজ্জনের বন্ধু। এবং তিনি অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি কাব্যপ্রবন্ধ উপহার দিচ্ছেন সরস্বতীর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে।

কবি সুবন্ধুর কথা উল্লেখ করেছেন মংখ, রাজশেখর বামনভট্টবাণ প্রভৃতি তাঁর পরবর্তীকালের কবিরা। এছাড়া চয়নিকাসংগ্রহেও তাঁর নাম দেখা যায়। যেমন অভিনবভট্টবাণ 'বীরনারায়ণচরিতে' বলেছেন—

'প্রতিকবিভেদনবাণঃ কবিতাতরুগহনবিহরণময়ূরঃ।
সহৃদয়লোকসুবন্ধুর্জয়তি শ্রীভট্টবাণকবিরাজঃ॥'

এখানে চয়নিকাকার বাণভট্ট, ময়ূর এবং ভট্টবাণ এই তিন সেরা কবির সঙ্গে সুবন্ধুকবিকেও স্মরণ করেছেন এবং তাঁকে সহৃদয় বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারে'র একটি সংগ্রহশ্লোকের শেষ চরণেও আছে—'খ্যাতাশ্চান্যে সুবন্ধ্বাদয় ইহ কৃতিভির্বিশ্বম্ আহ্লাদয়ন্তি।' অর্থাৎ এইসব খ্যাতনামা কবিরা এবং সুবন্ধু প্রভৃতির মতো অন্যেরাও তাঁদের কবি-কর্মের মাধ্যমে বিশ্বকে আনন্দ দান করেন। খ্যাতনামাদের তালিকা হিসেবে শ্লোকে মাঘ, চোর, ময়ূর, শ্রীহর্ষ, কালিদাস, দণ্ডী, বাণভট্ট এবং আরো কয়েকজন কবির নাম উল্লিখিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সুবন্ধু নিজে কয়েকটি গদ্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল 'বসন্তসেনা', 'মদনমালিনী', 'রাগলেখা', ও যূথিকী এবং উপকথা 'চিত্রলেখা'। গুণাঢ্য এবং তাঁর রচিত বৃহৎকথার উল্লেখ আছে একাধিকবার।

এখানে বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ সুবন্ধুর কালনির্ণয়কে জটিল করে তুলেছে। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পরে কাব্যজগতের শ্রীহীনতার কথা বর্ণনা করছেন কবি এখানে। এই সূত্র ধরে গবেষক হল্ অনুমান করেছেন যে, সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের বহু পরবর্তী সময়ের কবি। হোর্নলে-ও কবির জীবনকাল স্থির করেন—খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বাসবদত্তা রচনার সময় ৬০০ থেকে ৬১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কিন্তু বাসবদত্তা সম্পাদক ও গবেষক Louis H. Gray ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জীর সামগ্রিক নিরিখে এই অভিমত দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, বিক্রমাদিত্যের এবং হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ছিল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কবি বাণভট্ট ছিলেন রাজা হর্ষের অনুগত, তাঁর যশোগানে মুখর; তেমনি সুবন্ধু ছিলেন বিক্রমাদিত্যের প্রতি অনুরক্ত। অবশ্য Gray স্বীকার করেছেন, তাঁর এই অভিমতও ইতিহাসাশ্রয়ী অনুমানমূলক।

কবি সুবন্ধুর কালনির্ণয় প্রসঙ্গে বাণভট্টের কাদম্বরী গদ্যকাব্যের কথামুখের একটি শ্লোক বারবার উল্লিখিত হয়, যেখানে কবি বলছেন তিনি দুটি কথার চেয়েও উৎকৃষ্টতর মানের কাব্য রচনা (অতিদ্বয়ী) করতে প্রয়াসী। পরবর্তীকালের বহু টীকাকার (উদাহরণহিসেবে খৃঃ ১৬-শ শতকের ভানুদত্তের উল্লেখ করা যেতে পারে) বলেন যে ঐ শ্লোকে গুণাঢ্যকৃত 'বৃহৎকথা এবং সুবন্ধুরচিত।

কবির রচনাকাল

অধিকাংশ সংস্কৃত কবির মতোই সুবন্ধুর রচনাকালও নানা জটিল বিতর্কের আবর্তে অস্পষ্ট। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিদগ্ধমণ্ডলী চেষ্টা করেছেন তাঁর রচনাকালের ঊর্ধ্ব ও নিম্নসীমা নির্ধারণ করতে। বলা হয়েছে সুবন্ধু তাঁর কাব্যে এক জায়গায় নৈয়ায়িক উদ্যোতকরকে উল্লেখ করেছেন—ন্যায়বিদ্যাম্ ইবোদ্যত করস্বরূপাং········· বাসবসত্তাং দদর্শ। বাসবদত্তাকে তিনি দেখলেন উদ্যোতকরের ন্যায়বিদ্যার মতো

(অতুলনীয়া রূপে)। বাসবদত্তার একটি পাণ্ডুলিপিতে বৌদ্ধ-আলংকারিক ধর্মকীর্তিরচিত বৌদ্ধসঙ্গতি নামের অলংকার গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে—একথা মনে করেন কেউ কেউ। বৌদ্ধসঙ্গতিম্ ইবালংকারভূষিতাম্, অথবা সৎকবিরচিতাম্ ইবালংকারভূষিতাম্ এই বাক্যাংশের অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে অলংকার বৌদ্ধ রচয়িতা ধর্মকীর্তিরই নাম বিশেষ। উল্লেখ্য যে, তাঁর রচনাকাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি বলেই স্বীকৃত। এবং বৌদ্ধসঙ্গতি তাঁর রচনা বলেই গৃহীত হয়েছে। অবশ্য পাশ্চাত্যের পণ্ডিতপ্রবর Levi এবং তাঁর মতানুসারী প্রাচ্যবিশারদ এস্. কে. দে এই অভিমত খণ্ডন করেছেন।

অন্যদিকে কবি সুবন্ধু বাসবদত্তা গদ্যকাব্যের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণের দশম শ্লোকে বলছেন—

সা রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কংকঃ।
সরসীব কীর্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে।। [অনুবাদ দ্রষ্টব্য]

বাসবদত্তার ইঙ্গিত রয়েছে। অন্যদিকে সামান্য আগে উল্লিখিত উদ্যোতকর এবং ধর্মকীতির উল্লেখ রয়েছে বাসবদত্তাতে—এই দৃষ্টিভঙ্গি-অনুসারে সুবন্ধু এবং বাণভট্টকে সমকালীন কবি বলতে হয়; সাহিত্য-ইতিহাস রচয়িতা সুশীলকুমার দে তাকেই অস্বীকার করেন। অবন্তি-সুন্দরীকথার পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের পরে কবি সুবন্ধুর কালনির্ণয় গবেষণার নতুন জটিলতা হচ্ছে,—কবি কি চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের সমসাময়িক ছিলেন?—এই প্রশ্ন। কারণ অবন্তি-সুন্দরী কথাতে একটি বাক্য হচ্ছে—সুবন্ধুঃ কিল নিষ্ক্রান্তো বিন্দুসারস্য বন্ধনাৎ। তস্যৈব হৃদয়ং বধ্না…॥

হর্ষচরিতের প্রারম্ভে এবং কাদম্বরী কথামুখের শ্লোকে ফিরে এসে বলা যায় বিদগ্ধ সমাজের বর্তমান ধারণা, ঐ-শ্লোকে বাণভট্ট সুবন্ধুর বাসবদত্তা-কাব্যের ইঙ্গিত করেন নি। সুশীলকুমার দে বাণ ও সুবন্ধুর গদ্যরচনার ও বাণীবন্ধের তুলনা করে বলতে চেয়েছেন সেই বৈশিষ্ট্যে সুবন্ধুকে বাণের পরবর্তী কালের কাব্যরচয়িতা সঙ্গত। হর্ষচরিত ও কাদম্বরী শ্লোকে হয়তো পাত্তাগুলি উল্লিখিত বাসবদত্তা-আখ্যায়িকারই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা এম্ কৃষ্ণমাচারিয়ার-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত হ্যোর্নলের মতে সুবন্ধু ৬০৮ থেকে ৬১২ খৃষ্টাব্দ সময়ের কবি। উল্লেখ্য যে, ৬১২ খৃষ্টাব্দ রাজা হর্ষবর্ধনের অভিষেকের বছর এবং তাঁর জীবনী অবলম্বনে বাণ যখন হর্ষচরিত রচনা করেন, তখন তাঁর রাজত্ব বেশ কিছুদিন প্রতিষ্ঠিত। বাসবদত্তা-সম্পাদক গ্রে-বলেন, সুবন্ধু বাণ এবং উদ্যোতকরের মধ্যবর্তী সময়ের বর্তমান ছিলেন এবং আরো বিশদভাবে বলতে গিয়ে তিনি কবিকে ৫৫০ থেকে ৬০৬ বা তার কিছু পরবর্তী সময়ের মধ্যেকার রচয়িতা হিসেবে গণ্য করেছেন। অন্যদিকে বাসবদত্তা গ্রন্থের অপর সম্পাদক R. V. Krishnamchariyar সুবন্ধুকে বাণের উত্তরসূরী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং আলংকারিক বামনের সুর্বসূরী বলেছেন। পণ্ডিত হল্ ভিন্নমুখী চিন্তায় সুবন্ধুকে বলেছেন বাণের পূর্বসূরী। তেলাং-এর মতে সুবন্ধু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ অথবা সপ্তম শতকের শুরুকে সুবন্ধুর কাল হিসেবে গণ্য করা যায় এবং সুবন্ধু শুধু বাণ নয়, দণ্ডীরও পূর্বসূরী; কিন্তু দণ্ডীর দশকুমার চরিতে বাসবদত্তার উল্লেখ যে সুবন্ধুকৃত

বাসবদত্তা নয়, উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনীরই উল্লেখ, এব্যাপারে প্রায় সব বিশেষজ্ঞই একমত।

কবি সুবন্ধুর কাল এবং তার রচনাকাল নিয়ে এই গভীর জটিলতা সত্ত্বেও যেকথা নিঃসংশয়ে স্পষ্ট, তা হচ্ছে এই যে বাক্‌পতিরাজকৃত প্রাকৃত ঐতিহাসিক কাব্য গউডবহো-র ৮০০-তম শ্লোকে সুবন্ধুর উল্লেখ রয়েছে। এ-গ্রন্থের রচনাকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বার্ধ। শ্লোকটিতে কবি বাক্‌পতি ভাস, কালিদাস এবং হরিচন্দ্রের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং সপ্তম শতকের শেষভাগকে কবির রচনাকালের নিয়তম সীমা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কবির ব্যক্তিজীবন ও বাসস্থান

কবির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। বাসবদত্তাকাব্যের প্রারম্ভিক পদ্যবন্ধের ত্রয়োদশ শ্লোকে তিনি নিজের সম্পর্কে শুধু বলেছেন 'সুজনৈক-বন্ধুঃ'। এ থেকে টীকাকার শিবরাম এবং সম্পাক হল্‌—অনুমান করেছেন—যদিও শব্দটির অর্থ 'সমুনের সঙ্গেই তাঁর একমাত্র বন্ধুত্ব'—এভাবে গ্রহণ করা যায়, তবুও হয়তো সুজনৈকবন্ধু-শব্দের অনুবাদ করা যেতে পারে সুজনের একমাত্র ভাই। অর্থাৎ সুবন্ধুর-র এক ভাই ছিলেন সুজন-নামে এই অনুমান করেন কেউ কেউ। অন্যদিকে ঐতিহ্য-অনুসারে ধারণা করা হয় প্রাকৃত বৈয়াকরণ বররুচির ভাগিনেয় ছিলেন সুবন্ধু। তবে এ ধারণা সর্ববাদিসম্মত নয়। কিংবদন্তী আছে যে, সুবন্ধু কাশ্মীরদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। আবার কৃষ্ণমাচারিয়ার প্রমুখেরা মনে করেন সুবন্ধু ছিলেন বৈষ্ণব এবং মীমাংসা দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন। কবির জন্মস্থান এবং বাসস্থান সম্পর্কেও গভীরতর কোনো তথ্য দুর্লভ।

সুবন্ধু-রচিত বাসবদত্তায় বর্ণিত দেশ বা স্থান অথবা নদনদী পর্বতের বর্ণনার নিরিখে কবির নিজ বাসভূমির সন্ধান করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, কাব্যের প্রয়োজনে কবিবর্ণিত ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপট সর্বত্র প্রসারী হতে পারে। বাসবদত্তার ভৌগোলিক বিস্তার প্রসঙ্গে বলা যায়—গল্পের নায়কের বাস কোথায় ছিল তা বলা হয় নি। কিন্তু তিনি তাঁর বাসভূমি থেকে বিন্ধ্যপর্বত-অভিমুখে যাত্রা করেন। নায়িকা পাটলিপুত্রের রাজকুমারী। রাজকুমার নায়ক পাটলিপুত্র গিয়ে তাঁকে নিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে আসেন, তারপরে দক্ষিণ-দিকে গিয়ে পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে যাত্রা সেরে তাঁরা শেষ পর্যন্ত পেঁাছন নায়কের নগরীতে। এর মাঝে মাঝে নর্মদা-নদী, তার মোহনা· ভাগীরথী-নদী বিন্ধ্য-পর্বতের এবং সমুদ্রের বর্ণনা সুবিস্তৃত। প্রাচ্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞ A, Warder এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—যদি সুবন্ধুর বাসস্থান বা রচনাস্থান সম্পর্কে অনুমান করা যায়, তবে তা যতদূর মনে হয়, পাটলিপুত্র থেকে উজ্জয়িনীর মধ্যবর্তী স্থানের সর্বত্রই হতে পারে। কবির স্বদেশ বলতে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডকেই ধরতে হয় তাহলে। আমরা বলতে পারি, কবির মনোভূমির ঐ পর্যন্ত বিস্তার, তাঁর বাসভূমি নিয়ে অনিশ্চয় বিতর্কের শেষ না হয় নাই হল!

কাহিনী

রাজা চিন্তামণির একমাত্র পুত্র কন্দর্পকেতু। পিতার মতোই তিনি সকল গুণের অধিষ্ঠান, রূপে অনিন্দ্য সুন্দরকান্তি। একদিন উষালগ্নে তরুণ রাজকুমার অনিন্দ্য-

সুন্দরী অপরূপ অষ্টাদশী এক কন্যাকে স্বপ্নে দেখলেন। 'নিদ্রাভঙ্গ হলেও স্বপ্নে দেখা রাজকুমারীকে ভুলতে পারলেন না কন্দর্পকেতু। বন্ধু মকরন্দকে সঙ্গে নিয়ে সেই অজানা প্রেয়সীর সন্ধানে চললেন তিনি। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এসে পেঁছলেন বিন্ধ্য পর্বতে। সেখানেও ভোররাতে আরেক বিস্ময়। দুই বন্ধু এক গাছের নিচে শয্যা বিছিয়েছেন। রাজকুমারের কানে এল গাছের ডালে-বসা শুক-শারীর আলাপ। শুক এসেছে দেরি করে, সঙ্গে এনেছে আবার আরেক শারিকাকে। ক্ষুব্ধ শুকপত্নীর অভিমান ও তিরস্কারে শুক বিচলিত। বহুকষ্টে শেষে সে বলে কেন তার বাড়ি ফিরতে এত দেরি। শারিকাটিই বা কে। বলা বাহুল্য, শুধু শারী নয়, গাছের নিচে রাজকুমারও কৌতূহলে উৎকর্ণ। শুক বলে—পুণ্যস্রোতা ভাগীরথী-নদীর তীরের নগর কুসুমপুর। সেখানে রাজত্ব করছেন অসীম প্রভাবশালী রাজা শৃঙ্গারশেখর। তাঁর একমাত্র কন্যা অসীম রূপবতী বাসবদত্তা। তবে রাজার মনে গভীর চিন্তা কারণ রাজকন্যার বিয়েতে মন নেই। রাজা শেষে রাজকুমারীর স্বয়ংবরের পর্যন্ত আয়োজন করেন, কিন্তু বাসবদত্তা কাউকেই বরণ করেন নি স্বয়ংবর সভায়।

শুক বলেই চলে। তার পরে আবার রাজকন্যা একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেছেন—ত্রিভুবনের দুর্লভ রূপযৌবন সম্পন্ন, বিদ্বান্ বুদ্ধিমান, শ্রীমান, সর্ব গুণের আধার এক যুবাপুরুষকে। স্বপ্নেই শুনেছেনও যে, এই যুবপুরুষ রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু। তারপর থেকেই রাজকন্যা বাসবদত্তা স্বপ্নে-দেখা কন্দর্পকেতুর প্রেমে পাগল, বিরহে অস্থির, কুসুমধনুর শরাঘাতে অস্থির। চেতনে, অর্ধচেতনে, মূর্ছাবস্থায় তাঁর মুখে শুধু কন্দর্পকেতুরই নাম। তাঁর বিরহে শোকে, দুঃখে আত্মগ্লানিতে রাজকুমারীর বড়ো করুণ দশা।

তখন প্রিয়সখীরা সকলে মিলে বহু আলাপ-আলোচনা করে কন্দর্পকেতুর মনের কথা জানবার জন্যে তমালিকা-নামের এই শারিকাটিকে পাঠিয়েছে। তাই সে আমার সঙ্গে এসেছে এবং এই গাছেরই নিচে বসে আছে।

একথা শোনামাত্র মকরন্দ তমালিকাকে ডেকে বন্ধু রাজকুমার কন্দর্পকেতুর পরিচয় দিল। শারিকা তমালিকা সেকথা শুনে প্রণাম করে বাসবদত্তার লিপি তুলে দিল। মকরন্দ তা পড়ে শোনালেন রাজকুমারকে। কন্দর্পকেতুর আনন্দসাগরে তখন বন্যা এসেছে। তমালিকাকে জড়িয়ে ধরে তিনি, তিনি দীর্ঘ কুশল বিনিময় করলেন। তারপব তিনজনে মিলে যাত্রা করলেন যেখানে বাসবদত্তা আছেন, সেই কুসুমপুর, পাটলিপুত্রের দিকে। ধীরে ধীরে, দিন পার হল; সূর্য গেল অস্তাচলে; মনোহারিণী, পুণ্যশোভা সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল; রাত্রি গম্ভীর হল।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তিনজনে এসে পেঁছলেন কুসুমপুরে, বাসবদত্তার বাসভবনে। সেখানে কন্দর্পকেতু আনন্দে বিস্ময়ে সকল শোভার অপরূপ দেহবল্লরীর অধিকারিণী বাসবদত্তাকে দেখে মুগ্ধ বিস্মিত হলেন। কন্দর্পকেতুকে দেখামাত্র প্রেমবিহ্বল বাসবদত্তাও কন্দর্পকেতুর সঙ্গে চেতনা হারিয়ে মূর্ছিত হলেন। সখীরা সেবাযত্নে তাঁদের সুস্থ করে তুলল।

তারপর সখী কলাবতী জানালো, সংকট উপস্থিত। বাসবদত্তার পিতা শৃঙ্গারশেখর

স্থির করেছেন, কালই বিদ্যাধররাজ বিজয়কেতুর পুত্র পুষ্পকেতুর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন। এখন রাজকুমার ঠিক করুন, কী কর্তব্য।

বাসবদত্তাকে নিয়ে কন্দর্পকেতু শঙ্কিতচিত্তে নগর ছেড়ে পলায়ন করলেন, ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়ার নাম মনোজব, মানে মনোবেগ, মনের মতোই দ্রুতগতি যার। ফিরে এলেন আবার বিন্ধ্যারণ্যে। দিনশেষে দুজন ক্লান্ত হয়ে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ঘুম ভেঙে কন্দর্পকেতু দেখলেন বাসবদত্তা নেই ; বহু অনুসন্ধান করেও তিনি তাঁর চিহ্নমাত্র দেখতে পেলেন না। শেষে ঘুরতে ঘুরতে সাগরকূলে এসে পৌঁছে ভাবলেন এ-বৃথা-জীবনে কী-বা লাভ। সমুদ্রের জলরাশিতে আত্মহত্যা করেই বিরহাগ্নি শান্তি করি।

এমন সময় দৈববাণী হল, হারানোপ্রিয়াকে তিনি আবারও ফিরে পাবেন। বনে বনে ঘুরে ফলমূলে জীবনধারণ করে কিছুদিন কেটে গেল। তখন বর্ষাশেষে শরৎকাল। কন্দর্পকেতু বনপথে ঘুরতে ঘুরতে এক প্রস্তরমূর্তি দেখতে পেলেন, মূর্তিটি যেন বাসবদত্তা। প্রেয়সীর অনুরূপ শিলামূর্তিকে স্পর্শ করার জন্যে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর করস্পর্শ পাওয়ামাত্র মূর্তি পাষাণরূপ ছেড়ে রক্তমাংসের বাসবদত্তায় পরিণত হল। রাজকুমার বিস্মিত, হতচকিত।

প্রশ্ন করে জানতে পারলেন—বাসবদত্তাকে নিয়ে দুই কিরাতসেনার মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। বাসবদত্তা বনপথে রাজকুমারের জন্যে ফলমূল সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। তখনই এই বিপত্তি ; নিজের এবং স্বামীর প্রাণের আশংকায় তিনি তখন ফিরে আসতে গেলেন। ওদিকে যুদ্ধরত দুই সৈন্যদল নিজেদের তো ধ্বংস করলই, এক মুনির আশ্রম পর্যন্ত বিনষ্ট করল। এতেই ক্রুদ্ধ মুনি অভিশাপ দিয়ে তাঁকে শিলামূর্তিতে পরিণত করেন। অবশ্য তাঁর কাতর প্রার্থনায় মুনি শেষ পর্যন্ত আশ্বাস দেন যে, স্বামীর হস্তস্পর্শে পাষাণী-বাসবদত্তা আবারও প্রাণ ফিরে পাবেন।

'বাসবদত্তা'র কাহিনী এপর্যন্তই। ইতিমধ্যে মকরন্দও এসে পৌঁছেছেন কন্দর্পকেতুর কাছে। বন্ধু এবং প্রেয়সী পত্নীকে নিয়ে কন্দর্পকেতু ফিরে গেলেন নিজ-নগরীতে এবং বহুকাল সুখে কাটালেন।

টীকা সংস্করণ সম্পাদনা

সুবন্ধুকৃত 'বাসবদত্তা'র ওপরে টীকা রচিত হয়েছে একাধিক। টীকাব্যাখ্যা ছাড়া তাঁর নিরন্তরশ্লেষঘন কাব্যবন্ধ বা কবির নিজের ভাষায় 'প্রতি-অক্ষরে শ্লেষযুক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধে'র অর্থ অনুধাবন ও উপভোগ করা সত্যিই কঠিন। জগদ্ধর, ত্রিবিক্রম, তিম্ময়সূরি, রামদেবমিশ্র, নরসিংহসেন, কাশিরাম, রঙ্গনাথ, আর. ভি. কৃষ্ণমাচারিয়ার প্রমুখ মোট ১৫ জন টীকাকারের ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। কিছু অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির টীকাও সংগৃহীত আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, রামায়ণ ও মহাভারতের মতো 'বাসবদত্তা'-রও উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি সংস্করণ আছে। উত্তর-সংস্করণটি সম্পাদনা করেছেন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ফিৎসেওয়াড হল। দ্বিতীয় অর্থাৎ দক্ষিণ-সংস্করণটির সম্পাদনা করেন আর. ভি. কৃষ্ণমাচারিয়ার। লক্ষ্য করা যায় যে, দক্ষিণ-সংস্করণে শ্লেষ ও বিরোধাভাস-অলংকারসমৃদ্ধ কিছু অতিরিক্ত প্রক্ষিপ্ত কাব্যাংশ সংযোজিত। 'বাসবদত্তা-'র পুঁথি

বা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে মাদ্রাজ গ্রন্থপঞ্জীতে জার্মান প্রাচ্যবিদ্ Aufrecht-এর সূচীই প্রামাণ্য।

সুবন্ধু বাসবদত্তা-র সম্পাদিত গ্রন্থরূপ সম্পর্কে বক্তব্য মোট সাতটি সংস্করণ রয়েছে। তার মধ্যে হল্ এর কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁরই মূলপাঠকে ধরে জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ক'লকাতায় বাসবদত্তা প্রকাশ করেন। অন্য পাঁচটি দক্ষিণী সংস্করণের ভিত্তিতে সম্পাদিত। তার মধ্যে প্রাচীনতমটি হচ্ছে তেলেগু-হরফে লেখা, যা ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

সমগ্র বাসবদত্তার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার সম্ভবতঃ ১৮৩৭ সালে। ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে লুইস্, এইচ, গ্রে এবং হল্-এর অবদান প্রামাণ্য। বাসবদত্তা অবলম্বনে রচনার মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত 'বাসবদত্তা' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৩ সালে। এছাড়া জয়গোপাল গোস্বামী ১৮৬১ সালে বাসবদত্তার কাহিনীর বাংলা রূপান্তর প্রকাশ করেছিলেন। মারাঠী ভাষায় 'বাসবদত্তাকথাসার' প্রকাশ করেছিলেন বামন দাজী ওক, ১৮৮৯ সালে।

কাব্যবিচার

গদ্যকাব্যের কথা ও আখ্যায়িকা বিভাগের কথা ভূমিকার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। কথা এবং আখ্যায়িকার মধ্যে কোনো ব্যাপক মৌলিক ভেদ নেই, একথা স্বীকার করার পরেও। বাসবদত্তাকে সাধারণভাবে কথাপর্যায়েরই রচনা বলা হয়। হর্ষচরিতের প্রারম্ভিক শ্লোক আখ্যায়িকাকার হিসেবে বাসবদত্তাকারের নামোল্লেখ এবং বাসবদত্তাকে আখ্যায়িকা হিসেবে উল্লেখ যে সম্ভবতঃ সুবন্ধ-রচিত বাসবদত্তা সম্পর্কে নয়, প্রাচীনতর আখ্যায়িকা বাসবদত্তা, যার উল্লেখ পতঞ্জলি করেছেন, সেপ্রসঙ্গ সুবন্ধুর রচনাকালের আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং কাব্যটি আখ্যায়িকা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল কিনা এবিষয়ে জটিল ভাবনারও কোনো প্রয়োজন নেই।

বাসবদত্তা কাব্যের বিষয়বস্তু সরস (কথায়াং সরসং বস্তু), তা শৃঙ্গাররসপ্রধান, আর্যা ও অন্যান্য ছন্দে বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা ভাব পরিস্ফুট করা হয়েছে এতে। মঙ্গলাচরণ তো কাব্যারম্ভে আছেই এবং তা পদ্যচ্ছন্দে। বাসবদত্তার কোনো পরিচ্ছেদবিভাগ নেই। গল্পের সূত্র ধরে ব্যাপক দীর্ঘ রাজ্যবর্ণনা, রাজার পরিচয়, বিন্ধ্যপর্বত, বিন্ধ্যারণ্য, সন্ধ্যা, রাত্রি, বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতু এবং প্রাসাদ বর্ণনা রয়েছে। নায়ক ও নায়িকার রূপলাবণ্যের বিশদ বর্ণনা এবং তাদের প্রেমকাতর শরীর ও মনের অনুপুঙ্খ রূপায়ণ বাদ পড়ে নি কবির লেখনীতে। এখানেই কাব্যসৌন্দর্যের প্রতিমা গড়ে উঠেছে পদসন্নিবেশ ও অলংকারসন্ধার মাধ্যম। এছাড়া কবি শাস্ত্র-পুরাণ-ব্যাকরণ-দর্শনের সূচনা করেছেন শ্লেষচ্ছলে। কাব্যলক্ষ্মীর সুষমার সঙ্গে ধীশক্তির চর্চাতেও রয়েছে উদার আহ্বান। তবে লক্ষণ মিলিয়ে বলতে হয় এখানে কোনো দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ বা বীরত্বপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ হয় নি। রম্য গতিতে হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আর বক্তা কবি স্বয়ং। এই সরস চিত্তহারী কাব্যকে তাই কথাকাব্য বলাই সঙ্গত। যেমন কাদম্বরী। বাণভট্টের কাদম্বরী যে কথাশ্রেণীর রচনা এতে কারো দ্বিমত নেই; সুতরাং প্রকৃতিগতভাবে সমশ্রেণীর রচনা বাসবদত্তাকেও 'কথা'-হিসেবেই গ্রহণ করা সহজ।

বাসবদত্তার কাব্যনির্মিতি

সুবন্ধু কাব্য রচনা করেছেন গৌড়ীরীতিতে। গৌড়ীরীতির লক্ষণ দিতে গিয়ে সাহিত্য-দর্পণকার আলংকারিক বিশ্বনাথ বলেছেন—'ওজঃ প্রকাশকৈবর্ণৈর্বন্ধ আড়ম্বরঃ পুনঃ সমাসবহুলা গৌড়ী'
—গৌড়ী রীতির বৈশিষ্ট্য দৃঢ়তাপ্রকাশক বাগ্‌বিন্যাস এবং সমাসবহুলতা। আলংকারিক বামন তাঁর কাব্যালংকারবৃত্তিতে বলেছেন ওজ এবং কান্তি গৌড়ী রীতির বৈশিষ্ট্য এবং তা মাধুর্য-ও সৌকুমার্যবর্জিত। আচার্য দণ্ডী বলেছেন, গৌড়ীরীতির বৈশিষ্ট্য অনুপ্রাস, অপ্রসিদ্ধ অর্থের প্রয়োগ এবং অতিকথন বা অত্যুক্তি। সুবন্ধুর পদবন্ধে সমস্ত কান্তি সত্ত্বেও শ্লেষ-উৎপ্রেক্ষার দুরূহ ব্যবহার এবং অতিরিক্ত ব্যবহার পাঠকের বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান দাবি করে সেকথা অবশ্যই বলা যায়। অন্যথায় কাব্যের অর্থোদ্ধার বা কাব্যালংকারের উপপত্তি সম্ভব নয়। অপ্রচলিত অর্থে শব্দপ্রয়োগ এবং বক্রোক্তি সুবন্ধুর অপর বৈশিষ্ট্য। কবি তো নিজেই বলেছেন, (প্রারম্ভিক শ্লোক ১৩) সরস্বতীর প্রসাদপুষ্ট পাণ্ডিত্যের আকর সুবন্ধু প্রত্যেক অক্ষরে শ্লেষপূর্ণ এই গদ্যকাব্য রচনা করেন।

বাসবদত্তা কাব্যে শ্লেষের উদাহরণ তাই অগণিত। কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

সা রসবত্তা বিহতা ন বকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥

এর অর্থ সরসতা (আর্দ্রতা, রসবোধ) শেষ হয়েছে।
বকেরা আর বিলাসগমনে বিচরণ করছে না [ন বকা]
অথবা কুৎসিৎ নতুন রাজারা (নবকা) বিচরণ করছে। সারস চরছে না (কঙ্ক), অথবা কে না কাকে আক্রমণ করছে (কং কঃ ন চরতি)। অথবা প্রাচীন সরসতা কাব্যরুচি ধ্বনিকাব্যের বিলাস নষ্ট হয়েছে, নতুন কবিরা দেখা দিচ্ছেন; সুতরাং পণ্ডিতম্মন্য কে না কার মাথায় উঠছে (—প্রশ্রয় পাচ্ছে)। কেন? সরোবরে যা দশা হয় পাখির দলের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সূর্যের মতো উজ্জ্বল সরোবর শুকিয়ে গেলে, নামে মাত্র তার কীর্তি থাকলে যা হয়, অথবা রাজা বিক্রমাদিত্য, যিনি সরস অর্থাৎ কবিমণ্ডলমণ্ডিত (রস=কবি) ছিলেন, তিনি স্বর্গগত হলে, কীর্তিটুকুই পৃথিবীতে থাকলে এমন দশা। এখানে কাব্যরস, কবির অভাব এবং রাজনীতির সংকট, সামাজিক বিশৃংখলা একদিকে, অন্যদিকে প্রকৃতির নৈসর্গিক প্রতিচ্ছবিকে একসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। তিনটি ভিন্নচিত্র যে শুধু পরিস্ফুট তা নয়, শ্লেষের নিপুণ প্রয়োগে সমগ্রতায় একটি অখণ্ড চিত্রও লক্ষণীয়।

এমনি প্রতি ছত্রে, প্রতি পদে। যমকের উদাহরণ হিসেবে বাতাসের বর্ণনায় কবির 'আন্দোলিতকুসুমকেসরে কেশরেণুমুষি রণিতমধুরমণিনাং রমণীনাং বিকচকমুদাকরে মুদাকরে' অতি প্রসিদ্ধ উদাহরণ।

রেবানদীর বর্ণনা প্রসঙ্গে অনুপ্রাস ধ্বনিত। মদকলকলহংসসারসরসিতোদ্‌ভ্রান্ত ·········ব্যাধূত বিকচকমলখণ্ডবিগলিতমকরন্দবিন্দুসন্দোহসুরভিতসলিলয়া·········' অপর একটি বিখ্যাত উদাহরণ। রেবারনদীর হংস-সারসের কলকাকলি এবং বাতাসে আন্দোলিত প্রফুল্ল কমলখণ্ডের গলিত মধুর সারনির্যাসে রেবানদীর সুরভিত জলের

সৌরভ শুধু সৌরভের বার্তা নয়, রেবানদীর সলিলতরঙ্গের ধ্বনিমাধুরীকেও পাঠকের কানে পৌঁছে দেয় যেন।

অর্থালংকারের মধ্যে বিরোধাভাস ও বক্রোক্তিতে কবি দক্ষ। উদাহরণ অসংখ্য। চিন্তামণি রাজার শত্রুবর্গ সদা পার্থোঽপি ন মহাভারতরণযোগ্য; পার্থ, অর্জুন হয়েও মহাভারতের যুদ্ধের যোগ্য নয়—আরে না, সর্বদা অপার্থ নিষ্প্রয়োজন (অপ-অর্থ) দেখে যুদ্ধে এগোয় না। এমনি উদাহরণ—অগ্রহেনাপি কাব্যজীবজ্ঞেন অর্থাৎ গ্রহশূন্য হয়েও শুক্র (কাব্য) এবং বৃহস্পতির (জীব) জ্ঞানসম্পন্ন। শুক্র এবং বৃহস্পতি তো গ্রহ তাহলে? প্রকৃত অর্থ হচ্ছে চৌর্যশূন্য (অ-গ্রহ, গ্রহ = চুরি) এবং কাব্যের প্রাণ, রসের (= জীব) জ্ঞানসম্পন্ন।

কবির ব্যবহৃত অন্যান্য অলংকারের মধ্যে মালাদীপক, উৎপ্রেক্ষা, বিভাবনা, স্বভাবোক্তি পরিসংখ্যা, কাব্যার্থাপত্তি, কারণমালা, লোকোক্তি এমন কি সম্ভাবনা পর্যন্ত আছে। উপমার কথা পৃথকভাবে বলার প্রয়োজন নেই। উৎপ্রেক্ষাও উপমাগর্ভ।

গৌড়ী রীতির কবির অত্যুক্তির উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় কামসন্তপ্তা বিরহবিধুরা বাসবদত্তার বর্ণনায় তার সখী কলাবতীর উক্তিকে। সে কন্দর্পকেতুকে বলছে—'আর্যপুত্র, আপনার জন্যে সখী যে বেদনা অনুভব করেছেন, তার বর্ণনা সম্ভব, যদি আকাশ লেখবার কাগজ হয়, সাগর লেখার মষীপাত্র হয় (মষীর পরিমাণ সাগরের অনন্ত জলরাশির মতো হওয়া চাই, সেই বেদনার বর্ণনা এতই অশেষ), ব্রহ্মা স্বয়ং লেখার দায়িত্ব নেন, সর্পরাজ বাসুকি বলার দায়িত্ব নেন এবং কোনোমতে একাজ সম্ভব হবে যদি অনেক হাজার যুগ ধরে সেই বলা এবং লেখার কাজ চলে।'

তবে কবির রসবোধ বা মাত্রাজ্ঞানের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা মনে হয় সঠিক নয়। কারণ বাক্‌নৈপুণ্যের বিলাস কবি করেছেন স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে, কাব্য-কৌতুকবিলাসে। তাই কন্দর্প শরাহত প্রেমসন্তপ্ত কন্দর্পকেতুকে সখা মকরন্দ দীর্ঘভাষণে সান্ত্বনা দান শেষ করলে, 'কন্দর্পকেতু ঐ অবস্থায় কোনোমতে সংক্ষেপে (= পরিমিতাক্ষরম্) কথাকটি বললেন। এই বলে কবি নায়কের মুখে অতি-সংক্ষিপ্ত গোটাদশেক দুই-তিন-পদবিশিষ্ট, শ্লেষ বিহীন, সরল বাক্য প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং কবির বাগ্‌বৈদগ্ধ্যকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে।

তাকে শুধু দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, অপ্রয়োজন, সমাসবহুল ও ক্লিষ্ট আধিক্য হিসেবে লক্ষ্য করলে কবিকৃতির প্রতি অবিচারই করা হয়। তাঁর বাণীবিলাসের উৎসবকে ধরা যায় না। নিসর্গ বর্ণনায় এবং রাজ্য, শাসন, মনোলোকের উপস্থাপনায় কবির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বাক্যসজ্জা এক বিশেষ নির্মিত। অতিসুসংস্কৃত হলেও তা ছন্দোবন্ধ এবং শিথিল নয় সুগ্রথিত। অন্যদিকে ভেবে দেখার মতো কী সংক্ষিপ্ত কলেবরে কী বিপুল বক্তব্য, বর্ণনা, এবং অন্তর্লীন তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন কবি। তা সত্যিই কান্ত প্রেমকথা হয়েও জ্ঞান গর্ভ রূপ গ্রহণ করেছে।

সুবন্ধুর বাসবদত্তা কাব্যের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে একথা বিশেষ স্মরণীয়। ১১৬৮ খৃষ্টাব্দের একটি কানাড়ী শিলালেখে তাঁর উল্লেখ আছে। কাব্যজগতে সুবন্ধু পণ্ডিত, যেমন নাট্যে ভরত এবং শব্দে পাণিনি……।

রসিক সমালোচককে স্মরণ ক'রে তাই বিরূপতা নয় সুবন্ধুর কবিকর্মের প্রতি আকর্ষণই যুক্তিসংগক। বল্লভদেব সুভাষিতাবলিতে সত্যিই বলেছেন—
'সুবন্ধৌ ভক্তির্নঃ'

সুভাষিত

তিমিরে হি কৌলিকানাং রূপং প্রতিপদ্যতে চক্ষুঃ।
অন্ধকারেই পেচকের চোখ বস্তুরূপ দেখতে পায়।

অবিদিতগুণাঽপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্,
গুণ না জানলেও সুকবির উক্তি কানে মধুধারা বর্ষণ করে।

অনিষ্টোদ্ভাবনরসোত্তরং হি ভবতি খলহৃদয়ম্।
খলের মন অনিষ্ট-উদ্ভাবনের রসে সরস।

ন চ সচেতনা বিসদৃশমুপদিশন্তি।
সচেতনেরা কোনো বিসদৃশ উপদেশ দেন না।

প্রত্যক্ষদৃষ্টভাবাপ্যস্থিরহৃদয়া হি কামিনী ভবতি।
অনুরাগ (নায়কের) স্পষ্ট বুঝতে পারলেও কামিনীদের
হৃদয়ে স্থিরতা আসে না।

ন খলু সর্বঃ সর্বং কার্যমেব করোতি।
সবাই তো সব করে না

নাস্ত্যেব জগত্যকলংকঃ।
জগতে অকলংক কেউ নেই।

রত্নাবসু

বাসবদত্তা

দেবী সরস্বতীর জয়! যাঁর প্রসাদে তীক্ষ্ণধী কবিদের চোখে নিখিল ভুবন হস্তস্থিত বদরীফলের মতো শোভা পায় ॥১॥

শ্রীহরির জয়! যিনি গোপবালকদের প্রতি হেসেছিলেন, যখন তারা বলেছিল 'তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, পর্বতকে ছেড়ে দাও, আমরা তার ভার নিচ্ছি'; (আর তার ফলে তিনি) হাত সামান্য শিথিল করে দিলে যখন (পর্বতের) ভারে তাদের হাত বাঁকা ও লম্বা হয়ে গিয়েছিল ॥২॥

দামোদর (কৃষ্ণ) তোমাদের রক্ষা করুন' যাঁর (কটিদেশের) ত্রিবলীতরঙ্গরেখা কঠিন রজ্জুবন্ধনজনিত রেখার সন্দেহ সৃষ্টি করে ॥৩॥

তাঁর জয়, যাঁর (মস্তকস্থিত) চন্দ্রকলা তেমন শোভা পাচ্ছে, যেন উমা উৎসুক হয়ে তাঁর (তৃতীয়) নয়নের প্রদীপ থেকে কাজল তুলবার জন্যে একটি রজতশুক্তি ধরে আছেন ॥৪॥ (অর্থাৎ উমাপতি শিবের জয়)

যে সজ্জন অপরের গুণাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করেন, তাঁর বড়ো সৌভাগ্য, হিমাংশুর জ্যোৎস্নায় প্রস্ফুটিত কুমুদ দ্বিগুণ শোভা ধারণ করে ॥৫॥

দুর্জনব্যক্তি বিষধর সর্পের চেয়েও অতিভয়ংকর—বিদ্বান্ ব্যক্তিদের একথা মিথ্যে নয়। যেহেতু সর্প শুধু নকুলের প্রতিই বিদ্বেষপরায়ণ, গোটা বংশের প্রতি নয় (ন কুলদ্বেষী), দুর্জন কিন্তু সবংশে হিংসা করে, এমনকি নিজের বংশকেও ॥৬॥

অত্যন্ত নীচ কাজে দুর্জনের বুদ্ধি অতি নিপুণ হয়ে থাকে। অন্ধকার হলেই পেঁচার চোখের তেজ প্রকাশ পায় ॥৭॥

যারা পরের গুণকে (নিন্দা ক'রে) কলুষিত করে, তেমন দুর্জন ব্যক্তির বড়োই দুর্নাম ঘটে থাকে; চাঁদের আলোকে আড়াল করে যে মেঘরাশি, তাদের মলিনতাও তো খুব বেশি চোখে পড়ে ॥৮॥

নিজের দোষে মলিন দুর্জন যতবার সজ্জনের নিন্দা করে, প্রত্যেকবার তা যেন, ছাইমাখা হাতের ঘর্ষণে দর্পণকে উজ্জ্বল শোভাযুক্ত করার মতো, সজ্জনের যশোবৃদ্ধিই করে ॥৯॥

পৃথিবীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সরোবরের মতো শুধু নামে মাত্র কীর্তিটুকু নিয়ে অবশিষ্ট থাকলে, সেই রসবত্তা, সহৃদয়তা নষ্ট; কুৎসিত নতুন রাজাদের সমৃদ্ধি ঘটছে; বিদগ্ধ কবিরা কে না কাকে আশ্রয় করছেন? অথবা, সেই কাব্যরসবোধ কোথায় গেল? রাজা বিক্রমাদিত্যের খ্যাতি নামেমাত্র অবশিষ্ট, অপটু নতুন কবির দল বৃদ্ধি-পাচ্ছে, কে না কার মাথায় উঠে বসছে? অথবা, (যেমন) পাখিদের ক্রমসঞ্চারে সূর্যের মতো দীপ্তিমান সরোবর শুধু নামেমাত্র অবশিষ্ট, তাই সেখানে সারসদের আর দেখা যাচ্ছে না, বকেদেরও দেখা নেই, কঙ্ক-পাখিও আর চরে না সেখানে ॥১০॥

কাব্যগুণ অজ্ঞাত থাকলেও সুকবির বাণী কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করে। গন্ধ ঘ্রাণ করার আগেই মালতীফুলের মালা তো দৃষ্টি আকর্ষণ করে ॥১১॥

গুণিজনের নিজের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান হয় পরের কাছ থেকেই। চোখ (সর্বদর্শী হয়েও) নিজের আকার বা সৌন্দর্যের জ্ঞান করে দর্পণ থেকেই ॥১২॥

একমাত্র সুজনের বন্ধু সুবন্ধু সরস্বতীর প্রদত্ত বরে আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে প্রতি অক্ষরে শ্লেষ-যুক্ত প্রবন্ধ আকারে বিদ্যাবত্তার আকররূপে এই গদ্যকাব্য রচনা করেন ॥১৩॥

চিন্তামণি বর্ণনা

চিন্তামণি নামে এক অভূতপূর্ব রাজা ছিলেন, সমস্ত ভূপতিমণ্ডলের মনোহর চূড়ামণিরাজির শাণিত অগ্রভাগের ঘর্ষণে যাঁর চরণের মণিরূপ নখগুলি নির্মল শোভা অর্জন করত। তিনি নৃসিংহের মতোই; নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ শরীর দান অর্থাৎ বিদীর্ণ করে বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন, আর ইনি হিরণ্য (=সোনা) আর কশিপু মানে অন্নবস্ত্র ইত্যাদির এবং ক্ষেত্র অর্থাৎ জমি-জায়গা দান করে সকলকে বিস্মিত করেন। তিনি নারায়ণের মতোই সোৎকর্ষের সঙ্গে,—শূকরের রূপ ধারণ করে অথবা সহজে,—সমগ্র ধরণীমণ্ডলকে রক্ষা করেন; কংসের শত্রু নারায়ণ যেমন যশোদা এবং নন্দের এবং যশোদার আনন্দ বৃদ্ধি করেছিলেন, তিনি তেমন যশোদানকারী ও আনন্দজনক সমৃদ্ধির অধিকারী ছিলেন। বসুদেব যেমন কাব্য মানে দেবতাদের আদর পেয়েছিলেন, তিনিও কবিনির্মিতরূপ কাব্য-সমূহের যথার্থ সমাদর করেছিলেন। (তাই বসুদেবের মতো তিনিও কৃতকাব্যাদর)। অনন্ত ফণাযুক্ত শেষনাগের চূড়ামণির ছটায় সাগরশায়ী বিষ্ণুর পাদপদ্ম যেমন রঞ্জিত, তেমনি অসংখ্য রাজার চূড়ামণির ছটায় তাঁরও পাদপদ্ম রঞ্জিত হতো। (কারণ, অন্য রাজারা তাঁকে মাথা নত করে প্রণাম করতেন। বরুণের মতো চতুর্দিগ্‌ব্যাপী) (অথবা পশ্চিমদিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত) তাঁর অবিরাম রক্ষণাবেক্ষণ প্রসারিত ছিল, অগস্ত্য যেমন দক্ষিণদিকের (=দক্ষিণা আশা) রক্ষাকর্তা তিনি ছিলেন দক্ষিণার আশার পূরণকারী। তিনি ছিলেন সমুদ্রের মতো শত শত বাহিনীর নেতা, সমুদ্রের বাহিনী নদীসমূহ, তাঁর ছিল সেনাবাহিনী। সমুদ্রে মকরসমূহের বাস ও গতিবিধি (স-মকরপ্রচার), তাঁর রাজত্বে ছিল সবার জন্যে সমান করব্যবস্থা (সম-কর-প্রচার)। মহাদেবকে যেমন মহাসেনা বা মহাসেন (=কার্তিক) অনুসরণ করে, তাঁকেও তেমনি বিপুল সেনাবাহিনী অনুগমন করত; এবং তার ফলে মহাদেব যেমন মারকে (=কামদেবকে) ধ্বংস করেছিলেন, তিনি ধ্বংস করেছিলেন সকল বাধাবিঘ্ন (=মার)। সুমেরুপর্বত যেমন বিবুধ, মানে দেবতাদের বাসভূমি, তেমনি, তিনিও বিবুধ মানে বিদগ্ধজনের আশ্রয়, সুমেরুতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আবাস, তিনি ছিলেন প্রজাপালন থেকে শুরু করে সকল কর্মের (বিশ্ব কর্ম) আধার।

তিনি সূর্যের মতো ছিলেন। বিশেষ বিশেষ উৎসবে (ক্ষণে) বা সর্বদা, প্রতিক্ষণে দান করা ছিল তাঁর প্রিয় (=ক্ষণ-দান-প্রিয়) ছায়া মানে আশ্রয় দিয়ে তিনি দুঃখীর সন্তাপ দূর করতেন। সূর্য কী করেন? ক্ষণদা, রাত্রি তাঁর প্রিয় নয় ক্ষণদা ন প্রিয় অ(া)র ছায়া দিয়ে মানে শোভা দিয়ে চক্রবাকমিথুনের বিরহসন্তাপ দূর করেন তিনি, কিংবা নিজপত্নী ছায়ার সন্তাপ দূর করেন (=ছায়াসন্তাপহর)।

কুসুমধেনু মদনের সঙ্গেও তিনি তুলনীয়, কারণ তিনি অনিরুদ্ধ সম্পদের স্রষ্টা এবং কামসম্ভোগে সুখদানকারী ছিলেন, কামদেবও তো পুত্র অনিরুদ্ধের জনক এবং পত্নী রতির সুখদানকারী। বিদ্যাধর হয়েও তিনি ছিলেন শোভন মনের অধিকারী। কী করে? অশেষ বিদ্যা অর্জন করেও তিনি নিষ্কলুষ মনের অধিকারী। ধৃতরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও যেন তাঁর কাছে গুণ বা ভীম প্রিয়পাত্র—সে আবার কী? মানে রাষ্ট্রশাসনের ধারকবাহক হয়ে তিনি সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ষড়্গুণের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। পৃথিবীতে (=ক্ষমা) থেকেও তিনি ছিলেন দেবসভায় অধিষ্ঠিত; এ আবার কী? মানে, তিনি ক্ষমাগুণযুক্ত হয়েও প্রজাপালনরূপ যথার্থ ধর্মপালনে রত ছিলেন। বৃহৎ নলখাগড়ার বন হয়েও যেন তাঁর মধ্যে সরলবৃক্ষের সারি ছিল। মানে? বৃহন্নলা অর্থাৎ অর্জুনের মতোই তিনি সরল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। নিজে মহিষীর পুত্র হয়েও তিনি যেন বৃষভের জনক। সে আবার কী হেঁয়ালি? মানে, রাজমহিষীর পুত্র হয়েও তাঁর বৃষ মানে ধর্মকর্মের প্রতিই আগ্রহ ছিল। কণ্ঠহারের তরল বা মধ্যমণি না হয়েও তিনি যেন কণ্ঠহারের মহানায়ক বা মধ্যমণিই ছিলেন। মানে? তিনি ছিলেন অতরল অর্থাৎ অচঞ্চল এবং সেকারণে মহান্ নেতা।

তিনি যখন পৃথিবীতে রাজা ছিলেন, তখন শুধুমাত্র শাস্ত্রবিচারেই ছিল ছল, কথার মারপ্যাঁচ, এবং নিগ্রহ, পরপক্ষের খণ্ডন; (এ ছাড়া ছলনা এবং অত্যাচার ছিল না কোথাও), নাস্তিকতা, ছিল শুধু চার্বাকের মতবাদে, (সমাজে নাস্তিকতা, মানে নির্ধনতা বা দুঃখ ছিল না), কণ্টক বা রোমাঞ্চ ছিল শুধু নিয়োগের ক্ষেত্রে, (প্রজাদের মধ্যে বিরোধের কাঁটাটুকু ছিল না); পরীবাদ (=বীণা এবং দণ্ডের যোগ) ছিল শুধু বীণাবাজানোর সময়েই, (নইলে পরীবাদ অর্থাৎ ঝগড়াবিবাদ ছিল না কোথাও), শালিধান মাড়াই-এর জন্যেই উদুখলের ব্যবহার ছিল, (খলের, দুর্জনের উৎপাত ছিল না কোথাও), দ্বিজিহ্ব, মানে সাপ ধরা হতো শুধু সাপুড়ের খেলায় (নইলে প্রজাদের মধ্যে কোথাও দু-মুখো ভাব অর্থাৎ মিথ্যা ভাষণ ছিল না) কর গ্রহণের সময়েই করচ্ছেদ অর্থাৎ করের পরিমাণ হ্রাস করা হতো, অন্যথায় কারো করচ্ছেদ হতো না অর্থাৎ হাত কাটা যেত না।

নেত্র, মানে জটা ত্যাগ করতেন শুধু মুনিরা, এছাড়া কারো নেত্র অর্থাৎ চক্ষু উৎপাটন করা হতো না। দ্বিজরাজের মানে চাঁদের সঙ্গে বিরোধ ছিল শুধু কমল-সমূহের, দ্বিজ, মানে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কারো বিরোধ ছিল না। একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কোনো রাজা সার্বভৌম ছিলেন না; শুধু সার্বভৌম-নামের গজরাজ বর্তমান ছিল। অগ্নিতুলায় শুদ্ধি পরীক্ষা করা হতো শুধুমাত্র সোনার, কোনো অপরাধের দায়ে কাউকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হতো না। শুধু মণিরত্নকে (হারে গাঁথার জন্যেই) সূচে বিদ্ধ করা হতো, সূচী (=চক্ষু) ভেদ হতো না কারো, কোনো অপরাধের দায়ে। কিন্তু সন্তানজন্মের সময়েই যুবতী রমণীরা শূলবেদনা অনুভব করতেন, শূলে চড়ানো হতো না কাউকে। মহাভারত পড়ার সময়েই দুঃশাসনের পরিচয় পাওয়া যেত, সত্যিকার অপশাসন ছিল না; শুধু পদ্মফুলের করপত্র বিদীর্ণ (=বিকশিত) হতো (সূর্যোদয়ে), হাতের তালু (=করপত্র) কাটা যাবার মতো অপরাধ ছিল না কারো। মহাবরাহরূপে যেন তিনি গোত্রা (=পৃথিবী) উদ্ধার করেও পৃথিবী নামই করেছেন, (গোত্রা+উদ্দলন। কী করে?

গোত্রোদ্দলনের অর্থ—গোত্র, অর্থাৎ পর্বতের উদ্দলন অর্থাৎ বিনাশ ঘটিয়েছেন, পৃথিবীর নয়। রামচন্দ্র জনকতনয়াকে ত্যাগ করে জনকতনয়ার সঙ্গেই বনে গেছেন। (ভুল হল?) মানে, জনক অর্থাৎ পিতার রাজ্য ছেড়ে জনককন্যার সঙ্গে বনে গেছেন। ভরত, রামের প্রতি ভক্তিমান হয়ে রাজ্যভোগে বিরাম, মানে বিরতি দেখালেন। দময়ন্তীর সঙ্গে মিলিত হয়েও বিধবাবিবাহ (=পুনর্ভূগ্রহণ) করেছিলেন; আসলে আবার পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ (পুনঃ ভূ-পরিগ্রহ) করেছিলেন। পৃথুও নিজের বংশ নাশ করে পৃথিবীতে রাজ্য প্রসার করেছিলেন—আসল অর্থ রাজা বিস্তৃত হয়ে গোত্র মানে পর্বতসমূহ অপসারিত করে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন; স্ববংশনিধন করে নয়। এভাবে অতীতের অন্যান্য রাজাদের বিষয়ে প্রশংসা করার কিছু নেই। রাজা (চিন্তামণি) অন্য সব রাজার মহিমাকে অতিক্রম করেছিলেন। তিনি ছিলেন উৎসবপ্রিয়, নিজের প্রভুত্বের উন্নতি প্রকাশ করে সেনাবাহিনীতে সঞ্চরণশীল অশ্বদের (গন্ধর্ব) কাছে সর্বদাই সুখকর ছিলেন; (যেমন প্রসিদ্ধ উন্নত সুমেরুপর্বত তার উপত্যকাবাসী গন্ধর্বদের আনন্দদানে বিরত হয় নি কখনো। তিনি লক্ষ্মীর আবাস হয়েও (মা+আলয়) গর্বে উদ্ধত হন নি; কপটাচারেও প্রবৃত্ত হন নি। (নয়তো বলা যায়—সেই হিমালয় সর্বদা তুষারাচ্ছন্ন (স হিমালয়ঃ) উমার জন্মের কারণ, চিন্তামণি তেমন নন।)[১] তিনি মর্যাদাসম্পন্ন এবং প্রতিজ্ঞাপালনকারী এবং ধর্মপরায়ণ; (নয়তো বলতে হয়—হিমানীপূর্ণ পর্বত অর্থাৎ কৈলাসে অবস্থিত বৃষধ্বজ মহাদেব। তিনি সদাগতি (বায়ু), তাঁর কাছে সজ্জনেরা সর্বদা আসেন; সমগ্র বনভূমিকে কম্পিত করে বায়ু, আর তিনি দূর করেছেন সমস্ত দুর্ভিক্ষ। বায়ু যেমন পাবক অগ্নির অগ্রগামী, তিনিও পাবক অর্থাৎ পবিত্র ব্যক্তিদের অগ্রণী। বায়ু মেঘের প্রতি ধাবমান (নভোগ+উৎসুক), ফুলের সুগন্ধবাহী, তিনি কিন্তু ভোগে বিমুখ (ন ভোগোৎসুকঃ) এবং অতি সুদর্শন ছিলেন।

তিনি রত্নাকর; তবে সমুদ্র হয়েও সর্পরাজ বাসুকিবিহীন; মানে, তাঁর কাছে সর্পসদৃশ দুর্জনদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। সমুদ্র অগাধ, তিনিও, তাঁর ও গাধ বা লোভ ছিল না; সমুদ্র তার বেলাভূমি অতিক্রম করে না, তিনিও মর্যাদা বোধ সম্পন্ন, ন্যায্য পথের পথিক। তিনি দীপ্তিমান্ কিন্তু গর্বহীন, সর্বকালে শীতল হয়েও অমৃতম, তাঁর হাতিশালে ছিল বহু হাতি তাঁর ক্রোধ দীর্ঘস্থায়ী হতো না, তিনি ছিলেন মহান, সমৃদ্ধ এবং রাজচিহ্নযুক্ত। যেমন সমুদ্র সর্বদা শীতল, সূর্যতাপে তা কখনো বিশুষ্ক হয় না। সর্বদা সেখানে কুমির প্রভৃতির আবাস (স হি মকরাশ্রয়ঃ) চন্দ্রের ও (হিমকর) আশ্রয় সে; সমুদ্র জলময় জলযানপূর্ণ, অচলযুক্ত অর্থাৎ মৈনাক পর্বত যুক্ত, নক্র বা কুম্ভীরপূর্ণ মহানদীদের স্বামী।

তিনি ছিলেন চাঁদের মতো। চন্দ্র ক্ষণদা, মানে রাত্রির কাজে আনন্দজনক, কুমুদবনের বন্ধু, ষোড়শকলার আশ্রয়, নক্ষত্রপতি। রাজা চিন্তামণি ছিলেন উৎসব প্রিয় এবং আনন্দ কর মরুদেশেও জলব্যবস্থা করে মানুষের আনন্দবিধান কারী, পৃথিবীর আনন্দের রক্ষাকর্তা, সকল কলাশাস্ত্রের আধার শত্রুবিজেতা। তিনি সুমেরুপর্বতের মতো। সবর্ণশোভাধারী, সূর্যোদয়ে স্থান, সকল পর্বতের শ্রেষ্ঠ সুমেরু। চিন্তামণি বন্ধুজনের উন্নতির কারণ, অনির্বচনীয় শোভাধারী, অন্য রাজাদের তুলনায় তাঁর রাজ্যে ছিল লক্ষ্মীর অচল আবাস।

তাঁর শত্রুবর্গ যেন সর্বদা পার্থ (অর্জুন) হয়েও মহাভারত যুদ্ধের (=রণ) পক্ষে অনুপযুক্ত।• আসল অর্থ—তারা সর্বদা অপার্থ, নিষ্প্রয়োজন হয়ে মহাভার তরণের অর্থাৎ গুরু দায়িত্ব বা সৈন্য পরিচালনার অনুপযোগী। (সেই শত্রুবর্গ) যেন ভীষ্ম হয়েও পিতা ছাড়া অনাদের প্রতি কল্যাণ কর (আসল অর্থ)—তারা যেন ভয়ানক হয়ে অনবরত (চিন্তামণিরই) নবনবস্তুতিতে তৎপর। উপত্যকায় বিচরণ করেও, তারা যেন পর্বতে নেই, (প্রকৃত পক্ষে) তারা অনুচর পরিবৃত হয়েও নিজকুলের অলংকার নয়। তিনি যেন ত্রিশঙ্কুর মতো নক্ষত্রপথচ্যুত, আসলে ক্ষাত্র ধনের পথ থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি; তিন-শক্তিতে[৩] শক্তিমান ছিলেন তিনি। শঙ্কর হয়েও যেন তিনি বিষপান করেন নি; আসলে শান্তি বিধান করেছেন তিনি এবং বিষাদগ্রস্ত হন নি। অগ্নি হয়েও তাঁর পথ যেন কৃষ্ণ নয়; আসলে তিনি পাবক, পবিত্রকারী, তাঁর পথ মলিন নয়, অগ্নি হয়েও তিনি দহন করেন না, আসলে আশ্রিতদের তিনি আশাস্থল, (আশ্রয়ভূত কাষ্ঠাদির নাশক অগ্নি নয়) এবং তাদের তিনি পীড়া দেন না। তিনি মৃত্যুর মতো অকস্মাৎ কারো জীবন (বা জীবিকা) হরণ করতেন না; তিনি রাহুর মতো মিত্রমণ্ডলের (সূর্যমণ্ডল বা বন্ধুজনের) গ্রহণ বা গ্রাস ক'রে নিজের শোভাবৃদ্ধি করতেন না, নলের মতো কলিতে (কলিযুগ বা কলহে) তার বিপদ্ হয় নি; তিনি বিষ্ণুর মতো, ভীরুদের বধ করাতে তাঁর উল্লাস ছিল না, নন্দগোপের নন্দাই তিনি, যশোদার প্রতি নির্ভরশীল, অথবা যশের যশের উদয়ের প্রতিই তাঁর আগ্রহ, তিনি জরাসন্ধের মতো, সন্ধি বিগ্রহে তৎপর। মানে রাজা চিন্তামণি সন্ধি বিগ্রহাদি ষাড়্গুণ্য[১] পরিচালনায় পটু ছিলেন। তিনি শুক্রের মতো, দান এবং ভোগ দুই-এই তৎপর। অথবা, সর্বদা আকাশগামী। তিনি দশরথের মতো সুমিত্রোপেত, দশরথ রানী সুমিত্রার সঙ্গে যুক্ত, চিন্তামণি সু-মিত্র, অর্থাৎ সজ্জনবন্ধু যুক্ত, দশরথের মতো তিনি সুমন্ত্রাধিপতিও। দশরথের সারথি ছিল সুমন্ত্র; চিন্তামণির ছিল সুষ্ঠু মন্ত্রনা। তিনি ছিলেন রাজা দিলীপের মতোই সুদাক্ষিণার প্রতি অনুরক্ত; দিলীপের পত্নী সুদাক্ষিণা, চিন্তামণি ছিলেন দক্ষিণাদানে উৎসাহী। দিলীপের মতোই তিমিও গো (পৃথিবী) রক্ষা করেন। তিনি রামের মতো; রাম কুশ এবং লবের জন্ম এবং সৌন্দর্যের উৎস; তিনি ছিলেন কুশল বয়সের সৌন্দর্যবিলাস-পূর্ণ এবং তিনি নিপুণ পশুপাখিদের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন।

কন্দর্পকেতুবর্ণনা

সেই রাজা (চিন্তামণির) কন্দর্পকেতু নামে এক পুত্র ছিল। সে ছিল নন্দনবনের পারিজাত বৃক্ষের মতো, নিজের আশ্রিত সকল মানুষের আনন্দবিধানকারী, পার্বতীজনক হিমালয়ের মতো কল্যাণজনক, সর্পরাজ (বাসুকির) শরীরের চিহ্নযুক্ত মন্দর পর্বতের মতো রাজসুখভোগকারী,[২] মহেশ্বরের আবাসে চিহ্নিত—শৃঙ্গ যুক্ত কৈলাস পর্বতের মতো মহা মহা রাজাদের অশেষ সম্পদযুক্ত, বহু-উপবনের (নানা-আরাম) আনন্দবিধানকারী বসন্তের মতো যে বহু রমণীর (নানা-রামা) পুলক উৎপাদনকারী, (সমুদ্রের জলনির্ঘোষযুক্ত ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনে উদ্যত মন্দর পর্বতের মতো সে আপন জয়নির্ঘোষে বিশ্বকে মুখরিত করেছে। রতিসুখকারী কামদেবের মতো সে অনুরাগবৃদ্ধিকারী, সন্ধ্যাকালে সর্বত্র ব্যাপ্ত মহেশ্বরের ভস্ম পটলের মতো

সে তীক্ষ্ন বুদ্ধির (অথবা সহায়কের) সাহায্যে কার্যোদ্যত ; সে ছিল শরৎকালের আকাশের মেঘের মতোই নির্মল অন্তঃকরণযুক্ত ; এবং হরিভক্ত ; অর্জুনের মতো সাহসিক যুদ্ধে দক্ষ, অথবা সমান মনোভাবের বন্ধুদের সঙ্গে ক্রীড়াতৎপর, অথবা ধনধান্যাদি সম্পদ্‌যুক্ত পৃথিবীর সন্তোষ উৎপাদন কারী।কুবলয়াপীড় হস্তিযুক্ত কংসের মতো, সে নীলপদ্মের (কুবলয়) ভূষণে অলঙ্কৃত, অথবা ভূমণ্ডলের শিখর সমূহের অলঙ্কার স্বরূপ। সে গরুড়ের মতো বিনতানন্দ, সুমুখনন্দন—গরুড়ের মাতা বিনতা, পুত্র সুমুখ, সে ছিল বিনীতদের এবং বিদ্বানদের আনন্দবিধানকারী। বিষ্ণু বরাহশরীরে পরিণত করেছিলেন নিজ শরীরকে, সে সুন্দরীদের স্তন আলিঙ্গন করেছিল, ভীষ্ম যেমন স্বচ্ছন্দচারী মৃত্যুকে আপন নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন সে কাল এবং ধর্মকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন সে কাল এবং ধর্মকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল ; সে ছিল সুশর্মাযুক্ত কৌরবসেনার সমান, অর্থাৎ সুখসম্পন্ন, অত্যন্ত বিমল জল বর্ষণে (বিমলতর-বারি ধারা)' রাজহংসকুলের ত্রাস-উৎপাদনকারী বর্ষাকালের মতো সে তীক্ষ্ন তরবারির আঘাতে (বিমল-তরবারি-ধারা) রাজমণ্ডলকে ত্রাসিত করেছিল।

সে সুবাহু' হয়েও রামানন্দে উৎসুক—সুবাহু তো রামের শত্রু ? কন্দর্পকেতু বিশালবাহুযুক্ত, এবং রামভক্ত। সে যেন দুই-নেত্র-বিশিষ্ট (সমদৃষ্টি) হয়েও মহাদেব। মহাদেবের তো তিন নেত্র ? সে ছিল সকলের প্রতি সমান ব্যবহার সম্পন্ন। সে যেন মধ্যমণি-বিহীন মুক্তাহার, আসলে বলা হচ্ছে সে ছিল নীরোগ এবং স্থিরচেতা। সে যেন শিখাক্ষয়-বিহীন যষ্টিদীপ, আসলে সে ছিল বংশের মুখ উজ্জ্বলকারী এবং উত্তম অবস্থাযুক্ত।

তার মাধ্যমে নির্মলচিত্ত সজ্জনেরা পরম সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। যেমন চন্দ্র ষোড়শকলার আশ্রয়, সেও সকল কলাশাস্ত্রের আধার, চন্দ্র রাত্রির উপদ্রবনাশকারী, তেমনি সেও, (তাছাড়া সে ছিল মহাদের রীতি-অনুসায়ী), চন্দ্র কুমদবনের বিকাশ-সাধক, কিন্তু সে ছিল শত্রুনাশক, চন্দ্র সকল দিকের শোভাজনক, সে ছিল সকলের আজ্ঞাপূরক, চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের সমুত্থিত জলরাশি তটপর্বত গাত্রে আঘাত করে, তার মাধ্যমে বংশ ও ভূসম্পদ্ বৃদ্ধি পেয়েছিল ! চন্দ্রের প্রভাবে জলোচ্ছাসের মতো তার প্রভাবেও জীবনজীবিকার প্রসার ঘটেছিল, এবং নিরুপদ্রব প্রাণিযুক্ত সমুদ্র-সমূহের মতো সজ্জনেরা সমৃদ্ধিলাভ করেছিলেন।

পুত্র অনিরুদ্ধের লীলার উৎস, রতিপতি, কুসুমধনু (মকরকেতু) কামদেবের দর্শনে যেমন, তেমনি তাঁর দর্শন লাভেও রমণীকুল উল্লসিত হতেন, কারণ, তিনিও ছিলেন নিরন্তর বিলাসজনক, কামপ্রিয়, সৌন্দর্যে কামদেবকেও যেন পরাজয়কারী।

[বসন্তের প্রতি যেমন উপবনলতাসমূহের আগ্রহ, তেমনি তার প্রতিও ছিল তরুণীদের আকাঙ্ক্ষা।] হাজার কলিকাপূর্ণ, ভ্রমরযুক্ত নবপল্লবে মনোরম, পক্ষিকুল শোভিত উপবন লতাসমূহ দক্ষিণাবায়ুযুক্ত, সর্পকুলের আনন্দদায়ক, কোকিলের কোমল কুহু ধ্বনিযুক্ত, নবপল্লবের বিকাশক, বনভূমিতে হিল্লোলসৃষ্টিকারী, সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভে মনোরম, যেখানে পদ্ম সকলের কাছেই সুলভ এবং প্রস্ফুটিত চম্পক সমস্ত ভুবন ব্যাপ্ত করে, সুগন্ধি দমনক লতাতে' যে-পূর্ণ, বসন্তকে যেমন কামনা করে, তেমনি বহু উৎকণ্ঠাপূর্ণ, কামুকজন পরিবৃত, উত্তকেশে মনোহর, অথবা

প্রবালমালাধারিণী যৌবনে শোভিত তরুণীরা অনুগত, পণ্ডিত এবং সজ্জনের পালনকারী, (রূপ ও কীর্তির কারণে) নেত্র ও শ্রবণের সুখকর, কোকিলের মতো মধুরভাষী, শৃঙ্গার প্রিয়, রমণীর রতিবিষয়ক রাগ বৃদ্ধিকারী, সুগন্ধি পুষ্পে মনোহর, (অথবা শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত ও সুন্দর), যার ঐশ্বর্য সকলের ভোগের জন্যে ছিল এবং যাঁর কাছে প্রচুর সুবর্ণ ছিল, যে সকল শত্রুকে দমন করেছিল, তাকে (সেই কন্দর্পকেতুকে) কামনা করত।

যুদ্ধভূমিতে প্রতিক্ষণে তার ভুজদণ্ড ধনুক, বাণ, বাণ, শত্রুমস্তক ভূমণ্ডল, ভূমণ্ডল অভূতপূর্ব, নায়ক, নায়ক কীর্তি, কীর্তি সপ্তসমুদ্র, সাগর কৃতযুগ প্রভৃতি রাজচরিত স্মরণ, স্মরণ স্থৈর্য এবং স্থৈর্য আশ্চর্য সৃষ্টি করত।

তার প্রতাপানলে যাদের স্বামী দগ্ধ (নিহত), সেই রিপুসুন্দরীদের বক্ষের মুক্তাহার যেন, তার (কন্দর্পকেতুর) করতলের পীড়নের ভয়েই (সুন্দরীদের) বক্ষঃস্থল ত্যাগ করেছিল। [অর্থাৎ বিধবা শত্রুপত্নীরা কণ্ঠের মুক্তাহার খুলে ফেলেছিল।]

তার খড়্গ তীক্ষ্ণ লোহার বাণে বিদীর্ণ মত্ত মাতঙ্গের গণ্ডস্থল থেকে বিগলিত বর্তুল মুক্তাতে পূর্ণ প্রান্ত প্রদেশযুক্ত, চলন্ত বাণের পক্ষ অথবা বাহন ও রথযুক্ত (সাগরের ক্ষেত্রে-জল-পানার্থে আগত পক্ষিযুক্ত), রক্তবর্ণ জলে অবগাহনকারী হস্তীদের কচ্ছপতুল্য পদচিহ্নযুক্ত, মাংসশল্য মৃত মানুষের হৃদয়কমলে সুশোভিত (সাগরের ক্ষেত্রে-কুমুদ ও শ্বেতপদ্মে শোভিত), শতসেনা পরিপূর্ণ (সাগরের ক্ষেত্রে তরঙ্গিত জলরাশিতে মনোহর), খুব-সুন্দরী অর্থাৎ অপ্সরাদের সমাগমে উৎসুক বীরদের (সাগরের ক্ষেত্রে সুরসুন্দরী নামে মৎস্য বিশেষের প্রাপ্তিতে উৎসুক কৈবর্তদের) অহংকার দ্যোতক মুখর ভাষণে ভীষণ, সাগরতুল্য যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত পদাতিক, হাতি এবং ঘোড়ার রক্তে সিক্ত হলে, তা জয়লক্ষ্মীর চরণের অলক্তরেখার মতোই শোভা পেত।

একদিন—রাত্রিশেষে যখন কুমুদনী নায়ক চন্দ্রমা যেন শঙ্খধবল কান্তি লাভের আশায় পশ্চিম সমুদ্রে অস্ত যাচ্ছিলেন, যখন চন্দ্রমাকে দেখাচ্ছিল যেন, কালরূপী বৌদ্ধের দইমাখা ভাতের দলা, নিনারূপিনী যমুনার ফেনরাশি, মেনকার নখমার্জনের ধবল শিলাখণ্ড সে সময় চন্দ্রবিম্বের মধ্যভাগ মধুকোশের শোভা ধারণ করেছিল; তখন চন্দ্রমা অস্তাচলরূপী উপাধানে সুখে শায়িত রাত্রি-রূপিণী যুবতীর রজত-নির্মিত বর্তুল কর্ণভূষণের মতো শোভা পাচ্ছিল, আরো মনে হচ্ছিল যেন রাত্রি-রূপিণী কামিনীর পানশেষে অবশিষ্ট মদ্যে পূর্ণ পানপাত্রটি;—তখন শীতল হিমকণায় কর্দমিত কুমুদের পরাগে ভ্রমরের চরণ আবদ্ধ, সারিকারা আপন মধুর কাকলিতে অভিসারিকাদের জাগরিত করছে, মঠে অধ্যয়নরত ছাত্রেরা ঘুম থেকে জেগেছে, পথে বস্ত্রভিক্ষুরা বিভাসরাগে কাব্যকথা গান করছে; তখন প্রদীপগুলি যেন সারা রাত্রির অন্ধকার পান করে তার ভার আর সহ্য করতে না পেরে তা বমন করছিল (অর্থাৎ প্রদীপ তেলশূন্য হওয়া ধোঁয়া হচ্ছিল আলোর চেয়ে বেশি) কাজলের মতো; কামমও প্রেমিকযুগলের কামক্রীড়া দর্শনে উৎসুক হয়ে বার বার গ্রীবা উন্নত করার ফলে তারা ক্লান্ত; তারা নানাবিধ নর্মলীলার সাক্ষী; নীচের অন্ধকারকে যেন তারা শরণাগতের মতো রক্ষা করছিল; স্নেহ অর্থাৎ তেল শুষ্ক হয়ে যাবার ফলে

তারা ম্লান, যেমন স্নেহ নষ্ট হয়ে গেলে দুর্জনের কথা শিথিল হয় তেমনি ; অতিবৃদ্ধ অবস্থায় মানুষ যেমন শেষ দশা পৌঁছয় তারাও দশা, মানে শিখার শেষ অংশে পৌঁছেছে ; বিপন্ন সৎ সাধুর যেমন সকল সম্পত্তি নাশ করে পাত্রটুকু মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাদেরও দীপাধারটুকু ছিল ; নিশান্তে বা নিশামধ্যভাগে বিচরণশীল দানবদের মতো দেখছিল তাদের ; তাদের উপরে পতিত পতঙ্গরাশিকে মনে হচ্ছিল যেন অস্তাবলের উপরে আসন্ন সূর্য।

সে সময়ে—শয়নগৃহের পুষ্পোপহার নিরন্তর নির্ঝরিত পরিমলবিন্দু—আস্বাদনে প্রসন্ন এবং মনোহর ভ্রমরপংক্তির ঝংকারে মুখরিত হয়ে মলিন হয়ে পড়ছিল। সে সময়ে—প্রিয়জনেরা প্রেয়সী রমণীদের (বিদায়ের) আলিঙ্গন করছিল ; সেই রমণীরা অলক এবং চরণপল্লবে সুশোভিত ছিল, তাদের সে-চূর্ণকুন্তল থেকে ঝরে-পড়া কুন্দফুল যেন প্রিয়বিরহজনিত শোকাশ্রুবিন্দু ; আর চরণের নূপুর ধ্বনির ঠেক ঝংকার যেন প্রিয়তমকে যেতে নিষেধ করছিল ; কোনো রমণীর রাত্রিশেষের রতিশ্রমের স্বেদবিন্দু মুক্তকলপাশের আমুক্ত মাধবীলতার পরিমললুব্ধ ভ্রমরবৃন্দের পক্ষবায়ুতে শুষ্ক হচ্ছিল, তারা তাদের আন্দোলিত বাহুলতার কংকনঝংকারে মনোহর ছিল ; তারা নখক্ষতে লগ্ন কেশপাশ মুক্ত করার বেদনায় সীৎকারধ্বনি করলে তাদের দুগ্ধধবল দন্তচ্ছটার রতিগৃহ শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল ; কামিনীদের সখীরা তাদের প্রিয়তমদের বারবার জিজ্ঞাসা করছিল 'কবে আবার দেখা হবে ?' নৈশ নর্মলীলায় উক্ত ধৃষ্ট বচন স্মরণ করিয়ে গৃহশুকের দল বাচাল হলে রমণীরা ঈষৎ লজ্জানত হচ্ছিল ; আকাশে বিরল মেঘযুক্ত শরৎকালীন দিনশোভার মতো তাদের স্তনদেশ নখক্ষতে শোভিত ছিল। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি যেমন যমপুরীর দিকে এগিয়ে যায় তেমনি তারা এগিয়ে যাচ্ছিল প্রাণেশ্বরের শরীরের দিকে। বসন্তকালীন বনপংক্তির (উৎ)কলিকার মতো তাদের উৎকণ্ঠার ভার ছিল প্রচুর ; এই কামিনীদের দয়িতেরা তাদের আলিঙ্গন করছিল।

সেসময়ে—পুষ্পপরাগে আন্দোলন তুলে যাদের নূপুরমণি ধ্বনিত হচ্ছিল, সেই রমণীদের কেশপাশে লগ্ন প্রসাধনরেণু হরণকারী, রমণীয় প্রফুল্ল কুমুদসমূহের সংসর্গে (রম্য), প্রিয়বিরহিতা দুঃখিনী (কামিনীদের) সর্বাঙ্গে কামদেবের বাণাগ্নিকে তুষানলের ভস্মচূর্ণের মতো বর্ষণকারী, বিরহিনী চক্রবাকবধূর করুণ কুজন দূর পর্যন্ত বহণকারী বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল।

স্বপ্নদৃষ্ট কন্যার বর্ণনা

এমন প্রভাত সময়ে কন্দর্পকেতু স্বপ্নে অষ্টাদশী এক কন্যাকে স্বপ্নে দেখলেন। সেই কন্যার কটিদেশের মেখলাদাম যেন জঘনরূপ মদনপুরীর তোরণমালা, অথবা মন্মথরূপী মহানিধির জঘনরূপ কোষাগারের স্বর্ণপ্রাকার, কিংবা তা যেন জঘনরূপ চন্দ্রমণ্ডলের পরিধি, অথবা মদনের ত্রিভুবনবিজয়প্রশস্তির বর্ণমালার স্বর্ণপত্র, অথবা সকল পুরুষের হৃদয়রূপী বন্দীজনের নিবাসের পরিখাবলয়, অথবা তা যেন সকল সংসারের আঁখিপাখির আবাসের (পিঞ্জরের) কাঞ্চনশলাকার গ্রন্থিসূত্র। তার কটিদেশ অতি ক্ষীণ, যেন তা উন্নত পয়োধরের ভারে তার মুখচন্দ্র দেখতে না পাবার দুঃখে এমন (ক্ষীণ), যেন তা গুরুভার নিতম্ববিম্ব এবং স্তনযুগল—এই দুইয়ের ভারজনিত
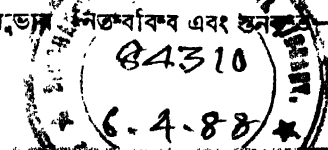
শ্রমে (ক্ষীণ), যেন মাথার ওপরের বিশাল পয়োধরকলসদুটি আমারই ওপরে না ভেঙে পড়ে এই চিন্তায় (কটিদেশক্ষীণ), গুরুপত্নীর মতো গুরুশ্রোণিভার গ্রহণে যেন অনুতপ্ত, (সৃষ্টির সময়ে) অতিরিক্ত ক্লেশাবহ বিধাতার করস্পর্শের দুঃখেই যেন (তার কটিদেশ অতি কৃশ)।

সেই কন্যা পয়োধরযুগলে শোভিতা, তারা যেন প্রেমরূপ রত্নপূর্ণ দুটি স্বর্ণাধার, যা স্তনাগ্রভাগরূপ মুদ্রায় চিহ্নিত, অতিগুরুভারের কারণে তারা পড়ে যেতে পারে ঐ আশঙ্কায় যেন বিধাতা লৌহকীলকের মতো স্তনাগ্রভাগে তাদের আবদ্ধ রেখেছেন, অথবা সকল অবয়বনির্মাণশেষে সকল লাবণ্য যেন পুঞ্জীভূত সেখানে (স্তনযুগলে), তারা যেন হৃদয়সরোবরের কমলকলি, অথবা কামদেবের বিলাসের গোলাকার দুটি উপাধান, অথবা রোমাবলীরূপ লতার দুটি ফলস্বরূপ, যেন কামদেবের দর্পবৃদ্ধিকারী চূর্ণপূর্ণ দুটি স্বর্ণকলস, সবার হৃদয়ের পতনের ফলেই তার গুরুত্ব এসেছে, তারা যেন সংসারবৃক্ষের দুই বৃহৎ ফল, যেন হারলতারূপ মৃণালের প্রতি লুব্ধ চক্রবাকযুগল, হারলতা এবং রোমরাজি গঙ্গাযমুনার মতো যে প্রয়াগে মিলিত তার দুই তট যেন তারা, তারা ত্রিভুবন জয়ের পরিশ্রমে ক্লান্ত মদনের শ্রমদূরকারী একান্ত নিবাস যেন।

তার শঙ্খরপল্লব মুখচন্দ্রমণ্ডলের সতত সন্নিহিত সন্ধ্যারাগের মতো, যেন দন্তরূপ রত্নের রক্ষার্থে সিন্দুরমুদ্রা, যেন নির্গত হৃদয়ানুরাগে তা রঞ্জিত, যেন তা অনুরাগ-সমুদ্রের প্রবালখণ্ড। (সেই কন্যা) নয়নযুগলে অলংকৃত, যে নেত্রযুগল সদ্য-বিকশিত কেতকীপুষ্পদলের মতো বিশাল, চঞ্চল অলস পদ্মশোভাযুক্ত, হৃদয়বিলাসী-মদনের বাতায়ন যেন তারা, এমন আশংকা জাগে, যেন তারা রাগসমৃদ্ধ হয়েও মোক্ষসাধক (আসলে আরক্ত হলেও সুখকর), গতিরোধকারী কর্ণযুগলের প্রতি কোপবশেই যেন তাদের প্রান্তভাগ রক্তিম, তারা যেন সকল সংসারকেই ধবলিত করছিল, আকাশতলকে যেন তারা প্রফুল্ল কমলদলে পূর্ণ করে দিচ্ছিল, যেন হাজার হাজার ক্ষীরসমুদ্রের সৃষ্টি করছিল, কুন্দকুসুমযুক্ত নীলোৎপলমালার সৌন্দর্যকেও যেন তারা উপহাস করছিল।

সেই কন্যার নাসাদণ্ড যেন দণ্ডরূপী রত্নের তুলাদণ্ড, নেত্ররূপী দুগ্ধসমুদ্রের সেতু, যৌবন এবং মদনরূপী মত্তহস্তীর মধ্যস্থবেদি। তার সুন্দর ভ্রূলতা যেন নয়নরূপ নীলপদ্মের ভ্রমরপংক্তি, মুখরূপ মদনমন্দিরের তোরণমালিকা, অনুরাগ-সমুদ্রের প্রবাহ, যেন যৌবনরূপ নটের নটী।

সেই কন্যা মেঘযুক্ত বর্ষাকালীন আকাশের সৌন্দর্য নিয়ে উন্নত চারুপয়োধরে শোভিত ; যার জয় ঘোষিত হচ্ছে সেই মানুষের মতো নূপুরধ্বনির ঝংকারে তার স্থিতি ; তার আকর্ণবিস্তৃত লোচন যেন দুর্যোধনের ধৈর্য (দুর্যোধনের ধৈর্য কর্ণের উপর নির্ভরশীল), বলি-নিধনকারী বামনের লীলার মতো তারও বলিবিভঙ্গ (ত্রিবলীরেখা) ছিল স্পষ্ট, কন্যা ও তুলারাশিকে অতিক্রম করে বৃশ্চিকরাশিতে সূর্যের অবস্থানের মতো সে কন্যাভাব থেকে মুক্ত—যুবতী, ঊষা-অনিরুদ্ধকে দেখে তৃপ্ত, তাকে দেখে অবিরাম সুখসঞ্চার হতো, নন্দনকাননের সৌন্দর্যবিধাত্রী ইন্দ্রাণী, সে নেত্রশোভায় দর্শকের আনন্দদায়িনী, (মহাদেবের) তাণ্ডবলীলা সাপেদের উল্লাস বৃদ্ধি করে, সে ছিল স্ফুরিত নেত্র এবং কর্ণযুগলে শোভিত। বিন্ধ্যাটবী

যেমন দীর্ঘ তমাল ও লিকুচ-বৃক্ষে পূর্ণ, সে ছিল উন্নত শ্যামবর্ণ পয়োধরে অলঙ্কৃত, সুগ্রীব ও অঙ্গদে শোভিত বানরসেনার মতো যেন সে, মনোরম গ্রীবা আর কেয়ূরে অলঙ্কৃত; দীপ্যমান অলংকার (=সূর্য), শুভ্রজ্যোতি স্মিতহাস্য (=চন্দ্র), রক্তিম অধর (=মঙ্গল), মনোরম দর্শন (=বুধ), গুরু নিতম্ব (=বৃহস্পতি), শ্বেত হার (=শুক্র), ধীরগতি চরণ (=শনৈশ্বর শনি) ঘননীল কেশপাশ (=রাহু) এবং প্রফুল্ল নেত্রকমলে (=কেতু) শোভিত সে যেন গ্রহ-পরিবৃত; ত্রিলোকের চিত্তরূপী নাট্যশালার সংসাররূপী ভিত্তির যেন সে বিচিত্র আলেখ্য, যৌবনরূপী মহাযোগীর যেন সে রসায়ন-সমৃদ্ধি, শৃঙ্গারের যেন সে সংকল্পসিদ্ধি,—যেন বিস্ময়ের নিধি, যেন মকরধ্বজ (মদনের) বিজয়পতাকা, যেন মদনের যুদ্ধভূমি, যেন লাবণ্যের সংকেতস্থান, যেন সৌন্দর্যের বিহারভূমি, যেন সৌভাগ্যের একান্ত নিবাস, যেন কমনীয়তার উৎপত্তিস্থান, যেন ইন্দ্রিয়সমূহকে স্তব্ধ করে দেবার উপযোগী মায়াচূর্ণ, যেন মনকে আকৃষ্ট করার মন্ত্রসিদ্ধি, যেন মদনরূপ ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টি আবদ্ধ করার উপযোগী মহৌষধি, যেন ত্রিভুবনকে বিশেষ লুব্ধ করার লক্ষ্যে প্রজাপতির (অপূর্ব) সৃষ্টি। [এই কন্যাকে কন্দর্পকেতু স্বপ্নে দেখলেন]।

কন্দর্পকেতুর মোহাবেশ

(রাজকুমার) তখন প্রেমবিকশিত নয়নে তাকে যেন চক্ষু দিয়ে পান করতে থাকলে, নিদ্রা যেন ঈর্ষ্যাবশেই দীর্ঘসেবিত নিদ্রা তাকে ত্যাগ করে গেল। (রাজকুমারের ঘুম ভাঙল)। জেগে উঠে সে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, যেন সে বিষপূর্ণ সরোবরে কিংবা দুর্জনের কথায় নিমজ্জিত। আর লক্ষ্যবিহীনভাবে আকাশতলের প্রতি আলিঙ্গন করার জন্যে দু-বাহু বাড়িয়ে—"প্রিয়তমে, এসো এসো, যেও না, যেও না" এই বলে দিগ্বিদিকে—যেন সে চিত্রিত, যেন সে তার নয়নে উৎকীর্ণ, যেন সে তার হৃদয়ে স্থাপিত—তার প্রিয়তমাকে আহ্বান করতে থাকল। তখন সেখানে শয্যাতলে শায়িত হয়ে, সমস্ত পরিজনদের সেখানে আসা নিষেধ করে, কপাট বন্ধ করে, তাম্বূলপ্রভৃতি সকল উপভোগের বস্তু বর্জন করে সে দিন কাটিয়ে দিল। তেমনভাবেই স্বপ্নে মিলনের আশায় সে কোনোক্রমে রাত্রিও অতিবাহিত করল। তখন তার প্রিয়বন্ধু মকরন্দ বহুকষ্টে ভিতরে প্রবেশ ও তাকে দর্শন করার অবকাশ পেয়ে কন্দর্পের শরপ্রহারে জর্জরিত কন্দর্পকেতুকে বলল—বন্ধু! এ কী? তুমি কেন এমন অনুচিত, দুর্জনোচিত পথ অবলম্বন করেছ? তোমার এই আচরণ দেখে সজ্জনেরা সংশয়ে দোলায়িত। আর দুষ্ট লোকেরা তোমার পক্ষে প্রতিকূল, (আমার) অবাঞ্ছিত নিন্দা করছে (তোমার সম্পর্কে)। দুর্জনের হৃদয় অপরের নিন্দায় উত্তরোত্তর তৃপ্তি লাভ করে। তার তত্ত্বনিরূপণ করতে কে বা সমর্থ? দেখো না—ভীমও যেন বকাসুরের প্রতি দ্বেষশূন্য (আসলে, সজ্জনদের প্রতি বিদ্বিষ্ট) অগ্নি হয়েও যেন বায়ু (আসলে আশ্রয়দাতাকে নাশ করে এবং মাতৃতুল্য পালকের প্রতি কুকুরের মতো আচরণ করে, সর্ষপতেলের মতো দু-হাতে ঘষে মাথায় রাখলেও তার কটুতা যায় না, দুর্জনকে করজোড়ে আদর করে মাথায় করে রাখলেও সে শত্রুতা ছাড়ে না। তালের রসের মতো তারা (দুর্জন) আপাতমধুর

কিন্তু পরিণামে নীরস ও তিক্ত। পায়ের ধূলোকে যেমন উপেক্ষা করলেও[১৩] মাথায় চড়ে বসে, তেমনি দুর্জনকে অপসারিত করলেও তা মস্তক অর্থাৎ বুদ্ধিকে কলুষিত করে। বিষবৃক্ষের পুষ্প যেমন যেখানেই দেখা যাক মূর্ছার সৃষ্টি করে, তেমনি (দুর্জন) যেখানেই দেখা হোক বুদ্ধিনাশকেই বাড়িতে তোলে। নিচু জায়গায় যেমন জল জমেই থাকে সরে না, তেমনি দুর্জন কখনোই শত্রুশূন্য হয় না, অথবা তার মুখ কখনো বন্ধ থাকে না, সর্বদাই অন্যের দোষ উদ্ঘাটন করে। বহুমক্ষিকাপূর্ণ হয়ে গ্রীষ্মের দিন যেমন পুষ্পরাশির সন্তাপের কারণ, তেমনি দুর্জনও ঈর্ষ্যা নিয়ে সদাশয় ব্যক্তিদের ক্লেশের কারণ হয়। রাত্রির অনুসরণকারী বিশ্বকর্মা সূর্যের অবলোপকারী অন্ধকারের মতো (দুর্জন) অপরের দোষ দর্শনে তৎপর এবং সর্ব-কর্মনাশা। বিপরীত কর্মের জন্য সে বিরূপাক্ষ রুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। কুচক্র কপটতার জন্যে চক্রধর বিষ্ণুর সঙ্গে সে তুলনীয়। সে নিজদেশের মানুষের প্রশংসা করে না, অপরের খ্যাতি শোনার সময়ে সে বধির—এ ব্যাপারে যেন সে ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা যে সমুদ্রমন্থনের সময়ে উত্থিত হয়েছিল। মন্থনকালে উপরিধৃত ঘৃতবিন্দু বিভিন্ন হলেও মন্থনদণ্ড দধিমন্থন করেই চলে, তেমনি অন্যপথগামী এবং পৃথক্কৃত হলেও এবং স্নেহপ্রদর্শন করলেও (দুর্জন) সজ্জনের হৃদয়কে শুধুই ক্লেশদান করে। যক্ষের উদ্দেশে অর্পিত বলি যেমন কাকের ডাক ও কুকুরের যাতায়াতে চিহ্নিত, তেমনি (দুর্জন) আত্মপ্রচারমুখর এবং (ব্যর্থ হয়ে) নানা মণ্ডলে ভ্রমণরত থাকে। স্বীয় হস্তিনীর প্রতি চঞ্চল মুখযুক্ত মদস্রাবী হস্তীর মতো (দুর্জন) নিজের মুখকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করে অন্যের নিন্দা করে এবং দান থেকে দূরে থাকে সর্বদা, (কখনো দান করে না); গাভীর প্রতি ধাবিত হয়ে পরিশ্রান্ত বৃষভের মতো (দুর্জন) বিদ্বজ্জনের কাছে গিয়ে সর্বদাই বিকল হয়ে পড়ে (অর্থাৎ সে বিদ্বজ্জনের সেবা করে না), অথবা পাপাচরণের ফলে দেবতাদের কাছ থেকেও তার ভয় নেই; কামী-পুরুষ (কামবশে) ভুল নাম উচ্চারণকালে ব্যাকুল এবং রমণীমার্গে অনুরক্ত হয়, (দুর্জন) আপন বংশোচিত আচারব্যবহারে স্খলন ঘটায় এবং প্রতিকূলমার্গেই অনুরক্ত হয়। পুরনো রোগী যেমন শরীরে ও বচনে দুর্বল হয়ে পড়ে, তেমনি (দুর্জন) অপরের উৎকৃষ্ট ও মধুর বচনে উদাসীন থাকে। শৃগাল যেমন শবদেহের মাংসে লুব্ধ এবং রাত্রির প্রতি আকৃষ্ট, তেমনি (দুর্জন) উৎকোচলোভী এবং কলহপ্রিয় হয়ে থাকে। অথবা সে যেন স্বামীদ্রোহী এবং বিষয়লুব্ধ এবং অন্যের বুদ্ধিনাশকারী। আত্মীয়বন্ধুদের অদৃশ্য প্রেতের মতো (দুর্জন) বন্ধুজনের শুধু সন্তাপই সৃষ্টি করে। কুঠার যেমন চন্দনবৃক্ষকেও ছেদন করে, (সে) সজ্জনদের শ্রীসম্পদকেও নাশ করে। কোদাল যেমন মাটি খুঁড়ে তার গর্ভস্থিত প্রাণিকুলকে কর্তন করে, তেমনি (দুর্জন) স্ববংশ বিনাশ করে শান্তিপূর্ণ সাধুজনের পীড়া সৃষ্টি করে। জঘন্যকর্মে প্রবৃত্ত কুকুরের মতো (দুর্জনও) নীচুকর্মরত হয়ে সাধু ব্যক্তিদের লজ্জা উৎপাদন করে। যেমন দুর্জন বনগমনে অভিলাষী হয়ে সর্বদা পার্শ্বস্থিত তৃণাদিকে চোখ মেলে দেখে না, এবং তা গ্রহণ করে না, তেমনি অনেক পাপাচরণের ফলে (দুর্জনের) মুখশ্রী ম্লান হয়ে পড়ে, সমবয়স্ক বন্ধুদের অভিনন্দন করে না। (দুর্জন) যেন বিনা বীজের গাছ, কাণ্ডবিহীন তার বৃক্ষবিস্তার, যেন অঙ্কুর-বিনা অবসরবিহীন তার দুঃখপূর্ণ বিস্তার। তাকে উন্মূলিত করাও অত্যন্ত

কঠিন, (অন্য সাধারণ বৃক্ষকে সহজে উৎপাটন করা সম্ভব)। . অসৎ ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে সামান্য দোষও বড়ো ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, কিন্তু সজ্জনদের হৃদয়ে তো তা প্রবেশ করতেই পারে না। যদি বা কোনোক্রমে (তাঁদের হৃদয়ে দোষ) প্রবেশ করে তবে তা পারদের মতোই ক্ষণমাত্রও স্থির থাকে না (অর্থাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে)। পশুপাখির মনোরঞ্জক ব্যাধের প্রতি মৃগকুল যেমন আকৃষ্ট হয়, সাধুব্যক্তিরা কিন্তু তেমন করে সামান্যতম আমোদপ্রমোদের প্রতিও আকৃষ্ট হন না। শরৎকাল যেমন সূর্যমণ্ডলের সুখজনক, অথবা শোভন পক্ষিপূর্ণ শরৎকাল যেমন সূর্যমণ্ডলের কিরণসমূহকে ছড়িয়ে দেয়, তেমনি আপনার মতো মানুষেরা বন্ধুবর্গের আনন্দবিধান করে থাকেন। জ্ঞানী ও বিবেকবান পুরুষ কখনো নিজ বন্ধুবর্গকে ভ্রান্ত উপদেশ দেন না। অচেতন প্রাণিকুলের মধ্যেও যোগ্যপদে মৈত্রী দেখা যায়, (সচেতন মানুষের কথা আর বলার কী আছে ?)। আরো দেখো মাধুর্য, শীতলতা, নির্মলতা এবং তাপনিবারণ ইত্যাদি গুণের কারণে এবং 'পয়ঃ'—এই একই নামে দুধ ও জলকে বোঝায় বলেই যেন, এই দুই বন্ধু যখন মিলেমিশে পরিমাণে বেড়ে যায়, (অর্থাৎ দুধে জলে মিশে থাকে), তখন জ্বাল দেবার সময়ে দুধের ক্ষয়ে তো আমারই বিনাশ এই ভেবেই যেন জল নিজে শুকিয়ে (উবে) যায়। সুতরাং তোমার এই আচরণ অসঙ্গত। বন্ধু সজ্জনের পথ গ্রহণ করো। দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে কুপথে প্রবৃত্ত হলেও সাধুজনেরা আবার সৎপথে ফিরে আসেন।

—প্রিয়বন্ধু মকরন্দ এসব কথা বলতে থাকলে কামদেবের শরাঘাতে দুর্বল কন্দর্পকেতু কোনোমতে সংক্ষেপে বলল—

'বন্ধু আমার মতো (কামপীড়িত) ব্যক্তির মনের অবস্থা হচ্ছে ইন্দ্রসংযুক্ত দিতির মতো বহু শোকে আকুল।[১৪] এখন উপদেশ দেবার সময় নয়। আমার শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় ধরে কে যেন টানছে। মর্মস্থল যেন ফেটে যাচ্ছে। যেন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। কর্তব্যজ্ঞান যেন উৎপাটিত হচ্ছে। যেন স্মৃতি-ভ্রংশ হচ্ছে। তাই এখন এসব কথা বোলো না। যদি ধুলোখেলার সময় থেকে তুমি আমার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হয়ে থাক, তাহলে আমার সঙ্গে এসো।' এই বলে সেবক-পরিজনদের চোখের আড়াল হয়ে তার সঙ্গে (মকরন্দের সঙ্গে) (কন্দর্পকেতু) নগরী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বিন্ধ্যারণ্যবর্ণনা

তারপর বহু নল্ব-[১৫]পরিমাণ পথ পার হয়ে সে বিন্ধ্যাচলকে দেখতে পেল। সেই (বিন্ধ্যাচল) অগস্ত্য মুনির কথামতো গগনবিস্তারী সহস্র শিখরকে সংকুচিত ক'রে ছিল।[১৬] তার জলময় প্রদেশে পর্বতগুহাতে ভিতরে গড়ে-ওঠা লতাগৃহ সমূহে সুখনিদ্রা শেষে জাগরিত বিদ্যাধর যুগলদের সঙ্গীত শুনে আনন্দিত চমরীমৃগের শিকারে উদ্যত ব্যাধেদের আনাগোনা। তার শিলাতল গিরিগাত্রে বাসরত হাতিদের শুঁড়ের টানে ভেঙে-পড়া হরিচন্দন গাছের ঘর্ষণে তারই রসগন্ধপূর্ণ বাতাসে শীতল। সেখানে অনেক উঁচু থেকে ঝরে পড়া তালফলের রসে আর্দ্র নিজেদের হস্ত লেহনরও বানরদের দেখা যায়। তার প্রান্তদেশে সদা প্রবাহিত নির্ঝরের প্রান্তস্থিত জীবঞ্জীবক নামের পাখিরা জোড়ায় জোড়ায় বসে অনেক রকম ফল খায় বলে জায়গাটা তার

রসগন্ধে সুরভিত হয়ে থাকে। তার শিখর বহু সিংহের তীক্ষ্ন নখাগ্র ভাগে অতিদ্রুত বিদীর্ণমত্তমাতঙ্গের গণ্ডস্থল থেকে পতিত স্থূল মুক্তাফলে এমন চিত্রিত ছিল, যেন সে তার শিখরে লগ্ন নক্ষত্রমণ্ডলকেই বহন করছিল। বানরাধিপতি সুগ্রীব যেমন জাম্ববান্ ইত্যাদি বানরে পরিবৃত থাকতেন, তেমনি তারও পাদদেশে ছিল ভালুক, নীলগাই, শরভমৃগ এবং সিংহের বিশ্রামস্থল এবং কুমুদ ও পনস বৃক্ষ সেস্থলের শোভাবর্ধন করত। (কণ্ঠলগ্ন) সর্পের নিশ্বাসে উৎক্ষিপ্ত শরীরের ভস্মরাশিতে পশুপতি মহাদেব যেমন শোভা পান, তেমন সেও শোভা পেত যখন সেখানে হস্তি সমূহের নিশ্বাসে নানা ধাতুরজ উৎক্ষিপ্ত হত। বৈজয়ন্তী মাল্যধারী বনমালী বিষ্ণুর মতো সে ছিল বিচিত্র বনপংক্তিতে সুশোভিত। সূর্য যেমন সপ্তাশ্ববাহিত রথে শোভন, সে ছিল সপ্তচ্ছদ এবং তিনিশবৃক্ষে শোভিত। সেই (বিন্ধ্যাচল) বহু গুহা এবং শৃগালযুক্ত যেন কার্তিক ও পার্বতীর সঙ্গে যুক্ত মহাদেব। দুর্গম পথ, ঊষর ভূমি এবং উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত এবং মদন গাছে পূর্ণ সে যেন কান্তার রোষ এবং প্রীতির পরবশ মদন সন্তপ্ত কামুক ব্যক্তি। মল্লিকা এবং অর্জুন গাছে শোভিত সে যেন মল্লিকার্জুন নামে প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গে সুশোভিত শ্রীপর্বতের মতো। প্রিয়ঙ্গু এবং সোম লতাতে পূর্ণ সে যেন 'প্রিয়ঙ্গুশ্যামা-নামে রাজমহিষীযুক্ত নরবাহনদত্তের[0] মতোই শোভা পেত। শিশুকে যেমন ধাত্রী (ক্রোড়ে) ধারণ করে থাকে, তেমনি করেই যেন সে পৃথিবীকে ধরে রেখেছেল (পর্বত=ভূধর)। প্রাতঃকালে যেমন সূর্যের অরুণপ্রভায় পত্র এবং জলপংক্তিসমূহ রক্তিম আভা ধারণ করে, তেমনি সে-পর্বতের নানা ধাতুর রক্তিম বর্ণে তার বনমালার পত্র রাজি রক্তিম হয়ে উঠত। কৃষ্ণপক্ষ যেমন ঘন অন্ধকারে ব্যাপ্ত, তেমনি সে ছিল বহুলতাতে পরিপূর্ণ। মহান্ দাতা কর্ণ বহু কোটি ধন দান করেছিলেন, ঐ (বিন্ধ্যপতিও) বজ্রে খণ্ডিত হয়ে শোভিত ছিল। সেখানে অর্ধচন্দ্রাকারে পরিত্যক্ত ময়ূরপুচ্ছে শোভিত ভূমিকে যেন দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীর অর্ধচন্দ্র বাণে আচ্ছন্ন ভীষ্ম বলেই মনে হচ্ছিল। সে-পর্বতের দুর্গম বনে মদনও হাতি বিবরণ করত, সুতরাং তাদের মদবারির গন্ধে চতুর্দিক আকুল ছিল যেন এভাবেই কামশাস্ত্রের রচনা রূপায়িত হচ্ছিল, যাতে মল্লনাগ অর্থাৎ অর্থাৎ বাৎস্যায়ন মুনি কামিনীদের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শৃঙ্গাররসের সংকলন করেছেন। সেখানে বহু শম্বরজাতীয় মৃগ বিচরণ করছিল যেন শম্বরকুলোৎপন্ন হিরণ্যকশিপুর মতো তার শোভা। ঐ পর্বতে গৈরিক বর্ণের ধাতুর রূপে যেন সূর্যসারথি অরুণ-ই বিরাজ করছিলেন; যেন তিনি (পর্বতের কাছে) সূর্যের রথের জন্যে পথ ভিক্ষা করছিলেন। পর্বতশিখরে সূর্য এবং চন্দ্রমা শোভা পাচ্ছিল, যেন এদের নেত্র করে বিন্ধ্য পর্বত উদ্‌গ্রীব হয়ে অগস্ত্যমুনির গমনপথ লক্ষ্য করছে। এখানে-ওখানে শুয়ে আছে বুড়ো অজগর সাপ, মনে হচ্ছে যেন, বজ্রপ্রহারে শরীরে রন্ধ্র সৃষ্টি হবার ফলে পর্বতের অন্ত্রসমূহই (নাড়িভুঁড়ি) বেরিয়ে এসে ওভাবে পড়ে আছে। পর্বতশৃঙ্গে বানরদল খেলা করছে, মনে হচ্ছে ঠিক যেন কুম্ভকর্ণের মুখের মধ্যে ক্রীড়ারত বানরসেনা। সেখানে পিণ্ডাকার অলক্তরসে সুশোভিত পদচিহ্ন দেখে মনে হচ্ছিল, বুঝি বা, সেখানে উর্বশী প্রমুখ ইন্দ্রপুরীর বারবিলাসিনীরা বিচরণ করেছে এবং ঐ কেতকী মণ্ডপ সেই সুরাঙ্গনাদের সংকেতস্থান।

অদ্ভুত, সে যেন কুলীন না হয়েও সদ্বংশজাত; মানে, অত্যন্ত দীর্ঘ শ্রেষ্ঠ বেণুবনে

ভূষিত ছিল। সে যেন অভয় দিয়েও মৃত্যুরূপ ফলদানকারী; মানে, হরীতকী গাছ থাকলেও সেখানে কদলীবৃক্ষও ছিল প্রচুর। সে যেন প্রস্থযুক্ত হয়েও পরিমাণ শূন্য; মানে, সে ছিল শিখরযুক্ত এবং অত্যন্ত বিশাল। সে যেন ধ্বনিযুক্ত হয়েও নিঃশব্দ; মানে, সেখানে (শোণ) নদী প্রবাহিত, আবার নির্জন বলে কোথাও কোথাও নিঃশব্দও। ভীম হয়েও সে যেন কীচকের সুহৃদ্; মানে সে ভয়ংকর এবং কীচকে জাতের বেণুবনে শোভিত। (ভীমাসেনের কীচক বধের সঙ্গে তাই বিরোধ নেই)। সে যেন দিগম্বর হয়েও বস্ত্রসজ্জিত, মানে সে ছিল গগনচুম্বী এবং তার কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল (এমন বিন্ধ্য পর্বতকে কন্দর্পকেতু দেখল)।

সেই-বিন্ধ্য পর্বতের (নিতম্বদেশে) বহু লতাগুল্ম বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পর্বতগাত্রের বহু ধাতুরজঃকণা ছড়িয়ে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল সে যেন কোনো ধাতু বিকারের রোগী। তার শিখরে গ্রহ সমূহের বিচরণ, যেন সে সাধু ব্যক্তির অনুগ্রহ পূর্ণ ব্যবহারের মহিমা মণ্ডিত। মীমাংসা শাস্ত্রে যেমন দিগম্বর জৈনমত খণ্ডন করা হয়েছে, তেমনি সেও (বিন্ধ্যপর্বত) স্বীয় উচ্চতায় দিঙ্মণ্ডল ও আকাশকে আড়াল করে রেখেছিল; পুষ্করাক্ষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় রমণীয় হরিবংশের[১] মতো (এই পাহাড়ের) চারিদিকের স্বাভাবিক জলাশয়গুলিতে প্রস্ফুটিত পদ্ম পাহাড়ের শোভা বাড়িয়েছিল; সেই জলাশয়ে ছিল জোড়ায় জোড়ায় অসংখ্য মাছ, কুমীর, কাঁকড়া প্রভৃতি জলজ প্রানী, যেমন রাশিচক্রে থাকে মীন-মকর-কর্কট-মিথুন প্রভৃতি রাশি, আর ছিল শকুলি প্রভৃতি পাখি, হাতি (বা, সাপ), মুস্তক (এক ধরনের শিকড়), বাল অর্থাৎ গন্ধদ্রব্য বিশেষ এবং বকুল গাছ, যেমন করণ[২] অর্থাৎ তিথির অর্ধপরিমিত অংশে থাকে শকুনি-নাগ-ভদ্র বালব প্রভৃতি; সেই পর্বত সুকুমার বেণুপত্রে পতিত বিচিত্র পুষিপত লতার সমারোহে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে নানাবিধ বিলাস প্রকাশ করেছিল, 'ছন্দোবিচিতি' গ্রন্থে[৩] যেমন কুসুমবিচিত্রা, 'বংশপত্রপতিতা', 'কুমারললিতা', পুষ্পিতাগ্রা, প্রহর্ষিনী শিখাতুরনী প্রভৃতি ছন্দ বর্ণিত হয়েছে; যার জলরাশি তীরস্থিত মদোমত্ত রাজহংস, সারস প্রভৃতি পাখির কলনাদে উদ্‌ভ্রান্ত ভাকুট মাছের বিশাল পুচ্ছের আঘাতে আলোড়িত হওয়ায় প্রস্ফুটিত পদ্ম থেকে স্খলিত পরাগ সৌরভে সুরভিত; সন্ধ্যায় অবগাহনে রত পুলিন্দরাজের সুন্দরী রমণীদের নতনাভিগর্ভে প্রবেশজনিত প্রতিবন্ধকতায় যার (যে জলরাশির) গতিবেগ কুণ্ঠিত; মদোমত্ত রাজহাঁসের কলনাদে যার তীরভূমি সর্বদা মুখরিত; তীরের নিকটস্থ মত্ত মাতঙ্গের গণ্ডদেশ থেকে স্খলিত মদাবিন্দুধারায় যে নদীর জল নানা বর্ণ ধারণ করে; নদীতীরে জাত কেতকীবনে ভূপতিত পুষ্পপরাগে সৈকতভুমি শ্বেতবণ ধারণ করেছে, সেখানে সুখে উপবিষ্ট তরুণ দেবমিথুনের সুরতক্রীড়া সৌন্দর্যের সাক্ষী এই (নদীতীরস্থ) উপবন; তীরস্থ বিবরে প্রস্ফুটিত কমলবনরূপ মণ্ডপে উপবিষ্ট জলদেবতারা (যে নদীর জলে) অবগাহনের জন্য প্রবেশ করেন; (যে নদীর) তটদেশে সমুৎপন্ন বেতসলতাসমূহের অভ্যন্তরে লীন কালকণ্টক পাখির রাতিকালীন অব্যক্ত মধুর কুহু কুহু রবে কৌতুকে আকৃষ্ট দেবমিথুন তাদের সুরত-ক্রীড়ার প্রশংসা করেন; উপকূলে জাত নলকুঞ্জে নির্মিত নীড়ে স্থিত কুক্কুটদের সমবেত খু-খু শব্দে যে নদীতীর ভায়নক বলে মনে হয়; রৌদ্রস্নানে আগ্রহী জলপরীদের দ্বারা মর্দিত হওয়ায় যে তটদেশ অধিকতর সুকুমার বলে মনে হয়;

উপবনে প্রবাহিত বায়ুতে আন্দোলিত হওয়ায় (যে নদীর) জলরাশি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে ; পদ্মকুঞ্জে স্থিত দুষ্টবলাকা (ইতস্তত পলায়নে অক্ষম) বুদ্ধ শফরদের (নিবিষ্টচিত্তে) লক্ষ্য করে ; ছোটমাছ ধরার লোভে কোয়ষ্টিকা পাখি নিশ্চল হয়ে বসে থাকায় তীরস্থ বেতসবন ভয়ংকর বলে মনে হয় ; জলের ঢেউয়ে সন্তরণরত উদণ্ডবাল মাছ দেখে অতিচঞ্চল রাজিল সাপের [৫] সারি দেখা যায় যে তীরস্থ জলে, 'খঞ্জরীট পাখির [৬] রতিক্রীড়া দেখলে রত্নলাভ হয়—এই আশায় কৌতূহলী শত শত কিরাত তীরভূমি খনন করেছে বলে যে নদীর তীরভূমি উঁচু নীচু হয়ে শোভা পায়, ক্রুদ্ধা নারীর (ক্রোধের ভাবপ্রকাশক) মুখভঙ্গীর মতো, মদ্যপান হেতু প্রমত্তা নারীর স্খলিত গতির মতো (মত্তাবস্থায় যেখানে-সেখানে ভূপাতিত হওয়ায় যার গতি প্রতিহত হয়) যে নদীর জলরাশি তীরভূমিতে বাধা পায় ; বেলা বর্ধনকারী প্রভাতের সৌন্দর্যের মতো যে তীরভূমি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; ভারতদেব যুদ্ধ ভূমিতে নৃত্যরত কবন্ধের মতো (জলতরঙ্গের মতো) ; বর্ষাকালে প্রস্ফুটিত শতদলে যে নদীর জল আচ্ছাদিত হয় (অথবা, বর্ষায় আনন্দাতিশয্যে বিস্তৃত পুচ্ছে শোভিত ময়ূরদের দ্বারা আক্রান্ত সর্পদলের মতো ; অথবা, উড়ন্ত দার্বাঘাট পাখির দ্বারা আচ্ছন্ন মেঘের মতো) ; ধনলাভের আকাঙ্ক্ষায় (নিজ তরঙ্গের দ্বারা) সেই পর্বতের সেবাকারিনীর মতো (অথবা, ধনাকাঙ্ক্ষিনী রাজসেবিকার মতো) যেন প্রিয়তমার প্রসারিত বাহুর মতো রেবানদী এই পর্বতকে আলিঙ্গন করে আছে।

যে (বিন্ধ্য পর্বত) আজও সু-উচ্চ তালবৃক্ষ-রূপ হস্ত (ঊর্ধ্বে স্থাপন করে) সিংহের তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে গণ্ডস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় বিহ্বল হস্তীর শব্দে যেন কুম্ভজাত অগস্ত্যমুনিকে [৭] আহ্বান করে। তারপর মকরন্দ তাঁকে বললেন—দেখো এই ভীষণাকৃতি সিংহ, যার দেহের সম্মুখভাগ্য উন্নত এবং পশ্চাদ্‌ভাগ অবনত, পুচ্ছ নিশ্চল, ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত পুচ্ছের অগ্রভাগ চক্রভাবে পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত, দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা তার মুখগহ্বর ভয়ংকর, কেশর বিস্তারিত করে ও উৎকর্ণ হয়ে গজপতিকে আক্রমণ করেছে ; অধিকন্তু, পর্বতগুহায় বেদনায় ফীট্‌শব্দকারী হস্তীর মস্তকের উপরিস্থিত সিংহের (উগ্রতায়) চিত্রাংকনও সম্ভব নয়, এর গ্রীবাদেশ উন্নত, শত্রুবিদলনে সক্ষম, স্ফুরিত কেশর, ভীষণাকৃতি, ভয়ংকর মুখগহ্বর, পুচ্ছ উৎক্ষিপ্ত অথচ নিশ্চল এবং সর্বাঙ্গ সংকুচিত।

অনন্তর বিন্ধ্যারণ্যের অভ্যন্তরে—নিম্নদেশে প্রবাহিত নদীর মতো, বট প্রভৃতি বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত (অথবা, অধঃপ্রদেশে অবরুদ্ধ হওয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) ; বিরাটরাজার পুত্র উত্তর কর্তৃক গোসম্পদ উদ্ধারকালীন যুদ্ধভূমির মতো ; প্রবর্ধমান বিশাল—নল নামক তৃণ বিশেষে সুশোভিত (অথবা, আপন পরাক্রমে প্রকাশিত বৃহন্নলা বেশধারী অর্জুনের মতো) [৮] ; কুরুদেশস্থিত ঢাকের (জলসেচনার্থে-কৃত্রিক প্রণালীর) মতো (অথবা, মহাবলী কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে প্রবৃত্তকারী যশোদুন্দুভির মতো) [৯] ; মহাধনী বণিকদের দ্বারা অধ্যুষিত (অথবা, অপূর্ব বৃক্ষ সমূহ দ্বারা শোভিত) বিদগ্ধ নাগরিকদের মধুপান সভার মতো বিচিত্র পুষ্পে (বা, পুষ্পরসে) শোভিত বৃক্ষযুক্ত (অথবা, যেখানে অনেক ধূর্তব্যক্তি মদ্যপানার্থে সমবেত হয়, এমন মধুগোষ্ঠীর মতো) ; সর্বদা জাত কদলীবৃক্ষের শোভিত (অথবা, সর্বদা রম্ভা নামক অপ্সরা ধারণকারী নলকুবেরের [১০] চিত্তবৃত্তির মতো) ; ঘণ্টারব অর্থাৎ শণপুঞ্জে আচ্ছাদিত

পশুদের চলাচলের পথের মতো (অথবা, ঘণ্টার শব্দে পথনির্দেশকারী মত্ত মাতঙ্গের গতির মনো) ; অবিলম্বে উত্তম ফলদাতা উদার প্রভুকে সেবার মতো ; অতিসন্নিকটে ফল যুক্ত বৃক্ষের মতো (হাত বাড়ালেই যে গাছের ফল পাওয়া যায়) (অথবা, অল্পদিনের মধ্যেই যে বৃক্ষে ফল জন্মায়) ; বর্ধিত কীচক নামক বেণুবিশেষে শোভিত বিরাট-লক্ষ্মীর মতো (অথবা,) ;

কিছু পথ অতিক্রম করে মদনশলাকাধারণকারিনী কামীর ন্যায় সারিকা দ্বারা সুশোভিত, স্নিগ্ধছায়াযুক্ত (অথবা, নিজ পত্নী স্নেহবতী ছায়া সহ) সূর্যের মতো, (বক্ষে) লক্ষ্মীকে ধারণকারী বিষ্ণুর মতো. ঘনপত্রবেষ্টিত বৃক্ষে শোভিত (অথবা, যুদ্ধযাত্রায় উদ্যত অশ্বাদি সৈন্যসামন্ত পরিবৃত রাজার মতো) ; অনেক শাখা-প্রশাখা যুক্ত (অথবা, বহু শাখা-স্কন্ধে বিভক্ত কাঠক প্রভৃতি দ্বারা অলংকৃত বেদরাশির মতো) ; গণিকাসমূহের মতো উজ্জ্বল বহুপত্রে শোভিত জম্বুবৃক্ষের তলদেশে বিশ্রাম করলেন (বিশ্রামার্থে উপবেশন করলেন)। ইতিমধ্যে ভগবান মরীচিমালীও (সূর্যও) রৌদ্রতাপ ক্লান্ত খিন্ন বনমহিষের চোখের মতো রক্তিমাভা ধারণ করে অস্তাচল শিখরে আরোহণ করলেন (অস্তমিত হল)। তখন মকরন্দ ফলমূলাদি সংগ্রহ করে কোনপ্রকারে অভিনন্দিত করে ভোজন করালেন এবং নিজেও ভুক্তাবশিষ্ট আহার করলেন। অনন্তর হৃদয়পদে মানস—ভাবনারূপ তুলিকায় অংকিত প্রিয়তমাকে দেখতে দেখতে কন্দর্পকেতু মকরন্দের নির্মিত পর্ণশয্যায় অবসন্ন (শিথিলেন্দ্রিয়) হয়ে শয়ন করলেন। অতঃপর এক প্রহর রাত্রি অতীত হ'লে জম্বুবৃক্ষের শাখায় পরস্পর কলহরত শুক-শারির কলকলধ্বনি করে কন্দর্পকেতু মকরন্দকে বললেন—বন্ধু ! এই পাখিদের আলাপ শুনতে চাই। সেইসময় জম্বুনিকুঞ্জেত স্থিত শারিকা বিলম্বে প্রত্যাগত শুককে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—'ধূর্ত' ! দ্বিতীয় কোন শারিকার সন্ধান করে এলে (নতুবা এত বিলম্ব কেন ?)'। একথা শুনে শুক তাকে বলল—'ভদ্রে ! ক্রুদ্ধ হয়ো না। আজ আমি এক অপূর্ব দীর্ঘ কাহিনী শুনে তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি, সেই কারণে এত বিলম্ব হয়েছে'। তখন শারিকা কৌতূহলী হয়ে বারংবার অনুরোধ করাতে শুক সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করল।

শুককথিত কুসুমপুর-নগরবর্ণনা

(কুসুমপুর নামে এক নগর আছে, সেখানকার প্রাসাদ সমূহ) মন্দরপর্বতের শৃঙ্গের মতো সু-উচ্চ, উত্তম সুধার মতো (অথবা, অমৃতের মতো) শুভ্রবর্ণ 'বৃহৎকথা' গ্রন্থের[৩] লম্বাদি অবান্তরবিভাগের মতো পাষাণস্তম্ভে উৎকীর্ণ মূর্তি দ্বারা শোভিত (অথবা, 'বৃহৎকথা' গ্রন্থে বর্ণিত সালভঞ্জিকা নামক বিদ্যাধরার বর্ণনার মতো), শিশুদের ক্রীড়ায় মুখরিত (অথবা, মাণবক-ক্রীড়িত ছন্দ যুক্ত), বিশাল প্রাসাদের নির্মিত প্রাকার (বারান্দা) যুক্ত (অথবা, মদস্রাবী হস্তীমুখের মতো ; অথবা, প্রাসাদভবনের দ্বারে নির্মিত মহাগজের প্রতিকৃতি যুক্ত), সুগ্রীবের সৈন্যের মতো বাতায়নযুক্ত (অথবা, গবাক্ষ নামক সেনাপতির দ্বারা সুসজ্জিত সুগ্রীব সৈন্যের মতো), বালভবনের মতো নগরের বাহিরে ক্রীড়াঙ্গন সমন্বিত (অথবা, পুত্রসন্তান দ্বারা ......, অথবা' সুতল নামক পাতালে স্থিত বলিরাজার প্রাসাদের মতো) প্রাসাদসমূহ দ্বারা সুশোভিত (কুসুমপুর নামে এক নগর আছে)। (সেই নগরের অধিবাসিবৃন্দ)

কুবের হলেও বরুণের মতো (অথবা, দানশীল হলেও উদার মনোভাবাপন্ন), গোপাল হলেও রামের মতো (অথবা, প্রতিশ্রুতি পালন করে গোপাল অর্থাৎ সত্যবাক, ; অথবা, গোধনসম্পন্ন, এবং সকলের সন্তোষ প্রদানকারী বলে রামও), প্রিয়ংবদ নামক গন্ধর্ববিশেষ হলেও পুষ্পকেতু (মদনের) মতো (অথবা, মধুরভাষী অথচ পুষ্পের মতো নির্মল-হৃদয়, অথবা, পুষ্পভরণে অপূর্ব শোভা ধারণকারী), ভরত হলেও লক্ষ্মণের মতো (অথবা, ধনাদি দানের দ্বারা প্রার্থীদের মনোরথ পূরণকারী ; অথবা, জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রবীণ এবং শোভা সম্পন্ন), তিথি-পর্বাদিতে বিহিত অনুষ্ঠানে তৎপর হলেও সর্বদা অভ্যাগতবৃন্দের সাদর অভ্যর্থনা (সম্বর্ধনা) করায় তিথিপর হয়েও অতিথিপরায়ণ ; বহুত্ব হেতু সংখ্যাশূন্য হয়েও সংখ্যাযুক্ত (অথবা, পরস্পর কলহশূন্য হয়েও জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান), (তাঁরা) মর্ম ভেদ করে শত্রু হত্যা করেন না, সুতরাং বীর (অথবা, অপরের রহস্য প্রকাশ না করায় বীরই) ; নানাবিধ মদ্য পানে আসক্ত হলেও ভূপতিত (পাতকী) হন না (অথবা, বিষ্ণুভক্ত হয়েও নানাবিধ যজ্ঞকর্মের অনুষ্ঠাতা), চক্রহীন হয়েও বিষ্ণুর মতো (অথবা, সুদর্শন হলেও অহংকারশূন্য), সুপ্রতীক নামক দিগ্গজ[১] হলেও মদজলশূন্য (অথবা, তাঁদের দেহসৌষ্ঠব সুগঠিত হলেও তাঁরা নিরহংকারী), হংসের মতো হলেও পক্ষপাতহীন (অথবা, দ্বেষ-হিংসা-ঈর্ষ্যা শূন্য হওয়ায় হংস অর্থাৎ নির্মল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট, এবং কারুর প্রতিই বিশেষ স্নেহ বা শত্রুভাব পোষণ করেন না), কুল প্রদীপ (গৃহ দীপক) হলেও স্নেহক্ষয় বিষয়ে অজ্ঞ (অথবা, নিজ বংশে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় কেউই তাঁদের প্রতি স্নেহহীন নয় অর্থাৎ সকলেই স্নেহ করেন), বাঁশের অংকুরের মতো হলেও গ্রন্থিহীন (অথবা, অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করলেও ছল-কপট তাহীন), কাব্যজীবজ্ঞ অর্থাৎ শুক্র-বৃহস্পতি-বুধ হলেও গ্রহভিন্ন (অথবা, যেকোন বিষয়ে অনাগ্রহর ; অথবা মুনির মতো উদাসীন-বৃত্তি ; অথবা, কাব্যরস ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে আগ্রহশূন্য), ধর্মাদি অনুষ্ঠানে অধিক আগ্রহ, অথবা ধর্মাদি পালনের দ্বারা বর্ধিত দীপ্তিবিশিষ্ট হলেও গ্রীষ্মকালীন দিবসের তাপের মতো (অথবা, বৃষভরাশিতে অবস্থান হেতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গ্রীষ্মের তাপের মতো), তপস্যাচরণে প্রবৃত্তকারী মাঘ মাসের সংক্রান্তির মতো (অথবা, ফাল্গুনমাসের সূচনাকারী মাঘ-সংক্রান্তির মতো), সৎপথগামী অর্থাৎ মহাজন পথ অনুসরণকারী হলেও বায়ুর মতো (অথবা, আকাশপথগামী বায়ুর মতো), পৃথিবীপতি সূর্যের মতো (অথবা, কিরণাধিপতি সূর্যের মতো) ; (মস্তকে) চন্দ্র ধারণকারী মহেশ্বরের মতো (অথবা,…এই নগর স্বর্ণের নিধান) ; (সেই কুসুমপুরে অনেক ব্যবসায়ী আছেন) বর্ষার শেষে শরৎ ঋতুতে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘে শোভিত আকাশের মতো তাঁরা শুভ্রদন্তের ক্ষতচিহ্নে শোভিত (খণ্ডাভ্র=১. খণ্ডমেঘ ২. দন্তমস্ত) প্রবাল ও বিদ্রুমে শোভিত সমুদ্রের বেলাভূমির মতো প্রলম্বিত কেশরাশি দ্বারা সজ্জিত (প্রবাল=১. বিদ্রুম ২. প্র-বল অর্থাৎ প্রকৃষ্ট কেশরাশি) ; দেবাঙ্গনাজনের মতো শচীর সংস্রবের দরুন যথোচিত আচরণে নিপুণ (ইন্দ্রাণী অর্থাৎ রতিবন্ধবিশেষে দক্ষ) ; গজেন্দ্রের ন্যায় মস্তকে স্থাপিত পল্লবদলে শোভিত (অথবা, লাক্ষারসে শোভিত) ; ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যে অত্যন্ত পরিপুষ্ট (অথবা, কাকের দ্বারা প্রতিপালিত কোকিলের মতো) ; কামদেবের বাণে লালিত (অথবা, ফুলের প্রতি প্রসন্ন ভ্রমরের মতো) ; রক্তপানে নিপুণ জোঁকের মতো (অথবা, অনুরক্ত ব্যক্তিদের বশীকরণে নিপুণ) ; রতিক্রীড়ায়

অভিলাষী (অথবা, দেবত্বকামী) যাজ্ঞিকদের মতো ; ভুজঙ্গরূপ ভূষণধারী মহাদেবের মতো (অথবা, কামুকের ক্রোড় সংলগ্ন) ; গরুড়ের ন্যায় স্বর্ণের হৃদয়তাপ জনক (অথবা, বিলাসী=কামুকদের হৃদয়তাপকারী) ; অন্ধক অসুরের মতো শিবশূলে সমারোপিত (অথবা, অন্য অঞ্চলের গণিকাদের চেয়ে রম্যতর) সেই কুসুমপুরে স্বয়ং ভগবতী কাত্যায়নী চণ্ডা নামে বিরাজ করেন—ভগবতী কাত্যায়নীর চরণকমল দেবতা তথা অসুরদের মস্তক সহ পুষ্পমালায় (অথবা, মস্তকশ্রেণী দ্বারা) অর্চিত ; বিশাল অরণ্য যেমন দাবানলে ভস্মীভূত হয়, দেবীর রোষানলে তেমন শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক বলবান মহাসুর ভস্মীভূত হয়েছিল।...মহিষাসুররূপ পর্বতের বজ্রকোটির মতো ; (কখনো কখনো পতি মহাদেবের সঙ্গে) প্রণয়কলহে লিপ্ত হলে গঙ্গাধর শিব দেবীর পদতলে পতিত হন এবং জটাবন্ধ হতে স্খলিত জাহ্নবীর জলধারায় দেবীর পাদপদ্ম ধৌত হয়।

যার (যে কুসুমপুরের) পার্শ্বে প্রবাহিত হয়েছেন ভগবতী ভাগীরথী—সেখানে দেবতা ও অসুর গঙ্গাস্নানে আসেন, স্নানকালে পুষ্পনির্মিত মুকুট হতে অধঃপতিত পুষ্পপরাগে গঙ্গাজল সুরভিত হয় ; পিতামহ ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে নির্গত ধর্মরূপ জলধারা এই গঙ্গা নদী ; তিনি পাতালে পতিত ষাট হাজার সগর পুত্রের স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য পবিত্র রজ্জু নির্মিত সোপানপংক্তি ; গঙ্গার জলধারা ঐরাবতের কপোলকর্ষণে গণ্ডস্থলবর্ষণে আন্দোলিত তীরস্থিত হরিচন্দনবৃক্ষের (দেবতরুর) ক্ষরিত রসনির্যাসে সুরভিত হয় ; লীলাময়ী দেবকন্যাদের নিতম্বাঘাতে গঙ্গাবক্ষ আলোড়িত ; স্নানার্থে (গঙ্গায়) অবতীর্ণ (অবগাহনরত) সপ্তর্ষিমণ্ডলের পরিশুদ্ধ, নিবিড় জটাবন্ধনের গন্ধে পবিত্র হয় গঙ্গার প্রবাহ ; চন্দ্রমৌলি মহাদেবের বিশাল জটাজালে কপর্দগহ্বরে চক্রাকারে ভ্রমণের বাসনায় (সংস্কার বশে) আজও গঙ্গাধারায় বহু কুটিল আবর্ত পরিলক্ষিত হয় ; সার্বভৌম নামক হস্তীর শুণ্ডস্পর্শে উপভোগ্যা (অথবা, অন্য রাজাদের প্রদত্ত কার সার্বভৌম চক্রবর্তী সম্রাটের উপভোগের যোগ্য) পৃথিবীর মতো ; বর্ষাকালে জলপূর্ণ হওয়ায় সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্ম-কুমুদ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর না হলেও জলের উপরিভাগে ইতস্তত সঞ্চরমাণ ভ্রমরের সারি দর্শনে যেমন সেখানে (জলে) তাদের (পদ্ম-কুমুদের) অস্তিত্ব সহজেই অনুমান করা যায়, তেমনি মদজল গন্ধে আকৃষ্ট উড়ন্ত ভ্রমরসারি দর্শনে জলমগ্ন কুমুদ তথা পুণ্ডরীক নামক দিগ্‌গজের উপস্থিতি অনুমিত হয় ; যেমন মালিনী বৃত্ত 'ছন্দোবিচিতি গ্রন্থকে সুশোভিত করেছে, তেমনি মালিনী নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ; যেমন শনি চন্দ্র ও সূর্য গ্রহপংক্তিকে অলংকৃত করে, তেমনি ভাগীরথী সূর্যকন্যা যমুনা তথা রাজহংস দ্বারা ভূষিতা (অথবা, হংস ও সূর্য সহিত রাজা চন্দ্রের মতো) ; শারদশ্রীর মতো উজ্জ্বল রক্তপদ্মে শোভিতা (অথবা, শরৎকালে চক্রবাকের (কাকপক্ষীর) শব্দ শোনা যায়) (এই সময়ে) প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম গঙ্গাবক্ষে নেত্রের মতো শোভা পায় ভগবান বিষ্ণুও যোগনিদ্রা ত্যাগ করে জাগ্রত হন) এ সময়ে ভাগীরথীতে রক্তকমল প্রস্ফুটিত হয় এবং বিকসিত পুণ্ডরীক (শ্বেতকমল) নেত্রের মতো শোভা পায়, অতএব এই সময়ে ভাগীরথী শারদ শোভা ধারণ করে ; ভাগীরথী ঘন অন্ধকার দূর করলেও তমোময়ী (অথবা, অন্ধ-তামিস্র' নরক হ'তে রক্ষাকারিনী তমসা নদী যুক্তা) ; হওয়ায় দুর্গম (অথবা, বীচি ও দুর্গম নরকবিশেষের মতে) ভগবতী ভাগরথী প্রবাহিত।

যার (যে কুসুমপুরের) উপবনসমূহ বৃক্ষে সুশোভিত—দিকে দিকে (স্থানে স্থানে) সন্তানক বৃক্ষের (কল্পতরু বৃক্ষের পুষ্পের মতো) সুশোভিত পুষ্পসমূহ নক্ষত্রবৃন্দের মতো প্রতিভাত হয় ; উন্নত বৃক্ষসমূহ যেন মেঘকে বাধা দিতে চায় (অথবা, মেঘকে স্পর্শ করতে চায়) ; অনুরু[৩৪] = সূর্য-সারথির কশাঘাতে তাড়িত পরাধীন অশ্বসমূহের দ্বারা অর্ধভুক্ত কিশলয়ে শোভিত (আকাশপথে চলার সময়ে সূর্যের অশ্বগুলি এই উন্নত বৃক্ষরাজির কিশলয় ভক্ষণ করে, কিন্তু সূর্যসারথি অনুরুর কশাঘাতে তাড়িত হয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে ভক্ষণ করতে পারেনি, তাই কিশলয়গুলি অর্ধভুক্ত) ; চন্দ্রমৃগের চরণলগ্ন অমৃতকণায় সিঞ্চিত হাওয়ায় বৃক্ষসমূহ প্রভূত পরিমাণে কিশলয়োদ্গম হয়েছে বলে অসময়ে সন্ধ্যাকালের ভ্রম হচ্ছে ; সর্বদা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে আশ্রয়কারী ভরতের মতো (অথবা, শ্রেষ্ঠ উপবনে আশ্রিত) অঙ্গনাক্রীড়ায় আসক্ত মহাবীরের মতো (অথবা, শত্রুদের উপহাসবাক্য কোনওপ্রকারে সহ্য করেনা এমন মহাবীরের মতো ; অথবা, শত্রুবিনাশকারী বীরশ্রেষ্ঠের মতো) সেখানে অনেক নারিকেল বৃক্ষ আছে ; কামকলায় অপরিণত তরুণের মতো দূরে বিস্তৃত দৃষ্টিসম্পন্ন (অথবা, অতিদূরে বিস্তৃত বিভীতক বৃক্ষে মণ্ডিত) জপাদিতে আসক্ত (অভিনিবিষ্ট) তপস্বীদের মতো (অথবা, জবাকুলে সুশোভিত) ; সুন্দর-কৃত মাল নামক বৃক্ষে বিভূষিত (অথবা, সুনির্মিত মালায় শোভিত) ; মদমত্ত হস্তীর গণ্ডস্থল বিদীর্ণ করতে উদ্যত সিংহের মতো (সিংহ কেশরের মতো) অনেক প্রস্ফুটিত বকুল বৃক্ষের দ্বারা শোভিত ; অরিষ্ট অর্থাৎ মরণসূচক যোগযুক্ত হয়েও চিরস্থায়ী (অথবা, দীর্ঘজীবী অরিষ্টফেনিল বৃক্ষে পূর্ণ) ;......মুনি-ঋষি দ্বারা অধ্যুষিত হয়েও মদনাধিষ্টিত (অথবা, মুনি = অগস্ত্য বৃক্ষ ও মদনবৃক্ষে শোভিত) ...অদিতির গর্ভে যেমন অনেক দেবতার অধিষ্ঠান, তেমনি এই নগরেও (কুসুমপুরে) অনেক দেবালয় আছে। দৈত্যরাজ মহাবলির দ্বারা শোভিত, সর্পাধিষ্ঠিত পাতালের মতো সেখানে অনেক শ্রেষ্ঠ বীর আছেন ; বহু সুরালয় (পানস্থান) থাকলেও এই স্থান পবিত্র (কারণ, বস্তুত এখানে অনেক উপদ্রবরহিত (অথবা, অনেক ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির অধিষ্ঠান ।)

শৃঙ্গারশেখর বর্ণনা

এই নগরে শৃঙ্গারশেখর নামে এক রাজা বাস করতেন—যাঁর বাহুদুটি রতিক্রীড়ায় ক্লান্ত, সুতরাং নিদ্রিত রমণীদের মণিখচিত কর্ণালংকারের চিহ্নে চিহ্নিত, করকমল প্রবল রিপুলক্ষ্মীর কেশপাশে পুষ্পনালার গন্ধে সুরভিত, সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে যেমন বহুবিধ শস্য উৎপন্ন হয়, তেমনি তিনি বহুজনের কার্যে ব্যাপৃত (বস্তুত, প্রজারঞ্জক) ; তিনি উত্তম কল্যাণ তথা ভয়ংকর সৈন্য সমন্বিত (অথবা, সুভদ্রা তথা ভীমসেন সহিত অর্জুনের মতো) ; পত্নী সত্যভামা ও বলরাম সহিত কৃষ্ণের মতো তিনিও সত্য, তেজ এবং ঐশ্বর্যে বিভূষিত সৈন্যযুক্ত। শৃঙ্গারশেখর নামে রাজা ছিলেন। তিনি শত্রুসৈন্যবিনাশকারী (অথবা, ইন্দ্র) ; পবিত্রকারী (অথবা, সদাচারী ; অথবা, অগ্নি) ; ধর্মরাজ (অথবা, যম) ; স্পর্ধাশূন্য ও সর্বদা সুখী (অথবা, দিক্‌পালদের অন্যতম) ; উদারচেতা (অথবা, বরুণ) ; সজ্জনের আশ্রয়দাতা (অথবা, পবন) ; ধনদাতা (অথবা, কুবের) ; শংকর অর্থাৎ কল্যাণকারী (অথবা,

মহাদেব)—এইপ্রকার অষ্টমূর্তি হয়েও বস্তুত অম্লানমূর্তিবিশিষ্ট। রাজা শৃঙ্গারশেখর স্বকীয় গুণের দ্বারা ইন্দ্রকেও অতিক্রম করেছিলেন—সুরাপানকারী (অথবা, সুর=দেবতাদের রক্ষক); তাঁর হৃদয় পবিত্র যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র ; অনুচিত কার্যে (পরদারাগমনাদি বিষয়ে) ইন্দ্রের অধিক আগ্রহ, কিন্তু তিনি উচিতকার্যে নিরত (ন্যায়নিষ্ঠ) [অথবা, অনুচিত কর্মে প্রবৃত্তি হলে ইন্দ্রের পক্ষে গুরু বৃহস্পতি প্রতিবন্ধক, কিন্তু শৃঙ্গারশেখর সর্বদা উচিতমার্গে প্রবৃত্ত হন বলে তাঁকে নিবৃত্ত করার প্রয়োজন হয় না]; ইন্দ্রের হস্ত শতকোটি পরিমিত ধন প্রার্থনা করে (বস্তুত, ইন্দ্র শতকোটি বজ্রায়ুধ হস্তে ধারণ করেন), কিন্তু তিনি নিজের সর্বস্ব তৃণজ্ঞানে দান করে সুরেন্দ্রকে পরাভূত করেন।

যুদ্ধভূমিতে শৃঙ্গারশেখর ধনুকের জ্যা (প্রত্যঞ্চা) আকর্ষণ করলে শত্রু প্রাণ হারায় ; শত্রুসৈন্যকে বাণের দ্বারা লক্ষ্যভেদ করে শত্রুর যশ তিনি লাভ করেন ; শীঘ্র রাজা ক্ষমা পরিত্যাগ করলে (ক্রুদ্ধ হলে) শত্রুসৈন্যের মস্তক ছিন্ন করেন ; শত্রুসৈন্যের পঞ্চসংখ্যা হলেও (পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেও) পৃথিবীর রাজা তিনি অন্যসংখ্যা-বিশিষ্ট (শত্রুসৈন্য সমূলে বিনষ্ট হওয়াতে) আর যুদ্ধ করতে হয় নি।

সেখানে যখন রাজনীতিতে চতুর সেই রাজা চতুঃসমুদ্রের মেখলাযুক্ত পৃথিবী শাসন করছিলেন, তখন পিতৃশ্রাদ্ধের সময়েই বৃষোৎসর্গ হত, কেউ বৃষ অর্থাৎ ধর্ম পরিত্যাগ করত না। একমাত্র চাঁদই কন্যা ও তুলারাশিতে আরোহণ করত, কোনো অপরাধেই কাউকে তুলারোহণ করতে হতো না, কোনো কন্যার ধর্ষণও ঘটত না। যোগাভ্যাসের সময়েই শুধু শূল ও ব্যাঘাত নামে যোগের চিন্তা ছিল, কিন্তু প্রজাদের মধ্যে শূলারোহণে মৃত্যুর চিন্তা ছিল না। দিঙ্‌নির্ণয় করবার সময়েই শুধু দক্ষিণ ও বাম শব্দের প্রয়োগ ছিল, কারো দক্ষিণ বা বাম হস্ত বা পদের ছেদন ঘটত না। (কোনো অপরাধের দণ্ড হিসেবে)। মত্ত হস্তীর গণ্ডস্থল থেকেই দান অর্থাৎ মদবারির ছেদ অর্থাৎ পতন ঘটত, দানের বিচ্ছেদ বা অভাব ঘটত না। দই-এর সর ভাজা হতো, প্রজারা কেউ শরবিদ্ধ হতো না। কাব্যেই শুধু বর্ণের আবৃত্তি ক'রে শৃঙ্খলাবন্ধ রচনা করা হতো, কোনো প্রজা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতো না। কাব্যালঙ্কারেই শুধু 'উৎপ্রেক্ষা' এবং 'আক্ষেপ' ছিল, অন্যমনস্কতার জন্যে কারো নিন্দা ছিল না। লক্ষ্য বিদ্ধ করে পতিত হত শুধু বাণ, লক্ষ পরিমাণ দান বন্ধ হত না। সর্বস্ব নাশ ছিল শুধু ব্যাকরণে কিবপ্-প্রত্যয়ের। পদ্মবনের কমল-কলিরই শুধু সংকোচ বা মুকুলিত অবস্থা দেখা দিত, রাজকোষের সংকোচ বা হানি ছিল না কখনো। শুধুমাত্র পুষ্পমাল্যেই কখনো জাতি অর্থাৎ মালতীফুলের অভাব থাকত, বংশে কখনো জাতিগত অপকর্ষ ছিল না। বুড়ো হাতিদের মধ্যেই শৃঙ্গার বা গজভূষণের অভাব ছিল, জনসমাজে শৃঙ্গাররসের অভাব ছিল না। দুবর্ণ অর্থাৎ রুপো থাকত শুধু মেখলার মতো অলংকারেই, কামিনীদের রূপে বর্ণহানি দেখা যেত না। সঙ্গীতের বিশেষ রাগেই শুধু গান্ধারস্বরের বিচ্ছেদ ঘটত, পুরসুন্দরীদের সিঁথির সিঁদুর ছিল অক্ষত। শুধু সঙ্গীতেই ছিল মূর্ছনা, প্রজাদের মধ্যে মূর্ছা-রোগ ছিল না। নীচ সেবকদের মধ্যেই শুধু অশুদ্ধি ছিল, পরিজনদের মধ্যে পৌরুষের অভাব ছিল না। শুধু রাত্রেই গগনতল মলিন হতো, প্রজাদের বস্ত্র কখনো মলিন দেখা যেত না। সঙ্গীতেই শুধু রাগরাগিণীর তরলতা দেখা যেত বিদগ্ধ

ব্যক্তিদের অনুরাগে কোনো চঞ্চলতা ছিল না। শুধু কামকেলিতেই বীর্যস্খলন হতো, পুরবাসীরা ধর্মত্যাগ করত না। রাগ বিকারেই ছিল ভঙ্গুরতা, চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যেত না। শুধু কামদেবই ছিলেন অনঙ্গ, অর্থাৎ অশরীর, পরিজনদের মধ্যে অসংবন্ধতা ছিল না। যৌবনের শুরুতেই শুধু কামদেবের উদয় দেখা দিত, প্রজাবর্গের মধ্যে মার, অর্থাৎ হত্যা বা মহামারী দেখা দিত না। দন্তাঘাত ঘটত রতিকেলিতে, দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের তাড়না করা হত না। প্রণয়কলহেই শুধু কথা বন্ধ থাকত, দান বিষয়ে সম্প্রীতি প্রদানে মুখ বন্ধ হত না কখনো। তরুণীদের অধরে লালিমা দেখা দিত পরিজনদের মধ্যে নীচ জনের প্রতি অনুরাগ দেখা দিত না। শুধু কেশকর্তনই ঘটত, স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগে হানি ঘটত না কখনো। ধার ছিল শুধু তলোয়ারে, কারো মন কুটিল ছিল না। খড়্গ দিয়ে হত্যা করা হত শুধু যোদ্ধাদের। দেশে করচ্ছেদ, কেশচ্ছেদন বা শিশুহত্যা ছিল না একেবারেই। এভাবে সর্বত্রই অত্যন্ত সুব্যবস্থা বিরাজ করছিল।

এমন সেই রাজার মহিষীর নাম ছিল অনঙ্গবতী। তিনি ছিলেন দিগ্‌গজের কপোলস্থ, ভ্রমরমণ্ডলের আনন্দের কারণ স্বরূপ মদলেখার মতো, আপন সখীজনের আনন্দদায়িনী। কুমার কার্তিকেয়ে যুক্ত এবং চন্দ্রকলায় বিভূষিত পার্বতীর মতোই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুকুমার। নবমালিকালতা এবং চিত্রকবৃক্ষে শোভিত বনরাজির মতো তিনি ছিলেন নবমাল্য এবং তিলকে ভূষিত। ঘন, সুন্দর কেশ এবং মধুর কণ্ঠস্বরযুক্ত অপ্সরাদের মতো তাঁরও ছিল ঘনকেশ এবং মধুর কণ্ঠস্বর। তিনি (অনঙ্গবতী) ছিলেন অন্তঃপুরে সকলের মধ্যে প্রধানা মহিষী।

বাসবদত্তাবর্ণনা

তাঁদের (শৃঙ্গারশেখর ও অনঙ্গবতীর) যৌবনকাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে কেমন করে যেন দৈববশে ত্রিভুবনের মনভোলানো আকৃতি নিয়ে একটি কন্যা জন্ম নিল—তার নাম বাসবদত্তা।

সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের প্রসন্নতাবিধানকারিণী পুলোমাপুত্রী শচীর মতোই সে (দর্শকদের) হাজার চোখকে তৃপ্ত করত। সুবর্ণময় মেরুপর্বতের মেখলার মতো সে ছিল সুনিতম্বের অধিকারিণী, উজ্জ্বল তারকাযুক্ত শরৎ-রাত্রির মতো শোভন কনীনিকাযুক্ত। নির্দোষ দ্বিজগণে ভূষিত সুন্দর সভার মতো সে ছিল ছিদ্রশূন্য দন্তপংক্তিতে ভূষিত। মাল্যবান্ এবং সুকেশ-নামে[৩৫] রাক্ষসের সঙ্গে বিরাজমানা রাক্ষসকুলের লক্ষ্মীর মতো সে ছিল পুষ্পশোভিত সুকেশে মনোহর।

তারপর সেই কন্যা পর্বত-উত্তোলনকারী রাবণ-বাহুর[৩৬] মতো আপন বংশকে উল্লসিত করতে থাকল। মদনবৃক্ষে শোভিত বিন্ধ্যাচলের মতো মদনসন্তপ্ত ছিল সে। ক্ষারত্ব-উৎপাদনকারী সমুদ্রের মতো অশেষ লাবণ্য সৃষ্টি করত সে। সর্বদা কল্পবৃক্ষের মাধ্যমে অভিনন্দিত নন্দনবনের মতো সে সর্বদা উত্তম বেশবাসে সজ্জিত ও প্রশংসিত ছিল। কুসুমবাহী পবনের মতো সে ছিল মনোহারিণী। কিন্তু, পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়েও সে বিবাহবিমুখ ছিল।

তারপর—একদিন—বসন্তকাল এল। তখন—আম্রমুকুল প্রস্ফুটিত, তার ওপরে ভ্রমরশ্রেণী উপবিষ্ট; তাদের উল্লসিত কলঙ্কারে পথিকের সন্তাপ সৃষ্টি হচ্ছিল।

কোমল মলয়পবনের প্রস্ফুটিত আম্রমঞ্জরীর রস পান করে মধুকণ্ঠী কোকিলবধূর কুহুধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত ভরপুর ছিল। বিকশিত কমলবনে প্রচ্ছন্ন মত্তরাজহংসের কলধ্বনিতে সরোবর পূর্ণ। কোকিলবধূর তীক্ষ্ন নখ ও চঞ্চুর অগ্রভাগে ছিন্ন রক্তিম লোধ্রকলিকার[৩৭] ছিদ্র থেকে নির্গত মধুধারা বর্ষণকে কর্ণের সঙ্গে সমন্বিত করছিল দক্ষিণাবাতাস, আর এভাবে সে যেন কামদেবের মত্তহস্তীর মতোই (বিরহিণী) পথিকবধূর হৃদয়তটকে বিদীর্ণ করছিল। মধুপানমত্ত প্রসন্ন কামিনীরা নিজেদের মুখকমলের গণ্ডুষবারি সিঞ্চন করে বকুলবৃক্ষকে কুসুমিত করছিল। কামরসে বিবশ অঙ্গনাদের নূপুরে সুন্দর এবং চঞ্চল চরণকমলের মৃদুমন্দ আঘাতে শত শত অশোক-তরু কুসুমিত হচ্ছিল। চারিদিকে বিদূষকেরা অশ্লীলতাপূর্ণ গান করছিল এবং তা শুনতে উৎসুক বিটেরা চর্চরী তাল[৩৮] আরম্ভ করছিল, আর তাই শুনে বহু পথিক মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। সজ্জনদের অপ্রিয় বসন্তকাল দুর্জনের মতো, সে কমল-শোভিত। জাতিহীন নীচকুলে উৎপন্ন ব্যক্তির মতো—জাতি অর্থাৎ মালতী ফুল নেই সে-সময়ে। রুধিরপানরত শত শত রাক্ষসে সেবিত রাবণের মতো—বসন্তকাল কিছু ঈষৎ পীত ও রক্তবর্ণের শত শত পলাশে পরিপূর্ণ। সুগন্ধযুক্ত কামুক ব্যক্তির মতো—বসন্তে সুগন্ধ মলয়পবন প্রবাহিত। পৃথিবীর সমৃদ্ধিবৃদ্ধিকারী রাজার মতো, বসন্তে নীলোৎপলের সমৃদ্ধি। বিদগ্ধ জন যেমন করেন, তেমনি বসন্তকাল সুখের আশা বৃদ্ধি করছিল। সৎকবির কাব্যরচনাতে যেমন নিরর্থক, শুধু মাত্র পাদপূরণের জন্যে 'তু' 'হি' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থাকে না, তেমনি বসন্তে ছিল না তুহিন বা হিমশীল বায়ুপ্রবাহ। সৎ ব্যক্তির মধ্যে যেমন দোষের ভাগ অত্যন্ত স্বল্প, তেমনি বসন্তে দোষা বা রাত্রির দৈর্ঘ্য কমে গিয়েছিল। রাজীব, উৎপল এবং সাল—মৎস্যশিকারী ধীবরের মতোই সেই সময় বিকশিত কমল ও কুমুদ পুষ্পে পূর্ণ ছিল। জলময় সারাবরে থেকে পাখির দল যেমন মরুভূমির বককে উপহাস করে, তেমনি বসন্তকাল মরুবক[৩৯] নামে ওষধিকে তিরস্কার করছিল [মরুবক-ওষধি শীতকালে হয়, বসন্তে নয়]। নিজ পত্নী ইন্দ্রাণীর সঙ্গে যুক্ত মনোহর ইন্দ্রের মতো বসন্তকাল সিন্দুবার বৃক্ষে সুশোভিত ছিল। প্রতিস্পর্ধী বীরকে দমনকারী মহাবীরের মতো বসন্তকালে দমন-পুষ্প[৪০] তিরস্কৃত। সর্বদা প্রসন্ন এবং মনোরম কামুকব্যক্তির মতো বসন্তকাল ? 'মহাসহা'—নামে লতাতে সুশোভিত ছিল।

অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মদ্যতুল্য প্রফুল্ল বসন্তে জগতে কার না চিত্তবিকার ঘটে ? কারণ প্রায় মুক্তিপ্রাপ্ত বা জীবন্মুক্ত মুনিরও তো চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দেয়, যেমন অতি-মুক্তলতা[৪১] আর অগস্ত্যগাছের[৪২] কুসুমে হয়। নবীন আম্রমঞ্জরীর মূলে উপবিষ্ট ভ্রমরপংক্তি যেন কামদেবের পঞ্চশরে[৪৩] তাদের নামের অক্ষরপংক্তির মতোই শোভা পাচ্ছিল। বৃন্ত থেকে নির্গত অর্থাৎ বিকশিত প্রফুল্ল বিচকিল[৪৪] লতার কলির ছিদ্রে মধুর গুঞ্জনরত মধুকরশ্রেণী যেন মকরধ্বজ কামদেবের বিজয়যাত্রার সময়ে শঙ্খধ্বনি করছিল। অশোকতরুর রক্তিম কিশলয় এমন শোভা পাচ্ছিল, যেন সে তার মাধ্যমে নবীন অলক্তরসে রঞ্জিত এবং নূপুরযুক্ত তরুণী অঙ্গনার চরণপ্রহারের প্রতি অনুরাগবশতঃ, নবপল্লবের ছলে সেই রক্তিমাকেই ধরে রেখেছে। মধুর মদ্যে পূর্ণ কামিনীর মুখকমলের গণ্ডূষ সিঞ্চনের ফলে যেন তারই গন্ধকে নিজ পুষ্পে বহন করে বকুলবৃক্ষ শোভা পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে উপবিষ্ট ভ্রমরসমূহে

চিত্রিত অশোকগুচ্ছ যেন অর্ধেক জ্বলে নির্বাপিত* কামদেবের চিতার মতো শোভা পাচ্ছিল। তাই তা (বিরহী) পথিকের চিত্তের দাহ সৃষ্টি করছিল। কোথাও বা বিকশিত 'বিচিকিল' পুষ্পরাজির উপরে উপবিষ্ট অলিকুল বসন্তলক্ষ্মীর ইন্দ্রনীলমণি-যুক্ত মুক্তমালার মতো শোভা পাচ্ছিল। বিরহীদের হৃদয় দলিতমথিত করার জন্যেই যেন কুসুমশরের শাণচক্রের তুল্য নাগকেশরপুষ্প শোভা পাচ্ছিল। পথিকজনের হৃদয়রূপ মৎস্যকে বিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নির্মিত মকরকেতু কামদেবের বঁড়শির মতো শোভা পাচ্ছিল পাটলিপুষ্প।

তখন মলয়পবন প্রবাহিত হচ্ছিল। রতিলীলাসক্ত লাটদেশীয় রমণীর ললাটতটে চঞ্চল চূর্ণকুন্তলের এবং কবরীর সংলগ্ন বনফুলের পরিমল-সংযোগে তার মাধুর্যগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। (তাকে আরো বেশি মধুর, প্রিয় মনে হচ্ছিল।) কামকলাশাস্ত্রে সুনিপুণা কর্ণাটদেশীয়া মনোহারিণী সুন্দরীদের স্তনকলসে লগ্ন কুঙ্কুম পুষ্পরাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মধুর গন্ধ বহন করছিল। উৎকণ্ঠিতা অপরান্ত দেশীয়া কামিনীদের কুন্তলে তরঙ্গ তুলে, তারই সুগন্ধে একত্রিত ভ্রমরপংক্তি মধুরতর ঝংকাররবে আকাশতলকে মুখরিত করছিল। নবযৌবনের অনুরাগতরল হৃদয়যুক্ত কেরলিনী কপোলতলের পত্রাবলিরচনায় সে-বাতাস নিপুণ। চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যার নিপুণা মোহিনী মালবদেশীয়া রমণীর নিতম্বমণ্ডলের সংবাহনেও সে-বাতাস পটু। রতিশ্রমে ক্লান্ত অন্ধ্রমণীর ঘনপয়োধরভারের স্বেদজলকণা বহন করে সে-বাতাস শীতল হয়েছিল।

ইতিমধ্যে বাসবদত্তার সখীবৃন্দের কাছ থেকে কন্যার অভিপ্রায় জানতে পেরে (রাজা) শৃঙ্গারশেখর নিজকন্যার স্বয়ংবরসভা আয়োজন করার জন্যে সমগ্র ধরণী-মণ্ডলের সকল রাজপুত্রকে একত্র সমবেত করলেন। তারপর পরমসুন্দরী বাসবদত্তা পালকিতে উঠে বসল। সে-যানটি দগ্ধ কৃষ্ণাগুরু ধূপের গন্ধভরে মুগ্ধ মধুকরদের গুঞ্জনে মুখরিত ছিল। (দাসীদের) উচ্চহাস্যের ছটায় যেন শুভ্রবর্ণ ধারণ করেছিল সেই-পালকি। বহু পরিহাসে নিপুণ রসিক সখীবৃন্দ সে-পালকিতে বসে ছিল। তাতে জ্বলন্ত গুগ্গুলু ইত্যাদি সুগন্ধিদ্রব্যের সৌরভে আকৃষ্ট নগর-উপবনের অলিকুল এসে জড়ো হচ্ছিল। অর্জুনের যুদ্ধে নন্দিঘোষরথের ঘর্ঘর ধ্বনিতে যেমন চতুর্দিক ভরে গিয়েছিল, তেমনি, চারণদের কলকাকলিতে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত হচ্ছিল। রাজাদের কাছে আনা উপহারে ভরে ওঠা রাজভবনের মতো সে-পালকির ওপরে লাজাঞ্জলি বর্ষিত হচ্ছিল। যজ্ঞ-বিভূষিত তপস্বীর আশ্রমের মতো চন্দ্রাতপমণ্ডিত ছিল সেটি। দেবতাদের দ্বারা অলংকৃত স্বর্গলোকের মতো সে-টি ছিল রম্য পুষ্পে সুশোভিত।

স্বয়ংবরসভায়

সেখানে কোনো কোনো রাজপুত্র নগরীর বারবিলাসিনীদের সঙ্গে পরিচিত চৌর্যশাস্ত্র প্রবর্তক মূলদেবের[১] মতো নাগরিক সভ্যের উপযুক্ত অলংকারে শোভন ছিল। কেউ কেউ ধৃতরাষ্ট্র, অথবা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন কৃষ্ণ, দ্রৌপদী এবং দ্রোণাচার্যসহ পাণ্ডবদের মতো, সুন্দর নয়ন নিয়ে এবং কৃষ্ণাগুরু চন্দন মেখে এসেছিল। শরৎকালে যেমন বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত দিক্‌চক্রবালকে দেখা যায় তেমনি কারো

কারো বাসবদত্তাকে লাভ করার আশা ছিল সুদূরপ্রসারী। কেউ কেউ, আক্রমণোদ্যত ব্যক্তি যেমন বলপ্রদর্শন করে, তেমনি করে শ্রেষ্ঠ অঙ্গনাকে (বাসবদত্তাকে) পাবার আশায় যেন মারমুখী হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ পাখির কূজন-শ্রবণরত ব্যাধের মতো শুভলক্ষণপূর্ণ ধ্বনি শুনছিল। কেউ কেউ মৃগানুসারী শিকারীর মতো সুরূপের অভিলাষ করছিল। কেউ কেউ বৌদ্ধমতখণ্ডনকারী জৈমিনীয় মীমাংসা-মতাবলম্বীদের মতো, রাজারা নিজেরা যেমন বেশবাস পরিধান করে এসেছিল তাকে উপহাস করছিল। কেউ কেউ সম্পূর্ণ বর্ষফল গণনাকারী খঞ্জরীট-পাখির মতো জ্যোতিষসূচিত বার্ষিক ভাগ্যফল নিয়ে আলোচনা করছিল। কেউ কেউ সুবর্ণময় মেরুপর্বতের প্রান্তদেশের মতো এত বেশিপরিমাণ স্বর্ণালংকার ধারণ করেছিল, যে তাদের পুরোপুরি স্বর্ণময় মনে হচ্ছিল। কেউ কেউ সূর্যের দেখা-পাওয়া-মাত্র নিমীলিত কুমুদবনের মতো তেজস্বী পুরুষের দর্শনমাত্রই নয়ন আনত করছিল। যখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা দূতরূপে আগত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করতে চেয়েছিল, তখন তিনি যেমন বিশ্বরূপ প্রকটিত করেছিলেন, এবং তাই দেখে কৌরবরা ভেবেছিল যে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করছেন, তেমনি, কেউ কেউ স্বয়ংবরে উপস্থিত এত লোক দেখে ভাবছিল, এ বোধ হয় কোনো যাদুই হবে। কেউ কেউ নিজেকে শক্তিশালী হাতি মনে করলেও যেন শুধু ঘোড়াই ছিল; প্রকৃত অর্থ হল—'আমাকে বারণ করলে, অর্থাৎ রাজকন্যা যদি আমাকে বরণ না করে, তাহলে, যদি যুদ্ধ করতে হয়' —এই ভেবে কেউ কেউ নিজ সেনাবাহিনী সঙ্গে এনেছিল এবং তারা বিশাল বাহুর অধিকারী ছিল। কেউ কেউ শত্রুর হস্তচ্ছেদ করে তাকে অধীনস্থ করার ইচ্ছে নিয়েও যেন সে কাজকে সুখকর মনে করছিল; প্রকৃত অর্থ—বাসবদত্তার পাণিগ্রহণে উৎসুক হয়েও বুঝতে পারছিল, তা সহজসাধ্য নয়। কেউ কেউ পৃথিবী নাশ করেও যেন ধরণী হয়েই ছিল; এর মানে—অপমানিত হয়েও নিজস্থানে তারা নিজ ধারণাতে অটল ছিল। কেউ কেউ পাশাখেলায় অনভিজ্ঞ পাণ্ডবদের মতো আচরণ করছিল; এর অর্থ—সঠিক আচারব্যবহার না জানার ফলে নিজের শান্তি হারিয়ে বসে ছিল। কেউ কেউ বৃহৎকথারচয়িতা গুণাঢ্যের মতো যেন; তার অর্থ—শৌর্যবীর্যগুণে ভূষিত ছিল তারা, অথবা অতিরিক্ত বচনপটু এবং মৃগয়ারসিক ছিল তারা। কেউ কেউ সুগন্ধবাহী বাতাসের মতো; সুরভিদ্রব্যে বাহু ভূষিত করেছিল, তবে কুটিল পথের অনুসরণকারী কেউ কেউ দ্রোণাচার্যের মাধ্যমে জয়লাভের আশায় দীপ্ত কৌরবদের মতো দাঁড়কাকের লক্ষণসূচনার ফলে (বাসবদত্তা) লাভের আশা করছিল। কেউ কেউ সূর্যের দীপ্তির সহ্য করতে অক্ষম কুমুদবনের মতো বীরপুরুষের তেজ সহ্য করতে পারছিল না।

বাসবদত্তা-ও নিমেষে একে একে সকলকে দেখে বিরক্ত মন নিয়ে কর্ণীরথ[৭৮] থেকে অবতরণ করল।

তারপর।

সেইদিন রাত্রেই সে এক যুবপুরুষকে স্বপ্নে দেখল। স্বপুত্র অঙ্গদশোভিত বালার মতো সে (রাজকুমার) কেয়ূরে (অঙ্গদ) অলংকৃত। সুকণ্ঠ কোকিলের মতো তার গলায় রম্য কণ্ঠহার শ্রীরামচন্দ্রকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম স্বর্ণমৃগের মতো সে

রামা, অর্থাৎ সুন্দরী রমণীদের মুগ্ধ করতে সমর্থ। অমৃততুল্য বচনে ইন্দ্রের সন্তোষবিধানকারী পুত্র জয়ন্তের মতো আপন অমৃতবচনে পাণ্ডিতব্যক্তিদের তৃপ্তি দিতে সমর্থ সে। কৃষ্ণ মাতুল কংসকে আনন্দিত করেন নি, কিন্তু এই (কুমার) কাকে না আনন্দিত করছিল। শিলাবৃষ্টিকারী মহামেঘের মতো তার দুই সুন্দর বাহু সুশোভিত। সমুদ্রে বহু জীবজন্তুর বাস, তাই সে মহাসত্ত্ব, এ ছিল মহাত্মা-প্রকৃতির তাই মহাসত্ত্ব। তার চুলে ফুলের মালা যেন মালিনী নদী; উন্নত ও শুভ নাসিকা, যেন তুঙ্গভদ্রা নদী; রক্তিম অধর যেন শোণনদী, সরস, আনন্দদায়িনী কথা যেন নর্মদা নদী (নর্ম=আনন্দ); ভূদানে দক্ষ বাহু, যেন গোদাবরী নদী, সুরলোকে পর্যন্ত তার কীর্তি প্রচারিত, যেন পুণ্যসলিলা দেবনদী গঙ্গা।

সে যেন শৃঙ্গারতরুর আদিমূল। যেমন সকল রত্ন রোহণ পর্বতে উৎপন্ন, তেমনি সে ছিল সকল গুণের উৎপত্তিস্থল। সমস্ত নদী যেমন পর্বত থেকে নির্গত হয়, তেমনি তার কাছ থেকেই যেন কামদেবসম্বন্ধে সকল সুন্দর কথার উৎপত্তি। চাতুর্যরূপী সহকারতরুর জন্যে যেমন বসন্ত, তেমনি তারও ছিল পাণ্ডিত্য। দর্পণে মুখের মতো তার মুখে ছিল সৌজন্যের প্রতিবিম্ব। বিদ্যারূপিণী লতাসমূহের আদিবীজ ও মনোহর মহাসৌন্দর্য ধনের কোষাগার এবং সুশীল স্বভাবের প্রধান গৃহ। কীর্তিরূপিণী পত্নী যেন তাকে স্বয়ং বরণ করেছে, লক্ষ্মী সরস্বতী দুজনেই যেন তার গৃহে প্রতিস্পর্ধী (অর্থাৎ বিদ্যা এবং ধনসম্পদ দুইই আছে তার), ত্রিভুবন-ভোলানো রূপ তার।

সে রাজা চিন্তামণির পুত্র কন্দর্পকেতু—একথাও সে (রাজকন্যা) স্বপ্নেই শুনতে পেল। তারপরেই—

'আহা প্রজাপতির কী রূপসৃষ্টি-নিপুণতা!' মনে হয় স্রষ্টা নিজেরই সব নৈপুণ্য একত্র দেখতে চেয়ে ত্রিভুবনের সমবায়িরূপ সৌন্দর্যপরমাণুসমূহ সংগ্রহ করে একে গড়েছেন। অন্যথা কী করে এর এমন সৌন্দর্য সম্ভব হল? দময়ন্তী বৃথাই নলের জন্যে বনবাসের কষ্ট ভোগ করেছিলেন। বৃথাই রানী ইন্দুমতী অজের অনুরাগিণী হয়েছিলেন। শুধু শুধুই দুষ্মন্তের জন্যে শকুন্তলা দুর্বাসার অভিশাপ ভোগ করেছিলেন। বৃথাই মদনমঞ্জরী নরবাহনদত্তকে কামনা করে-ছিলেন। অকারণেই গুরুজঙ্ঘার সৌন্দর্যকে করবীতরুকে পরাস্তকারিণী অপ্সরা রম্ভা নলকবরকে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। ধূমোর্ণা স্বয়ংবরে সমাগত দেবতাদের উপেক্ষা করে ধর্মরাজ যমকে বরণ করেছিলেন। অকারণেই ঋদ্ধি গন্ধর্ব এবং যক্ষদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কুবেরকে পেয়েছিলেন। পুলোমনন্দিনী ইন্দ্রাণী যে দেবরাজের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন, তা নেহাৎই অহেতুক।'—

এইসব নানা চিন্তা করতে করতে যেন বিরহের তুষানলেই প্রবিষ্ট হয়ে, যেন কামরূপ দাবানলের শিখাগ্রস্ত হয়ে, যেন বসন্ত রূপ প্রলয়াগ্নিতে কবলিত হয়ে, যেন দক্ষিণাবাতাসরূপ রুদ্রের তৃতীয় নয়নের অগ্নিপরিবৃত্ত হয়ে, যেন উন্মাদরূপ পাতাল-গৃহে প্রবিষ্ট হয়ে, তার সব ইন্দ্রিয় যেন অসাড় হয়ে গেল এবং—যেন হৃদয়ে চিত্রিত এমনি ভাবে, যেন উৎকীর্ণ এমনি ভাবে, যেন খচিত, যেন বিদ্ধ, যেন আবদ্ধ যেন বজ্রলেপের আঠায় যুক্ত, যেন অস্থিপঞ্জরে প্রবিষ্ট, যেন মর্মস্থলে স্থিত, যেন মজ্জারসে মিলিত, যেন আপন প্রাণ দিয়ে ঘেরা, যেন তার অন্তরাত্মায় অধিষ্ঠিত

এবং রক্তধারায় দ্রবীভূত, যেন মাংসের সঙ্গে বিভক্ত এমনিভাবে সে কন্দর্পকেতুর কথা ভাবতে লাগল; এবং—উন্মত্তের মতো, অন্ধের মতো, বধিরের মতো, মূক, দিশাহারা সকল ইন্দ্রিয়রহিতের মতো, মূর্ছাবিষ্ট, দুষ্ট গ্রহকবলিতের মতো, যৌবনসমুদ্রতলের তরল তরঙ্গপরম্পরায় নিমজ্জিতের মতো, প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধের মতো, কন্দর্পের কুসুমশরে যেন বিদীর্ণ হয়ে, শৃঙ্গাররসের চিন্তারূপ বিষরসে বিহ্বল হয়ে, (কন্দর্পকেতুর) সৌন্দর্য স্মরণ করে যেন শরবিদ্ধ হয়ে, তারপর মলয়পবনে যেন প্রাণ হারিয়ে—'হায় প্রিয়সখী অনঙ্গলেখা, আমার হৃদয়স্থলে তোর হস্তকমল একটু ধরে রাখ, বিরহজ্বালা যে অসহ্য! সুন্দরী মদনমঞ্জরী চন্দনজলে আমার গা ধুইয়ে দে। সরলা বসন্তসেনা, আমার চুল বেঁধে দে। চঞ্চলা তরঙ্গবতী, আমার গায়ে কেতকীফুলের পরাগরেণু মাখিয়ে দে। সুন্দরী মদনমালিনী, শৈবালের কঙ্কণ পরিয়ে দে। চপলা চিত্রলেখা, চিত্রপটে আমার মনচোরের ছবি এঁকে দে। সুন্দরী বিলাসবতী, আমার শরীরে মুক্তাচূর্ণ ছড়িয়ে দে। প্রিয় রাগলেখা, পদ্মপাতায় আমার পয়োধর ঢেকে দে। সুন্দরী কান্তিমতী, ধীরে ধীরে আমার অশ্রু মুছিয়ে দে। যুঁইফুলে অলংকৃত যূথিকা, পদ্মপাতার পাখা দিয়ে শীতল বাতাস করে দে। নিদ্রাদেবী, এসো, আমাকে দয়া করো। ছি ছি, অন্য ইন্দ্রিয় দিয়ে কী হবে? বিধাতা কেন যে সমস্ত শরীর শুধু চোখ দিয়েই গড়েন নি? হে দেব কুসুমায়ুধ! এই হাত জোড় করছি,আমার মতো অনুরাগিণীকে দয়া করো। রতি-উৎসবের দীক্ষাগুরু, হে মলয়বাতাস, এখন তুমি ইচ্ছেমতো বয়ে যাও, আমার প্রাণ শেষ হয়ে গেল'—

এইসব নানারকম বলতে বলতে বাসবদত্তা মূর্ছিত হয়ে পড়ল, সেই সঙ্গে তার সখীরাও।

তারপর পরিচারিকাদের যত্নে সে আবার জ্ঞান ফিরে পেলে, ক্ষণকাল অতি শীতল কর্পূররসে পূর্ণ নদীর তটদেশে ক্ষণকাল অতিশীতল চন্দনরসে পরিপূর্ণ নদীর কাছাকাছি, ক্ষণকাল স্বর্ণকমলে পূর্ণ সরোবরের তীরদেশের চন্দনতরুসমূহের ছায়াতে, ক্ষণকাল বাতাসে আন্দোলিত পত্রাবলিযুক্ত কদলীবনে, ক্ষণকাল পুষ্প ও নবপল্লবের শয্যাতে, ক্ষণকাল কমলদলের আস্তরণে, ক্ষণকাল তুষারপাতে শীতল শিলাতলে পরিচারিকারা তাকে নিয়ে গেল; সে (বাসবদত্তা) প্রলয়কালে উঠিত দ্বাদশ আদিত্যের কিরণজালের তুল্য তীব্র বিরহানলে দগ্ধ হতে হতে অতিকৃশ মৃতপ্রায় শরীর ধারণ করে ছিল; (অন্যদিকে)—(কন্দর্পকেতুর) মুখকমলে ঘূর্ণনরত বিশাল মন্দরপর্বতভাবে মথিত দুগ্ধসমুদ্রের তরঙ্গের মতো শুভ্র হাসির শোভায় তার অধরোষ্ঠ যে ব্যাপ্ত ছিল, তার নেত্রযুগল যেন বেদপ্রিয় ব্রাহ্মণদের মতো—আকর্ণবিস্তৃত, তার নাসিকা যেন স্বাভাবিকভাবে সুগন্ধিত মুখের ঘ্রাণ নেবার জন্যেই দূরে পর্যন্ত এগিয়ে—তার বাঁশির মতো নাকের শোভা সুন্দর, তার দন্তপংক্তি যেন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রকলার বিস্তারের মতো কোমল, এবং অমৃতের ফেনপুঞ্জের মতো শুভ্র। তার অদৃষ্টপূর্ব রূপ কামদেবের সৌন্দর্যকেও হার মানিয়েছিল।

ধন্য সেই সব স্থান, সেই সব দেশের কী পুণ্য, সেই সব অক্ষর বড়ো পুণ্যশীল, যাদের সে অলঙ্কৃত করছে—এসব কথাই বার বার ভাবতে ভাবতে, চতুর্দিকে যেন সে চিত্রিত, যেন আকাশে উৎকীর্ণ, যেন নয়নে প্রতিবিম্বিত, যেন চোখের সামনে চিত্রপটে প্রদর্শিত—এমন করে তাকে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকল (বাসবদত্ত)। তারপর সে

প্রিয়সখীদের সঙ্গে আলোচনা করে তমালিকা নামে তার শারিকাটিকে পাঠিয়ে দিল কন্দর্পকেতুর মনোভাব জানবার জন্যে। আর তাই সে-ও আমার সঙ্গে বেরিয়ে, এখানে এসে এই গাছেরই নিচে বসে রয়েছে।'—এই বলে সে (শুক পাখিটি) চুপ করল।

তখন সেইকথা শুনে মহানন্দে উঠে দাঁড়িয়ে মকরন্দ সেই তমালিকাকে ডেকে সব কথা বলল। সেও তাকে প্রণাম করে ছোটো চিঠিটি হাতে তুলে দিল। তখন মকরন্দ সেটা নিয়ে খাম খুলে নিজেই জোরে জোরে পড়ল—

প্রেমিকের (অনুরাগপূর্ণ) হাবভাব প্রত্যক্ষ দেখেও কামিনীহৃদয় স্থির হতে পারে না, স্বপ্নে দেখা ভাবভঙ্গি থেকে যুবতী রমণী তার বিশ্বাসকে তো কিছুতেই নিশ্চিত করতে পারে না।

একথা শুনে কন্দর্পকেতু নিজেকে যেন অমৃতসমুদ্রে নিমগ্ন, সব আনন্দের উপরে স্থিত মনে করতে করতে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে দু-বাহু প্রসারিত করে তমালিকাকে আলিঙ্গন করল। তারপর তারই সঙ্গে বসে—সে কী করছে, কী বলছে, কীভাবে আছে—বাসবদত্তা সম্পর্কে এধরনের সব কথাই জিজ্ঞেস করতে লাগল। সেই-দিনটা সেখানেই কাটিয়ে, তাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ স্থান থেকে কন্দর্পকেতু চলে গেল।

অস্তায়মান সূর্যের বর্ণনা

তারপর সূর্য পশ্চিম সমুদ্রে ডুবে গেল। সেই সময়ে তার আকৃতি দিন-রূপ কুক্কুটের শিখামণ্ডলের মতো হল। চক্রবাকের হৃদয়ে সমস্ত সন্তাপ সঞ্চারিত করে যেন সে তেজোহীন হয়ে পড়ল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন মন্দার-তরুর পুষ্পগুচ্ছের মতো সুন্দর। আরও মনে হচ্ছিল সে যেন সিঁদুরে শোভিত ঐরাবতের গণ্ডস্থলের শোভা ধারণ করে আছে। তার মণ্ডল দেখে মনে হচ্ছিল তা যেন তাণ্ডবনৃত্যের সময় অত্যন্ত বেগের দরুন শিথিল হয়ে পড়া মহাদেবের জটাজুটে লগ্ন মনোহর ও বিশাল বাসুকীর মণিরূপ তাটঙ্ক কর্ণভূষণ। সে (সূর্য) সন্ধ্যারূপ বারাঙ্গনার লক্ষতিলকের মতো মনোরম ছিল। তার শোভা বরুণদেবের বারবিলাসিনীর রক্তবর্ণ কুন্তলের মতো ছিল। তার আকৃতি কালরূপ তরবারিতে কর্তিত দিনরূপ মহিষের চক্রাকার কবন্ধের মতো ছিল। সেই সময়ে তাকে আকাশরূপ কাপালিকের মধুর-মদিরায় পূর্ণ কপালপাত্রের মতো লাগছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন আকাশ-লক্ষ্মীর সরস পুষ্পগুচ্ছ, যেন আকাশরূপ অলোকতরুর পুষ্পস্তবক এবং পশ্চিম-দিকরূপ অঙ্গনার সুবর্ণদর্পণ। মদ্যপানে প্রবৃত্ত রক্তবর্ণ বলভদ্রের মতো সেও যেন পশ্চিমদিকে সংলগ্ন, অতএব রক্তবর্ণ।[৮৯] ধনশূন্য দারিদ্রের মতো সে-ও কিরণ-হীন ও মেঘাবৃত। রক্তবস্ত্র বৌদ্ধের মতো তার কিরণও রক্তবর্ণ। বুদ্ধিমান বিদ্বানের মতো সে নিজের সংজ্ঞায় যুক্ত ছিল এবং তার আকৃতি চঞ্চল তরঙ্গের বেগে উল্টে পড়া প্রবালশাখার মতো ছিল।

সায়ংকাল বর্ণনা

অনন্তর ক্রমশ সায়ংকাল এল। ঐ সময়ে তরুশিখর ধুলোয় লোটানো এবং কুলায়ে সবার আগে ঢোকার ইচ্ছায় নিজেদের মধ্যে যুধ্যমান পাখিদের কলরবে পূর্ণ

ছিল। কাকেরা যার যার বাসায় উড়ে যাচ্ছিল। আলয়গুলিতে নিরন্তর প্রজ্বলিত ধূপকাঠির সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল, দূর্বামণ্ডিত নদীতটে বসে পণ্ডিতমণ্ডলী কথা বলছিলেন, বৃদ্ধেরা তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে শিশুদের চিৎকার থামানোর চেষ্টা করছিলেন। ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে এবং রূপকথা শোনাতে শোনাতে বৃদ্ধ রমণীরা শিশুদের ঘুম পাড়াচ্ছিল। স্ত্রীলোকমণ্ডলীর মধ্যে বসে দাসীরা নানারকম অশ্লীল গালগল্প করছিল যা শুনে সন্ধ্যাবন্দনায় বসা শিষ্টজন ক্লেশ অনুভব করছিল। কোথাও অরণ্যস্থলীতে পুরাতন গোষ্ঠগুলিতে বসে হরিণেরা রোমন্থন করছিল। কোথাও গ্রামীণ তরুতে শোবার জন্যে পালিয়ে আসা দ্রোণকাক নিজেদের বাসা বানাচ্ছিল। কোথাও উদ্যানতরু ক্রীড়ামত্ত বানরে ভরে উঠেছিল। পুরনো গাছের কোটররূপ কুটিরের বাসিন্দা পেঁচারা বাইরে বেরোবার উদ্যোগ করছিল। কোথাও কোথাও দীপশিখা এমন করে জ্বলছিল যে মনে হচ্ছিল অন্ধকার বিনাশ করার জন্যে অগ্নি-প্রবিষ্ট সূর্যকিরণই শোভা পাচ্ছে। কোথাও সমস্ত সংসারীদের বিবেক-বিধ্বংসী কামদেব তাঁর ধনুকের টংকারের সঙ্গে বাণবর্ষণ করে চলেছিলেন। স্বতন্ত্র নারীরা কুটনীর কথা মেনে সুরতোচিত বেশে ভূষিত হয়ে অলংকার ধারণ করছিল। প্রসাধিকাদের বেঁধে-দেওয়া মেখলা বধূদের নিতম্বদেশে বেজে উঠছিল। চত্বরে বা অঙ্গনে কথা শেষ হয়ে যাওয়ায় অনেক কথক বাড়ি যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ভিলদের বস্তির সম্মুখস্থ বনে কুক্কুটেরা (মোরগেরা) একত্র হচ্ছিল। ময়ূরেরা দাঁড়ে বসে গৃহস্থদের সান্ধ্যকর্ম পর্যবেক্ষণ করছিল। ভ্রমরেরা সংকুচিত হয়ে পড়ায় নিচে-ঝুঁকে-পড়া উন্নত কেশরের অগ্রভাগে পূর্ণ পদ্মে অতিকষ্টে শুয়ে পড়ল। সেই সময় সন্ধ্যা এমন শোভা পাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল বরুণদেব 'ভগবান সূর্য এই পথেই যাবেন' এই মনে করে তাঁর জন্যে কুসুম্ভ কুট্টিমের মতো পট্টময় বস্ত্র নির্মাণ করেছেন। সে (সূর্য) এখন কালরূপ তারবারিতে কর্তিত দিবসরূপী মহিষের রক্তধারার মতো পশ্চিমসমুদ্রের প্রবালরূপ লতার মতো, আকাশরূপ তড়াগের রক্তপদ্মের মতো, কামদেবের রথের স্বর্ণময় পতাকার মতো, আকাশরূপ মহলের মঞ্জিষ্ঠার রঙে রাঙানো পতাকার মতো। সে স্বয়ংবরে ভগবান বিষ্ণুকে বরণকারিণী লক্ষ্মীর মতো আকাশকে পীতবর্ণ করে তুলেছে। তারা-নামে বুদ্ধদেবতায় ভক্তি এবং কাষায়বস্ত্রধারী ভিক্ষুকের মতো সে এবং ঐ সময় তারাও আকাশকে রক্তবর্ণ করে তুলেছে। কুঙ্কুমলেপনে রক্তস্তনধারিণীর কেসরতুল্য মেঘ লাল হয়ে যাচ্ছিল। হলুদে রঙের নেত্রতারকাযুক্ত নকুলীর মতো সে-সময়ে তারা পীতবর্ণ ধারণ করছিল।

কিছুক্ষণ বাদে অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাত্রিকে রঞ্জিত করতে নিপুণ সন্ধ্যার মতো ক্ষণিক অনুরাগ প্রদর্শন করায় চতুর বারাঙ্গনারা উপস্থিত হয়েছে। বিপণি বৈশ্যশূন্য হল, আকাশও হল সূর্যশূন্য। কমলিনীর পত্র দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার-প্রতিহত ভ্রমর তিমির-রোগীর (রাতকানার) মতো কমল বনে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল। কমলিনীরা চক্রবাকীর আর্তস্বরে সূর্যবিয়োগের দরুন তাদের খেদজনিত বিলাপ করছিল। সন্ধ্যার রক্তিমা জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল তারা পতির (সূর্যের) বিয়োগজনিত হৃদয়বেদনায় সন্তপ্ত হয়ে আগুনে প্রবেশ করছে।[৫১] সায়ংকাল জ্যোতিষীর মতো নক্ষত্রদের প্রকাশিত

করছিল। অন্ধকার মহাদেবের গলায় নীলিমার মতো ছিল। আকাশ প্রসিদ্ধ (পক্ষে প্রকটিত) তারকাসুর যুক্ত (পক্ষে, নক্ষত্রযুক্ত) দৈত্যসেনার মতো হল। শকুনি ও তার পুত্র উলুকের কোলাহলপূর্ণ মহাভারত যুদ্ধের মতো সে-সময়ে চারিদিক পাখি এবং পেচকের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দ্রোণাচার্যের শক্তিনাশী ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাক্রমের মতো দ্রোণকাকের শক্তি বিলুপ্ত হচ্ছিল (অথবা অন্ধকার দ্রোণ-কাকের বর্ণকে তিরস্কৃত করছিল। নন্দনবনে যেমন ইন্দ্র বিচরণ করে সে-সময়ে তেমনি পেচকেরা বিচরণ করছিল। সমস্ত ইন্ধনকে ভস্মে পরিণতকারী জ্বলন্ত অগ্নির মতো অন্ধকার সব দিকগুলিকে আচ্ছাদিত করেছিল। বড়ো বড়ো পাথরের কঠিন পর্বতের গুহায় অন্ধকার পরিপুষ্ট হচ্ছিল। ঐ অন্ধকার যেন প্রগুহ পর্বতে সুপ্তোত্থিত সিংহীর পীতবর্ণ নেত্রচ্ছটায় নেত্রবান, সানুদেশে জোনাকিদের (চঞ্চলতায়) প্রাণবান, অগ্নিহোত্রের ধূমপঙক্তিতে বর্ধমান স্ত্রীলোকের কেশপাশ সুবাসিত করার জন্যে সুগন্ধ ধূমরাশিতে পুষ্টিমান্। ভ্রমরবৃন্দ খুবই কাছে বসার দরুন মনে হচ্ছিল কৃষ্ণবর্ণ হাতিদের গণ্ডস্থলে বহমান মদজলবিন্দুতে যেন তার বৃদ্ধি, সে যেন দূরে বিস্তারিত তমালবনের ছায়ায় একত্রিতকরা এবং কাজলকালো সাপের শরীরে মিলিত। সে অন্ধকার রাত্রিরূপ অভিসারিকার উত্তরীয়ের মতো, বৃদ্ধবেশ্যার বার্ধক্যজনিত কেশপক্কতায় কলপের মতো। সে যেন রাত্রির পুত্রের মতো, কলিযুগের মিত্রের মতো, দুর্জন হৃদয়ের সহচরের মতো শোভা পাচ্ছিল। সে পর্বত বা তরুর মতো বস্তুর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বৌদ্ধদর্শনের মতো সম্মুখে বিদ্যমান বস্তুকে আবৃত করে বর্তমান।

অন্ধকারবর্ণনা

সেই অন্ধকার মত্তমাতঙ্গের মনোরম গণ্ডস্থলে প্রসন্ন, অতিঘন শাখাপত্রযুক্ত তমালবনে সফল, অতিরমণীয় অবলাজনের অতিঘন কেশপাশগুচ্ছে পরিস্ফুরিত, ইন্দ্রনীলমণির প্রভায় পরিবর্ধিত, গর্তগৃহে অতিপুষ্ট—কোথাও অত্যন্ত দৃঢ়তায় দণ্ডায়মান বিশাল বৃক্ষের শাখায় লগ্ন বিকশিত পুষ্পে যাদের পা ডুবেছে এমন ভ্রমরনিচয়ে সগর্বে উপস্থিত। কোথাও বলবান ও ভয়ংকর গজভক্ষক সাপের শরীরের মতো উজ্জ্বল, আবার কোথাও মদমত্ত গজদন্তের প্রভায় কিছুটা দ্যুতিহীন। সূর্যো-দয়ের সময় যেমন পদ্ম সংকুচিত হয় তেমনি সেই অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার দরুন পৃথিবীমণ্ডলকে যেন ক্ষুদ্র বলে মনে হচ্ছিল। সেই সময় অন্ধকার যেন বিদ্বজ্জনের বিচারকে অবমাননাকারী দুর্জনের মহত্বের মতো ছিল। সে যেন (উচ্চ নীচ) সমস্তবস্তুর ভেদ দূর করে বিরাজমান ছিল এবং সংকুচিত পদ্মের ছলে সে যেন উদীয়-মান চন্দ্রকে নমস্কার করছিল।

নক্ষত্রবর্ণনা

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই নক্ষত্ররাজি শোভা পেল। ঐ সময় এদের দেখে মনে হল সায়ংকালে তাণ্ডবনৃত্যে আন্দোলিত হবার দরুন মহাদেবের জটাশীর্ষ থেকে বাঁকা হয়ে ঝরে-পড়া গঙ্গার জলবিন্দু যেন এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অথবা পৃথিবীর অসহ্য ভার ধারণ করায় অবনত ভয়ংকর, দিগ্‌গজদের শুঁড় থেকে উৎক্ষিপ্ত জলকণা যেন ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে। অথবা আকাশে বহুদূরে চলার দরুন ক্লান্ত

সূর্যাশ্বের মুখ থেকে অগুন ঠিকরে বেরিয়ে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ তারাদের দেখে মনে হচ্ছিল আকাশরূপ সরোবরে এরা যেন কুমুদবৃন্দ। কিংবা এরা যেন ব্রহ্মার আঁকা শূন্য চিহ্ন। সংসারের গণনায় সংসারিকে অত্যন্ত অসার মনে করে ব্রহ্মা অন্ধকাররূপ মসীতে শ্যামবর্ণ কৃষ্ণাজিনতুল্য আকাশে চন্দ্রকলারূপ কঠিনী (খড়ি) দিয়ে এই-সব শূন্য এঁকেছেন। এরা যেন রতির হাতের লাজাঞ্জলি, কামদেব ত্রিভুবনবিজয়ে নির্গত হলে যা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন (যাত্রামঙ্গল-হিসেবে)। অথবা এরা যেন কামদেবের গুলতি থেকে ছড়ানো মুক্তাগুলিকা। অথবা, এরা যেন আকাশরূপ সমুদ্রের বিক্ষিপ্ত ফেনকণা। অথবা গগনরূপ অঙ্গনে রতিবিরচিত আতপর্ণের মাঙ্গলিক পঞ্চাঙ্গুলি ছাপ। অথবা এরা যেন আকাশতল-লক্ষ্মীর (ছিন্ন) হারের বিক্ষিপ্ত মুক্তা। অথবা এরা যেন হরকোপানলে দগ্ধ কামদেবের চন্দ্ররূপ চিতাচক্রের অস্থিচূর্ণ যা বায়ুতাড়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এরা যেন অন্ধকাররূপ ধূমে কৃষ্ণবর্ণ এবং সন্ধ্যারূপ আগুনে আকাশরূপ কড়ায় ভাজা ছিটকে ছিটকে পড়া খৈয়ের অনুকরণ করছিল। এই তারায় আকাশ যেন কুষ্ঠরোগীর মতো দেখাচ্ছিল।

রাত্রিবর্ণনা

তারপর বিরহতাপে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে এবং মুখচুম্বনে নিপুণ চক্রবাকপাখির জুটি এমন ভাবে খিন্ন হল, দীর্ঘ উচ্ছ্বাসযুক্ত রচনায় সুন্দর শ্লেষ ও বহুছন্দ ব্যবহারে নিপুণ সুকবির বচন যেমন ছিন্ন হয়। কমলিনী-বনে বিচরণের দরুন শরীরের লগ্ন পুষ্পরসে লুব্ধ গুঞ্জনরত রমণীয় ভ্রমরে যাদের দেহ পরিব্যাপ্ত সেই চক্রবাক-মিথুন, মূর্তিমান রামশাপের মতো সময়রূপ যমপাশে আকৃষ্ট হয়ে পরস্পর বিযুক্ত হচ্ছে। সূর্যবিচ্ছেদে বিহ্বল কমলিনীর দ্বিধাবিদীর্ণ হৃদয়ের মতো চক্রবাক মিথুন পৃথক্ পৃথক্ হয়ে চলে গেল। কুমুদিনীর আসপাশে বিচরণশীল ভ্রমরশ্রেণীকে প্রত্যাসন্ন চন্দ্ররূপ প্রিয়জনের দূতী বলে মনে হচ্ছিল। দিকগুলি অস্তমিত সূর্যরূপ প্রিয়ের শোকে নক্ষত্ররূপ অশ্রু বিসর্জন করে কাঁদছিল। কমলিনীর কোলরূপ হৃদয়ে ননীর কেসরের ছলে নিজের প্রিয় সূর্যের-বিরহে শোকের তুষানল জ্বলছিল। তারপর চারদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। তাকে (অন্ধকারকে) সূর্যরূপ দাবানলে ভস্মীভূত আকাশরূপ বনের ভস্ম বলে মনে হচ্ছিল। সে জৈনদর্শন-খণ্ডনকারী বেদ-বাক্যের মতো আকাশ এবং দিক্সমূহের দর্শন লুপ্ত করে দিয়েছিল। কৃষ্ণরূপ হয়েও সে ভগবানের বিশ্বাত্মকতা সম্পূর্ণভাবে তিরস্কৃত করছিল। তাকে সেই সময়ে ছড়িয়ে-পড়া গলিত অভ্র-প্রবাহের মতো মনে হচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাত্রিরূপী রাজকন্যার কন্দুকের মতো, কামদেবের স্বর্ণময় দর্পণের মতো, উদয়াচলরূপ মন্দারতরুর নবীন পুষ্পগুচ্ছের মতো, যুবতিশ্রেষ্ঠ প্রাচীরূপ অঙ্গনার ললাটে শোভিত বন্ধুজীব কুসুমরূপ চক্রাকার তিলকের মতো, আকাশলক্ষ্মীর স্বর্ণকুণ্ডলের মতো, দিগ্বধূদের প্রসাদিকা দাসীর হাত থেকে পড়ে যাওয়া লাক্ষাপিণ্ডে মতো, আকাশরূপ প্রাসাদের স্বর্ণময় কলসের মতো, ত্রিভুবন-বিজয়ে নির্গত কামদেবের প্রস্থানমঙ্গল কলশের মতো। কামদেবের স্বর্ণময় তূণীরে মুখকান্তিহরণকারী প্রাচীস্থিত শিখরাগ্রে জাত জপাকুসুমের মতো, স্বচ্ছ কুঙ্কুম-

পিণ্ডে পূর্ণ পাত্রের মতো নিশাবিলাসীর কুঙ্কুমবর্ণ স্তনকলশের মতো, আকাশ-চারিণী বিদ্যাধরীর করস্থ লীলাশুকের পঞ্জরের মতো, পূর্বাচলের শিখরে বিশ্রান্ত কিন্নরমিথুনের রক্তবস্ত্রে আচ্ছাদিত বীণাতুম্বীর মতো, হরি-অধিষ্ঠিত গরুড়ের মতো (পক্ষে, মৃগলাঞ্ছিত), লক্ষ্মণ-সমন্বিত রামের মতো (পক্ষে, কলঙ্কাচিহ্নিত)। তারায় অনুরক্ত বানরের মতো (পক্ষে, তারাপ্রিয়), রোহিণী (গান-প্রিয় বৃষভের মতো (পক্ষে, রোহিণীনক্ষত্রপ্রিয়), উত্তম নৃপতির মতো প্রজামণ্ডলীর প্রিয় (পক্ষে, রক্তবর্ণমণ্ডলসমন্বিত), ভল্লুকপরিবৃত জাম্ববানের মতে, (পক্ষো নক্ষত্র পরিবৃত) রজনীপতি চন্দ্র উদিত হলেন। সেই সময়ে চন্দ্রকিরণের লালিমা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন তা কামিনীদের হৃদয়ে সংলগ্ন হয়েছে। অথবা চকোরাঙ্গনারা তাকে চোখ দিয়ে পান করে ফেলেছে, অথবা রক্তকুমুদের কোষে তা লীন হয়েছে। অনন্তর ক্ষীণরাগ ভগবান চন্দ্র উদিত হলেন। তখন তিনি যেন রাত্রিরূপ ব্রজবালা-কর্ষিত মাখনের পিণ্ডের মতো, কামদেবের মুখচ্ছবিমণ্ডিত দর্পণের মতো, কামদেবের শ্বেত ছত্রের মতো, আকাশরূপী তরবারির গজদন্তনির্মিত চক্রাকার বাঁটের মতো, কামরূপী সম্রাটের শ্বেতচামরের মতো, রাত্রিরূপ যমুনার বাল-পুলিনের মতো, আকাশরূপ মহাতাপসের স্ফটিকনির্মিত শিবলিঙ্গের মতো, কালরূপ সাপের ডিমের মতো, আকাশরূপ মহা-

তাপসের স্ফটিকনির্মিত শিবলিঙ্গের মতো, কালরূপ সাপের ডিমের মতো, আকাশরূপ

মহাসমুদ্রের শঙ্খের মতো, আকাশরূপ ব্রতীর স্ফটিক-কমণ্ডলুর মতো, মহাদেবদগ্ধ কামদেবের চিতোর মতো, কামদেবের কলঙ্করূপ অঙ্গারে ব্যাপ্ত চিতাচক্রের মতো, আকাশ-গামিনী গঙ্গার শ্বেতপদ্মের মতো, আকাশরূপ সমুদ্রের ফেনপুঞ্জের মতো, কালরূপ ধাতুবাদীর পারদপিণ্ডের মতো, কামদেবের অভিষেকের জন্যে স্থাপিত দূর্বাপত্রপরিপূর্ণ রজতঘটের মতো, কামদেবের রথের শ্বেতমণি-নির্মিত চক্রের মতো উদয়াচলরূপ নাগ-রাজের চূড়ামণির মতো, আকাশরূপ মহাপ্রাসাদের শ্বেতপারাবতের মতো, ঐরাবতের আকাশ-গঙ্গায় সিঁদুরধোয়া কুম্ভস্থলের মতো, নক্ষত্ররূপ শ্বেতগোধূমে সুশোভিত আকাশরূপ ক্ষেতে রক্ষিত ভগ্নশৃঙ্গ চর্মহীন গো-মুণ্ডের মতো অথবা সিংধাঙ্গনার হাত থেকে খসে-পড়া চন্দনপঙ্কলেপনে শ্বেতবর্ণ রজননির্মিত চামরের মতো।

দূতীসংবাদ

যে (যে চন্দ্র) লোকলোচনরূপ মধুকরদের শ্বেতপদ্ম চিত্তরূপ রাজহংসের শয্যাসৈকত, বিরহরূপ বহ্নির স্ফটিকনির্মিত ব্যজন, কামদেবের বাণের শ্বেত শাণচক্র। ইতিমধ্যে প্রিয়তমদের প্রতি অভিসারিকাদের প্রেরিত দূতীদের দ্ব্যর্থক, বিস্তারিত ও কাম-উদ্রেককারী মনোরম বার্তালাপ শুরু হল। যেমন—

হে সুন্দর! তুমি তাকে (নায়িকাকে) স্ত্রীরূপে পরিবর্তিত নিজেরই স্বরূপ মনে কর, বাস্তবে 'স্ত্রীবেশে আমিই এসেছি' এখন কি তুমি জান না? হে ধূর্ত! তুমি পাথরের মতো ক্রূর নও, তুমি আকর্ষক, চুম্বনের জন্যে প্রেরক দৃষ্টিপাতেই তুমি কৃতার্থ কর, তুমি মনোরম। (পক্ষে, হে ধূর্ত তুমি পাথরের মতো ক্রূর, আকর্ষক, চুম্বক আর দ্রাবক (নায়কের প্রকারভেদ) নও, শুধু প্রতারক।

যেমন নাবিক 'বিনা ভাড়ায় সবাইকে পার করে দেয়' প্রভুর এ আদেশ পেয়ে

লোকদের পার করে দেয়। সেইরকম সর্বদা অন্যের কাজে রত থাক। (পক্ষে, হে পাপাত্মন্ ! তুমি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত এবং (নায়িকাকে) প্রণয়দশায় বলা তোমার সমস্ত প্রণয়বচন নিরর্থক—তুমি সমস্ত প্রণয় যেন ভুলিয়ে দিয়েছ।

সখেদে তুমি সেই দুর্লভাকে (স্বপ্রিয়া)-কে মনে করছ। (পক্ষে, হে সখে ! পরস্ত্রীকে তুমি নিজের স্ত্রীর আসনে বসিয়েছে, সে যে অনভিগম্যা এ বুদ্ধিও তুমি হারিয়েছ।

যে পুরুষ শত্রু-তরবারির সামনেও ধৈর্য হারায় না সেই মহামনা। তুমিও শত্রু-ভয় না করে (কে কী বলল তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে) আমার সখীকে স্মরণ করে তার অভিসারে উন্মুখ হয়ে আছে। (পক্ষে)

যে পরুষ শত্রুমণ্ডলের মধ্যে বিচরণ করতে করতে পরস্ত্রী খোঁজে তাকে ধৈর্যবান বলে না। তোমার অবস্থাও তো তাই।

সেই পুরুষই মহাবীর যে যুদ্ধে শত্রুর হাতিকে জয় করে নিজের অধীন করে নেয় (যে পুরুষ পরস্ত্রীকে রতিকুশলতার বশ করে নেয়) তাকেই রতিপণ্ডিত বলে মানা হয়। (পক্ষে) যে পরস্ত্রীকে সুরতকৌশলে দুর্বল করে তার মদ্যপায়ী হবারই সম্ভাবনা।

সুবৃহৎ অসিরাশি গ্রহণ করেও হঠাৎ শত্রুমণ্ডলে এলে যুদ্ধে বিষাদাপন্নই হতে হবে।

(পক্ষে) উরু, কর ও কেশ ধারণ করে অসময়ে (স্বামী গৃহেই অবস্থান করেছে এই সময়ে) পরস্ত্রীকে স্পর্শ করলে কলহাদি মহাবিপদের সম্মুখীনই হতে হবে।

(তুমি অন্যস্ত্রীতে আসক্ত হয়ে এমন হঠকারিতাই করে থাক)।

তুমি রজোগুণহীন হয়ে (সত্ত্বগুণান্বিত হয়ে,) নরহিত করে থাক (আমার সখীর প্রতিও তুমি সেই কারণে অনুকূল)

(পক্ষে) তুমি রজোগুণে বশীভূত, অতএব তোমার কোনো শোভা নেই। (আমার সখীর প্রতিও তুমি সেই কারণে উদাসীন) হে ভূমিভূষণ ! প্রগল্ভ, শরৎকালীন মেঘের মতো নির্মল এবং বিশদ, নিজের হিতকারী এবং পৃথিবীর মতো বিশাল গৌরবের রক্ষণে সমর্থ, এবং বুদ্ধিসম্মত ধৈর্য (তোমার) মনে বিদ্যমান এবং তোমার সত্যবাদিতা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। তবে কেন তুমি আমার সখীকে উপেক্ষা করছ ? (পক্ষে) রে মূর্খ, কপট, স্বার্থপর, নিজেকে সর্বদাই আনন্দিত মনে কর তুমি, তুমি পৃথিবীর সম্পদবিনাশক। নিজেকে তুমি ভূমিভূষণ বলে মনে কর। হে দুর্বুদ্ধি ! তোমার মনে মূর্খতার বাস, আর তোমার অসত্যবাদিতা সংসারে সুবিদিত, আমার সখীর সঙ্গে যদি তুমি দুর্ব্যবহার করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কী আছে !

হে কান্ত ! সংসারে প্রসিদ্ধা আমার যে সখী পদ্মবাসিনী লক্ষ্মীদেবীকে নিজের মধুর হাসিতে জয় করেছে। যার হৃদয় দর্পণের মতো স্বচ্ছ, নিজের করকমলে যে নবকিশলয়কেও পরাস্ত করেছে, যার আঙুল সবিলাসে যেন নেচে চলেছে, সে তোমাতেই সর্বস্ব সমর্পণ করেছে। সে সামান্য খড়কুটো নড়লেও তুমি আসছ মনে করে বাতায়নে বসে পথ চেয়ে থাকে। (পক্ষে) এমন সুন্দরী আমার সখী বিচ্ছেদের

আগুনে পুড়ে ভস্ম হচ্ছে, আর তুমি অপরিচিতের মতো তাকে উপেক্ষা করে চলেছ, তোমার হৃদয় বড়োই কঠিন।

হে (সখীর) প্রাণধারক! সে (আমার সখী) নিজের জীবনের জন্যে কোনো-না-কোনো পুরুষকে আশ্রয় করবে, তুমি অত্যন্ত-সুভগ, তাই তুমি তার জীবন-দাতা হতে পার। (পক্ষে) আমার সখীর প্রাণঘাতী! সে অন্যপুরুষের আশ্রয় অবশ্যই নেবে। তুমিই যে কেবল সুভগ তা নয়, তোমার চেয়ে সুন্দরতর পুরুষ আছে। অন্য স্ত্রীলোকের কথা নাই-বা বললাম, সবার আগে আমি মিত্রভাবে তোমার দাসী হচ্ছি। আমাকে তুমি মিত্র করে নাও, আমি তোমার কাজ ঠিক মতো করিয়ে দেব।

তুমি ঐ নায়িকাতে অনুরক্ত, যদি তুমি অবিলম্বে তার সঙ্গে মন্মথ-বিলাস না কর তবে তোমাদের দুজনেরই মরণ নিশ্চিত। (পক্ষে) শুধু স্ত্রীহত্যার পাপই তোমাকে স্পর্শ করবে না, আত্মহননের পাপও। হে মূর্খের মূর্খতাদূরকারী! হে যশোধন! হে প্রিয়! ঐ নায়িকা শ্রীমণ্ডিতা এবং অত্যন্ত যোগ্যা। তার কাছে অভিপ্রায় প্রকাশ করে নিজের হৃদয়জ প্রেমে তাকে বশীভূত করতে পার। তার কাছে যেতে কোনো ভয় কোরো না, কারণ যখন তুমি সেখানে যাবে তোমাদের দুজনের প্রেম দেখে তার পরিজনেরা দাস-ভাবে তোমার সেবা করবে।

(পক্ষে) ওরে ধূর্ত! মূর্খ! কলংকী! ভাগ্যহীন! এই নায়িকা অদ্বিতীয়া, সে প্রেমেই বশীভূতা হবে, ধনে নয়। তুমি একথা ভেবো না যে সে নিঃসহায়, তাই যে-ভাবে হোক বশ করে নেব। তার পরিজনেরাও ইশারা করা মাত্র দাসভাবে তোমার সেবা করবে।

তুমি কমলাক্রান্ত। তুমি তা দিয়ে শত্রুদের ও নারীদের মুখ মলিন করে দিয়েছে।

(পক্ষে) তুমি শত্রু-লক্ষ্মীকে মালন করতে পার নি, নারীদের মুখও বিষণ্ণ করতে পার নি।

'পরস্পর সানুরাগে দাম্পত্য স্বীকার করা উচিত'। এই লৌকিক রীতির অনুসরণ করে পূর্ণবিশ্বাসে চিরকাল ঐ নায়িকাকে তুমি সঙ্গে রেখেছ। এখন সে-ই কাম-পীড়ায় ব্যথিত হয়ে কোনো কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছে না, তার লজ্জাও চলে যাচ্ছে। সে ফুলের উপর শুয়েও মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। হে সুন্দর! তুমি নিজের শরীর ধারণের জন্যে, মনকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে সঙ্গীতে মগ্ন হয়ে আছ। কিন্তু এতে তুমি কী সুখ পাচ্ছ? তার দুঃখ দূর করো—এটা তোমার কর্তব্য। (পক্ষে) এই নায়িকা সহজ-প্রাপ্যা নয়। কিন্তু তুমি 'আমি কখনও তোমাকে ত্যাগ করব না' এই আশ্বাস দিয়ে তাকে পেয়েছ। সে এখন কামপীড়ায় বিহ্বল হয়ে সবরকম ফুলের শয্যাতেও সুখ না পেয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত। (আমার মনে হয়) সে অত্যন্ত মূর্খ, বাস্তবজ্ঞান তার নেই, তাই সমস্ত কথাকে উল্টো বুঝে অসন্তোষের সঙ্গে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায়। তুমি সবসময় সংগীতেই মগ্ন হয়ে থাক, কিন্তু তুমি (তাকে স্বীকার না করে) নিজের শরীরের বিনাশের জন্যে আনন্দ-পীড়া উৎপন্ন করছ, এ তোমার উচিত নয়।

হে প্রিয়! কামোদ্দীপক, মনোহর অধর, কামবর্ধক ও তিলকভূষিত মুখচন্দ্র কোমলতার খনি—হাত এবং সাত্ত্বিকভাবে উল্লেখ জলবিন্দুতে সুশোভিত, বিশালবক্ষঃ-

স্হলে ব্যাপ্ত স্হূল ও স্বর্ণকান্তি স্তনে অলংকৃত কোন নায়িকা তোমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে যে পরমরসিক তোমাকেও এইভাবে নিজের প্রতি আসক্ত করে রেখেছে। সে নিশ্চয় পরম সৌভাগ্যবতী।

(পক্ষে) এমন কোন্ সুন্দরী তোমার হৃদয়ে এসে লগ্ন হবে ? তুমি এমন দুর্ভাগা যে কোনো সুন্দরীই তোমাকে চাইবে না। কেবল আমার সখী তোমার কিছু পুণ্যের ফলে তোমার চায়, কিন্তু তুমি তাকে উপেক্ষা করেছ।

হারশোভিত কলশতুল্য স্তন ও মৃগনেত্রের শোভা ধারণকারিণী নেত্রেশোভিত সরসনয়না এমন কোন্ নায়িকা আছে যার চোখ কখনও মদ্যাদিতে লাল হয় না, যার আকৃতি কামের মতো সুন্দর, যে রতি দ্বারা সর্বদা প্রসন্ন করে এবং যে পরম-কামুক এমন আপনাকে প্রসন্ন করে সে আপনাকে ছেড়ে অকামুক অন্য কাউকে চায় কি ? অর্থাৎ যে একবার তোমাতে অনুরক্ত হয়েছে সে তোমার সরসতাদিতে বশীভূত হয়ে তোমাকে ছাড়া অন্য কারও প্রতি আসক্ত হতে পারে না।

(পক্ষে) ধনাদিগর্বে গর্বিত, সূর্যসমতাপী, তোমার চোখ সর্বদা মদ্যপানে রক্তবর্ণ থাকে। তুমি মন্মথবিকারে সর্বদা অনভিজ্ঞ, তোমার ক্রূরতা অগ্নির মতো তাপবর্ষী, তুমি সর্বদা নিজের ধনে মত্ত হয়ে থাক, তোমার মধ্যে লেশমাত্র দয়া নেই, তুমি শত্রুর মতো উপদ্রব কর। তোমার ভিতরে বিন্দুমাত্র সরসতা নেই। তাই তুমিই বলো তোমার জন্যে কোন্ নায়িকা কষ্ট স্বীকার করে তোমাকে আনন্দিত করতে চাইবে ? এমন মহাপুরুষকে কেউই পছন্দ করবে না।

অনন্তর এই জগৎ যেন ক্ষীরসাগরে নিমগ্ন হয়ে, যেন স্ফটিকগৃহে প্রবৃষ্ট হয়ে। অথবা যেন শ্বেতদ্বীপে নিবিষ্ট হয়ে আনন্দিত হল।

কন্দর্পকেতুর তমালিকা ও মকরন্দ সহ বাসবদত্তাভবনে আগমন

তারপর ক্রমে রাত্রির নিশ্বাসের মতো সায়ন্তন বায়ু প্রবাহিত হল। কুমুদবনের প্রস্ফুটিত কলির প্রচুর পুষ্পরস পান করে প্রসন্ন ভ্রমরেরা গুঞ্জনে চারদিক মুখরিত করছিল। এই অত্যধিক চন্দ্রিকাপানে অলস চকোরবধূরা এসে স্বাগত জানাচ্ছিল। রতিক্রীড়ায় অধিক পরিশ্রমের দরুন ক্লান্ত কিরাতপতির সুন্দরীদের জলবিন্দুকে শুকিয়ে দিচ্ছিল এই বায়ু। এমন বায়ু প্রবাহিত হলে কন্দর্পকেতু তমালিকা আর মকরন্দকে নিয়ে বাসবদত্তার নগরে প্রস্থান করলেন।

বাসবদত্তাভবনবর্ণনা

তারপর প্রবেশ করে কার্তিকেয়ের মতো প্রভাবশালী কন্দর্পকেতু বাসবদত্তার ভবন দেখলেন। এটি রাজধানীর এক প্রান্তে নির্মিত হয়েছিল।

এটি ঘেরা ছিল চুনকাম করা গগনচুম্বী এক প্রাকার মণ্ডলে। এতে মাঝে মাঝে স্বর্ণ, মুক্তা, মরকত ও পদ্মরাগ খচিত ছিল, তার প্রভাবিচ্ছুরণে মনে হত দেবতারা যেন বাসবদত্তার দর্শনে সমুপস্থিত। আকাশরূপ তরুর পুষ্পমঞ্জরীর মতো বায়ু-কম্পিত পতাকাগুলিতে শোভিত ছিল ঐ ভবন। মনে হচ্ছিল পতাকাগুলি দিয়ে সে যেন স্বর্গপুরের শ্রীকে তর্জন করছিল। এই ভবনে পার্শ্ববর্তী ভাগ স্বর্ণ-

শিলাযুক্ত অঙ্গনে শোভিত ছিল। তাতে প্রবাহিত ছিল নদী, যা কর্পূর, কেসর, চন্দন, এলাচ ও লবঙ্গের গন্ধে সুবাসিত ছিল। তীরে নিবদ্ধ স্ফাটিকশিলার উপরে সুখে শয়ান কপোতদের দেখাই যাচ্ছিল না (একই বর্ণ হবার দরুন)। এই নদীগুলির জল তটস্থ তরু থেকে ঝরে পড়ে পুষ্পে স্তবকিত হয়ে উঠেছিল। তার তট যুবতিদের বিশাল নিতম্বের আঘাতে ওঠা জলবিন্দুতে যেন স্নান করছিল। তার কর্পূর-নির্মিত পুলিনে যে রাজহাঁস বসে আছে তা শুধু তার রব শুনেই বোঝা যাচ্ছিল।[৫৫] তার নীলোৎপলবনের দরুন অসময়েই চক্রবাকদের অন্ধকার সংশয় হচ্ছিল। এই নদীগুলি যুবতিদের মতোই সুপায়োধরা ছিল। রক্তে কুম্ভকর্ণকে সিক্তকারী সুগ্রীবের চাতুরীর মতো ঐ নদীর ঘাট-পাথর জলে সিক্ত হচ্ছিল। সুন্দরী-গাছের লালিমায় বিভূষিত সমুদ্রতটভূমির মতো এই নদীর তট রমণীদের চরণধূলিতে অলংকৃত ছিল। নবীন রাজাদের চিত্তবৃত্তির মতো এই নদীগুলিতে স্থিত হস্তিনীরা ছোটো ছোটো নদীতে যাচ্ছিল। এই ভবনের শীর্ষে বাঁধা ছিল মুক্তা-জাল। তাতে মনে হচ্ছিল পুরবাসিনী যুবতিদের দর্শনে সমাগত তারাদের তা যেন ধারণ করছে। এই ভবন প্রাসাদসমূহে অলংকৃত ছিল, যাদের উপরে ময়ূরশ্রেণীরা চুপচাপ বসে ছিল, মনে হচ্ছিল (নীল) কাচের কলস। ঐ ভবনের কোথাও নিরন্তর প্রজ্বলিত অগুরুর ধূমজালে অসময়ে মেঘসঞ্চার হল বলে ভুল হচ্ছিল, কোথাও গম্ভীর মুরজের ধ্বনিতে ময়ূরেরা একত্র এসে জুটছিল। অস্তায়মান সূর্যে অলংকৃত সায়ংকালের মতো (সৌন্দর্যদর্শনের জন্যে) মানুষের চোখ তাতে আসক্ত হচ্ছিল। (সীতাকে) পত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্যে উৎকণ্ঠিত বা রামচন্দ্রে বিভূষিত জনকের যজ্ঞস্থানের মতো সেখানে রমণীরা প্রিয়তমের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছিল। দেবত্বকে অভিনন্দনকারী মানুষ্যদলের মতো সেই ভবনে সুরতকেলিকে অভিনন্দিত করা হয়।[৫৬] অরণ্যের মতো সেই ভবন বহু শালতরুতে (পক্ষে, শালায় বা প্রাকারে) শোভিত।

ঐ ভবন যেন কৌতুকের নিধান, শৃঙ্গারের রাজসভা, সকল বিলাসের কুলগৃহ[৫৭] এবং সৌন্দর্যের সংকেতস্থান।[৫৮]

কন্দর্পকেতু মকরন্দকে নিয়ে বাসদত্তাভবনে প্রবেশ করলেন। শুনলেন প্রণয়-নিবিড় রমণীদের আলাপচারী : ওলো তুই কিছু না বলে কৌতুকরঙ্গে মাতবার জন্যে দৌড়চ্ছিস, চপলাও দেখছি দৌড়চ্ছে কিন্তু কেন দৌড়চ্ছে সে ? অথবা চপলা বিদ্যুতের মতোই চঞ্চলতা দেখাচ্ছে, কিন্তু কেন ? তোর কান থেকে ফুলের গুচ্ছ পড়ে গেল যে ! তোর গালটা কিন্তু খুব সুন্দর, তোর চলাটাও সুন্দর, এ জন্যে দেবতারাও তোকে দেখে মুগ্ধ। তুই যেন সাক্ষাৎ শোভা। আরে মত্তা, কলহা। তুই মধুর স্বর্ণমেখলার ধ্বনিতে যেন কামদেবকেই আহ্বান করছিস। মলয়া ! মলয়পর্বতের যা অভিলষিত সেই চন্দন তুই নিজের দৃষ্টিতে পেয়েছিস ! অথবা তুই তোর নির্মল দৃষ্টিতেই নিজে যা চাস তাই পাবি। কলিকা ! রতিকলহের সংকেতময়ী এই মেখলাকে খুলে ফেল্। আমি মধুর বীণার শব্দ শুনব[৫৯] (সখীর উত্তর) আমার মেখলা দুষ্ট নয়,[৬০] তুই নিজেই বাচালতা আর জড়তার দুষ্টুমি করছিস। এ সখী (পুজোর জন্যে তোলা) নাগকেসর ফুল ফেলে

দিয়ে তারই উপর না পড়ি (পা দিয়ে ফেলি) এই ভেবে লাজ্জিত। সখী! তুই নিজের আকার গোপন করার বৃথা চেষ্টা করিস না। তাতে কোনো লাভ নেই, কারণ তোর দীর্ঘশ্বাস আর কম্পন তোর হৃদয়কে ঘোষণা করছে। অনঙ্গলেখা! তোর শিথিল শরীর দেখেই বুঝছি তা কামদেবের বাণে ঘায়েল হয়েছে। তোর (সুরতকালে ছিন্ন) হারলতা লুকোবার চেষ্টা করলেও বেরিয়ে পড়েছে। উৎকলিকা পদ্মের মতো সুন্দর উৎকণ্ঠায় ভরা তোর মুখের তুলনা কি শুধু চাঁদ দিয়ে হয়? সতীব্রতা! তোর হৃদয়ে নিশ্চয় কেউ বাসা বেঁধেছে। (উত্তর) আমি তোর বজ্রের মতো অসহ্য অনেক কথাই অনেকবার শুনেছি। এ কথা তো নতুন নয়, তুমি যেমন খুশি বকে যাও। আরে কুন্তলিকা! বিকসিত মল্লিকাফুলের মালায় শোভিত তোর কেশকলাপ বজ্রগর্ভ মেঘের মতো মনে হচ্ছে। কেরলিকা! গানের সুর শোনা যাচ্ছে না? ওলো চোখ বুঁজে কী ভাবছিস? তোর সব-কাজের সহায়ক প্রিয়বাদী সখীজনকে কেন কষ্ট দিচ্ছিস? সুরতা। রতিকালে স্তনমর্দন করে যে স্মর-তাপ মেটায় এমন কোন্ মানুষ থেকে তুই বিচ্ছিন্ন? সখী! তোর স্বামী তোর রতি-অনুকূল সুরত-নৈপুণ্য স্মরণ করে বড়ো বড়ো উৎসব ছেড়ে আসত। কামোদ্দীপক রাতে তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে অব্যক্ত ধ্বনিতে মদন-পীড়া দিত। তবে সে তোকে উপেক্ষা করবে কেন? যে-চন্দ্রের দর্শনে সমস্ত সংসারের চোখ সফল হয়, তুই নয়ন ভরে তা দেখছিস না কেন?

প্রিয়সখী! মদনমালিনী! নিজের বিম্বফলের মতো ওষ্ঠাধরে যে ভ্রমর বসতে যাচ্ছে তার উপর বিদ্বিষ্ট হোস না। এতে ওর কী অপরাধ? মধুমদে রক্তিম মালবী-কপোলের মতো সুন্দর এবং চঞ্চল কিশলয়যুক্ত লতা আর তোর মধ্যে পার্থক্য কী। কুরঙ্গিকা! মৃগশাবকদের নতুন ঘাস দে। কিশোরিকা! অশ্বশাবকের দেখা শোনা কর। তরলিকা! কৃষ্ণাগুরুর ধূপ জ্বালা। কর্পূরিকা! কর্পূরের চূর্ণে স্তনদুটি শুভ্র কর্। মাতঙ্গিকা! গজশাবকের পিছে তুইও দৌড়া। শশিলেখা! মাথায় চন্দ্রকলার মতো তিলক কাট। কেতকিকা। কেতকী-মণ্ডপের দোহদ সম্পন্ন কর। শকুনিকা! ক্রীড়া-বিহঙ্গদের খেতে দে। মদনমঞ্জরী! লতা-মণ্ডপে পদচারণা কর।[১১] শৃঙ্গার-মঞ্জরী, সিঁদুর আন। সঞ্জীবনিকা! চকোর-দম্পতীকে মরিচ-পাতা দে। পল্লবিকা! কৃত্রিম কেতকীবন কর্পূর-রেণুতে অলংকৃত কর। সহকারমঞ্জরী! আমের মুকুলের গন্ধবাহী পাখার হাওয়ায় ঘাম দূর কর। মদনলেখা! মলয়ানিলকে[১২] (ঐ নামের পতিকে) প্রেমপত্র লেখ। প্রেমরসে-মণ্ডিতা মকরিকা! রাজহংসশাবকদের মৃণালাঙ্কুর দে। বিলাসবতী! ময়ূর-শাবকটিকে নাচা। তমালিকা! চন্দনরসে গৃহমার্গ সেচন কর। কাঞ্চনিকা! কাঞ্চনমণ্ডপে কস্তুরীজল ছিটা। প্রবালিকা! নূতন প্রবালকাননে কেসর-রস ছড়িয়ে দাও।

মনে মনে ভাবলেন—কী মর্ত্যদুর্লভ সৌন্দর্য! কী অপূর্ব শৃঙ্গাররচনা-নৈপুণ্য! এ হল মালবদেশীয়া স্ত্রীলোকের দন্তপঙ্‌ক্তির মতো শুভ্র সদ্য-উৎপাটিত গজদন্তে খচিত মণ্ডপ যাতে সুবর্ণশলাকায় নির্মিত যন্ত্রপঞ্জরে ক্রীড়া-শুক—এ কথা চিন্তা করে, প্রবেশ করে—বাসবদত্তাকে দেখলেন। সরক্ত পদ[১৩] দ্বারা 'প্রকরণ' সুপর্ব দ্বারা মহাভারত,[১৪] রমণীয় সুন্দরকাণ্ড দ্বারা রামায়ণ, যেমন শোভন তেমনি

শোভন জংঘাযুগল দ্বারা ইনি বিরাজমানা, 'ছন্দোবিচিতি' যেমন তনুমধ্যায় শোভিত ইনিও তেমনি, ইনিও তেমনি অর্থাৎ ইনিও তনুমধ্যা (ক্ষীণকটি)। হস্ত-শ্রবণাদি গণনীয় নক্ষত্রে যুক্ত নক্ষত্রবিদ্যার মতো এঁর হস্ত ও শ্রবণ (=বর্ণ) (রম্যতার দরুন) গণনীয়। উদ্যোতকরাচার্য দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত তর্কশাস্ত্রের মতো এঁর সব অবয়ব প্রকাশমান (=শোভাসম্পন্ন)। 'বৌদ্ধসঙ্গতি'র মতো ইনিও অলংকারবিভূষিতা, উপনিষদের মতো ইনিও আনন্দ-সংবাদিনী।[৮৫] দ্বিজকুলস্থিতি যেমন সুচারু আচরণযুক্ত, ইনিও তেমনি সুন্দর চরণসমন্বিতা, বিন্ধ্যগিরির শ্রী যেমন তরুকটকে রমণীয়, ইনিও তেমনি গুরুভার নিতম্বে রমণীয় তারা যেমন সুরগুরুর কলত্রতায় শোভিতা ইনিও তেমনি গুরুভার কলত্রে (=নিতম্বে) শোভিতা। বজ্রযষ্টির মতো এঁর মধ্যভাগও মুষ্টিগ্রাহ্যা। প্রিয়ঙ্গুশ্যামার সখী যেমন প্রিয়দর্শনা (তন্নামিকা) ইনিও তেমনি (অর্থাৎ রম্যাকৃতি)। ব্রহ্মদত্তের পত্নী যেমন সোমপ্রভা (তন্নামিকা) ইনিও তেমনি (অর্থাৎ চন্দ্রকান্তি)। দিগ্‌গজ কুমুদের পত্নী যেমন অনুপমা (তন্নামিকা) ইনিই তেমনি (অর্থাৎ উপমারহিতা)। রেবা যেমন নর্মদা (তন্নামিক) ইনিও তেমনি (অর্থাৎ বিলাসিনী)। বেলা যেমন তমালপত্রে শোভিতা ইনিও তেমনি (তিলকভূষিতা)। বিদ্যাধররাজের কন্যা যেমন মদালসা (তন্নামিকা), ইনি তেমনি (যৌবনগর্বে মন্দগামিনী)।

কলাবতীর উক্তি

তারপর প্রীতিবিস্ফারিত চোখে কন্দর্পকেতু তার দিকে চেয়ে রইলেন, মূর্ছা তাঁর চেতনা হরণ করল। বাসবদত্তাও তাঁকে দেখে মূর্ছিত হলেন। তারপর মকরন্দ এবং সখীদের প্রচেষ্টায় সংজ্ঞা লাভ করে উভয়ে একাসনে বসলেন। তখন বাসবদত্তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় সমস্ত বিশ্বাসের পাত্র কলাবতীনামে সখী কন্দর্পকেতুকে বলল—'আর্যপুত্র![৮৬] এখন বিশ্রম্ভালাপের সময় নয়। তাই খুব সংক্ষেপে বলছি। আপনার জন্যে ইনি যে বেদনা অনুভব করেছেন—যদি আকাশ পত্র হয়, সমুদ্র দোয়াত হয়, ব্রহ্ম লিপিকার হয়, সর্পরাজ কথক হন তাহলেও বহু সহস্র যুগে কোনোরকমে তা লেখা যাবে বা বলা যাবে। আপনিও রাজ্য ত্যাগ করেছেন। বেশি আর কী বলব—নিজেকে আপনি সংকটে ফেলেছেন। আর এই আমাদের প্রভু-তনয়া রাত ভোর হলে এঁর পিতা যৌবনের উচ্ছৃংখলতা দোষে শংকিত হয়ে বিচার বিবেচনা না করে—বিদ্যাধরচক্রবর্তী বিজয়কেতুর পুত্র পুষ্পকেতুর সঙ্গে এঁর বিবাহ দেবেন বলে স্থির করলেন। ইনি (আমাদের সখী বাসবদত্তা) আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, 'তমালিকা যদি আজ তাঁকে (কন্দর্পকেতুকে) না আনতে পারে তা হলে নিশ্চয় অগ্নিদেবতার শরণ নেব।' পুণ্য বলেই আপনি এসে পড়েছেন। এ অবস্থায় কী করণীয় তা আপনিই জানেন। এই বলে চুপ করল।

বাসবদত্তাসহ কন্দর্পকেতুর নির্গমন

তারপর কন্দর্পকেতু অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রণয়ানন্দস্বরূপ অমৃতসাগরের তরঙ্গে আপ্লুত হয়ে যেন ত্রিভুবনের রাজত্ব লাভ করে, বাসবদত্তার সঙ্গে পরামর্শ করে, মকরন্দকে সংবাদ-অন্বেষণের জন্যে ঐ নগরেই নিয়োগ করে, মনোজব নামে অশ্বে

আরোহণ করে তাঁর (বাসবদত্তার) সঙ্গে নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ঐ অশ্বটি ছিল ভুজঙ্গের মতো সর্বদা চলনে উন্মুখ (পক্ষে, বায়ুর অভিমুখে গতিশীল), সমুদ্রের মতো শুক্তিশোভিত (অর্থাৎ স্কন্ধরোমে শোভিত), বিন্ধ্যবনের মতো পিপুলগাছে শোভিত (পক্ষে, বক্ষোজাত আবর্তে শোভিত), হংসের মতো মানসসরোবরের দিকে গতিশীল (পক্ষে, মনের গতি সম্পন্ন), অরণ্যের মতো গণ্ডশোভিত (খড়্গমৃগ শোভিত, (পক্ষে, বুদ্‌বুদের মতো অলংকারে শোভিত)। বনস্পতির মতো কাণ্ডশোভিত, (পক্ষে, স্কন্ধশোভিত), এবং ইন্দ্রায়ুধ বজ্রের মতো (পক্ষে, কৃষ্ণনেত্রশোভিত)।

শ্মশানবর্ণনা

তারপর ক্রমে দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করে শ্মশানের পথ ধরলেন। সেখানে কোথাও মানুষের মাংস খাওয়ার ইচ্ছায় কঙ্কেরা (বক বিশেষ) নির্ভয়ে বিচরণ করছিল। কোথাও আধ-জ্বলা চিতায় ফুটন্ত চর্বির গন্ধে ভীষণ মড়াগুলোকে খাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব পিশাচ ও বেতালের শব্দে তা ভীষণ হয়ে উঠছিল। কোথাও হাতে শূলের আগায় চড়া চোরের নাক কান থেকে রক্ত ঝরে পড়ায় টং টং শব্দযুক্ত খুলি নিয়ে রাক্ষসেরা নাচছিল। কোথাও মড়ার উপর উড়ন্ত মাছিতে ভরা জায়গাগুলো বীভৎস হয়ে উঠছিল। কোথাও আগুনে জ্বলন্ত এবং ভয়ানক চট-চট শব্দ করা মানুষের খুলির শব্দে ঐ শ্মশানপথ ভয়ংকর হয়ে উঠছিল। কোথাও শৃগালীর খোলা মুখে জ্বলন্ত আগুনের শিখায় তা ব্যাপ্ত হচ্ছিল। কোথাও অস্ত্র দিয়ে গাঁথা নরকপালে স্তনমালিকায় ভীষণ ডাকিনীরা মড়ার ভাগ নিয়ে কোলাহল করতে লাগল। কোথাও রক্তে-ভেজা নাড়ীতে তৈরি বিবাহ-মঙ্গলসূত্র বেঁধে পিশাচ যুবক-যুবতিরা চিতাগ্নি প্রদক্ষিণ করছিল। কোথাও খুলি, শূগাল, ভস্ম আর সাপে যার শরীর ব্যাপ্ত সেই মহাদেবের মতোই হয়েছিল শ্মশানপথ (পক্ষে, ঐ-সব খাবার জন্যে মিলিত গৃধ্রাদিতে পরিপূর্ণ হয়েছিল তা)। কোথাও অনেক দেশবাসিজনে সেব্যমান রাজার মতো সেখানে অনেক কুকুর ঘুরছিল। দনু কবন্ধ নামে রাক্ষস-অধিষ্ঠিত দণ্ডকারণ্যের মতো সেখানে অনেক ধড় পড়ে ছিল। কোথাও অনেক বাজার পরিবৃত সম্রাটের মতো অনেক বিষবিদ্যে তা পরিপূর্ণ ছিল। ঐ শ্মশানপথ দিয়ে নিমেষে অনেকশত যোজন পথ পাড়ি দিয়ে তিনি বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করলেন।

বিন্ধ্যাটবীবর্ণনা

প্রলয়কালে যেমন বহু অর্কের (সূর্যের) সমাবেশ হয় এখানেও তেমনি প্রচুর অর্কের (ঐ নামের তরুর) সমাবেশ ছিল। নাগরাজ্যের স্থিতি যেমন অনন্ত নির্ভর, এ ঘটনাও তেমনি অনন্তমূলে (অর্থাৎ এখানে বহু বৃক্ষমূল), সুধর্মা অর্থাৎ দেবসভায় যেমন কৌশিক (ইন্দ্র) সুখাসীন, এখানেও তেমনি কৌশিক অর্থাৎ পেচক স্বচ্ছন্দচারী। সৎপুষের সেবা যেমন বহু শ্রীলাভে সমৃদ্ধ, এ অটবীও তেমনি বহু শ্রীফলে (= বিল্বফলে) সমৃদ্ধ। ভারত যুদ্ধভূমি (কুরুক্ষেত্র) যেমন প্রখ্যাত অর্জুন-অধিষ্ঠিত এ অটবীও তেমনি অর্জুনগাছে মণ্ডিত। পুলোম (শচীপিতা)—কুলস্থিতিতে যেমন সহস্রনয়ন ব্যাপ্তা ইন্দ্রাণী এখানেও তেমনি (অর্থাৎ ইন্দ্রাণীতরুর মূলে ঃ ইন্দ্রাণী

=সিন্ধুবার)। বণিক শ্লেপালের চিত্তবৃত্তি যেমন গণনা-কারিকায় প্রতিফলিত, এখানে ও তেমনি গণিকারিকা বৃক্ষ ফলিত বা ফলবান। সজ্জনসম্পদে যেমন অ-শোক (শোকরহিত) সরল পুরুষ শ্রেষ্ঠের উদ্ভব এখানেও তেমনি অশোক, সরল ও পুন্নাগ তরুর উদ্ভব। শিশুজনের লীলা যেমন ধাত্রীর সন্তোষ জন্মায়, এ অটবীও তেমনি ধাত্রী অর্থাৎ আমলকীর প্রাচুর্যে সন্তোষ জন্মায়। কোথাও এ অটবী রামচন্দ্রের চিত্তের মতো বৈদেহীময়ী (পক্ষে, পিপ্পলপ্রচুরা)। কোথাও ক্ষীরসাগর-মন্থনের কালে অমৃত উচ্ছ্বাস (পক্ষে, গুড়ুচিতরুর প্রাবল্য)। কোথাও নারায়ণ-শক্তির মতো বিনা আয়াসে অপরাজিতা (পক্ষে, অযত্নসম্ভূত অপরাজিতায় ভরা।) কোথাও বাল্মীকিবাণীর মতো ইক্ষ্বাকুবংশের প্রদর্শক (পক্ষে, 'কুটুতুম্বী বাঁশের ঝাড় এখানে প্রকটিত), কোথাও লঙ্কার মতো বহু পলাশ (=রাক্ষস)-শোভিত (পক্ষে, পলাশতরু শোভিত), কোথাও কুরুসেনার মতো অর্জুন ও শরজালে পরিব্যাপ্ত (পক্ষে, অর্জুন ও শর-বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত)। কোথাও নারায়ণ-মূর্তির মতো বহুরূপা (পক্ষে, বহু পশুসকুল ঃ রূপ=পশু)। সুগ্রীবসেনার মতো পনস, চন্দন, কুমুদ, ও নলে সেবিত (পক্ষে, পনসাদি কপিদলে সেবিত)। কোথাও সধবার মতো সিন্দূরতিলকে ভূষিত (পক্ষে, সিন্দুর ও তিলক তরুতে ভূষিত)। কোথাও বা কুরুসেনার মতো উলূকে (শকুনিপুত্র), দ্রোণ (দ্রোণচার্য) শকুনি (দুর্যোধন মাতুল) ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সমন্বিত, (পক্ষে, পেচক, কাক ও অন্যান্য বিহঙ্গযুক্ত) এবং রাজহংস বিশেষে শোভিত), উত্তম জাতিভূষিতা হয়েও অধম জাতিযুক্তা (পক্ষি বিরুদ্ধ বংশা) অভয় প্রদর্শন করেও সে ভীষণা (দর্শিতাভয়া =দর্শিত অভয়া (হরীতকী) ষৎকর্তৃক), এখানে সর্বদা সু-পথ্য থাকলেও উদরাময় খুবই বেশ (গুল্ম খুবই বেশি)। ষট্‌পদে ব্যাকুল হয়েও তা দ্বিপদে অনাকুল (দ্বিপ-দানে আকুল) দ্বিজকুলে ভূষিত হয়েও অকুলীন বংশ তার (বিরোধ পরিহারে=দ্বিজ=পক্ষী)। এইরকম বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশের পর তাদের দুজনের নিদ্রা নিয়ে রজনী প্রভাত হয়।

কন্দর্পকেতুর লতাগৃহে প্রবেশ

অনন্তর ক্রমশঃ, যখন কালরূপ ধীবর আকাশরূপ মহাসরোবরে রাত্রি-রূপ জাল ফেলে জীবিত মৎস্যরূপ তারাদলকে অপহরণ করছিল, বিকসিত কমলবনে শোভিত পদ্মসরোবররূপ মুণ্ডিত ভিক্ষু, সন্ধ্যার দরুন রক্তকিরণরূপে লাল কাপড় জড়িয়ে পরস্পরগ্রথিত মৃণালরূপ গ্রন্থ-পীঠের উপর রাখা কমলরূপ শত শত পৃষ্ঠায় যুক্ত গ্রন্থ নিয়ে পুষ্পরসের বিন্দু বেশি করে পান করায় মত্তমধুকরদের মনোহর শব্দছলে যেন নিজের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করছিল। তখন কালরূপ কৃষক, যার পরাগ পুষ্প-রসরূপ জলে কর্দমিত হয়ে গিয়েছিল এবং যার পত্র খুব ভালোভাবে উন্মোচিত হয়েছে— এমন কুমুদ-সরোবররূপ ক্ষেতে অন্ধকাররূপ শস্যের বীজরূপ ভ্রমরকুলকে যেন বুনে দিচ্ছিল। সেই সময় কামিনীরূপ তাপসী, পরাগরূপ মুর্মুরচূর্ণসংযুক্ত ভ্রমরকুল-রূপ ধূমে ব্যাপ্ত উদ্দণ্ড শ্বেতকমলের ছলে ভগবান সূর্যকে যেন ধূপ দিচ্ছিল। রাত্রিরূপ বধূর দুই হাত দিয়ে চালানো প্রভাতরূপ মুষলের আঘাতে যার মধ্যভাগ বিদীর্ণ হয়েছে এমন চন্দ্রমণ্ডলরূপ উদূখলে ফোটার দরুন তণ্ডুলরূপ নক্ষত্রকুল প্রকাশিত হচ্ছিল। সন্ধ্যার দরুন রক্তবর্ণ দিনারম্ভ-রূপ তরুতে আরোহণ করে

দিক্-রূপ আন্দোলিতশাখায় ফোটা-ফুলের মতো তারাদের এবং ফল-রূপ চন্দ্র-মণ্ডলকে যেন নিচে ফেলে দিচ্ছিল। সূর্যরূপ দোলায়মান শিখায় মনোহর দিনরূপ মোরগ তারা-রূপ তণ্ডুলে ব্যাপ্ত আকাশরূপ অঙ্গনে অবতরণ করছিল। পূর্বদিক, এই চন্দ্র (পক্ষে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) আমার সংসর্গে পূর্ণতা পেয়ে পশ্চিম দিকের (পক্ষে, মদিরার) সংসর্গে পতিত হল—এজন্যে তাকে উপহাস করছিল।[১৮] সূর্য উদিত হচ্ছিল, সেই সময় তার বিম্ব যেন অরুণরূপ সিংহের চপেটাঘাতে মৃত অন্ধকার-রূপ হাতির রক্তধারায়, অথবা উদয়াচলশিখরে প্রবাহিত ঝরনার জলে ধোয়া, ধাতুর ধারায়, অথবা চলার জন্যে উৎসুক অশ্বগুলির তীক্ষ্ণক্ষুরপুটে উত্থিত পদ্মরাগমণির পরাগকান্তিতে, অথবা উদায়চলের শিখরে উৎপন্ন জবাফুলের কান্তিতে, অথবা উদয়পর্বত-রূপ সিংহের হাতে ধৃত হাতির মাথার ক্ষয়িত রক্তধারার নদীপ্রবাহে, অথবা ত্রিভুবন প্রকাশিত করার কর্মসম্পদের জন্যে বিদ্যমান অনুরাগরসে, রক্তবর্ণ হয়ে উঠছিল। সূর্য যেন কুসুমকিরণে তারারূপ কুমুদবনকে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন। সে পূর্বদিকরূপ বিলাসিনীর সুবর্ণদর্পণের মতো, পূর্বাচলরূপ সর্পরাজের ফণামণির মতো, আকাশরূপ ইন্দ্রনীলতরুর স্বর্ণপত্র এবং আকাশরূপ নগরের পূর্বদ্বারে স্থাপিত স্বর্ণময় পূর্ণকুম্ভের মতো শোভা পাচ্ছিল। তার আকৃতি তপ্ত লৌহ কলসের মতো চকচক করছিল। ঐ সময় সূর্যকে পূর্বদিকরূপ কুমারীর মস্তকে রচিত কুঙ্কুমতিলকের বিন্দুর মতো, সন্ধ্যারূপ বালকের এক পুষ্পের মতো, মঞ্জীষ্ঠায় রাঙানো রেশম পিণ্ডের মতো, সন্ধ্যারূপ রক্তিমসূত্রে গাঁথা পূর্বদিকরূপ বধূর কাঞ্চীদামে বিদ্যমান গোলমোহরের মতো, এবং দিনরূপ বিদ্যাধরের সিদ্ধ-করা বটিকার মতো দেখাচ্ছিল। সে তারকাসুরের সংহারকর্তা কার্তিকেয়ের মতো সমস্ত তারকাদের সংহার করেছিল। কমলার আনন্দবিধায়ক ভগবান বিষ্ণুর মতো কমলকে বিকশিত করছিল। পথিকের যেমন ছায়া প্রিয়, তেমনি তারও ছায়া (ঐ নামের পত্নী) প্রিয় ছিল। সূর্যও ইন্দ্রের মতো গো-পতি ছিলেন (ইন্দ্রপক্ষে গো=স্বর্গ, সূর্যপক্ষে গো=কিরণ)। সে উদায়চলে বিদ্যমান ধাতুতে রক্তবর্ণ দিগ্‌গজদের চরণের অনুকরণ করছিল আর অন্ধকাররূপ তস্করকে বিতাড়িত করছিল। ঐ সময় প্রাতঃকালীন রোদ, দিগ্‌গজদের মঞ্জিষ্ঠারঙের চামর, কুরুক্ষেত্র প্রদেশে ভারত-যুদ্ধে রক্তের ফোয়ারা, মেঘখণ্ডে ইন্দ্রধনুর শোভার প্রলেপ, বিহারস্থিত তরুশাখার উপর গেরুয়া বস্ত্র, পতাকা-অঞ্চলে কুঙ্কুম রং। বদরীতরুতে পক্ব ফল, আকাশরূপ প্রাসাদ অঙ্গনে কুঙ্কুমরস, সঞ্চরণশীল কালরূপ নর্তকের অরুণ যবনিকাপট, এবং তরুণ কিসলয় (বা প্রবাল)-ভঙ্গের মতো শোভা পাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কিরণ, যেন বাক্যদ্বারা সুন্দর চক্রবাক-মিথুনের হৃদয় সন্তাপকে দূর করতে অথবা (সায়ংকালে) অগ্নিতে সমর্পিত নিজের তেজের[১৯] পুনঃপ্রবেশে অথবা সূর্যকান্তমণির সংসর্গে উত্তপ্ত হয়ে গেল।

লতামণ্ডপে শয়ন

কন্দর্পকেতু সমস্ত রাত জেগে থাকায় এবং আহার না করার দরুন শরীর অবসন্ন এবং বহুযোজন পথ ভ্রমণের দরুন ক্লান্ত হওয়ায়, সমাবস্থা বাসবদত্তার সহ তৎকালগত নিদ্রায় আবিষ্ট ও অবশেন্দ্রিয় হয়ে লতামণ্ডপে শুয়ে পড়লেন। ঐ লতাগৃহ

মন্দমারুতে আন্দোলিত পুষ্পসুবাসে লুব্ধ মুগ্ধ চঞ্চল ভ্রমরের ঝংকারে মনোহর ছিল।

তারপর বণিকের মতো বস্ত্র বিস্তার করে (সূর্যপক্ষে, আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে), মহাদাবানলের মতো সমস্ত কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করে (সূর্য পক্ষে, সমস্ত দিক সমুজ্জ্বল করে), কল্পবৃক্ষের মতো সমস্ত আশা সফল করে (সূর্যপক্ষে, সমস্ত দিক উদ্ভাসিত করে)। সূর্য মধ্যগগনে আরূঢ় হলে কন্দর্পকেতু জেগে উঠে প্রিয়া-শূন্য লতাগৃহ দেখে, উঠে, এদিকে ওদিকে দৃষ্টি দিয়ে, কখনো তরুতে, কখনও লতান্তরে, কখনো নিচে কূপের মধ্যে, কখনো ঊর্ধ্বে তরুশিখরে, কখনও শুষ্ক পর্ণরাশিতে, কখনও আকাশতলে, কখনো দিকে, কখনো বিদিকে ভ্রমণ করতে করতে বিরহানলে দহ্যমান হৃদয়ে বিলাপ করতে লাগলেন—

হায় প্রিয়া, বাসবদত্তা! দেখা দাও, পরিহাস কোরো না। তুমি অন্তর্হিত হলে। দেখার জন্যে যে দুঃখ আমি সহ্য করেছি তা তুমিই জান। হায় প্রিয় বন্ধু মকরন্দ! দৈবের নিষ্ঠুর লীলা দেখো। আমি পূর্বে কী পাপ কাজ করেছি। হায় নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিণতি! কালগতি কী দুরতিক্রম্য! গ্রহদের কী ক্রুর কটাক্ষপাত! গুরুজনের আশীর্বাদের কী বিপরীত ফল! দুঃস্বপ্ন আর দুর্নিমিত্তের কী নিদারুণ পরিণতি! ভবিতব্যের তো কিছু অগোচর নাই। আমি কি ঠিক-মতো বিদ্যা অর্জন করি নি? গুরুদের কি যথাযোগ্য আরাধনা করি নি? অগ্নির কি উপাসনা করি নি? ব্রাহ্মণদের কি অবমাননা করেছি? স্বধেনু সুরভিদের কি প্রদক্ষিণ করি নি[১১]? শরণাগতদের কি অভয় দিই নি? এইভাবে বহু বিলাপ করে—মৃত্যু কামনা করে বনের দক্ষিণ দিক দিয়ে বেরিয়ে নবীন নড়, উশীর, কমলিনী, বেত, পিচুল, অশোক, সরল, বিদল, বকুল, করঞ্জ, বেল প্রভৃতি বৃক্ষে ব্যাপ্ত প্রচুর সংখ্যায় রচিত পর্ণশালায় উৎপন্ন গিরিমল্লিকায় সব সম্মুখভাগ পূর্ণ হয়েছিল, যেখানে সুন্দর বৃক্ষের বন, উৎকণ্ঠিত ভ্রমরের গুঞ্জনে মনোহর হয়ে উঠেছিল। যেখানে বিতত বেত্রলতায় আবৃত নবীন বরুণ তরুশাখায় ভ্রমরপঙ্‌ক্তি বসে ছিল। যেখানে কৃষ্ণমুখ বানরের আঘাতে চুইয়ে পড়া ভাঙা মৌচাকের মধুধারায় তরুতল সিক্ত হচ্ছিল, যেখানে নারিকেলাদি বৃক্ষের বন ফলন্ত ছিল যা ঘনসারাদি গন্ধে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। যেখানে বায়ুতাড়িত হয়ে কাঁঠাল গাছের পাতা দুলছিল। যেখানে জল কাকের নির্বিঘ্ন কূজনে নদীতটের লতাগৃহ-শ্রেণী পরিপূর্ণ ছিল। যেখানে আমের মুকুলে কলকণ্ঠ কোকিলেরা একত্রিত হয়ে বসেছিল। যেখানে বড়ো বড়ো গাছ, নীড়গুলিতে চঞ্চল কুক্কুটকুটম্বে অধিষ্ঠিত ছিল, যেখানে কুরবকতরুরাজি কোরক-উদ্‌গমে রোমাঞ্চিত ছিল, যেখানে রক্তাশোক-পল্লবের লাবণ্যে দশ দিক পরিপূর্ণ ছিল, যার পরিসর প্রস্ফুটিত কেশরকুসুমের পরাগে ধূসরিত ছিল, যেখানে পুষ্পরেণুতে পীতবর্ণ সিন্দুবারমঞ্জরীতে মণ্ডিত মধুকরেরা তাদের মধুর গুঞ্জনে মানুষকে আনন্দিত করছিল, যেখানে লবঙ্গ, চম্পক, মধুক, তমাল, লোধ্র, কর্ণিকার ও কদম্ব তরু শোভা পাচ্ছিল, যেখানে মুচুকুন্দ গাছ—যার উপর হাতি গাল ঘষার ফলে রগড়ানো জায়গাটা মদজলে কালো হয়ে গিয়েছিল—হাতিদের নির্দয়ভাবে গাল ঘষার সাক্ষ্য দিচ্ছে, যেখানে অচির-প্রসূতা কুক্কুটীরা (মুরগীরা) কুটজ গাছের কোটরকে কুটী বানিয়ে ছিল, যেখানে চটকের আনা সুন্দর

ও বাচাল বাচ্চারা অনেক চাটুশব্দ শোনাচ্ছিল, যা চকোরের সহচারীর সঙ্গে সঞ্চারণের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল, যেখানে শিলাজতুর গন্ধে সুগন্ধিত শিলাতলে শশকশিশুর আবাসে শুয়েছিল। যেখানে গোধা শিশুরা শেফালিকার জটাছিদ্রে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিয়েছিল, যেখানে রুরুমৃগেরা নির্ভয়ে বিচরণ করছিল, যেখানে নকুলেরা নিশ্চিন্তে খেলা করছিল, যেখানে কলকণ্ঠ কোকিলেরা উদ্গত আমের মুকুল খাচ্ছিল; যেখানে আম্রবনে চমরী-মৃগেরা রোমন্থন করছিল। সমীপবর্তী পাহাড়ী ঢালের ঝরনার শ্রুতিমধুর শব্দ শুনে নিদ্রার আনন্দে অলস হাতিরা কর্ণতালে যেন দুন্দুভির মতো শব্দ করছিল। যেখানে কৃষ্ণমৃগের দল পার্শ্বস্থিত কিন্নরীদের গান শোনার আনন্দ লুটছিল, যেখানে শূকর শাবকদের থুতোনি ছিদ্রযুক্ত এবং হলুদের রসে পীতবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যেখানে গুল্মবনে বিড়ালেরা একত্রিত হচ্ছিল, বুনো মশা কামড়ানোয় ক্রুদ্ধ বানরশিশুরা নিজেদের ধারালো নখের আগায় কেটে পাটল্য গাছের পোকায় যাকে ভরে দিচ্ছিল। যেখানে সিংহের সুন্দর কেসর, বজ্রধারের মতো তীক্ষ্ণ নখের প্রহারে ক্ষতবিক্ষত মত্তমাতঙ্গের রুধিরছটায় পূর্ণ ছিল। মহাসমুদ্রের এইরকম জলপ্রায় প্রদেশের প্রান্তে এসে কিছু দূর গিয়ে তিনি সমুদ্র দেখলেন।

সমুদ্রবর্ণনা

সেই সমুদ্রের পারে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল, তাই মনে হচ্ছিল সে যেন তাণ্ডব নৃত্যের সময় হাত-ছড়িয়ে-দেওয়া মহাদেবের অনুকরণে প্রবীণ। এর তটদেশ, বরুণদেবের বিজয়পতাকা, সর্পদের খোলস, অমৃতের সহচরী, জ্যোৎস্নার ভগিনী চন্দ্রমণ্ডলের নির্মাণের পর অবশিষ্ট পরমাণুরাশি, লক্ষ্মীর জন্যে নির্মিত মঙ্গল-লেপনের ধারা, আর জলদেবীদের (মাথায় লেগে থাকা) চন্দনছটার মতো ফেন-রাশিতে রমণীয় হয়েছিল। মনে হচ্ছিল দ্বিতীয় আকাশ যেন পৃথিবীতে নেমে এসেছে। সে (সমুদ্র) নিজের নির্মল জল থেকে ওঠা জলকণার ছলে যেন মোতি দেখিয়ে আকাশচারী বিদ্যাধরাদিকে প্রলুব্ধ করছিল। এর অভ্যন্তর অভয়দান প্রার্থনা করে আসা অনেক সপক্ষ পর্বতে পূর্ণ, সগরপুত্রের ওকে খুঁড়েছেন, এর জল বড়বানলের মুখে প্রবেশ করছিল। এর পারিজাত ইন্দ্র নিয়েছেন। এই সমুদ্র শঙ্খ নির্মল রত্নের আকর। গজ ও মকরে ব্যাপ্ত। এতে, পাখিদের খেয়ে ফেলার জন্যে হাঙরেরা ঘুরছে। এতে অনেক তিমি ও তিমিঙ্গিল নিচেষ্ট হয়ে পড়ে আছে; এ, কদলীবনের পালিকা দ্বারা পালিত এলাচ, লবলী (লতাবিশেষ), লবঙ্গ ও মাতুলুঙ্গগন্ধে পরিব্যাপ্ত। এর তরঙ্গ বায়ুতে মর্মরিত তালপত্র চঞ্চল ও উত্তাল হওয়ায় জলমানুষদম্পতীরা ভয় পেয়ে যে পদতাড়না করছিল তাতে উপরে অল্প অল্প যে শেওলা জমেছিল তা ভূমির সঙ্গে সমতল হয়ে গেল। এর তটরেখা, তীক্ষ্ণ প্রবালাঙ্কুরে মুখ ছড়ে যাওয়ায় খিন্ন ক্ষুদ্রশঙ্খের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের আঘাতে, রেখাঙ্কিত (ক্ষতবিক্ষত) হচ্ছিল। পক্ষিরাজ গরুড়ের বংশজ পাখিতে এর জল পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাদের আবর্তচক্রে মনে হচ্ছিল মন্দরপর্বত দ্বারা মন্থনের সংস্কার আজও যায় নি। শুভ্র ফেনার সমুদ্রকে মনে হচ্ছিল অপস্মার রোগীর মতো। বেলায় বিকসিত বকুলফুলের গন্ধে যেন মদিরার সুবাস পাওয়া যাচ্ছিল। তাকে গর্জনের দরুন ক্রুদ্ধ সাপেদের নিশ্বাসের দরুন খিন্ন, তরঙ্গের দরুন ভ্রুকুটিবদ্ধ,

এবং রাম-সেতুর দরুন স্থূণাবন্ধ বলে মনে হচ্ছিল। কুম্ভীনসীর কুক্ষির মতো সে লবণ-জন্মের (লবণ = ১. লবণাসুর, ২. নুন। ব্যাকরণের মতো সে বিস্তৃত শ্রীনদী-কৃত্যে বহুল ছিল অর্থাৎ তার নদীপত্নীরা বহু দিক দিয়ে এসে তার সঙ্গে মিলিত হচ্ছিল। (ব্যাকরণ পক্ষে, যা স্ত্রীপ্রত্যয়, নদীসংজ্ঞা, কৃত্যপ্রত্যয় এবং 'বহুল' পরিভাষায় ব্যাপ্ত)। রাজকুলের মতো তার কূলমধ্যবর্তী বিস্তার দৃশ্যমান (রাজকুলপক্ষে, মহাপাত্র = মহামাত্য) গজবন্ধন স্থানের মতো বহু বন্ধ গজের শৃ-শৃশব্দে মুখরিত (বারি = ১. বন্ধন রজ্জু সমুদ্রপক্ষে বারি = জল)। বিশ্বামিত্রের পুত্রবর্গের মতো অম্ভোজ-চামর ও মৎস্য দ্বারা শোভিত (বিশ্বামিত্র পক্ষে, অম্ভোজ, চামর ও মৎস্য তাঁর পুত্রদের নাম, সমুদ্রপক্ষে, অম্ভোজ চামর = শৈবাল)। সৎপুরুষের মতো গোত্রাশ্রয়ী (সৎপুরুষ পক্ষে, গোত্র = বংশ, সমুদ্রপক্ষে, পর্বত)। সাধুর মতো অচ্যুত-স্থিতিতে রমণীয় (সাধু পক্ষে, অচ্যুত = বিষ্ণু। সমুদ্রপক্ষে, অচ্যুত = অভ্রষ্ট।) সুনৃপতির মতো সঙ্কনক্রমকর। (সুনৃপতি পক্ষে, সজ্জনদের ব্যবস্থাপক, সমুদ্রপক্ষে সঙ্গ-নক্র-মকর অর্থাৎ নক্র ও মকরে সঙ্কুল)। যে ক্রুদ্ধ সে যেমন হাতে জল নিয়ে মুখ প্রক্ষালন করে (ক্রোধ জ্বালা প্রশমনের জন্যে) সমুদ্রও তেমনি করতোয়া অর্থাৎ নিত্যনীর নদী ও সমুদ্রের মুখ ধুয়ে দেয়। বিরহীর মতো সে চন্দনজলে সিক্ত, (সমুদ্রপক্ষে, চন্দনানদীসিক্ত), বিলাসীর মতো সে নর্মদা-গত। (বিলাসী পক্ষে, অঙ্গনাগত, সমুদ্রপক্ষে নর্মদানদী সঙ্গত), রাশির মতো সে মীন ও কর্কট সমন্বিত। শৃঙ্গারবিলাসীর মতো বহুমুক্তাহারে অলংকৃত (সমুদ্রপক্ষে, মুক্তা অলংকৃত), বিষ নিষ্কাশিত হওয়া সত্ত্বেও এতে বিষ প্রকট (বিরোধ পরিহার : বিষ = জল), অতিবৃদ্ধ হয়েও সে সুন্দরী পরিবৃত, (পরিহার: সুন্দরী = ঐ নামের গাছ), সুরদের উৎপত্তি-স্থান হয়েও সে অসুরে অধিষ্ঠিত (বিরোধ পরিহার : অসুর = বৃক্ষ)।

কন্দর্পকেতুর স্বগতোক্তি

(এই রকম সমুদ্র দেখে) সে (কন্দর্পকেতু) চিন্তা করল : অপকার করেও বিধি আমার উপকারই করেছেন, তিনি দৃশ্যমান এই সমুদ্রকে আমার কাছে এনেছেন। এতেই শরীর বিসর্জন করে আমি প্রিয়াবিরহের অগ্নিকে নির্বাপিত করব। যদিও সুস্থ পুরুষের আত্মহনন অবিহিত, তবুও আমি তাই করব। সবাই সব করে না। অসার সংসারে কে কী করে নাই? যেমন চন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করেছেন, পুরূরবা ব্রাহ্মণধনের তৃষ্ণায় বিনষ্ট হয়েছেন, নহুষকে পরদারকামনার জন্যে সাপ হতে হয়েছে, ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণের জন্যে যযাতির পতন ঘটেছিল, সুদ্যুম্ন স্ত্রীলোকই হয়েছিলেন, প্রাণিবধের জন্যে (বা জন্তুনামক পুত্র বধের জন্যে) সোমক জগতে প্রখ্যাত, পুরুকুৎস কুৎসিতই হয়েছিলেন। কুবলয়াশ্ব অশ্বতরের কন্যা সম্ভোগ করেছিলেন। নৃগ কৃকলাসে পরিণত হয়েছিলেন। কলি নলকে অভিভূত করেছিল। সংবরণ মিত্রদুহিতার জন্যে ধৈর্য হারিয়েছিলেন। দশরথও ইষ্টপত্নী ও রামের উন্মাদনায় মরেছিলেন, কার্তবীর্য গোব্রাহ্মণকে পীড়া দেবার জন্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৮৩] শান্তনু অতিব্যসনের দরুন বিলাপ করেছিলেন।[৮৪] যুধিষ্ঠির যুদ্ধে সত্য বিসর্জন দিয়েছিলেন।[৮৫] তাই দেখা যাচ্ছে জগতে কলঙ্কহীন কেউ নেই। তাই আমিও দেহ বিসর্জন দেব। এই ভেবে সমুদ্রতটে পৌঁছলেন।

সমুদ্রতটের বর্ণনা

সেখানে চক্রবাকপাখির তীক্ষ্ন নখের অগ্রভাগ দিয়ে কাটা বড়ো বড়ো মাছের টুকরো পড়েছিল। উদবিড়ালের বিষ্ঠায় তা (ঐ তট) ছিল বিচিত্রবর্ণ, এর প্রান্তভূমি ছিল শিয়ালদের পরিত্যক্ত কাঁকড়ার গর্তে ভর্তি। তার পরিসর, অত্যন্ত চঞ্চল জলবেগের দরুন উদ্ভাসিত, কিনারায় উঠে-আসা মাছগুলোকে খাওয়ার জন্যে চুপচাপ বসে থাকা বক ও অন্যান্য পাখিতে সাদা হয়ে উঠত।

ঐ তটের নিকটবর্তী তমালতল অতিচঞ্চল জল-বানরদের ইতস্ততঃ ভ্রমণের ফলে উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দুর সম্পর্কে এসে শীতল হয়ে উঠছিল। ঐ তট প্রতিদিন আগত বলিষ্ঠ জংলী মহিষদের শিঙের অগ্রভাগের আঘাতে বিষম হয়ে উঠছিল এবং নিরন্তর ভ্রমণশীল কালোমুখ আর চঞ্চুযুক্ত রাজহাঁসের মধুর শব্দে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এর নিকটবর্তী ভূমি সূর্যের কিরণ এসে পড়ায় সুন্দর এবং জল-মানুষদের শয়নে কোমল হয়ে পড়ছিল। সেখানে শত শত হাতি বিচরণ করছিল। তাদের গণ্ড বেয়ে ঝরছিল মদবারি। ঐ গণ্ডস্থলে বসা ভ্রমরেরা গুঞ্জনধ্বনিতে আনন্দ সঞ্চার করছিল। জোরালো হাওয়ায় সমুদ্র-জলে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠে আছড়ে পড়ছিল। এবং সেই কারণেই মণিতে তার প্রান্তদেশ পূর্ণ হয়েছিল। সমুদ্র-জলের সাপের ছাড়া খোলসেও তা পূর্ণ ছিল। ঐ তটকে পৃথিবীর দর্পণ বা বরুণদেবতার স্ফটিক-মণিনির্মিত পাথর বলে মনে হচ্ছিল। পথের রক্তিমায় যুক্ত কমলবনের মতো পদ্মরাগমণিতে ঐ তট বিভূষিত ছিল। বিহঙ্গ-অধিষ্ঠিত দ্রুমলতাপূর্ণ বনভূমির মতো ঐ তটে লতাকৃতি প্রবাল শোভা পাচ্ছিল। ভয়ভীত কাপুরুষের মতো সেখানে অনেক শঙ্খ ছিল। মুক্ত হয়েও জীবের সঙ্গে যুক্ত ভগবান বিষ্ণুর তুল্য ঐ তট মুক্তায় শোভিত ছিল।

আকাশবাণী

তারপর স্নানাদি সমস্ত কৃত্য সেরে তিনি দেহত্যাগের জন্যে সমুদ্রে নামতে শুরু করলেন।

অনন্তর যখন গ্রাহ অনুকূল ছিল, মৎস্যেরা মৎসরতা ত্যাগ করেছিল, কচ্ছপেরাও অনিচ্ছুক ছিল (তাকে উত্ত্যক্ত করতে), নক্র সদয় হয়েছিল, মকরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে নি, শিশুমারও হিংসা ত্যাগ করেছিল, এমন সময় আকাশ-বাণী হল—

আর্য কন্দর্পকেতু! অচিরেই তোমার প্রিয়ার সঙ্গে মিলন হবে। তাই মরণের সংকল্প থেকে বিরত হও। তিনিও এই বাণী শুনে মরবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। তারপর প্রিয়া-সমাগমের আশায় শরীর ধারণের প্রয়োজনে আহারগ্রহণে ইচ্ছুক হয়ে কচ্ছ-প্রদেশের নিকটবর্তী বনে প্রবেশ করলেন। তারপর বনে এদিকে-ওদিকে ভ্রমণ করে ফলমূলাদিতে শরীরধারণ করে কিছুকাল সেখানেই কাটালেন কন্দর্পকেতু।

বর্ষাবর্ণনা

কয়েক মাস কেটে গেলে একদিন বর্ষাকাল এল। যখন কাকলীসঙ্গীতের মতো নদনদী সমৃদ্ধ হল। (পক্ষে নিম্নগানদঃ = নিম্ন-গানদঃ, অর্থাৎ গভীর বা গম্ভীর

গান যে প্রদান করে)।• যে কাল সন্ধ্যা সময়ের মতো যখন নীলকণ্ঠ বা ময়ূর নর্তিত হয় (পক্ষে নীলকণ্ঠ=শিব), যে কাল কুমারময়ূরের মতো কার্তিকেয় সমারূঢ় (পক্ষে, যে সময়ে শর-তৃণের জন্মবৃদ্ধি ঘটে), যে কাল সেই মহা তপস্বীর মতো যিনি রজোগুণের প্রাবল্য প্রশমিত করেছেন (পক্ষে, ধূলিবিস্তার যে রোধ করেছে), যে কাল তাপসের মতো জলবর্ষী কমণ্ডলুধারী, (পক্ষে, মেঘবস্ত্রধারী), যে কাল প্রণয়কালের মতো যা অনেক নৌকোর বিপর্যয় ঘটায় (পক্ষে, অনেক সূর্যের বিলপন, যে সময়ে), যে কাল নিরুপদ্রব কাননোদ্দেশের মতো, যেখানে হরিণেরা আনন্দে বিচরণ করে, (পক্ষে, যেখানে মেঘ চাতকদের উৎসাহিত করে), যে কাল রেবতীর করপল্লবের মতো যা বলরামের ধৈর্যের আধায়ক (পক্ষে, কৃষকদের সন্তুষ্টিবিধায়ক), যে কাল লঙ্কেশ্বরের মতো মেঘনাদের সঙ্গে যুক্ত (পক্ষে, মেঘগর্জনের সঙ্গে যুক্ত), যে কাল বিন্ধ্যের মতো শেষ কৃষ্ণবর্ণ (পক্ষে, মেঘে শ্যামবর্ণ), যে কাল যুবতিজনের মতো পীন-পয়োধরযুক্ত (পক্ষে, জলপূর্ণ মেঘযুক্ত)। তখন ইন্দ্রধনুলতা শোভা পেল, মনে হল তা যেন বিভিন্ন মেঘরূপ নীলোৎপলবনের মতো নীল ক্রীড়াসরসীর মতো আকাশে কামদেবের রত্নখচিত সোনার নৌকা, অথবা তা যেন বর্ষাকালের শোভারূপ চণ্ডালকন্যার নর্তনরজ্জু, অথবা তা যেন আকাশরূপ প্রাসাদের বহির্দ্বারের রত্নমালা, অথবা তা যেন প্রবাসগামী নিদান দ্বারা গগনাঙ্গনার পয়োধরে স্মারক-উৎসবে প্রদত্ত নখক্ষতরেখা, অথবা তা গগনলক্ষ্মীর মনোহর কাঞ্চীমালা, অথবা আকাশরূপ মন্দারতরুর সুন্দর কলিকা, অথবা তা রতির নখ-মার্জনার রত্নশলাকা, অথবা কামদেবের রত্নময়ী বিলাসযষ্টি।

অতি তৃষ্ণার বেগে সমুদ্রের শঙ্খগুলো মেঘেরা যেন বকপঙ্‌ক্তিচ্ছলে বমন করছে বলে মনে হল। কৃষ্ণবর্ণ কেদারখণ্ডরূপ কোষ্ঠিকায় (ছকে) পীতশ্যামল ভেক-শিশুরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে, মনে হচ্ছিল বর্ষাকাল যেন বিদ্যুতের সঙ্গে জতুনির্মিত 'নয়'-নামে পাশা খেলছে। বিদ্যুৎ শোভা পাচ্ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল সূর্যরূপ দীপ যেন মেঘরূপ কজ্জল সৃষ্টি করেছিল, তাই যেন নিকষপাষাণ, আর বর্ষাকালরূপ স্বর্ণকার যেন তাতে স্বর্ণরেখা কর্ষণ করছে। বিরহীদের হৃদয় চেরার জন্যে কামদেবের তৈরি করাতের মতো শোভা পেল কেতকীফুল। চঞ্চল বিদ্যুৎরূপ করাতে বিদীর্ণ মেঘরূপ কাঠে বায়ুতাড়িত কাঠের গুঁড়োর মতো শোভা পেল জলকণা। শিলাগুলো শোভা পেল, তাদের দেখে মনে হল এরা যেন দিগ্‌বধূদের ছিন্ন হারের মুক্তাখণ্ড, অথবা দ্রুত পবনবেগে চালিত মেঘরূপ পেষণযন্ত্রের ঘর্ষণে চূর্ণিত তারাদল, অথবা এরা যেন ত্রিভুবন-জয়েচ্ছু কামদেবের যাত্রামঙ্গলের লাজাঞ্জলি। রক্তবর্ণ ইন্দ্রগোপকীটসমন্বিত নবতৃণক্ষেত্র দেখে মনে হল তা যেন পৃথিবীরূপ মহিলার স্তনের উত্তরীয় যা লাক্ষা রসের ছোপলাগানো এবং শুক-পাখির দেহের মতো শ্যামলবর্ণ।

মেঘকুম্ভের জলে পৃথিবীরূপ নায়িকাকে স্নান করিয়ে বর্ষাদাসী চলে গেলে স্বচ্ছ আকাশ (বা বস্ত্র) দেখিয়ে শরৎ-দাসী সমাগত হল।

শরৎবর্ণনা

শরৎকাল শুরু হলে, যখন খঞ্জরীট পাখি স্বেচ্ছাবিহার শুরু করল, ক্রৌঞ্চপাখি

অবাধে ভ্রমণ করতে লাগল, তরুশাখা ভরদ্বাজপাখির কূজনে মুখরিত হল, সকাল খুব স্বচ্ছ হল, ধানের ক্ষেতে উড়ন্ত তোতায় ভরে গেল, রাজহাঁস নিজেদের আগের জায়গায় পৌঁছে গেল, আকাশ স্বভাবিক নীলিমা ধারণ করল। হাঁস বর্ষণশেষের মেঘের সমতা (শুভ্রতা) ধারণ করল, চাঁদের কিরণ স্বচ্ছ হয়ে গেল, পথিকজন ইক্ষু তুলতে লাগল, সারসেরা মধুর স্বরে সরোবরকে সুন্দর করতে লাগল। মুস্তাপ্রিয় শুয়োর নিজের থুতনি দিয়ে সরোবরের তট-দেশ খুঁড়তে লাগল, চাতকেরা ভয়ভীত হল, কোথাও কোথাও মেঘ দেখা গেল, তারা সুন্দর চিকি চিক করতে লাগল; চাঁদকে পশ্চিমদিকের তিলকের মতো মনে হতে লাগল, বকপঙ্‌ক্তি এদিকে ওদিকে ভেসে-চলা মাছ খাবার লোভে যেন ধ্যানে বসে গেল। গমের হলুদ শিষ সোনার খণ্ডের মতো দেখালো, ক্রৌঞ্চপাখি ডাকতে লাগল। সুবাসিত শ্বেতকমলের খণ্ড নিয়ে বায়ু প্রবাহিত হল, আধ-ফোটা কুমুদের খণ্ড সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, জ্যোৎস্নায় সর্বত্র প্রসন্নতা ছেয়ে গেল, ময়ূরের পুচ্ছ খসে যেতে লাগল, জলের উপর উড়ে-বেড়ানো টিট্টিভেরা ডাকতে লাগল। ধার্তরাষ্ট্র হাঁসেরা সন্তুষ্ট হল, মৃগদল ক্ষেত-পালিকা স্ত্রীলোকদের গান শুনে আনন্দিত হল, জুঁইফুল নামমাত্র রইল, মালতীর কলি ম্লান হয়ে গেল, ইন্দ্রধনু লুপ্ত হয়ে গেল, দশ দিক বিকসিত কেসরের পরাগে হলুদ হয়ে গেল, কমল প্রস্ফুটিত হতে লাগল। আর বন্ধুক ফুলের সে হল প্রকৃত বন্ধু এমন শরৎকালে কন্দর্পকেতু এদিকে ওদিকে ভ্রমণ করতে করতে একটি পাথরের পুতুলে নিজের প্রিয়ার সাদৃশ্য দেখে হাত দিয়ে তা স্পর্শ করল। স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সত্য পাষাণরূপ ছেড়ে বাসবদত্তার রূপে পরিবর্তিত হল। তাকে দেখে অমৃতসাগরে ডুব দিতে দিতে কন্দর্পকেতু গাঢ় আলিঙ্গন করে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রিয়া বাসবদত্তা, কী ব্যাপার ?

শাপের হেতু

তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ শ্বাস ফেলে প্রত্যুত্তরে বললেন, আর্যপুত্র! গুণহীনা হত-ভাগিনী আমার জন্যে তুমি রাজ্য ত্যাগ করে একাকী ভ্রমণ করে সাধারণ মানুষের মতো যে দুঃখ পেয়েছ তা বাক্য ও মনের অগোচর। তুমি উপবাসজনিত ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে প্রথম জেগে তোমার জন্যে ফলমূলাদি আহরণ করব ভেবে তারই অন্বেষণে নামমাত্র (চারশো হাত পরিমিত পথ) গিয়েছিলাম।

তারপর তরুগুল্মের আড়ালে সেনানিবাস দেখে আমারই খোঁজে পিতার পাঠানো এই সৈন্যব্যূহ এসেছে, না এ ব্যূহ আর্যপুত্রেরই—আমি এই চিন্তা করতে থাকলে চরের মুখে সংবাদ শুনে দূরে থেকে আমার দিকে ছুটে আসতে লাগল কিরাত-সেনাপতি। তারপর অন্য-এক কিরাত সেনাপতি ঐভাবেই সেনা পরিবৃত হয়ে শিকারে এসেছিল। সেও তাই শুনে আমার দিকে ধেয়ে আসতে লাগল।

তারপর আমি ভাবলাম যদি আমি এ-সব আর্যপুত্রকে বলি তাহলে ইনি একাকী বলে এদের হাতে নিহত হবেন, আর যদি না বলি তা হলে আমাকেই এরা মেরে ফেলবে। একথা ভাবতে না ভাবতেই দেখলাম একটি মাংসখণ্ডের জন্যে দুই শকুনের মতো এরা পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগল। যে যুদ্ধে বাণ বর্ষারূপ ধারাবর্ষণের অন্ধকারে সূর্যকিরণ ঢেকে গেল। যুদ্ধবিদ্যানিপুণ হাতিদের শুঁড়

থেকে উৎক্ষিপ্ত খড়্গধুর যোদ্ধারা বিদ্যাধর-বিভ্রমের সৃষ্টি করেছিল।[৮৬] যুদ্ধ দেখার জন্যে সঞ্চয়মাণ আকাশচারী গন্ধর্বেরা চারদিকে দলবদ্ধ হতে লাগল, রণ-ভূমিতে বিচরণশীল বলিষ্ঠ সৈনিকেরা হাতিদের যে পা কেটে ফেলছিল তাই দিয়ে পিশাচীরা উলূখলাকার অলংকার ধারণ করছিল। কৌতুকে আকৃষ্ট জনগোষ্ঠী মুখ দিয়ে নানা ধ্বনি উচ্চারণ করছিল, কাপুরুষদের জন্যে এ রণভূমি ভয়াবহ ছিল। যারা অস্থির তারা পালাচ্ছিল, আর যারা ধীর তারা উদ্যত হয়েছিল। এই দেহে শৃগাল- শৃগালীর প্রার্থনীয় বলে, মাংসপিণ্ডমাত্র বা সর্পদষ্ট কিংবা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মনে ক'রে শরীরে অনাস্থার দরুন যোদ্ধারা একই সঙ্গে শত্রুর জীবন এবং ধনুকের গুণ আকর্ষণ করতে লাগল।

যেমন দানবান ত্যাগী পুরুষ প্রার্থীদের আগমন সহ্য করে, বিলাসী পুরুষ শৃঙ্গার-সজ্জায় সজ্জিত হয়, এবং সোনার মেখলা ধারণ করে, সুন্দর উদ্যান কলাগাছে অলংকৃত হয় এবং বিহঙ্গবিভূষিত হয়, রাত্রি নক্ষত্রপঙ্‌ক্তিতে শোভিত হয়, আর যেমন শরৎ-কালের দিনে পদ্ম বিকশিত হয়, তেমনি শোভা পেল হাতি, যে মদজলের বর্ষণ করতে করতে বাণ বর্ষণ সহ্য করছিল, তার মাথায় সিঁদুরের ভূষণ রচিত হয়েছিল, আর সে সোনার মধ্যবন্ধনী ধারণ করেছিল. তার উপর পতাকা উড়েছিল, তার দাঁতেও ছিল কঙ্কণ, তার গলায় সাতাশ-মোতির হার দুলছিল আর শরীরে ছিল বয়স-সূচক বিন্দু-চিহ্ন।

যেমন ক্রুদ্ধ পুরুষ ক্ষমা ত্যাগ করে, সমুদ্র আবর্ত ও তরঙ্গে শোভিত হয়, উপবনে মল্লিকাক্ষ নামে হাঁস বিচরণ করে, কুম্ভকারের ঘর নতুন বাসন ধারণ করে, সাগর কৌস্তুভমণিতে বিভূষিত হয়, দেবতারা ইন্দ্রায়ুধবজ্রে বৃদ্ধি পায়, মদ্যপ ভাটিখানার মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, ঠিক তেমনি ঐ যুদ্ধে ঘোড়ারা দ্রুত ধাবনে পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছিল। তার আবর্তে (গোল চুলের আবর্তে) শোভিত ও অত্যন্ত বেগবান ছিল। তাদের গলায় ছিল বিশেষ অলংকার। এদের মধ্যে ইন্দ্রায়ুধজাতির অনেক অশ্ব ছিল। এরা বক্ষকে অলংকৃত ছিল।

আমি অন্যের নিন্দা-শোনা কান, দুষ্টের উন্নতি ও শিষ্টের বিনাশ-দেখা চোখ, অস্থানে নোয়ানো মাথা আর অকথ্য-কওয়া মুখ থেকে ভাগ্যবশে রক্ষা পেয়ে গেলাম।' এই ভেবে যোদ্ধাদের কবন্ধ সহর্ষে নাচছিল।

এরপর যুদ্ধভূমিজাত ধুলো উড়তে লাগল। এই ধুলো যেন পরিহাস করে চোখ ঢেকে দিচ্ছিল, পরনিন্দাশ্রবণে ভীরুর মতো যেন শ্রবণশক্তি রোধ করছিল, বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত তাকে উন্মাদের মতো দেখাচ্ছিল, সুরনারীদের কেশে সে শুক্লতা আনছিল, যোদ্ধাদের যেন সে অন্ধ করে দিচ্ছিল, সে যেন যুদ্ধরূপ প্রদোষের অন্ধকার, সে যেন বংশচ্যুত পতিত (পক্ষে, ভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত)। মীমাংসা-দর্শনের মতো সে যেন জৈন দর্শনকে তিরস্কৃত করছিল, (পক্ষে, দিক ও আকাশকে ঢেকে দিচ্ছিল), সৎপুরুষের মতো বিষ্ণুপদানুবর্তী (পক্ষে, আকাশ-আশ্রয়ী), কু-নৃপতির মতো অক্ষত্রিয়-পথগামী (পক্ষে, তারক-পথগামী), কলিঙ্গের মতো (কলিঙ্গ পাখির মতো) ধূমসমূহে তার আসক্তি (পক্ষে, ধূমাকৃতি), রজোগুণের মতো সত্ত্বগুণহীন (পক্ষে, প্রাণীদের প্রাবরক)। অবিনীতের মতো ঊর্ধ্বতাপূর্ণ (পক্ষে, ঊর্ধ্বে উত্থিত)। অসজ্জনের মতো সে সৎপথ আচ্ছন্ন করে ছিল (পথিকদের কোনো

পথ ঠিক তা বুঝতে দিচ্ছিল না), অনন্তর নারায়ণের মতো একজন নরক ছেদন করলেন (পক্ষে, নরের মুণ্ড ছেদন করলেন), কেউ বৌদ্ধসিদ্ধান্তের মতো শ্রুতিবচন ও দর্শন নাশ করল (পক্ষে, কান, মুখ, ও চোখ নষ্ট করলেন), কেউ ক্ষপণকের মতো কষায়বস্ত্র ধারণ করেছিল (পক্ষে, কারো শরীর শবে সংলগ্ন), কেউ দুর্যোধনের মতো ঊরুভঙ্গ আশঙ্কা করে জলে প্রবেশ করল, কেউ সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মতো পতিত হল। কেউ বা শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মতো ক্ষীণায়ু হয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে ছিল, কেউ কর্ণের মতো ক্ষতবিক্ষত হয়ে শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল (পক্ষে, শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল), কেউ বা রামচন্দ্রের মতো রাবণ বধ করেছিলেন (পক্ষে, বীর বধ)।

তারপর ধ্বজা বিধ্বস্ত হল, পতাকা পড়ে গেল। ধনুর্বাণ খসে গেল, খড়্গ হল,—এই ভাবে সমস্ত সেনা পরস্পর যুদ্ধ করে বিনষ্ট হল।

তারপর যাঁর আশ্রম সেই মুনি পুষ্পাদি নিয়ে এসে যোগদৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনা জানতে পেরে 'তোমার জন্যেই আমার আশ্রম বিধ্বস্ত হল' এই বলে ক্রুদ্ধ হয়ে 'শিলাময়ী পুত্রিকা হও' আমাকে এই শাপ দিলেন। তার পরক্ষণেই এই হতভাগী বড়োই দুঃখ ভোগ করছে একথা বুঝে কৃপাবশ হয়ে এবং আর্যপুত্রের উপর দয়া করে এই মুনি অনুরুদ্ধ হয়ে, আর্যপুত্রের করস্পর্শে এই শাপের অবধি নির্দেশ করলেন।

তারপর কন্দর্পকেতু সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সমাগত মকরন্দ এবং বাসবদত্তার সঙ্গে নিজের নগরে গিয়ে তাদের দুজনকে নিয়ে হৃদয় বাঞ্ছিত স্বর্গদুর্লভ সুখ অনুভব করে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করলেন।

———

প্রসঙ্গকথা

১. বিদ্যাধর—অষ্টাদশ বিদ্যার ধারক, দেবযোনিবিশেষ।

২. উমার আরেক নাম পার্বতী। পুরাণে প্রচলিত আছে মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্যেই তিনি পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পর্বতদুহিতা হিসাবে কেনোপনিষদেও একটি মন্ত্র পাওয়া যায়: 'স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি'॥ (কেনোপনিষদ—৩।১২)

৩. মেষ-বল (সৈন্য)-জন

৪. ষাড়্‌গুণ্য—রাজার পক্ষে রাজ্যরক্ষার উপায় ষড়্‌বিধ—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়।
'সন্ধির্নাবিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ং ষড়্‌গুণাঃ'॥
তুলনীয়: 'ষড়্‌গুণাঃ শক্তয়স্তিস্রঃ সিদ্ধয়শ্চোদয়াস্ত্রয়ঃ।
গ্রন্থানধীত্য ব্যাকর্তুমিতি দুর্মেধসোঽপ্যলম্॥'
(শিশুপালবধম্—২।২৬)

৫ক সমুদ্র-মন্থনকালে নাগরাজ বাসুকিকে দেবগণ মন্থনরজ্জুরূপে ব্যবহার করেন। সহস্র বৎসর ধরে প্রবল ঘর্ষণের ফলে মন্দরপর্বতগাত্রে বাসুকির দেহচিহ্ন থেকে যায়।

৫খ সুবাহু এক কামরূপী শক্তিশালী রাক্ষস, মারীচের ভাই ও রাবণের অনুচর। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে সুবাহু বাধা সৃষ্টি করলে রাম তাঁকে হত্যা করেন।

৬. দমনক=কুন্দবৃক্ষ, সুগন্ধি লতাবিশেষ।

৭. মালাদীপক-অলংকার—
'...তন্মালাদীপকং পুনঃ।
ধর্মিণামেকধর্মেণ সম্বন্ধো যদ্ যথোত্তরম্॥ (সাহিত্যদর্পণ—১০।১০১)

৮. গুরুপত্নীগ্রহণ গর্হিত, কটিদেশ সেই গর্হিত কাজই করেছে। এইজন্যেই তার অনুতাপ। কিন্তু এ কল্পনার ভিত্তি কী? ভিত্তি হল 'কলত্র' পদের শ্লিষ্টতা। 'কলত্রং শ্রোণিভার্যয়োঃ ইত্যমরঃ'।

৯ অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র এবং প্রদ্যুম্নের পুত্র। দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষাকে তিনি গন্ধর্বমতে বিবাহ করেন।

১০. লিকুচ অথবা লকুচ বৃক্ষ=ডহু গাছ, মাদার গাছ।

১১. ভীম বকাসুরকে বধ করে একচক্রা গ্রামে শান্তি আনেন।

১২ অবজ্ঞা করে।

১৩ তুলনীয়: 'পাদাহতং যদুত্থায় মূর্ধানমধিরোহতি।
স্বস্থাদেবাপমানেঽপি দেহিনস্তদ্‌বরং রজঃ॥
(শিশুপালবধম্—২।৬৪)

১৪. রামায়ণে উল্লেখ আছে, অমৃত নিয়ে দেবাসুরের যুদ্ধ শুরু হলে অসুরগণ পরাজিত ও নিহত হয়। ইন্দ্রের বিমাতা অসুর-জননী দিতি কশ্যপের কাছে ইন্দ্রের বিনাশকারী পুত্রের জন্যে প্রার্থনা জানান। কশ্যপ উপদেশ দেন,

দিতি যদি এক সহস্র বৎসর শুচি হয়ে থাকেন, তবেই প্রার্থিত পুত্র লাভ করবেন। কিন্তু নয়শত নব্বই বৎসর তপস্যা করার পর একদিন মধ্যাহ্নে দিতি বিপরীত দিকে শয়ন করে নিদ্রিত ছিলেন দেখে ইন্দ্র তাঁকে অশুচি জ্ঞান করে তাঁর উদরে প্রবেশ করেন এবং বজ্রদ্বারা গর্ভ সপ্ত খণ্ড করেন।

১৫. নল্ব-পরিমাণ—চারশো হাত পরিমিত।

১৬ পুরাকালে মেরুপর্বতকে অতিক্রম করার স্পর্ধায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিন্ধ্যপর্বত সূর্যের গমনপথে বাধা সৃষ্টি করলে (সূর্যের গতি রুদ্ধ হলে) সকল দেবতার প্রার্থনায় অগস্ত্যমুনির বাক্যে বিন্ধ্যপর্বত নিজ শিখরদেশ সংকুচিত করেছিল। বিন্ধ্যকে অপেক্ষা করতে বলে অগস্ত্য চলে গিয়ে আর ফিরে না আসাতে সূর্যের গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয় নি।

১৭ পনস বৃক্ষ=কাঁঠাল গাছ।

১৮ তিনিশ বৃক্ষ, মথুরা প্রভৃতি স্থানে তিনাশ, কোথাও বা সাদন নামে পরিচিত।

১৯. মদনবৃক্ষ=ময়নাগাছ

২০. নরবাহনদত্ত উদয়নপুত্র বিদ্যাধর চক্রবর্তী, প্রিয়ঙ্গুশ্যামা তাঁর ভার্যার নাম।

২১. পঙ্কে, বজ্ররত্নমণ্ডিত হয়ে।

২২ হরিবংশকে মহাভারতের 'খিল' বলে গণ্য করা হয়। পুরাণের মতো হরিবংশও সৃষ্টির বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে। হরিবংশের অধিকাংশ কাহিনী পুরাণে পাওয়া যায়। মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে হরিবংশের কোনো পারম্পর্য সূত্র নেই। একমাত্র সম্বন্ধ হল উভয়েরই প্রবক্তা বৈশম্পায়ন। হরিবংশের তিনটি পর্বে মোট ১৬, ৩৭৪ সংখ্যক শ্লোক আছে, পর্ব তিনটি হল—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব। প্রথম পর্বে হরির বংশবৃত্তান্ত, সম্পূর্ণ কৃষ্ণকাহিনী অবলম্বনে রচিত বিষ্ণুপর্ব এবং ভবিষ্যপর্ব—পৌরাণিক উদ্ধৃতিসমূহের একটি অসম্বদ্ধ সংকলন।

২৩. তিথির অর্ধপরিমিত—ববাদি একাদশ সংজ্ঞক পরিমিত কালবিশেষকে বলা হয় করণ ; একাদশ অংশগুলি হল—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পদ, কিন্তুঘ্ন ও নাগ।

২৪ দণ্ডি রচিত বৈদিক ও লৌকিক ছন্দ প্রতিপাদক শাস্ত্রগ্রন্থ।

২৫. রাজিল=ঢোড়া সাপ।

২৬ খঞ্জরীট=খঞ্জনপাখি।

২৭. অগস্ত্য—প্রসিদ্ধ মুনিবিশেষ। কুম্ভে পতিত মিত্র ও বরুণের স্খলিত রেতঃ থেকে তাঁর জন্ম, এজেন্যে তাঁর অপর নাম কুম্ভজাত, কুম্ভযোনি। পিতৃদ্বয়ের নামানুসারে তাঁর অপর নাম মৈত্রাবরুণি।

২৮. বিরাট গৃহে গুপ্তকার ক্লীববেশী অর্জুন।

২৯ মনে পড়বে—'ডমরু-ধ্বনি শুনি কালফণী

কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে ? —(মেঘনাদবধকাব্য)

৩০. নলকুবর কুবেরের পুত্র। রম্ভা স্বর্গের এক অন্যতমা প্রধানা অপ্সরা। ক্ষীরোদসাগর মন্থনের সময় মেনকা প্রভৃতির সঙ্গে রম্ভারও আবির্ভাব ঘটে।

৩১. গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎকথা' সংস্কৃত ভাষায় রচিত এক অসামান্য রচনা। এ

পৈশাচী প্রাকৃতভাষায় রচিত। যদিও মূল গ্রন্থটি পাওয়া যায় না, কিন্তু এই গ্রন্থের আখ্যানটি রক্ষিত হয়েছে তিনটি সংস্কৃত রচনায়—বুধস্বামিনের শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগর।

৩২. অষ্টদিক রক্ষাকারী হস্তিগণ—ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম, সুপ্রতীক। সুপ্রতীক ঈশাণকোণ রক্ষাকারী।

৩৩ ইক্ষ্বাকু বংশীয় সগররাজার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ছিলেন ভগীরথ। কপিল-মুনির অভিশাপে সগররাজার ষাট হাজার সন্তান ভস্মীভূত হয়েছিলেন। ভগীরথ তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে দুটি বরলাভে সমর্থ হন। ব্রহ্মার বরেই সগর সন্তানগণ গঙ্গার স্পর্শে স্বর্গলাভ করেন।

৩৪. অকালে ডিম ভেঙে খাওয়াতে অনুরুর ঊরু প্রভৃতি দেহের অধোভাগ অপরিপুষ্ট ও বিকৃত হয়। সেই জন্যে তাঁর নাম হয় অনুরু। জন্মের পরই তিনি আকাশে উঠে সূর্যরথের আসন গ্রহণ করে সূর্যের সারথি হন, সেজন্যে সূর্যের অপর নাম 'অনূরুসারথি'।

৩৫. সুকেশ রাক্ষস বিদ্যুৎকেশের পুত্র। সন্ধ্যার কন্যা সালকটঙ্কটার সঙ্গে বিদ্যুৎকেশের বিবাহ হয়। পরে মন্দরপর্বতে পুত্র সুকেশের জন্ম দিয়ে, তাকে পরিত্যাগ করে তিনি বিদ্যুৎকেশের সঙ্গে অন্যত্র চলে যান। এদিকে হরপার্বতী ভ্রমণকালে ক্রন্দনরত শিশুকে তুলে নিয়ে আসেন এবং প্রতিপালন করেন। শিবের কৃপায় সুকেশ অমরত্ব ও আকাশ-ভ্রমণের শক্তি লাভ করেন। পার্বতী রাক্ষসদের বর দেন যে সদ্যপ্রসূত রাক্ষস-সন্তান মাতার তুল্য বয়স প্রাপ্ত হবে। মাল্যবান রাক্ষস গ্রামণী নামে গন্ধর্বের কন্যা দেববতীর গর্ভে এবং সুকেশ রাক্ষসের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে। সুমালী ও মালী মাল্যবানের দুই ভ্রাতা। তাঁরা তিনজনে সুমেরুপর্বতে কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে অজেয়, শত্রুহন্তা, চিরজীবী ও প্রভুত্বশালী হন এবং ত্রিলোকে অত্যাচার শুরু করেন। নর্মদা নামে এক গন্ধর্বকন্যাকে মাল্যবান বিবাহ করেন।

৩৬ বিশ্রবামুনির ঔরসে ও সুমালী কন্যা কৈকসী (নিকষার) রাক্ষসীর গর্ভে রাবণের জন্ম। মাতার উপদেশে রাবণ তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে দেব-দানব-দৈত্য-যক্ষ-রক্ষ ইত্যাদির অজেয় ও অবধ্য হবার বর প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা সেই বর দিলেন। একবার কৈলাসপর্বতের নিকট পুষ্পকরথে যাবার সময় শিবের অনুচর নন্দী রাবণের গতিরোধ করেন। তিনি জানান—হরপার্বতীর অবস্থানহেতু সে স্থান অগম্য। রাবণ তখন বাহুবলে কৈলাস উত্তোলন করলে পার্বতী ভীত হন, তখন শিব পদাঙ্গুষ্ঠের চাপে রাবণকে নিপীড়িত করলেন। তাতে রাবণ ত্রিলোক প্রকম্পিত করে গর্জন করলেন। পরে মহাদেবের স্তব করাতে তিনি রাবণকে মুক্ত করেন।

৩৭ লোধ্রকলিকা—বৃক্ষবিশেষের পুষ্পরেণু (Symplocos racemosa)।

৩৮. চর্চরীতাল—গীত বিশেষ। বোধহয় এই গীত চর্চরী ছন্দের রচিত হত। সেইজন্যে এরূপ নামকরণ। করধ্বনি, তালি।

৩৯ মরুবক ওষধি—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। স্বল্পপত্র তুলসী;

৪০ দমনপুষ্প—পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, দ্রোণ, দোবা।

৪১ অতিমুক্তলতা—যে পুষ্প শুভ্রতায় মুক্তাকেও অতিক্রম করে, মাধবীলতা।
৪২. অগস্ত্যবৃক্ষ—(অগস্তি) বকফুলের গাছ।
৪৩. 'সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
'অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য শায়কাঃ ॥
৪৪. বিচিকিল (বিচকিল)—মদনবৃক্ষ, বল্লীবিশেষ।
৪৫. মুলদেব—কংস
৪৬. কর্ণীরথ—স্ত্রীরত্ন বহনার্থে বস্ত্রাচ্ছাদিত মনুষ্যবাহ্য যানবিশেষ (পালকী)
৪৭, ধুমোর্ণা—যমের পত্নী।
৪৮. চক্রবাক দম্পতীরা সন্ধ্যায় বিযুক্ত হবে। তাই তাদের সন্তাপ। এই সন্তাপের প্রাবল্য বোঝাবার জন্যে কবি কল্পনা করছেন সূর্য তার সমস্ত তাপ তাদের দিয়েছে।
৪৯. বারুণী=১. পশ্চিম দিক ২. মদিরা (মূলে আছে বলভদ্র ইব বারুণীসঙ্গতঃ)। 'বারুণী' তে শ্লেষ : দিনমণি বলরামের মতো বারুণীতে সঙ্গত (১. মদিরামত্ত ২. পশ্চিমদিকে সংলগ্ন) বলরামের মদিরা-প্রীতি প্রবাদের মতো।
৫০. তারা—১. নক্ষত্র ২. তারানাম্নী বৌদ্ধদেবতা।
৫১. সহমরণ বা অনুমরণ প্রথার ইঙ্গিত।
৫২. যথার্থ সুকবি যে অলংকারাতিশয্যে পারঙ্গম হয়েও পরাঙমুখ একথার আশ্চর্য একটি স্বীকারোক্তি যেন।
৫৩ মূর্তিমান রামশাপের মতো : বিরহী রামচন্দ্র মিথুনকে শাপ দিয়েছিলেন : যতক্ষণ প্রভাত না হচ্ছে ততক্ষণ বিচ্ছেদবেদনা অনুভব করো।
৫৪ তারায় অনুরক্ত বানরের মতো।
৫৫. পুলিন শুভ্র, রাজহাঁসও শুভ্র, তাই রাজহাঁস দৃশ্য নয় শ্রাব্য (তার কূজনে)
৫৬. 'সুরতা' শব্দ যেমন 'দেবত্ব', বোঝায়, তেমন বোঝায় সুরতক্রিয়া। 'সুরতং স্যান্নিধুবনে দেবত্বে সুরতা মতা'।
৫৭. কুলগৃহ=উৎপত্তিস্থান বা বংশপরম্পরাগত গৃহ।
৫৮. যেখানে যে সৌন্দর্য আছে তাদের সকলকে সৌন্দর্যলক্ষ্মী যেন সংকেত দিয়েছেন—তোমরা সকলে এখানে এসে মিলিত হও।
৫৯ সুরতধ্বনি যেন বীণাধ্বনির মতোই মধুর। মেখলার শব্দ সেই সুরতধ্বনিকে আচ্ছন্ন করছে বলে সখীর খেদ।
৬০. মূলে আছে : মেখলা মেখলা ন ভবতি। এখানে দ্বিতীয় মেখলাটিকে ভেঙে 'মে খলা' করতে হবে : তাহলে মানে দাঁড়াবে : আমার মেখলা খল নয় (মেখলা মে খলা ন ভবতি)। অবিযুক্তভাবেও আর-একটি সুন্দর অর্থ দিতে পারে মেখলা : মেখলা মেখলাই নয়। অর্থাৎ সখী বলতে চায় : তোর কান নেই তাই শুনতে পাস নি। মেখলার ধ্বনি কোনো প্রতিবন্ধকতাই করতে পারে না।
৬১ মূলে আছে : মঞ্জীরয় লতামণ্ডপম্‌ 'মঞ্জীর'কে নামধাতু করে ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় : লতামণ্ডপটিকে মঞ্জীরযুক্ত করো,

অর্থাৎ চরণাভরণ যুক্ত করো। অর্থাৎ তুই লতামণ্ডপে ঘুরে বেড়া, তোর পায়ের মঞ্জীর বেজে চলুক, তাতে লতামণ্ডপ রমণীয় হবে। 'রমণীয়,' না বলে বরং বলা উচিত মুখর। ঐ মুখরতাই হবে প্রিয়ের প্রতি সংকেত। অর্থাৎ অর্থ দাঁড়াবে 'মঞ্জীর চীরিহি ঝাঁপি'র ঠিক উল্টো।

৬২, 'বসন্তবাতাস' অর্থও ধরা যেতে পারে। বসন্তের কাছেই তো নায়িকা আকুলতা জানাবে, যে তার মিলনমুহূর্তের সাক্ষী।

৬৩ *রক্তার্থে প্রত্যবিধায়ক 'তেন রক্তং রাগাৎ' এই সূত্রের প্রতি ইঙ্গিত (?)।

৬৪ পর্ব = অধ্যায়। অবান্তর বিচ্ছেদসূচক গ্রন্থবিভাগ। মহাভারতের মতো সুবিশাল গ্রন্থ যদি যথাযথ পর্বে সুচিহ্নিত না হত তাহলে তার বিষয়বোধ ব্যাহত হত।

৬৫ আনন্দ এখানে ব্রহ্মানন্দ। উপনিষদকে আনন্দদর্শন বললে ভুল হবে না: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জয়ন্তে ইত্যাদি স্মরণীয়।

৬৬ কলাবতী কী করে কন্দর্পকেতুকে 'আর্যপুত্র' সম্বোধন করে? এ সম্বোধন তো শুধু পত্নীই পতিকে করতে পারে আর্যপুত্রেতি সংবোধ্যঃ পতিঃ পত্নীজনেন বা'—ভরত'। কেউ বলেন সখীর সঙ্গে 'অত্যন্তাত্মীয়তাদ্যোতনায়', কেউ বলেন 'এতৎ পূজাবচনম্'। বিষয়টি অমীমাংসিত।

৬৭ 'শতে পঞ্চাশৎ' ন্যায়ে ষট্পদে ব্যাপ্তি থাকায় দ্বিপদে ব্যাকুলতা ঈপ্সিত।

৬৮ দ্বিজপতির (চন্দ্র তথা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) কী দুর্বুদ্ধি! নবীনা সংসর্গ থেকে আবার প্রবীণাসংসর্গ! অতিলোভে তাঁতি নষ্ট। উপহাসের পাত্রই এরা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সম্ভোগশৃঙ্গারের একটি নির্দেশিকা: বালোপভুক্তা বলমাদধাতি পতিং শ্লথাঙ্গং তরুণীকরোতি। প্রৌঢ়া জরাং নিশ্চিতমের সূতে বৃদ্ধা নিতান্তং বলজীবহানিম্। ইতি দর্পণকার।

৬৯ সূর্য সন্ধ্যায় নিজের তেজ বহ্নিতে সমর্পণ করে অস্ত যায়, প্রভাতবহ্নি সেই তেজ সূর্যকে সমর্পণ করে। 'উদ্যন্তঞ্চ পুনঃ সূর্যমৌষ্ণ্যমাগ্নেয়মাবিশৎ' —বায়ুপুরাণ।

৭০ প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ—রঘুবংশ

৭১ স্ত্রীপ্রত্যয়—আপ্, ঈপ্ ইত্যাদি।
নদী—ঈ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।
কৃত্য—তব্য, অনীয়, যৎ ও ক্যপ্ প্রত্যয়।
বহুল—প্রয়োগ বাহুল্য

৭২ চন্দ্র বৃহস্পতিপত্নী তারাতে আসক্ত হয়ে বুধের জন্ম দেন।

৭৩ পুরূরবা নিমন্ত্রিত হয়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে যান। সেখানে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করতে গিয়ে ধরা পড়েন।

৭৪ নহুষ ইন্দ্রাণীর প্রতি আকৃষ্ট হবার দরুন অভিশপ্ত হন।

৭৫ যযাতি দেবযানির পাণিগ্রহণ করেছিলেন। দেবযানি ছিলেন ব্রাহ্মণবংশীয়া অতএব যযাতির অবিবাহ্যা। যযাতির পাপ এই অসবর্ণবিবাহজনিত।

৭৬. সুদ্যুম্ন পার্বতীর পবিত্র গুহায় পদার্পণ করার দরুন অভিশপ্ত হয়ে স্ত্রীরূপ গ্রহণ করেছিলেন।

৭৭. সোমক শতপুত্রকামনায় নিজপুত্র জন্তুকে উৎসর্গ করেছিলেন।

৭৮ পুরুকুৎস তপশ্চর্চার মধ্যেই মেকল কন্যার সাঙ্গ যৌনসংসর্গে লিপ্ত হয়ে অভিশপ্ত হন।

৭৯. রাজা কুবলয়াশ্ব মৃগয়ায় বেরিয়ে রৌদ্রক্লান্ত হয়ে সরসীতে প্রবেশ করে রসাতলে যান এবং অশ্বতরা নামে নাগকন্যাকে বিবাহ করেন।

৮০ নৃগ এক ব্রাহ্মণের গাভী অন্য ব্রাহ্মণকে দান করেন। প্রকৃত অধিকারী রাজার দ্বারস্থ হন কিন্তু রাজা বিলাসে মগ্ন হয়ে তাঁর প্রতি উদাসীন হওয়ায় অভিশপ্ত হয়ে কৃকলাসে পরিণত হন।

৮১. কলির অশুচি অবস্থায় নল তার দেহে প্রবেশ করেছিলেন।

৮২. সংবরণ মিত্রদুহিতায় আসক্ত হয়েছিলেন।

৮৩ কার্তবীর্য অর্জুন জমদগ্নির হোমধেনু বলপূর্বক গ্রহণ করায় তাঁর পুত্র পরশুরাম কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

৮৪. শান্তনু মর্ত্যে আগত গঙ্গাকে বিবাহ করেছিলেন। গঙ্গা অষ্টম পুত্রকেও জলে নিক্ষেপ করতে গেলে তিনি তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হন, কিন্তু শাপনির্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ায় গঙ্গা চলে গেলে শান্তনু বিলাপ করেন।

৮৫. 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই দ্ব্যর্থক বাক্যপ্রয়োগে কার্যসিদ্ধির পথ ধরে যুধিষ্ঠির সত্যভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

৮৬. বিদ্যাধরেরা খড়্গ ধারণ করতেন।

বাসবদত্তা

করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী ॥ ১ ॥
খিন্নোঽসি মুঞ্চ শৈলং বিভৃমো বয়মিতি বদৎসু শিথিলভুজঃ।
ভরভুগ্নবিততবাহুষু গোপেষু হসন্ হরির্জয়তি ॥ ২ ॥
কঠিনতরদামবেষ্টনলেখাসন্দেহদায়িনো যস্য।
রাজন্তি বলিবিভঙ্গাঃ স পাতু দামোদরো ভবতঃ ॥ ৩ ॥
স জয়তি হিমকরলেখা চকাস্তি যসোময়োৎসুকান্নিহিতা।
নয়নপ্রদীপকজ্জল-জিঘৃক্ষয়া রজতশুক্তিরিব ॥ ৪ ॥
ভবতি সুভগত্বমধিকং বিস্তারিতপরগুণস্য সুজনস্য।
বহতি বিকাশিতকুমুদো দ্বিগুণরুচিং হিমকরোদ্যতঃ ॥ ৫ ॥
বিষধরতোঽপ্যতিবিষমঃ খল ইতি ন মৃষা বদন্তি বিদ্বাংসঃ।
যদয়ং নকুলদ্বেষী সকুলদ্বেষী পুনঃ পিশুনঃ ॥ ৬ ॥
অতিমলিনে কর্তব্যে ভবতি খলানামতীব নিপুণা ধীঃ।
তিমিরে হি কৌশিকানাং রূপং প্রতিপদ্যতে চক্ষুঃ ॥ ৭ ॥
বিধ্বস্তপরগুণানাং ভবতি খলানামতীব মলিনত্বম্।
অন্তরিতশশিরুচামপি সলিলমুচাং মলিনিমাঽভ্যধিকঃ ॥ ৮ ॥
হস্ত ইব ভূতিমলিনো যথা যথা লঙ্ঘয়তি খলঃ সুজনম্।
দর্পণমিব তং কুরুতে তথা তথা, নির্মলচ্ছায়ম্ ॥ ৯ ॥
সা রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে ॥ ১০ ॥
অবিদিতগুণাঽপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বমতি মধুধারাম্।
অনধিগতপরিমলাঽপি হি হরতি দৃশং মালতীমালা ॥ ১১ ॥
গুণিনামপি নিজরূপপ্রতিপত্তিঃ পরত এব সম্ভবতি :
স্ব-মহিমদর্শনমক্ষোর্মুকুরতলে জায়তে যস্মাৎ ॥ ১২ ॥
সরস্বতীদত্তবরপ্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ।
প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রবন্ধবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধিনিবন্ধম্ ॥ ১৩ ॥

অভূদভূতপূর্বঃ সর্বোর্বীপতিচক্রচারুচূড়ামণিশ্রেণীশাণকোণকষণনির্মলীকৃতচরণনখমণির্নৃসিংহ ইব দর্শিতহিরণ্যকশিপুক্ষেত্রদানবিস্ময়ঃ কৃষ্ণ ইব কৃতবসুদেবতর্পণো নারায়ণ ইব সৌকর্যসমাসাদিতধরণিমণ্ডলঃ কংসারাতিরিব জনিতযশোদানন্দসমৃদ্ধি-রানকদুন্দুভিরিব কৃতকাব্যাদরঃ সাগরশায়ীবানন্তভোগিচূড়ামণিমরীচিরঞ্জিতপাদপদ্মো বরুণ ইবাশান্তরক্ষণোঽগস্ত্য ইব দক্ষিণাশাপ্রসাধকো জলনিধিরিব বাহিনীশতনায়কঃ সমকরপ্রচারশ্চ হর ইব মহাসেনানুগতো-নিবর্তিতমারশ্চ মেরুরিব বিবুধালয়ো বিশ্বকর্মাশ্রয়শ্চ রবিরিব ক্ষণদানপ্রিয়শ্ছায়াসন্তাপহরশ্চ কুসুমকেতুরিব জনিতানিরুদ্ধ

সম্প্রীতিসুখপ্রদশ্চ বিদ্যাধরোঽপি সুমনা ধৃতরাষ্ট্রোঽপি গুণপ্রিয়ঃ ক্ষমানুগতোঽপি সুধর্মাশ্রিতো বৃহন্নলানুভাবোঽপ্যন্তঃসরলো মহিষ্মহিষীসম্ভবোঽপি বৃষোৎপাদী অবলোঽপি মহানায়কো রাজা চিন্তামণির্নাম। যত্র চ শাসতি ধরণিমণ্ডলং ছলনিগ্রহ-প্রয়োগো বাদেষু নাস্তিকতা চার্বাকেষু কণ্টকযোগো নিয়োগেষু পরীবাদো বীণাসু খলসংযোগঃ শালিষু দ্বিজিহ্বসংগৃহীতিরাহিতুণ্ডিকেষু করচ্ছেদঃ কুস্তুকরগ্রহণেষু নেত্রোৎপাটনং মুনীনাং দ্বিজরাজবিরুদ্ধতা পঙ্কজানাং সার্বভৌমযোগো দিগ্‌গজস্যাগ্নি-তুলাশুদ্ধিঃ সুবর্ণানাং সূচীভেদো মণীনাং শূলভঙ্গো যুবতিপ্রসবে দুঃশাসনদর্শনং ভারতে করপত্রদারণং জলজানাম্। মহাবরাহো গোত্রোদ্ধরণপ্রবৃত্তোঽপি গোত্রোদ্দলনম-করোৎ। রাঘবঃ পরিহরন্নপি জনকভুবং জনকভুবা সহ বনং বিবেশ। ভরতো রামে দর্শিতভক্তিরপি রাজ্যে বিরামমকরোৎ। নলস্য দময়ন্ত্যা মিলিতস্যাপি পুনর্ভর্তৃপরিগ্রহো জাতঃ। পৃথুরপি গোত্রসমুৎসারণবিস্তারিতভূমণ্ডলঃ। ইত্থং নাস্তি বাগবসরঃ পূর্বতররাজসু। স পুনরন্য এব দেবো ন্যক্‌কৃতসর্বোর্বীপতিচরিতঃ তথাহি স পর্বতঃ কটকসঞ্চারিণো গন্ধর্বান্ দর্শিতশৃঙ্গোন্নতিঃ সুখয়ন্ ন বিররাম। স হি মালয়ো নাবশ্যায়োচ্ছলিতো নো মায়াজৃম্ভনে হিতশ্চ। স হি মানী গিরিশস্থিতো বৃষধ্বজঃ। অসৌ সদাগতিরবধূতাখিলকান্তারঃ পাবকাগ্রেসরী নভোগোৎসুকঃ সুমনো-হরশ্চ। স রত্নাকরোঽনহিময়ঃ কথমগাধঃ সমর্যাদো নোদ্রেকোঽপ্যস্য বিস্ময়ঃ সদা হিমকরাশ্রয়োঽমৃতময়ঃ সপোতস্তস্যাচলো ন ক্রোধো মহানদীনঃ সমুদ্রঃ স চন্দ্র ইব ক্ষণদানন্দকরঃ কুমুদবনবন্ধুঃ সকলকলাকুলগৃহং নতারাতিবলঃ। মিত্রোদয়হেতুঃ কাঞ্চন-শোভং বিভ্রদচলাধিকলক্ষ্মীঃ সুমেরুরিব।

যস্য চ রিপুবর্গঃ সদা পার্থোঽপি ন মহাভারতরণযোগ্যঃ, ভীষ্মোঽপ্যশান্তন-বোহিতঃ, সানুচরোঽপি ন গোত্রভূষিতঃ। অপি চ ত্রিশঙ্কুরিব নক্ষত্রপথস্খলিতঃ, শঙ্করোঽপি ন বিষাদী, পাবকোঽপি ন কৃষ্ণবর্ত্মা, আশ্রয়াশোঽপি ন দহনঃ, নাস্তিক ইবাকস্মাদপহৃতজীবনঃ, ন রাহুরিব মিত্রমণ্ডলগ্রহণবিবর্ধিতরুচিঃ, ন নল ইব কলি-বিঘটিতঃ, ন চক্রীব শৃগালবধস্তুতিসমুল্লাসিতঃ, নন্দগোপ ইব যশোদয়াঽঽশ্রিতঃ, জরাসন্ধ ইব ঘটিতসন্ধিবিগ্রহঃ. ভার্গব ইব সদানভোগঃ, দশরথ ইব সুমিত্রোপেতঃ সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতশ্চ, দিলীপ ইব সুদক্ষিণানুরক্তো রক্ষিতগুশ্চ, রাম ইব জনিতকুশল-বয়োরুপোচ্ছ্রায়ঃ।

তস্য চ পারিজাত ইবাশ্রিতনন্দনঃ, হিমালয় ইব জনিতশিবঃ, মন্দর ইব ভোগি-ভোগাঙ্কিতঃ, কৈলাস ইব মহেশ্বরোপভুক্তকোটিঃ, মধুরিব নানারামানন্দকরঃ, ক্ষীরোদমথনোদ্যতমন্দর ইব মুখরিতভুবনঃ, রাগবঞ্জুরিবোল্লাসিতরতিঃ, ঈশানভূতি-সঞ্চয় ইব সন্ধ্যাচ্ছলিতঃ, শরন্মেঘ ইবাবদাতহৃদয়ো বিষ্ণুপদাবলম্বী চ. পার্থ ইব সমর-সাহসোচিতঃ, কংস ইব কুবলয়াপীড়ভূষিতঃ, তার্ক্ষ্য ইব বিনতাহ্নন্দকরঃ সুমুখ-নন্দনশ্চ, বিষ্ণুরিব ক্রোড়ীকৃততনুঃ, শান্তনব ইব স্ববশস্থাপিতকালধর্মঃ, কৌরববূহ ইব সুশর্মাধিষ্ঠিতঃ, জলধরসময় ইব বিমলতরবারিধারাত্রাসিতরাজমণ্ডলঃ, সুবাহুরপি রামনন্দী, সনদৃষ্টিরপি মহেশ্বরঃ, মুক্তাময়োঽপ্যতরলমধ্যঃ, বংশপ্রদীপোঽপ্যক্ষত-দশস্তনয়োঽভূৎ কন্দর্পকেতুর্নাম।

যেন চ চন্দ্রেণেব সকলকলাকুলগৃহেণ শর্বরীতিহারিণা, দলিতকৈরবেণ,

প্রসাধিতাশেন বিলোকিতাঃ, জলধয় ইব সমুল্লসিতগোত্রাঃ, সুদূরবিবর্ধিতজীবনাঃ, প্রসন্নসত্ত্বাঃ সন্তঃ, পরামৃদ্ধিমবাপুঃ।

যস্য চ জনিতানিরুদ্ধলীলস্য, রতিপ্রিয়স্য, কুসুমশরাসনস্য মকর কেতোরিব দর্শনেন, বনিতাজনস্য হৃদয়মুল্ললাস।

যস্মৈ চানুগতদাক্ষিণসদাগতয়ে, নেত্রপ্রীতিসুখদায়, কোমলকোকিলরুতায়, বিকাসিতপল্লবায়, কৃতকান্তারতরঙ্গায়, সুরভিসুমনোঽভিরামায়, সর্বজনসুলভপুষ্পায়, বিস্তৃতকনকসম্পদে অতিক্রান্তদমনকায় বসন্তায়েব, উপবনলতা ইবোৎকলিকাসহস্রসঙ্কুলাঃ, ভ্রমরসংগতাঃ, প্রবালহারিণ্যঃ বিলসদ্বয়সস্তরুণ্যং স্পৃহয়াঞ্চক্রুঃ।

যস্য চ সমরভুবি ভুজদণ্ডেন কোদণ্ডং, কোদণ্ডেন শরাঃ, শরৈরারিশিরঃ, অরিশিরসা ভূমণ্ডলং, ভূমণ্ডলেনানুভূতপূর্বো নায়কঃ, নায়কেন কীর্তিঃ, কীর্ত্যা চ সপ্তসাগরাঃ, সাগরৈঃ কৃতযুগাদিরাজচরিতস্মরণেন স্থৈর্যম্, স্থৈর্যেণ প্রতিক্ষণমাশ্চর্যমাসাদিতম্।

যস্য চ প্রতাপানলদগ্ধদায়িতানাং রিপুসুন্দরীণাং করতলতাড়নভীতৈরিব মুক্তাহারৈঃ পয়োধরপরিসরো মুক্তঃ।

যস্য চ নিশিতনারাচজর্জরিতমত্তমাতঙ্গকুম্ভস্থলবিগলিতনিস্তলমুক্তাফলনিকরদন্তুরিত পরিসরে, পতৎপত্ররথে, রক্তবারিসমুজ্জৃম্ভমানদ্বিরদপদকচ্ছপে বিলসদুৎপলপুণ্ডরীকে, বাহিনীশতসমাকুলে, নৃত্যৎকবন্ধবিধুরে, সুরসুন্দরীসমাগমোৎসুকভটাহঙ্কারভাষণরবভীষণে, সাগর ইব সমরশিরসি, ভিন্নপদাতিকরিতুরগরুধিরাদ্রজয়লক্ষ্মীপাদালক্তকরাগরঞ্জিত ইব খড়্গো ররাজ।

অথ স কদাচিদবসন্নায়াং যামবত্যাং দধিধবলকালক্ষপণকগ্রাসপিণ্ড ইব, নিশাযমুনাফেনপুঞ্জ ইব, মেনকানখমার্জনধবলশিলাশকল ইব, মধুচ্ছবচ্ছায়মণ্ডলোদরে, পশ্চিমাচলোপধানসুখনিষন্নশিরসো রাজতভাটঙ্কচক্র ইব, শ্যামশ্যামায়াঃ, শেষমধুভাজি চষক ইব বিভাবরীবধ্বাঃ, অপরজলধিপয়সি শঙ্খকান্তিকামুক ইব মজ্জতি কুমুদিনীনায়কে, শিশিরহিমশীকরকর্দমিতকুমুদমধ্যবদ্ধচরণেষু, ষট্চরণেষু, কলপ্রলাপপরাগবোধিতচকিতাভিসারিকাসু, প্রবুদ্ধাধ্যায়নকর্মঠেষু মঠেষু, বিভাসরাগমুখরকার্পটিকজনোপগীয়মানকাব্যকথাসু রথ্যাসু, সকলনিপীতনৈশতিমিরসংঘাতমতনীয়স্তয়া বোঢ়ুমসমর্থেষ্বিব, কজ্জলব্যাজাদুদ্বমৎসু, কামিমিথুননিধুবনলীলাদর্শনার্থমিবোদগ্রীবিকাশতদানখিন্নেষু, বিবিধবিভ্রমসুরতক্রীড়াসাক্ষিসু, শরণাগতমিবাধোনিলীনং তিমিরমবৎসু, দুর্জনবচনেষ্বিব দগ্ধস্নেহতয়া মন্দিমানমুপগতেষু, অতিবৃদ্ধেষ্বিব দশান্তমুপগতেষু, বিপন্নসদীশ্বরেষ্বিব পাত্রমাত্রাবশেষেষু, দানবেষ্বিব নিশাহস্তমধ্যচারিষু, অস্তাগিরিশিখরেষ্বিব পতৎপতঙ্গেষু প্রদীপেষু, অনবরতনিপতন্মকরন্দবিন্দুসন্দোহাস্বাদমদমুগ্ধমধুকরনিকুরম্বঝঙ্কারমুখরিতেষু, ম্লানিমানমুপগচ্ছৎসু বাসাগরকুসুমোপহারেষু, বিগলদ্ভুক্তৈরলকৈঃ প্রিয়বিরহশোকবাষ্পবিন্দূনিবোৎসৃজতীষু, প্রিয়তমগমননিষেধমিব কুর্বতীষু বাচালতুলাকোটিভিশ্চরণপল্লবৈঃ, রজনিশেষসুরতভরপরিশ্রমবিগলিতকেশপাশদরদলিতমাধবীমালাপরিমললুব্ধমধুকরনিকুরম্বপক্ষানিলানিপীতনিদাঘজলকণিকাসু, উদ্বেল্লদ্ভুজবল্লিকঙ্কণঝনৎকারসুভগাসু, নখপদসংসক্তকেশপাশবিনির্মোকবেদনাকৃতসীৎকারবিনির্গতদুগ্ধমুগ্ধদশনকিরণচ্ছটাধবলিতভোগাবাসাসু, পুনর্দর্শনপ্রশ্নবিধুরসখীজনানুকম্পং বীক্ষ্যমাণপ্রিয়তমাসু, ক্ষণদাগতসুরতবৈয়াত্যবচনসংস্মারকগৃহশুকচাটুব্যাহ্রিতক্ষণজনিতমন্দাক্ষাসু, শরদ্বাসরলক্ষ্মীষ্বিব নখালঙ্কৃতপয়োধ-

রাসু, আসন্নমরণাস্বিব জীবিতেশগুরাভিমুখীষু, বসন্তরাজর্ষিষ্বিব উৎকলিকাবহুলাসু, প্রিয়ৈবালিঙ্গ্যমানাসু কামিনীষু, আন্দোলিতকুসুমকেসরে কেসরেণুমুষি রণিতনূপুররমণীনাং রমণীনাম্, বিকচকুমুদাকরে মুদাকরে সঙ্গভাজি, প্রিয়বিরহিতাসু রহিতাসু সুখেন মুর্মুরচূর্ণমিব সমস্তাদর্পকে দর্পকেষু দহনস্য, দূরপ্রসারিতকোকপ্রিয়তমারুতে মারুতে বহতি জঘনমদননগরতোরণস্রজা, মন্মথমহানিধিজঘনকোশমন্দিরকনকপ্রাকারেণ, রোমরাজিলতালবালবলয়েন, জঘনচন্দ্রমণ্ডলপরিবেষেণ মদনত্রিভুবনবিজয়প্রশস্তিবর্ণাবলীকনকপত্রেণ, সকলহৃদয়বন্দীজননিবাসগৃহপরিখাবলয়েন, সকলজগল্লোচনলাসকবিহঙ্গমাবাসকনকশালাকাগুণেন, মেখলাদাম্না পরিকলিতজঘনস্থলাম্, উন্নতপয়োধরভারান্তরিতমুখচন্দ্রদর্শনাপ্রাপ্তিখেদেনেব, গুরুতরনিতম্ববিম্বকুচকুম্ভানিরুদ্ধোভয়পার্শ্বজনিতায়াসেনেব, মম মূর্ধ্নি স্থিতয়োরিয়ৎপ্রমাণয়োঃ পয়োধরকলশয়োঃ কথং ময্যেব পাতো ভাবিষ্যতীতি চিন্তয়েব, গৃহীতগুরুকলত্রানুশয়েনেব, বিধাতুরতিপীড়য়তো হস্তপরামর্শজনিতপরিক্লেশেনেব ক্ষীণতামুপগতেন মধ্যভাগেন অলংকৃতাম্। অনুরাগরসপূরিতকনকময়পরুবকাভ্যাম্, চূচুকমুদ্রাসনাথাভ্যাম্, অতিগুরুপরিণাহতয়া পতনভয়াৎ চূচুকচ্ছলেন বিধিনা গিরিসারেণেব কীলিতাভ্যাম্, সকলাবয়বনির্মিতিশেষলাবণ্যপুঞ্জাভ্যামিব, হৃদয়তটাককমলমুকুলাভ্যামিব, হৃচ্ছয়বিলাসচাতুরকবিভ্রমাভ্যাম্, রোমাবলীলতাফলভূতাভ্যাম্, কন্দর্পদর্পবর্ধনচূর্ণপূর্ণকনককলশাভ্যামিব, অশেষজনহৃদয়পতনাদিব সঞ্জাতগৌরবাভ্যাম্, সংসারতরুমহাফলাভ্যাম্, হারলতামৃণাললোভনীয়চক্রবাকাভ্যাম্, হারলতারোমরাজিব্যাজগঙ্গাযমুনাগঙ্গমপ্রয়াগতটাভ্যাম্, ত্রিভুবনবিজয়পরিশ্রমখিন্নস্য মকরকেতোর্বিশ্রমবিজনাবাসগৃহাভ্যাম্ পয়োধরাভ্যাং সমুদ্ভাসমানাম্। মুখচন্দ্রমণ্ডলসততসন্নিহিতসন্ধ্যারাগেণ, দ্বিজমণিরক্ষাসিন্দুরমুদ্রানুকারিণা, নিস্সরতা হৃদয়ানুরাগেণেব রঞ্জিতেন, রাগসাগরবিদ্রুমশকলেনেব অধরপল্লবেনোপশোভমানাম্। তরুণকেতকদলদ্রাঘীয়সা, পক্ষ্মলচটুলালসেন, হৃদয়াবাসগৃহাবস্থিতস্য হৃচ্ছয়বিলাসিনো গবাক্ষশঙ্কামুপজনয়তা, সরাগেণাপি নির্বাণং জনয়তা, গতিপ্রসরনিরোধকশ্রবণকৃতকোপেনেবোপান্তলোহিতেন, ধবলয়তেব জগদখিলম্, উৎফুল্লকমলকাননসনাথমিব গগনতলং কুর্বতা, দুগ্ধাম্ভোধিসহস্রাণীবোদ্বমতা, সকুন্দকুসুমনীলোৎপলমালালক্ষ্মীমুপহসতা নয়নযুগলেন বিভূষিতাম্। দশনরত্নতুলাদণ্ডেনেব, নয়নামৃতসিন্ধুসেতুবন্ধেনেব, যৌবনমন্মথমত্তবারণয়োর্বরণ্ডকেনেব নাসাবংশেন পরিষ্কৃতাম্। বিলোচনকুবলয়ভ্রমরপঙ্‌ক্তিভ্যাম্, মুখমদনমন্দিরতোরণমালিকাভ্যাম্, রাগসাগরবেণিকাভ্যাম্, যৌবননর্তকলাসিকাভ্যাম্, ভ্রূলতাভ্যাং বিরাজিতাম্। ঘনসময়াকাশলক্ষ্মীমিব উল্লসচ্চারুপয়োধরাম্, জয়ঘোষণাপন্নজনমূর্তিমিব তুলাকোটিপ্রতিষ্ঠিতাম্, সুযোধনধৃতিমিব কর্ণবিশ্রান্তলোচনাম্, বামনলীলামিব দর্শিতবলিবিভঙ্গাম্, বৃশ্চিকরাশিরবস্থিতিমিব অতিক্রান্তকন্যাতুলাম্, উষামিব অনিরুদ্ধদর্শনসুখাম্, শচীমিব নন্দনেক্ষণরুচিম্, পশুপতিতাণ্ডবক্রীলামিব উল্লসচ্চক্ষুঃশ্রবসম্, বিন্ধ্যাটবীমিব উত্তুঙ্গশ্যামলকুচাম্, বানরসেনামিব সুগ্রীবাঙ্গদশোভিতাম্, ভাস্বতাহলংকারেণ, শ্বেতরোচিষা স্মিতেন, লোহিতেনাধরেণ সৌম্যেন দর্শনেন গুরুণা নিতম্ববিম্বেন, সিতেন হারেণ, শনৈশ্চরেণ পাদেন, তমসা কেশপাশেন, বিকচেন লোচনোৎপলেন, গ্রহময়ীমিব, সংসারভিত্তিচিত্রলেখামিব ত্রৈলোক্যচিত্তরঙ্গস্য রসায়ন-

সমৃদ্ধিমিব যৌবনমহাযোগিনঃ ; সংকল্পসিদ্ধিমিব শৃঙ্গারস্য, নিধানমিব কৌতুকস্য বিজয়পতাকামিব মকরধ্বজস্য, আজিভূমিবি মদনস্য, সংকেতভূমিমিব লাবণ্যস্য, বিহারস্থলীমিব সৌন্দর্যস্য, একায়তনশালামিব সৌভাগ্যস্য, উৎপত্তিস্থানমিব কান্তেঃ, স্তম্ভনচূর্ণমিব ইন্দ্রিয়াণাম্, আকর্ষণমন্ত্রসিদ্ধিমিব মনসঃ, চক্ষুর্বন্ধনমহৌষধিমিব মন্মথেন্দ্রজালিনঃ, ত্রিভুবনবিলোভনসৃষ্টিমিব প্রজাপতেঃ, অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াং কন্যামপশ্যৎ স্বপ্নে।

অথ তাং প্রীতিবিস্ফারিতেন চক্ষুষা পিবন্নিব জনিতৈর্ষ্যয়েব নিদ্রয়া চিরসেবিতয়া সমুমুচে। অথ প্রবুদ্ধস্তু বিষসরসীব দুর্জনচসীব নিদ্রানমাত্মানমবধারয়িতুং ন শশাক। তথা হি—নির্লক্ষমাকাশতলে আলিঙ্গনার্থং প্রসারিতবাহুযুগলঃ, এহ্যেহি প্রিয়তমে! মা গচ্ছ, মা গচ্ছেতি দিক্ষু বিদিক্ষু চ বিলিখিতামিব, উৎকীর্ণামিব চক্ষুষি, নিখাতামিব হৃদয়ে প্রিয়তমামাজুহাব। ততস্তত্রৈব শয্যাতলে নিলীনো নিষিদ্ধাশেষপরিজনো দত্তকপাটঃ পরিহৃততাম্বূলাদিসকলোপভোগস্তং দিবসমনয়ৎ। তথৈব নিশামপি স্বপ্নসমাগমেচ্ছয়া কথমপ্যনৈষীৎ। অথ তস্য প্রিয়সখো মকরন্দো নাম কথমপি লব্ধপ্রবেশদর্শনঃ কন্দর্পসায়কপ্রহারপরবশং কন্দর্পকেতুমুবাচ—

সখে! কিমিদমসাম্প্রতমসাধুজনোচিতমধ্বানমাশ্রিতোঽসি। তবৈতচ্চরিতমালোক্য বিতর্কদোলাসু নিরসন্তি সন্তঃ। খলাঃ পুনস্তদনুচিতমনিষ্টমাচরন্তি। অনিষ্টোদ্ভাবনরসোত্তরং হি ভবতি খলহৃদয়ম্। কো নামাঽস্য তত্ত্বনিরূপণে সমর্থঃ। তথা হি—ভীমো নবকদ্বেষী, আশ্রয়াশোঽপি মাতরিশ্বা, অতিকটুরপি মহারসঃ, সর্ষপস্নেহ ইব করযুগলালিতোঽপি শিরসা ধৃতোঽপি ন কটুত্বং জহাতি। তালফলরস ইবাপাতমধুরঃ পরিণামবিরসাস্তিক্তশ্চ। পাদপরাগ ইবাবধূতোঽপি মূর্ধানং কষায়য়তি। বিষতরুপ্রসূনমিব যথা যথাঽনুভূয়তে, তথা তথা মোহমেব দৃঢ়য়তি। নীচদেশস্যেব নবারিবিরহোঽস্য জায়তে। নিদাঘদিবস ইব বহুমৎসরসুমনসাং সন্তাপং বহতি। অন্ধকার ইব দোষানুবন্ধচতুরঃ বিশ্বকর্মাবলোপনোদ্যতশ্চ। রুদ্র ইব বিরূপাক্ষঃ, বিষ্ণুরিব চক্রধরঃ। শক্রাশ্ব ইবোচ্চৈঃশ্রবাঃ নদেশজপ্রশংসী চ। শরস্যেব বিভিন্নস্যাপি সতঃ স্নেহং দর্শয়তঃ তক্রাট ইব হৃদয়ং বিলোড়য়তি। বক্ষবালিরিব আত্মঘোষমুখরো মণ্ডলভ্রমণকশ্চ। মাতঙ্গ ইব স্ববশালোলমুখোঽধরীকৃতদানশ্চ, বৃষভ ইব সুরভিযানবিকলঃ, কামীব গোত্রস্খলনবিধুরো বামাধরানুরক্তশ্চ। জীর্ণরোগ ইব কলেবরে বচসি মন্দিমানসাবহতি। বঞ্চক ইব রক্তঃ, কটপলে বিভাবরীরক্তশ্চ। পরেত ইব বন্ধুতাপদর্শনঃ। পরশুরিব ভদ্রশ্রিয়মপি খণ্ডয়তি। কুদাল ইব দলিতগোত্রঃ ক্ষমাভাজঃ প্রাণিণশ্চ নিকৃন্ততি। রতিকীল ইব জঘন্যকর্মলগ্নো হ্রেপয়তি সাধূন্। দুষ্টশূর্পশ্রুতিরিব কাননরুচিরনুগতমপি যবসং সততং নানুমোদতে। অবীজাদেব জায়ন্তে, অকাণ্ডাদেব প্ররোহন্তি খলব্যসনাঙ্কুরাঃ। দুরুচ্ছেদাশ্চ ন ভবন্তি। অসত্যাং হৃদি প্রবিষ্টো দোষলবঃ করালায়তে। সত্যং তু হৃদি ন প্রবিশত্যেব। যদি কথমপি প্রবিশতি তদা পারদ ইব ক্ষণমপি ন তিষ্ঠতি। মৃগা ইব বিনোদবিন্দোবশগা ন ভবন্তি সাধবঃ। সুখং জনা হি ভবাদৃশাঃ শরৎসময়া ইব হরন্তি মিত্রমণ্ডলস্য। ন চ সচেতনা বিসদৃশমুপদিশন্তি। অচেতনানামপি মৈত্রী সমুচিতপক্ষে নিক্ষিপ্তা। তথাহি—মাধুর্যশৈত্যশুচিত্বসন্তাপশান্তিভিঃ পয় ইতি শব্দসাম্যচ্চ মিত্রতামুপগতস্য তৎসঙ্গমাদভিবর্ধিতস্য ক্ষীরস্য ক্বাথে পুরতো

মমৈব ক্ষয়ো ষুক্ত ইতি বিচিন্ত্যেব বারিণা ক্ষীয়তে। তদিদমসাম্প্রতমাচরিতম্। সখে! গৃহাণ সাধুজনোচিতমধ্বানম্ সাধবো হি দিঙ্মোহাদুৎপথপ্রবৃত্তা অপি পুনর্গৃহীতসৎপথা ভবন্তি।' ইত্যাদি বদতি তস্মিন্ মকরন্দে•প্রিয়সখে, কথমপি স্মরশরপ্রহারপরবশঃ কন্দর্পকেতুঃ পরিমিতাক্ষরমুবাচ—

বয়স্য দিতিরিব শতমন্যুসমাকুলা ভবত্যস্মাদৃশজনচিত্তবৃত্তিঃ। নায়মুপদেশকালঃ। পচ্যন্ত ইব মেঽঙ্গানি। কৃষ্যন্ত ইবেন্দ্রিয়াণি। ভিদ্যন্ত ইব মর্মাণি। নিস্সরন্তীব প্রাণাঃ। উন্মূল্যন্ত ইব বিবেকাঃ। নষ্টেব স্মৃতিঃ। অধুনা তদলমনয়া কথয়া। যদি ত্বং সহপাংসুক্রীড়াসমদুঃখসুখোঽসি তন্ময়া সমমাগম্যতামিত্যুক্ত্বা পরিজনালক্ষিত এব তেন সহ পুরান্নির্জগাম।

ততোঽনেকনল্বশতমধ্বানং গত্বা তেনাগস্ত্যবচনসংস্তুতব্রহ্মাণ্ডখণ্ডগতশিখরসহস্রঃ, কন্দরান্তরাললতাগৃহসুপ্তপ্রবুদ্ধবিদ্যাধরমিথুনগীতাকর্ণনসুখিতচমরীগণমারণোৎসুকশবরকুলসম্বাধকচ্ছতটঃ, কটকতটগতকরিকরাকৃষ্টভগ্নহরিচন্দনস্যন্দমানরসামোদহরগন্ধবাহশিশিরিতশিলাতলঃ, সুদূরপতনভগ্নতালফলরসার্দ্রকরতলাস্বাদনোৎসুকশাখামৃগকদম্বকঃ, প্রলম্বমাননির্ঝরোপান্তোপবিষ্টজীবংজীবকমিথুনলেলিহ্যমানবিবিধফলরসামোদসুরভিতপরিসবঃ, সরভসকেসরিসহস্রখরনখরধারাবিদারিতমত্তমাতঙ্গকুম্ভস্থলবিগলিতস্থূলমুক্তাফলশবলশিখরতয়া শিখরাবলগ্নং তারাগণমিবোদ্বহন্, সুগ্রীব ইব ঋণক্ষগবয়শরভকেসরিকুমুদপনসসেব্যমানপাদচ্ছায়ঃ, পশুপতিরিব নাগনিশ্বাসসমুৎক্ষিপ্তভূতিঃ, জনার্দন ইব বিচিত্রবনমালঃ, সহস্রকিরণ ইব সপ্তপত্রস্যান্দনোপেতঃ, বিরূপাক্ষ ইব সন্নিহিতগুহঃ শিবানুগতশ্চ, কামীব কান্তারোষরসানুগতঃ সমদনশ্চ, শ্রীপর্বত ইব সন্নিহিতমল্লিকার্জুনঃ, নরবাহনদত্ত ইব প্রিয়ঙ্গুশ্যামাসনাথঃ, শিশুরিব কৃতধাত্রীধৃতিঃ, বাসরারম্ভ ইবারুণপ্রভাপাটলিতপত্রবনরাজিঃ, কৃষ্ণপক্ষ ইব বহুলতাগহনঃ, কর্ণ ইবানুভূতশতকোটিদানঃ, ভীষ্ম ইব শিখণ্ডিমুক্তৈরর্ধচন্দ্রৈরাচিততনুঃ, কামসূত্রবিন্যাস ইব মল্লনাগঘটিতকান্তারসামোদঃ, হিরণ্যকশিপুরিব শম্বরকুলাশ্রয়ঃ, গৈরিকব্যাজাদুপারিরবিরথমার্গমার্গণার্থমিবারুণেনোপাস্যমানঃ, শিখরগতসুধাচন্দ্রমস্তয়া বিস্তারিতলোচনোঽগস্ত্যমার্গমুদ্বীক্ষমাণঃ, কুলিশক্ষতরন্ধ্রস্রস্তান্ত্রজাল ইব জরদজগরভোগৈঃ, কুম্ভকর্ণ ইব দন্তান্তরালগতৈর্বানরব্যূহৈঃ, পিণ্ডালক্তকরাগপল্লবিতপদপঙ্ক্তিসূচিতসঞ্চারশচীপতিপুরবারবিলাসিনীসংকেতকেতকীমণ্ডপঃ, অকুলীনোঽপি সদ্বংশভূষিতঃ, দর্শিতাভয়োঽপি মৃত্যুফলদায়ী, সপ্রস্নেহোঽপ্যপরিমাণঃ, সনদোঽপি নিঃশব্দঃ, ভীমোঽপি কীচকসুহৃৎ, পিহিতাম্বরোঽপি বিলসদ্বংশুকঃ, বিন্ধ্যো নাম গিরিরদৃশ্যত।

যশ্চ প্রবৃদ্ধগুল্মতয়া রোগীব দৃশ্যমানবহুধাতুবিকারঃ, সাধুরিব সানুগ্রহপ্রচারপ্রকটিতমহিমা, মীমাংসান্যায় ইব পিহিতদিগম্বরদর্শনঃ, যশ্চ হরিবংশৈরিব পুষ্করাক্ষপ্রাদুর্ভাবরমণীয়ৈঃ, রাশিভিরিব মীনমকরকুলীরমিথুনসংগতৈঃ, করণৈরিব শকুনিনাগভদ্রবালবকুলোপেতৈঃ, দেবখাতৈরুপশোভিতান্তঃ। যশ্চ ছন্দোবিচিতিরিব কুসুমবিচিত্রাভিঃ, বংশপত্রপতিতাভিঃ, পুষ্পিতাগ্রাভিঃ, প্রহর্ষিণীভিঃ শিখরিণীভির্লতাভির্দর্শিতানেকবৃত্তবিলাসঃ। যশ্চ সমদকলহংসসারসরসিতোদ্ভ্রান্তভাকুটবিকটকঞ্জকুর্চব্যাধুতকমলখণ্ডগলিতমকরন্দবিন্দুসন্দোহসুরভিতসলিলয়া, সামন্তনসময়মজ্জৎপুলিন্দরাজসুন্দরীনিম্ননাভিমণ্ডলপীতপ্রতিহতরয়সলিলয়া, মদমুখররাজহংসকুলকোলাহল-

মুখরিতকূলপুলিনয়া, তটনিকটস্থিতমত্তমাতঙ্গগণ্ডস্থলবিগলন্মদধারাবিন্দুপ্রকরস্তবকিতসলিলয়া, তীরপ্ররূঢ়কেতকীকাননপতিতধূলীনিকুরম্বসঞ্জাতসিতসৈকতসুখোপবিষ্টতরুণসুরমিথুননিধুবনলীলাপরিমলসাক্ষিকূলোপবনয়া, তটাবটবিঘটিতাম্ভোজষণ্ডমণ্ডপাবস্থিতজলদেবতাবগাহ্যমানপয়সা, তীরপ্ররূঢ়বেতসলতাভ্যন্তরলীনদাত্যূহব্যূহমদকলকুহুকেলীকুহুকহুহারাবকৌতুকাকৃষ্টসুরমিথুনসংস্তূরমানকুলোপবনোপভোগয়া, উপকূলসঞ্জাতনলনিকুঞ্জপুঞ্জিতকুলায়কুক্কুটঘটাঘটিতঘুৎকারভৈরবতীরয়া, আতপসেবাসমুৎসুকজলমানুষীমৃদিতসুকুমরেতরপুলিনয়া, উপবনবনান্দোলিততরলতরতরঙ্গয়া, নলিনীনিকুঞ্জপুঞ্জনিবিষ্টদুষ্টবকোটককুটুম্বিনীনিরীক্ষ্যমাণবুদ্ধশফরয়া পোতাধানলুব্ধকোষণ্টিকস্তম্ভনভীমবেতসবনলতয়া, তরঙ্গমালাসন্তরদুদ্দণ্ডবালদর্শনধাবদতিচপলরাজিলরাজিরাজিতোপকুলসলিলয়া, খঞ্জরীটমিথুননিধুবনদর্শনোপজাতনিধিগ্রহণকৌতুককিরাতশতখন্যমানস্থপুটিততীরয়া, ক্রুদ্ধয়েব দর্শিতমুখভঙ্গয়া, মত্তয়েব স্খলদ্‌গত্যা, দিনারম্ভলক্ষ্যেব বর্ধমানবেলয়া, ভারতসমরভূম্যেব নৃত্যৎকবন্ধয়া, প্রাবৃষেব বিজৃম্ভমাণশতপত্রাপিহিতবিষধরয়া, ধনকাময়েব কৃতভুভৃৎসেবয়া, রেবয়া প্রিয়তময়েব প্রসারিততরঙ্গহস্তয়োপগূঢ়ঃ।

যশ্চ—হরিখরনখরবিদারিতকুম্ভস্থলবিকলবারণধ্বানৈঃ।
অদ্যাপি কুম্ভসম্ভবমাহ্বয়তীবোচ্চতালভুজঃ॥

তত্রান্তরে মকরন্দস্তমুবাচ—

পশ্চোদগ্রদবাগ্রদর্শিতবপুঃপূর্বার্ধপশ্চার্ধভাক্,
স্তব্ধোত্তানিতপৃষ্ঠনিষ্ঠিতমনাগ্‌ভুগ্নাগ্রলাঙ্গুলভৃৎ।
দংষ্ট্রাকোটিবিশঙ্কটাস্যকুহরঃ কুর্বন্ সটামুৎকটা—
মুৎকর্ণঃ কুরুতে ক্রমং করিপতৌ ক্রূরাকৃতিঃ কেসরী॥

অপি চ— উৎকণ্ঠোহয়মকাণ্ডচণ্ডিমপটুঃ স্ফারস্ফুরৎকেসরঃ,
ক্রূরাকারকরালবক্ত্রকুহরঃ স্তব্ধোর্ধ্বলাঙ্গুলভৃৎ,
চিত্রে চাপি ন শক্যতেহভি (বি) লিখিতুং সর্বাঙ্গসংকোচভাক্,
ফীৎকুর্বদ্গিরিকুঞ্জকুঞ্জরবৃহৎকুম্ভস্থলস্থো হরিঃ॥

অনন্তরং নীচদেশনদ্যেব ন্যগ্রোধোপচিতয়া, উত্তরগোগ্রহণসময়ভূম্যেব বিজৃম্ভমাণবৃহন্নলয়া, কুরুদেশচক্রেয়েব ঘনসারসার্থবাহিন্যা, বিদগ্ধমধুগোষ্ঠ্যেব নানাবিটপীতাসরয়া নলকুবরাচিত্তবৃত্ত্যেব সততধূতরম্ভয়া, মত্তমাতঙ্গগত্যেব ঘণ্টারবাবেদিতমার্গয়া, সদীশ্বরসেবয়েব অদূরোদ্গতবহুফলয়া, বিরাটলক্ষ্ম্যেব আনন্দিতকীচকশতয়া, বিন্ধ্যাটব্যা কতিপয়পদমধ্বানং গত্বা কামিন ইব মদনশলাকাঙ্কিতস্য, বিকর্তনস্যেব স্নিগ্ধচ্ছায়স্য, বৈকুণ্ঠস্যেব লক্ষ্মীভৃতঃ, যাত্রোদ্যতনৃপতেরিব ঘনপত্রশোভিতস্য, বেদস্যেব ভূরিশাখালংকৃতস্য গাণিক্যস্যেব অনেকপল্লবোজ্জ্বলস্য, জম্বুতরোরধশ্ছায়ায়াং বিশশ্রাম। অত্রান্তরে ভগবানপি মরীচিমালী আতপক্লান্তবনমহিষলোচনপাটলমণ্ডলশ্চরমাচলমারুরোহ। ততো মকরন্দঃ ফলমূলান্যাদায় কথং কথমপি তমভিনন্দিতাহারমকারষীৎ। স্বয়মপি তদুপভুক্তশেষমকরোদশনম্। অথ তামেব প্রিয়তমাং হৃদয়ফলকে সংকল্পতুলিকয়া লিখিতামিবাবলোকয়ন্নিস্পন্দকরণগ্রামঃ কন্দর্পকেতুর্মকরন্দবিরচিতে পল্লবশয়নে সুষ্বাপ। অথ যামমাত্রাবখণ্ডিতায়াং যামবত্যাং তত্র জম্বুতরুশিখরে মিথঃ কলহায়মানয়োঃ শুকশারিকয়োঃ কলকলং শ্রুত্বা কন্দর্পকেতু-

র্মকরন্দমুবাচ—'বয়স্য শৃণুমস্তাবদনয়োরালাপম্' ইতি। ততো জম্বুনিকুঞ্জস্থিতা শারিকা কাচিচ্চিরাদাগতং শুকং প্রকোপতরলাক্ষরমুবাচ—'কিতব ! শারিকান্তরমন্বিষ্য সমাগতোঽসি। কথমন্যথা রাত্রিরিয়তী তব' ইতি। অথ তচ্ছ্রুত্বা শুকস্তামবাদীৎ——ভদ্রে ! মুঞ্চ কোপম্। অপূর্বা বৃহৎকথা ময়া শ্রুতা প্রত্যক্ষীকৃতা চ তেনায়ং কালাতিপাতঃ।' ইতি। অথ সমুপজাতকুতূহলয়া শারিকয়া মুহুর্মুহুরনুবধ্যমানঃ কথাং কথয়িতুমারেভে।

অস্তি মন্দরগিরিশৃঙ্গৈরিব প্রশস্তসুধাধবলৈঃ বৃহৎকথালম্বৈরিব শালভঞ্জিকোপশোভিতৈঃ, বৃত্তৈরিব সমাণবকক্রীড়িতৈঃ, করিযূথৈরিব সমত্তবারণৈঃ, সুগ্রীবসৈন্যৈরিব সগবাক্ষৈঃ, বলিভবনৈরিব সুতলসন্নিবেশৈঃ, বেশ্মভিরুদ্ভাসিতম্। ধনদেনাপি প্রচেতসা, গোপালেনাপি রামেণ, প্রিয়ংবদেনাপি পুষ্পকেতুনা, ভরতেনাপি লক্ষ্মণেন, তিথিপরেণাপ্যাতিথিসৎকারপ্রবণেন, অসংখ্যেনাপি সংখ্যাবতা অমর্মভেদিনাঽপি বীরতরেণ। অপতিতেনাপি নানাসবাসক্তেন, সুদর্শনেনাপ্যচক্রেণ, অজাতমদেনাপি সুপ্রতীকেন, হংসেনাপ্যপক্ষপাতিনা, অবিদিতস্নেহক্ষয়েণাপি কুলপ্রদীপেন, অগ্রাম্নিনাপি বংশপোতেন, অগ্রহেণাপি কাব্যজীবজ্ঞেন, নিদাঘদিবসেনেব বৃষবর্ধিতরুচিনা, মাঘবিরামদিবসেনেব তপস্যারম্ভিণা, নভস্বতেব সৎপথগামিনা, বিবস্বতেব গোপতিনা, মহেশ্বরবেশেব চন্দ্রং দধতা নিবাসিজনেনানুগতম্। ঘনাপগমেনেব দর্শিতখণ্ডাভ্রেণ, বেলাতটেনেব প্রবালমণ্ডনেন। দেবাঙ্গনাজনেনেব ইন্দ্রাণীপরিচর্যাবিদগ্ধেন গজেন্দ্রেণেব পল্লববর্ধিতরুচিনা, কোকিলেনেব পরপুষ্টেন, ভ্রমরেণেব কুসুমেষুলালিতেন, জলৌকসেব রক্তাকৃষ্টিনিপুণেন যাষজুকেনেব সুরতার্থিনা, মহানটবাহুনেব বদ্ধভুজঙ্গাঙ্কেন, গরুড়েনেব বিলাসিহৃদয়তাপকারিণা অন্ধকেনেব শূলানামুপরিগতেন বেশ্যাজনেনাধিষ্ঠিতং কুসুমপুরং নাম নগরম্।

যত্র চ সুরাসুরমৌলিমালালালিতচরণারবিন্দা, শুম্ভনিশুম্ভমহাসুরবলমহাবনদাবজ্বালা, মহিষাসুরগিরিবরবজ্রধারা, প্রণয়কলহপ্রণতগঙ্গাধরজটাজূটকোটিস্খলিতজাহ্নবীজলধারাধৌতপাদপদ্মা, ভগবতী কাত্যায়নী চণ্ডাভিধানা স্বয়ং নিবসতি। যস্য চ পরিসরে সুরাসুরমঞ্জনগলিতকুসুমমুকুটরজোরাজিপরিমলবাহিনী, পিতামহকমণ্ডলুবিনির্গতধর্মদ্রবধারা, ধরাতলসগরসুতশতসুরনগরসমারোহণপুণ্যরজ্জুনিশ্রেণিকা, ঐরাবতকপোলকষণকর্মপততটগতহরিচন্দনস্যন্দমানরসসুরভিতসলিলা, সলীলসুরসুন্দরীনিতম্ববিম্বাদ্‌তিতরলিততরঙ্গা, স্নানাবতীর্ণসপ্তর্ষিমণ্ডলজটাটবীপরিমলপুণ্যবেণিঃ, এণতিলকমুকুটবিকটজটাজূটকুহরভ্রান্তিজনিতসংস্কারেবাদ্যাপি কুটিলাবর্তা, ধরণীব সার্বভৌমকরস্পর্শোপভোগক্ষমা, জলদকালসরসীব গন্ধপরিভ্রমদ্‌ভ্রমরমালানুমীয়মানজলমূলমগ্নকুমুদপুণ্ডরীকা, ছন্দোবিচিতিরিব মালিনীসনাথা, গ্রহপঙ্‌ক্তিরিব সুবর্ণাঙ্গোপশোভিতা সরাজহংসা চ, শরৎকালদিনশ্রীরিব উজ্জ্বলৎকোকনদা প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষা চ, হৃতান্ধতমসাপি তমসান্বিতা, বীচিকলিতাপ্যবীচিদুর্গমা, ভগবতী ভাগীরথী বহতি।

যচ্চ দিশি দিশি সন্তানকতরুকুসুমনিকরমিব শিখরাবলগ্নং তারাগণমিব কুসুমনিকরমুদ্বহদ্ভিঃ, উত্তম্ভিতজলদৈঃ, অনুরুকশাভিঘাতপরবশরবিরথতুরগগ্রাসবির্ষাণতাগ্রপল্লবৈঃ, চন্দ্রচমুরুচরণসংক্রান্তামৃতকণনিকরসেকসঞ্জাতবহুলসুকুমারনবকিসলয়সহস্রদর্শিতাকালসন্ধ্যাকালবিভ্রমৈঃ, ভরতচরিতৈরিব সদারামাশ্রিতৈঃ, মহাবীরৈরিব নারিকেলি-

ধরৈঃ, অসংস্কৃততরুণৈরিব অতিদূরপ্রসারিতাক্ষৈঃ, তপস্বিভিরিব জপাসক্তৈঃ, প্রসাধিতৈরিব কৃতমালোপশোভিতৈঃ, মাতঙ্গকুম্ভস্থলবিদারণোৎসুকসিংহৈরিব উৎফুল্ল-কেসরৈঃ, সারিষ্টৈরপি চিরজীবিভিঃ, মুনিযুতৈরপি মদনাধিষ্ঠিতৈঃ, উপবনপাদপৈরুপ-শোভিতম্। অদিতিজঠরমিব অনেকদেবকুলাধ্যাসিতম্। পাতালমিব মহাবলি-শোভিতম্ ভুজঙ্গাধিষ্ঠিতং চ। সসুরালয়মপি পবিত্রম্, ভোগিযুক্তমপ্যনুপদ্রবম্।

তত্র সুরতরভসখিন্নপ্রসুপ্তসীমান্তিনীরত্নতাটঙ্কমুদ্রাঙ্কিতবাহুদণ্ডঃ, প্রচণ্ডপ্রতিপক্ষ-লক্ষ্মীকেশপাশকুসুমমালামোদসুরভিতকরকমলঃ, প্রশস্তকেদার ইব বহুধান্যকার্য-সম্পাদকঃ, পার্থ ইব সুভদ্রান্বিতঃ সভীমসেনশ্চ, কৃষ্ণ ইব সত্যভামোপেতঃ সবলশ্চ, শৃঙ্গারশেখরো নাম রাজা প্রতিবসতি স্ম। যো বলভিৎ, পাবকঃ, ধর্মরাট্, নিঋতিঃ, প্রচেতাঃ, সদাগতিঃ, ধনদঃ, শঙ্কর ইত্যষ্টমূর্তিরপ্যনষ্টমূর্তিঃ।

সুরাণাং পাতাহসৌ স পুনরতিপুণ্যৈকহৃদয়ো
গ্রহস্তস্যাস্থানে গুরুরুচিতমার্গে স নিরতঃ।
করস্তস্যাত্যর্থং বহতি শতকোটিপ্রণয়িতাং
স সর্বস্বং দাতা তৃণমিব সুরেন্দ্রং বিজয়তে॥
জীবাকৃষ্টিং স চক্রে মৃধভুবি ধনুষঃ শত্রুরাসীদ্ গতাসু
র্লক্ষ্যাপ্তির্মার্গণানামভবদরিবলে তদ্যশস্তেন লব্ধম্॥
মুক্তা তেন ক্ষমেতি ধ্বনিতমরিবলৈরুত্তমাঙ্গৈঃ প্রতিষ্ঠা
পঞ্চত্বং দ্বেষিসৈন্যৈর্গতমবনিপতির্নাপসংখ্যান্তরং সঃ॥

যত্র রাজনি রাজনীতিচতুরে, চতুরম্বুধিমেখলাং শাসতি বসুমতীম্, পিতৃকার্যেষু বৃষোৎসর্গঃ, শশিনঃ কন্যাতুলারোহণম্, যোগেষু শূলব্যাঘাতচিন্তা, দক্ষিণবামকরণং দিঙ্নিশ্চয়েষু, দানচ্ছেদঃ করিকপোলেষু, শরভেদো দধিষু, শৃঙ্খলাবন্ধো বর্ণগ্রন্থনাসু, উৎপ্রেক্ষাক্ষেপঃ কাব্যালঙ্কারেষু, লক্ষদানচ্যুতিঃ সায়কানাং, দ্বিপাং সর্ববিনাশঃ, কোষ-সঙ্কোচঃ কমলাকরেষু, ন জনেষু জাতিবিহীনতা মালাসু ন কুলেষু, শৃঙ্গারহানিঃ জরৎকরিষু ন জনেষু, দুর্বর্ণযোগঃ কটকাদিষু ন কামিনীকান্তিষু, গান্ধারবিচ্ছেদো রাগেষু ন পৌরবনিতাসু, মূর্চ্ছাধিগমো গানেষু ন প্রজাসু, ধর্মাভাবো নীচসেবকেষু ন পরিজনেষু, মলিনাম্বরত্বং নিশাসু ন জনেষু চলরাগতা গীতেষু ন বিদগ্ধেষু, বৃষহানিঃ নিধুবনলীলাসু ন পৌরেষু, ভঙ্গুরত্বং রাগবিকৃতিষু ন চিত্তেষু, অনঙ্গতা কামদেবে ন পরিজনে, মারাগমো যৌবনোদয়েষু ন প্রকৃতিষু, দ্বিজাঘাতঃ সুরতেষু ন প্রজাসু, রসনাবন্ধো রতিকলহেষু ন দানানুমতিষু, অধররাগতা তরুণীষু ন পরিজনেষু, কর্তনমলকেষু ন পুরন্ধ্রীষু, নিস্ত্রিংশত্বমসিষু ন মনস্সু, করবাল্লনাশো যোধেষু ন জনপদেষু, পবমেবং ব্যবস্থিতম্।

তস্য চাভূদেবংবিধস্য রাজ্ঞো মহিষী দিগ্গজমদরেখেবানন্দিতালিগণা, পার্বতীব সুকুমারা চন্দ্রলেখালঙ্কৃতা চ, বনরাজিরিব নবমালিকোদ্ভাসিতা সচিত্রকা চ, অপ্সরঃ-সংহতিরিব সংহতসুকেশী সমঞ্জুঘোষা চ, সর্বান্তঃপুরপ্রধানভূতা অনঙ্গবতী নাম। তয়োশ্চ মধ্যমোপান্তে বয়সি বর্তমানয়োঃ কথমপি দৈববশাৎ ত্রিভুবনবিলোভনীয়াকৃতিঃ, পুলোমতনয়েবানন্দিতসহস্রনেত্রা, মেরুগিরিমেখলেব সুজাতরূপা, শরন্নিশেব উল্লস-ত্তারকা, সৎপরিষদিব অছিদ্রদ্বিজপঙ্ক্তিভূষিতা, রাক্ষসকুললক্ষ্মীরিব মালাবৎসুকেশ-শোভিতা, তনয়াহভূদ্বাসবদত্তা নাম। অথ সা রাবণভুজবন ইব উল্লসিতগোত্রে,

বিন্ধ্যাচল ইব মদনালংকৃতে, পারাবার ইব সঞ্জাতলাবণ্যে, নন্দনবন ইব সদাকল্পতরুণা-ভিনন্দিতে, পবন ইব সুমনোহরে, পরিণামমুপযাত্যপি যৌবনে পরিণয়পরাঙ্মুখী তস্থৌ।

অথৈকদা বিজৃম্ভমাণসহকারকোরকনিকুরম্বনিপাতিতমধুকরমালামদকলহুংকারজ-নিতপথিকজনসংজ্বরঃ, কোমলমলয়মারুতোদ্ধূতচূতপ্রসবরসাস্বাদকষায়িকণ্ঠকুহুরুত ভরিতসকলদিঙ্মুখঃ, পরভৃতথরন পরভৃতথরনখরত্রোটিকোটিপাটিতপাটলীকুড্মলবৃন্তবিবরাবিনির্গতমধুধারাসারশীকরনিকলসমালম্বদক্ষিণসমীরণমারবারণরণিতপথিকবধূহৃদয়-তটঃ, মধুমদমুদিতকামিনীমুখকমলগণ্ডূষশীধুসেকপুলাকতবকুলঃ, মদনরসপর্বশবি-লাসিনীতুলাকোটিবিকটচটুলচরণারবিন্দমন্দপ্রহারদৃষ্টকংকোলিতরুশতঃ, প্রতিদিশম-শ্লীলপ্রায়বৈহাসিকগীয়মানগীতশ্রবণোৎসুকষিড়্গজনসমারব্ধচর্চরীতালাকর্ণনমুহ্যদনেক-পথিকঃ, দুর্জন ইব সতামরসঃ, দুষ্কুল ইব জাতিহীনঃ, রাবণ ইবাপীতলোহিতপলাশ-শতসেবিতঃ মহাশৃঙ্গারীব সুগন্ধবহঃ, সুরাজেব সমৃদ্ধকুবলয়ঃ, বাস্তুক ইব বিবর্ধিত-সুখাশঃ, সৎকবিকাব্যবন্ধ ইব অনববদ্ধতুহিনপাতঃ, সৎপুরুষ ইব দোষানুবন্ধরহিতঃ, কৈবর্ত ইব বদ্ধরাজীবোৎপলসালঃ, সমৃদ্ধকাসারশকুনিসার্থ ইব নিন্দিতমরুবকঃ, শক্র ইবেন্দ্রাণীরুচিরঃ, মহাবীর ইবাধরীকৃতদমনকঃ যিঙ্গ ইবাম্লানসুভগো বসন্তকাল আজগাম।

অতিদূরপ্রবৃদ্ধেন মধুনা জগতি কো বা ন বিক্রিয়তে, যদতিমুক্তকো মুনিরপি বিচকাস। কুসুমশরস্য নবচূতপ্রসবশরমূলে নিলীয়মানা মধুকরাবলির্নামাক্ষর-পঙ্‌ক্তিরিব রেজে। বৃন্তবিনির্গতবিকচবিচিকিলকলিকাবিবরে মঞ্জু গুঞ্জনমধুকরো মকরকেতোস্ত্রিভুবনবিজয়প্রয়াণশংখধ্বনিমিব চকার। নবযাবকপংকপল্লবিতসনূপুর-তরুণীচরণপ্রহারানুরাগবশান্নবকিসলয়চ্ছলেন তমিব রাগমুদবহদশোকঃ। মধুরমধু-পরিপূরিতকামিনীমুখকমলগণ্ডূষসেকাদিব তদ্রসগন্ধমাত্মকুসুমৈর্বিভ্রদ্বকুলতরু ররাজ। অন্তরান্তরানিপতিতমধুকরনিকরাকীর্ণঃ কংকোলিগুচ্ছোদ্ধনির্বাণমনোভব-চিতাচক্রানুকারী পথিকজনহৃদয়দাহমুবাহ। বিকচবিচকিলরাজিরলিকুলশবলা কলিতেন্দ্রনীলা মুক্তাবলীব মধুশ্রিয়ো রুরুচে। বিরহিণাং হৃদয়মথনায় কুসুমশরস্য শরশাণচক্রমিব নাগকেসরকুসুমমশোভত। পথিকজনহৃদয়মংসাং গ্রহীতুং মকরকেতোঃ পলাব ইব পাটলিপুষ্পমদৃশ্যত।

কন্দর্পকেলিসম্পন্নস্পটলাটীললাটতটলুলিতালকার্ধমল্লভারবকুলকুসুমপরিমলমেল-নসমৃদ্ধমধুরিমগুণঃ, কানকলাকলাপকুশলচারুকর্ণাটসুন্দরীস্তনকলশঘুসৃণধূলিপটল-পরিমলামোদবাহী রণরণকরাসিতাপরান্তকান্তকুন্তলোল্লসনসংক্রান্তপরিমলমিলিতালিমালা-মধুরতরঝংকাররবমুখরিতনভঃস্থলঃ, নবযৌবনরাগতরলকেরলীকপোলপালিপত্রাবলী-পরিচয়চতুরঃ, চতুঃষষ্টিকলাকলাপবিদগ্ধমুগ্ধমালবনিতম্বিনীনিতম্ববিম্বসংবাহনকুশলঃ, সুরতশ্রমপরবশান্ধ্রপুরন্ধ্রীনীরন্ধ্রপীনপয়োধরভারানিদাঘজলকণিকরাশিশিরিতো মলয়মা-রুতো ববৌ।

অত্রান্তরে বাসবদত্তাসখীজনান্বিতসুতাভিপ্রায়ঃ শৃঙ্গারশেখরঃ স্বসুতায়াঃ স্বয়ংবরার্থমশেষধরণিতলভাজাং রাজপুত্রাণামেকত্র মেলনমকরোৎ। ততো দগ্ধকৃষ্ণাগুরুপরিমলামোদমোহিতমধুব্রতব্রাতবহুলগুমায়িতমুখরিতম্। অতিরভসহাচ্ছটাদীধি-তিধবলিমপরিমিলিতম্, অনেকপরিহাসকথাকলাপবিদগ্ধশৃঙ্গারমপজনানিচয়সমাকুলম্,

দহ্যমানমহিষাক্ষাদসুগান্ধদ্রব্যসৌরভাকৃষ্টপুরোপবনষট্পদকুলসমাকুলম্, অর্জুনসমবমিব নন্দিঘোষমুখরিতদিগন্তরম্, নৃপাস্থানমিব সরাজোপহারম্, তাপসাশ্রমমিব বিতানোদ্ভাসিতম্, ত্রিবিষ্টপমিব সুমনোহংশকৃতং মণ্ডমারুরোহ বরারোহা বাসবদত্তা।

তত্র চ কেচিৎ কলাঙ্কুরা ইব বিদিতনগরমণ্ডনাঃ, অপরে পাণ্ডবা ইব দিব্যচক্ষুঃকৃষ্ণাগুরুপরিমলিতাঃ, অন্যে শরদ্দিবসা ইব দূরপ্রবৃদ্ধাশাঃ, ইতরে প্রহর্তুমুদ্যতা ইব স্ববলার্থিনঃ, কেচিদ্ ব্যাধা ইব শকুনশ্রাবকাঃ, কেচিদাখেটাসক্তা ইব রূপানুসার প্রবৃত্তাঃ, কেচিজ্জৈমিনিমতানুসারিণ ইব তথাগতমতধ্বংসিনঃ, কেচিৎ খঞ্জনা ইব সাম্বৎসরফলদর্শিনঃ, কেচিৎ সুমেরুপরিসরা ইব কার্তস্বরময়াঃ, কেচিৎ কুমুদাকরা ইব ভাস্বদ্দর্শনানমীলিতাঃ কেচিদ্ধাতর্রাষ্ট্রা ইব বিশ্বরূপাবলোকনজনিতেন্দ্রজালাদ্ভুতপ্রত্যয়া কেচিদাত্মনি বারণবুদ্ধ্যা বলবন্তোঽপি সুবাহাঃ, কেচিৎ পাণিগ্রহণার্থিনোঽপ্যসুকরং মন্যমানাঃ, কেচিদধরীকৃতা অপি স্থিরাঃ, কেচিৎ পাণ্ডুপুত্রা ইবাক্ষহৃদয়াজ্ঞানস্তক্ষমাঃ, কেচিদ্ বৃহৎকথানুবন্ধিন ইব গুণাঢ্যাঃ, কেচিত্তিষগ্গতয় ইব সুগন্ধবাহাঃ, কেচিৎ কৌরবসৈনিকা ইব দ্রোণাশাসুচক। কেচিৎ কুমুদাকরা ইবাসোঢ়শুভ্রভাসঃ, সা চ ক্ষণেনৈতিকশঃ সমবলোক্য বিরক্তহৃদয়া সতী তস্মাৎকর্ণীরথাদবততার।

অথ তস্যামেব রাত্রৌ সা স্বপ্নে, বালিনমিবাঙ্গদোপশোভিতম্, কুহুমুখমিব হারিকণ্ঠম্, কনকমৃগমিব রামাকর্ষণনিপুণম্, জয়ন্তমিব বচনামৃতানন্দিতবৃদ্ধশ্রবসম্, কৃষ্ণমিব কংসহর্ষং ন কুর্বন্তম্, মহামেঘমিব বিলসৎকরম্, সমুদ্রমিব মহাসত্ত্বম্, মালিন্যা কবরিকয়া, তুঙ্গভদ্রয়া নাসিকয়া, শোণেনাধরেণ, নর্মদয়া বাচা, গোদয়া ভুজয়া স্বর্বাহিন্যা কীর্ত্যা চ পুণ্যসরিন্ময়মিব, আদিকন্দং শৃঙ্গারপাদপস্য, রোহণগিরিং সকলগুণরত্নসমূহস্য, প্রভবশৈলং সুন্দরকন্দর্পকথানদীনাম্, সুরভিমাসং বৈদগ্ধ্যসহকারস্য, আদর্শতলং সৌজন্যমুখস্য, আদিবীজং বিদ্যালতানাং, কোশগৃহং মহাসৌন্দর্যধনস্য, মূলগৃহং শীলসম্পদঃ, স্বয়ংবৃতপতিং কীর্তেঃ, স্পর্ধাগৃহং লক্ষ্মীসরস্বত্যোঃ, ত্রিভুবনবিলোভনীয়াকৃতিং, কঞ্চিদ্ যুবানং দদর্শ।

স চিন্তামণিনাম্নো রাজ্ঞস্তনয়ঃ কন্দর্পকেতুরিতি স্বপ্ন এব তন্নামাদিকম্ শুশ্রাব। অনন্তরম্ 'অহো প্রজাপতে রূপনির্মাণকৌশলম্। মন্যে, স্বস্যৈব নৈপুণ্যস্যৈকত্রদর্শনোৎসুকমনসা বেধসা জগৎত্রয়সমবায়িরূপপরমাণুনাদায় বিরচিতোঽয়মিতি; অন্যথা কথমিবাস্য কান্তিবিশেষ ঈদৃশো ভবতি। বৃথৈব দময়ন্তী নলস্য কৃতে বনবাসবৈশসমবাপ। মুধৈবেন্দুমতী মহিষ্যপ্যজানুরাগিণী বভূব। বিফলমেব দুষ্যন্তস্য কৃতে দুর্বাসসঃ শাপমনুবভূব শকুন্তলা। নিরর্থকমেব মদনমঞ্জরী নববাহনদত্তং চকমে। নিষ্কারণমেব উরুগরিমনির্জিতরম্ভা রম্ভা নলকুবরমচীকমত। ব্যর্থমেব ধূমোর্ণা স্বয়ং স্বয়ংবরার্থমাগতেষু দেবগণেষু ধর্মরাজমাচকাঙ্ক্ষ। নিষ্প্রয়োজনমেব ঋদ্ধিগন্ধর্বপক্ষেষু কুবেরমাসসাদ। অহেতুকমেব পুলোমতনয়া দেবেন্দ্রাসক্তচিত্তা বভূব।' ইতি বহুবিধং চিন্তয়ন্তী; বিরহমুমূর্ষমধ্যমধিরূঢেব, মদনদাবাগ্নিশিখাকবলিতেব, বসন্তকালাগ্নিগৃহীতেব, দক্ষিণমারুতরুদ্রাপাবকগ্রস্তেব, উন্মাদপাতালগৃহং প্রবিষ্টেব, শূন্যাকরণগ্রামেব বর্তমানা; হৃদয়ে বিলিখিতমিব, উৎকীর্ণমিব, প্রত্যুপ্তমিব, কীলিতমিব, নিগলিতমিব, বজ্রলেপঘটিতমিব, অস্থিপঞ্জরপ্রবিষ্টমিব, মর্মান্তরস্থিতমিব, মজ্জারসশবলিতমিব, প্রাণপরীতমিব, অন্তরাত্মানমধিষ্ঠিতমিব, রুধিরাশয়ে দ্রবীভূতমিব, পললসংবিভক্তমিব, কন্দর্পকেতুং মন্যমানা।

উন্মত্তেব, অন্ধেব, বধিরেব, মূকেব, শূন্যেব, নিরস্তেন্দ্রিয়গ্রামেব, মূর্ছাগৃহীতেব, গ্রহগ্রস্তেব, যৌবনসাগরতরলতরঙ্গপরম্পরাপরিগতেব, রাগরজ্জুভিঃ পরিবারিতেব, কন্দর্পকুসুমবাণৈঃ কীলিতেব, শৃঙ্গারভাবনাবিষরসঘূর্ণিতেব, রূপপরিভাবনা-শল্যকীলিতেব, মলয়ানিলাপহৃতজীবিতেব ভবন্তী ; 'হা প্রিয়ে সখ্যনঙ্গলেখে ! বিতর হৃদয়ে মে পাণিপদ্মম্, দুঃসহো বিরহসন্তাপঃ। মুগ্ধে মদনমঞ্জরি ! সিঞ্চাঙ্গানি চন্দনবারিণা। সরলে বসন্তসেনে ! সংবৃণু কেশপাশম্। তরলে তরঙ্গবতি ! রিকিরাঙ্গেষু কৈতকধূলিম্। বামে মদনমালিনী ! কলয় বলয়ং শৈবালকলাপেন। চপলে চিত্রলেখে ! চিত্রপটে বিলিখ চিত্তচোরং জনম্। ভামিনি বিলাসবতি ! বিক্ষিপাররবেষু মুক্তাচূর্ণনিকরম্। রাগিণি রাগলেখে ! স্থগয় নলিনীদলনিচয়েন পয়োধরভারম্। সুকান্তে কান্তিমতি ! মন্দং মন্দমপনয় বাষ্পবিন্দূন্। যূথিকালঙ্কৃতে যূথিকে ! সঞ্চারয় নলিনীদলতালবৃন্তেনার্দ্রবাতান্। এহি ভগবতি নিদ্রে ! অনুগৃহাণ মাম্, ধিক্, ইন্দ্রিয়ৈরপরৈঃ, কিমিতি লোচনময়ান্যেব ন কৃতান্যঙ্গানি বিধিনা। ভগবন্ কুসুমায়ুধ তবায়মঞ্জলিঃ, অনুবশো ভব ভাববতি মাদৃশে জনে। মলয়ানিল সুরতমহোৎসবদীক্ষাগুরো বহ যথেষ্টম্, অপগতা মম প্রাণাঃ, ইতি বহুবিধং ভাষমাণা বাসবদত্তা সসখীজনেন সমং সম্মুমূর্ছে।

অনন্তরং পরিজনপ্রযত্নোচ্ছ্বসিতজীবিতা সতী, ক্ষণমতিশিশিরঘনসারসাকুলনিম্ন-গাকুলপুলিনে, ক্ষণমতিতুহিনমলয়জরসসারসরিৎপরিসরে, ক্ষণমরবিন্দকাননপরিবারিত-সরস্তটবিটপিচ্ছায়াসু, ক্ষণমনিলোল্লাসিতদলেষু কদলীকাননেষু, ক্ষণং কুসুমপ্রবাল-শয্যাসু, ক্ষণং নলিনীদলসংস্তরেষু ক্ষণং তুষারসংঘাতশিশিরিতশিলাতলেষু পরিজনেন নীয়মানা প্রলয়কালোদিতদ্বাদশরবিকিরণকলাপতীব্রবিরহানলদহ্যমানামতিকৃশাং বিপ্রাণামিব তনুং বিভ্রতী সা, প্রচলদমন্দমন্দরান্দোলিতদুগ্ধসিন্ধুতরলতরঙ্গচ্ছটাধবল-হাসচ্ছুরিতাধরপল্লবং তন্মুখারবিন্দং দ্বিজকুলমিব শ্রুতিপ্রণয়ি তদীক্ষণযুগলম্, সহজসুরভিমুখপারমলমাঘ্রাতুকামেব দূরবিনির্গতা তন্নাসাবংশলক্ষ্মীঃ, কলঙ্কমুক্তেন্দু-কলাকলাপকোমলা, পীযূষফেনপটলপাণ্ডুরা তদ্দ্বিজপঙ্‌ক্তিঃ, অদৃষ্টচরমনঙ্গাতিশায়ি তদ্রূপম্, ধন্যানি তানি স্থানানি, তে জনপদাঃ পুণ্যাঃ, তানি নামাক্ষরাণি সুকৃতভাঞ্জি, যান্যমুনা পরিষ্কৃতানি, ইতি মুহুর্মুহুঃ পরিভাবয়ন্তী ; দিক্ষু বিলিখি-তমিব, নভস্যুৎকীর্ণমিব, লোচনে প্রতিবিম্বিতমিব, চিত্রপটে পুরো দর্শিতমিব, তমিতস্ততো বিলোকয়ন্তী ব্যতিষ্ঠত।

অথ তস্যাস্তমালিকা নাম শারিকা তৎপ্রিয়সখীভিঃ সমং সমালোচ্য কন্দর্পকেতো-র্ভাবমাকলয়িতুং প্রেষিতা। সাপি ময়া সার্ধং প্রস্থিতা গতা চাত্রৈব তরোরধস্তাৎ তিষ্ঠতি।' ইত্যুক্ত্বা বিররাম।

অথ তুষ্টহৃদ্বা সহর্ষং সমুত্থায় মকরন্দস্তাং তমালিকামাহূয় বিদিতবৃত্তান্তামকরোৎ। সা তু তস্মৈ কৃতপ্রণামা তাং পত্রিকামুপানয়ৎ। অথ মকরন্দস্তামাদায় পত্রিকাং বিস্রস্য স্বয়মেবাবাচয়ৎ।

প্রত্যক্ষদৃষ্টভাবাপ্যাস্থিরহৃদয়া হি কামিনী ভবতি।
স্বপ্নানুভূতভাবা দ্রঢয়তি ন প্রত্যয়ং যুবতিঃ ॥

তুষ্টহৃদ্বা কন্দর্পকেতুরমৃতার্ণবনিমগ্নমিব, সর্বানন্দানামুপরিবর্তমানমিবাত্মানং মন্যমানো মন্দং মন্দমুত্থায় প্রসারিতবাহুর্যুগলস্তমালিকামালিলিঙ্গ। অথ তয়ৈব সার্ধং

সমাসীনঃ, কিং করোতি, কিং বদতি, কথমাস্তে ইত্যাদি সকলং বাসবদত্তাবৃত্তান্তমপৃচ্ছৎ। তং চ দিবসং তত্রৈবাতিবাহ্য তস্মাৎ প্রদেশাত্তয়া সহোচ্চচাল সসুহৃৎকন্দর্পকেতুঃ। অত্রান্তরে ভগবানপি মরীচিমালী বৃত্তান্তমমুং কথয়িতুমিব মধ্যমং লোকমবততার।

অথ বাসরতাম্রচূড়চূড়াচক্রাকারঃ চক্রবাকহৃদয়সংক্রামিতসন্তাপতয়েব মন্দিমানমুদ্বহন্, অস্তগিরিমন্দারস্তবকসুন্দরঃ সিন্দূররাজিরঞ্জিতসুররাজকুম্ভিকুম্ভবিভ্রমং বিভ্রাণঃ, তাণ্ডবচণ্ডবেগোচ্চলিতধূর্জটিজটাজূটমুকুটবন্ধবন্ধুরবিকটবাসুকিভোগমণিতাটঙ্কসনাভিমণ্ডলঃ, সন্ধ্যাসিন্ধনীসরসয়াবকপত্রচারুঃ, বারুণীবারবিলাসিন্যরুণমণিকুণ্ডলকান্তিঃ, কালকরবালকৃত্তবাসরমহিষস্কন্ধচক্রাকারঃ, মধুরমধুপূর্ণকপাল ইব গগনকপালিনঃ, অম্লানকুসুমস্তবক ইব নভঃশ্রিয়ঃ, পুষ্পগুচ্ছ ইব গগনাশোকতরোঃ, কনকদর্পণ ইব প্রতীচীবিলাসিন্যাঃ, বলভদ্র ইব বারুণীসঙ্গতঃ সরাগশ্চ, দুর্বিধ ইব পরিত্যক্তবসুঃ সবিষাদশ্চ, শাক্যবংশ ইব রক্তাংশুধরঃ, সূরিরিব সংজ্ঞোপেতঃ, ভগবান্ দিনমণিরপরাকূপারপয়সি তরলনরঙ্গবেগোচ্চলিতবিদ্রুমবিটপাকৃতির্মমজ্জ।

ততঃ ক্রমেণ চ রজোবিলুণ্ঠিতোত্থিতকুলায়ার্থিপরস্পরকলহাবিকলকলবিঙ্ককুলকলকলবাচালশিখরেষু শিখরিষু বসতিসাকাঙ্ক্ষেষু ধ্বাঙ্ক্ষেষু, অনবরতদহ্যমানকালাগুরুধূপপরিমলোদ্গারেষু বাসাগারেষু দূর্বাঙ্কিততটিনীবিষ্টবিগন্ধজনপ্রস্তূয়মানকথাশ্রবণোৎসুকশিশুজনকলকলরবনিবারণক্রুদ্ধেষু বৃদ্ধেষু, আলোলিকাতরলরসনাভিঃ কথিতবহুকথাভির্জরতীভিরতিলঘুকরতাড়নজনিতসুখে তাভিরনুগতে শিশয়িষমাণে শিশুজনে, বিরচিতকন্দর্পমুদ্রাসু ক্ষুদ্রাসু, কামুকজনানুবধ্যমানদাসীজনবিবিধাশ্লীলবচনশতাবিরসীকৃতশ্রুতিষু সন্ধ্যাবন্দনোপবিষ্টেষু শিষ্টেষু, রোমন্থমন্থরকুরঙ্গকুটুম্বকাধ্যাস্যমানম্রদিষ্ঠগোষ্ঠীনপৃষ্ঠাসু অরণ্যস্থলীষু, নিদ্রাবিদ্রাণকাককুলকলিতকুলায়েষু গ্রামতরুনিচয়েষু, কাপেয়বিকলকপিকুলকলিলেষ্বারামতরুষু, নির্জিগমিষতি জরত্তরুকোটরকুটীরকুটুম্বিনি কৌশিককুলে, তিমিরতর্জননির্গতাসু দহনপ্রবিষ্টদিনকরকরশাখাস্বিব প্রস্ফুরন্তীষু দীপলেখাসু, মুখরিতধনুষি বর্ষতি শরনিকরমশেষসাংসারিকশেমুষীমুষি মকরধ্বজে, সুরতারম্ভাকল্পশোভিনিশম্ভলীভাষিতভাজি ভজতি ভূষাং ভুজিষ্যাজনে, সৈরন্ধ্রীবধ্যমানরসনাকলাপজল্পাকজঘনস্থলাসু জনীষু, বিশ্রান্তকথানুবন্ধতয়া প্রবর্তমানানেকজনগৃহগমনত্বরেষু চত্বরেষু, সমাসাদিতকুক্কুটেষু কিরাতগৃহানিষ্কুটেষু, কৃতষাণ্ডসমারোহণেষু বর্হিণেষু, বিহিতসন্ধ্যাসময়ব্যবস্থেষু গৃহস্থেষু, সপদি সঙ্কোচোদঞ্চদবাঞ্চদুচ্চকেসরকোটিসঙ্কটকুশেশয়োদরকোটরকুটীরকুটিলশায়িনি ষট্চরণচক্রে, অনেনৈব পথা ভগবতা ভানুমতা গন্তব্যমিতি সর্বতঃ পট্টময়ৈর্বসনৈঃ পরিবৃতা মণিকুট্টিমালিরিব বিরচিতা বরুণেন রবেঃ, কালকরবালকৃত্তস্য দিবসমহিষস্য রুধিরধারেব, বিদ্রুমলতেব চরমার্ণবস্য রক্তকমলিনীব গগনতটাকস্য, কাঞ্চনকেতুরিব কন্দর্পরথস্য, মাঞ্জিষ্ঠারাগারুণপতাকেব গগনহর্ম্যতলস্য, লক্ষ্মীরিব স্বয়ংবরগৃহীতপীতাম্বরা, ভিক্ষুকীব তারানুরক্তা, রক্তাম্বরধারিণী, বারমুখ্যেব পল্লবানুরক্তা, কামিনীব কালেয়তাম্রপয়োধরা বভ্রুরিব কপিলতারকা ভগবতী সন্ধ্যা সমদৃশ্যত।

ততঃ ক্ষণেন ক্ষণদানুরাগচতুরাসু সন্ধ্যাস্বিব বেশ্যাসু, তুলাধারশূন্যোয়াং পণ্যবীথিকায়ামিব দিবি, ঘনঘটমানদলপুটাসু পুটকিনীষু, তিমিরপ্রতিহতোষ্মিব তত ইতঃ

পরিভ্রমৎসু কমলসরসি মধুকরনিকরেষু, বিকলকুররীকূজিতচ্ছলেন রবিবিরহবিধুরাসু বিলপন্তীষ্বিব সরোজিনীষু, প্রতিফলিতসন্ধ্যারাগরজ্যমানসলিলাস্বহতাসু পতিবিনাশহৃৎপীড়য়া দহনপ্রবিষ্টাস্বিব কমলিনীষু গণক ইব নক্ষত্রসূচকে প্রদোষে, হরকণ্ঠকালিমসনাভি, দৈত্যবলমিব প্রকটতারকম্, ভারসমরমিব বর্ধমানোলূকশকুনিকলম্, ধৃষ্টদ্যুম্নবীর্যমিব কুণ্ঠিতদ্রোণপ্রভাবম্, নন্দনবনমিব সঞ্চরৎকৌশিকম্, কৃষ্ণবর্ত্মজ্বলনমিব নিখিলকাষ্ঠাপহারকম্, সগর্ভমিব ঘনতরপাষাণকর্কশাসু গিরিতটীষু, সচক্ষুরিব সুপ্তপ্রবুদ্ধসিংহনয়নচ্ছবিচ্ছটাকপিলেষু সানুষু, সজীবমিব তমোমণিভিঃ, সংবর্ধিতমিবাগ্নিহোত্রধূমলেখাভিঃ, মাংসলিতমিব কামিনীকেশপাশসংস্কারাগুরুধূমপটলৈঃ, উদ্দীপিতমিব ঘনতরনিলীনমধুকরপটলমেচকিতপেচকিকপোলতলগলিতদানধারাশীকরৈঃ, পুঞ্জীকৃতমিব বিততত্তমালকাননচ্ছটাচ্ছায়াসু, লীয়মানমিব কজ্জলরসশ্যামভোগেষু, প্রাবরণমিব রজনীপাংসুলায়াঃ, পলিতৌষধমিব বৃদ্ধবারবিলাসিন্যাঃ, অপত্যমিব রজন্যাঃ, সুহৃদিব কলিকালস্য, মিত্রমিব দুর্জনহৃদয়স্য, বৌদ্ধদর্শনমিব প্রত্যক্ষদ্রব্যমপহ্নুবানং তিমিরমুদজৃম্ভত।

মুদিতমিব মত্তমাতঙ্গমনোহরগণ্ডমণ্ডলে, ফলিতমিবাতিসান্দ্রবহলচ্ছদতমালকাননে, পরিস্ফুরিতমিবাতিকান্তকান্তাঞ্জনঘনতরকেশপাশসংহতৌ, উন্মীলিতমিবেন্দ্রনীলরশ্মিষু, অতিশয়মাংসলিতমিবাবটতটেষু, সাটোপমিব স্ফুটপাটবোৎকটবিশঙ্কটানেকবিটপিবিটপোৎকটস্ফুটকুসুমপুটপিহিতপদষট্পদাবলিষু, ঘনতরঘোরদান্তঘস্মরবিষধরভোগভাসুরম্, মদভরমত্তদান্তদন্তদ্যুতিতর্জনজর্জরিতম্, দিবাকরোদয়ারম্ভণমিব সঙ্কুচৎকুবলয়ম্. অসতাং মহত্ত্বমিব তিরস্কৃতসকলান্তরম্, নিমীলন্নীলোৎপলব্যাজরচিতাঞ্জলিপুটেন নমদিবাগতং নিশাপতিং তিমিরমজায়ত।

অথ ক্ষণেনৈব সন্ধ্যাতাণ্ডবাড়ম্বরোচ্চলিতমহানটজটাজূটকূটকুটিলস্খলনিবর্তিতজহ্নুকন্যাবারিধারাবিন্দব ইব বিকীর্ণাঃ, দুর্ভরধরণিভারভুগ্নভীমদিঙ্মত্তমাতঙ্গমণ্ডলকররবিমুক্তশীকরচ্ছটা ইব ততাঃ, অতিদবীয়োনভস্তলভ্রমণখিন্নদিনকরতুরঙ্গমাস্যবিবরবান্তফেনস্তবকা ইব বিস্তীর্ণাঃ, গগনমহাসরঃকুমুদসন্দোহসন্দেহদায়িনঃ, বিশ্বং গণয়তো বিধাতুঃ শশিকঠিনীখণ্ডেন তমোমষীশ্যামেঽজিন ইব বিয়তি সংসারস্যাতিশূন্যত্বাৎ শূন্যবিন্দব ইব বিলিখিতাঃ, জগৎত্রয়বিজিগীষাবিনির্গতস্য মকরকেতো রতিকরবিকীর্ণা ইব লাজাঞ্জলয়ঃ, গুলিকাস্ত্রগুলিকা ইব বিক্ষিপ্তাঃ পুষ্পধনুষঃ, বিয়দম্বুরাশিফেনস্তবকা ইব বিততাঃ, রতিবিরচিতা গগনাঙ্গনে আতর্পণপঞ্চাঙ্গুলয় ইব, ব্যোমতললক্ষ্মীহারমুক্তানিকরা ইব বিশীর্ণাঃ হরকোপানলদগ্ধকামচিতাচক্রাদিন্দোর্বাত্যাবেশবিপ্রকীর্ণাঃ কামকীকসখণ্ডা ইব, তিমিরোদ্গমমধুধূমলসন্ধ্যানলপরিতপ্তগগনকটাহভৃজ্যমানস্ফুটিতলাজানুকারিণ্যস্তারা ব্যরাজন্ত। এতাভিঃ শ্বিত্রীব বিয়দশোভত।

ততো দীর্ঘোচ্ছ্বাসরচনাকুলং সুশ্লেষবক্রঘটনাপটু সৎকবিরচনমিব চক্রবাকমিথুনমতীবাখিদ্যত। কমলিনীসঞ্চরণলগ্নমকরন্দবিন্দুসন্দোহলুব্ধমুগ্ধমুখরমধুকরমালাশবলগাত্রম্, কালপাশেনেব মূর্তিমদ্রামশাপেনেবাকৃষ্যমাণং চক্রবাকমিথুনং বিজঘটে। রবিবিরহবিধুরায়াঃ কমলিন্যা হৃদয়মিব দ্বিধা পপাট চক্রবাকমিথুনম্। আগমিষ্যতো হিমকরদয়িতস্য পার্শ্বে সঞ্চরন্তী কুমুদিন্যা ভ্রমরমালা দূতীবালক্ষ্যত। তারকানয়নজলবিন্দুভিরস্তংগতস্য দিবাকরদর্পিতস্য শোকাদিব ককুভো ব্যরুদন্। ভাস্বতো

নি জদয়িতস্য বিরহাদভিনবকিঞ্জল্কব্যাজেন শোকানলমুক্কমুরো নলিনীকোশহৃদয়ে জজ্বাল। ততো রবিরশ্মিদারাগ্নিভস্মীকৃতনভোবনমষীরাশিরিব, শ্রুতিবচনমিব ক্ষপিতদিগম্বরদর্শনম্, কৃষ্ণরূপমপি তিরস্কৃতবিশ্বরূপভাববিষেম্, সদ্যোদ্রাবিতরাজতপট দ্রবপ্রবাহ ইব শাবরমন্ধতমসমজৃম্ভত।

অথ ক্ষণেন ক্ষণদারাজকন্যাকন্দুক ইব, কন্দর্পকনকদর্পণ ইব উদয়গিরিবালমন্দারপুষ্পস্তবক ইব প্রাচীললনাললামললাটতটঘটিতবন্ধূককুসুমতিলকচক্রাকারঃ, কনককুণ্ডলমিব নভঃশ্রিয়ঃ, দিগ্বধূপ্রসাধিকাহস্তস্রস্তালক্তকপিণ্ড ইব। শাতকুম্ভকুম্ভ ইব গগনসৌধতলস্য, প্রস্থানমঙ্গলকলশ ইব ত্রিভুবনবিজয়বিনির্গতস্য মকরকেতোঃ, কন্দর্পকার্তস্বরতুণমুখকান্তিতস্করঃ, প্রাচ্যশৈলশিখরাগ্রপ্ররূঢ়জপাকুসমচ্ছবিঃ, স্বচ্ছকুঙ্কুমপিণ্ডপূর্ণপাত্রমিব নিশাবিলাসিনিন্যাঃ কুঙ্কুমারুণৈকস্তনকলশ ইব আখণ্ডলাশাঙ্গনায়াঃ, গগনগামিবিদ্যাধবীকরতলাবস্থিতলীলাশুকপঞ্জর ইব, পূর্বাচলশিখরবিশ্রান্তকিন্নরমিথুন রক্তবস্ত্রবগুণ্ঠিতবীণালাবুরিব, গরুড় ইব হরিণাধিষ্ঠিতঃ, রাম ইব লক্ষ্মণান্বিতঃ, বানরেন্দ্র ইব অনুরক্ততারঃ, বৃষভ ইব রোহিণীপ্রিয়, সুরাজেব রক্তমণ্ডলঃ, জাম্ববানিব ঋক্ষপরিবৃতো রজনীপতিরুদয়মাসসাদ।

ততঃ কামিনীহৃদয়সংক্রামিত ইব, চক্রাঙ্গনানয়নযুগলপীত ইব রক্তকুমুদকোশালীঢ় ইব ক্ষীণস্তাং জগাম ক্ষণদাকরগতো রাগঃ।

অনন্তরং শর্বরীব্রজাঙ্গনাবিষ্কৃতনূতননবনীতস্বস্তিক ইব, কুসুমকেকোমুখচ্ছায়ামুদ্রিত ইব মুকুরঃ, শ্বেতাতপত্রমিব মকরকেতোঃ, দন্তপালিচক্রমিব বিয়ন্মহাখড্গস্য, শ্বেতচামরমিব মদনমহারজস্য, বালপুলিনমিব নিশাযমুনায়াঃ, স্ফাটিকলিঙ্গমিব গগনমহাতাপসস্য, অণ্ডমিব কালোরগস্য কম্বুরিব নভোমহার্ণবস্য, স্ফাটিককমণ্ডলুরিব নভোব্রতিনঃ, চৈত্যমিব মদনারিদগ্ধস্য মকরকেতোঃ, চিতানক্রমিব কলঙ্ককালাঙ্গারয়বশলং সঙ্কল্পজন্মনঃ, পুণ্ডরীকমিব গগনগামিগঙ্গায়াঃ, ফেনপুঞ্জ ইব গগনমহার্ণবস্য, পারদপিণ্ড ইব কালধাতুবাদিনঃ, রাজতকলশ ইব দূর্বাপ্রবলশবলো মনোভবাভিষেকস্য, শ্বেতচক্রমিব কন্দর্পরথস্য, চূড়ামণিরিব উদয়গিরিনাগরাজস্য, শ্বেতপতাবত ইব অম্বরমহাপ্রসাদস্য, গগনসরিদ্ধৌতসিন্দুরং কুম্ভস্থলমিবৈরাবতস্য ভুগ্নশৃঙ্গপুরাণগোমুণ্ডখণ্ড ইব তারাশ্বেতগোধূমশালিনো নভঃক্ষেত্রস্য, মলয়জপিণ্ডপাণ্ডুররাজততালবৃন্তমিব সিন্ধাঙ্গনাহস্তবিস্রস্তম, ক্ষীণরাগো ভগবানড়ুপতিরুজ্জগাম।

যশ্চ পুণ্ডরীকং লোকলোচনমধুকরাণাম্, শয়নীয়সৈকতং চিত্তরাজহংসানাম্, স্ফাটিকব্যজনং বিরহবহ্নীনাম্, শ্বেতশাণচক্রং মন্মথসায়কানাম্। অত্রান্তরে অভিসারিকাসার্থপ্রেষিতানাং প্রিয়তমান্ প্রতিদূতীনাং দ্ব্যর্থাঃ সপ্রপঞ্চাঃ বিকারসংবাদা বভুবুঃ। অবস্তীকৃতমাত্মানং নাকলয়সি তত্ত্বতঃ কান্ত! প্রস্তর ইব ক্রূরোঽসি, ন চাকর্ষকচুম্বকদ্রাবকেম্বেকোঽসি, ভ্রামকোঽসি পরং কিতব।

ধর্মার্থান্যপ্রযুক্তঃ ক্ষেপণিক ইব মধ্যাবাহিততরবারিস্তুরমসি
সখেদমিব তাং মনসা চিন্তয়সি দূ ভাম্।
সত্ত্বসারচিত্রো যো রিপুমণ্ডলাগ্রতো নিবৃত্তিমুপেত্য তিষ্ঠতি।
স খলু বীরঃ প্রতিপক্ষস্য যঃ সম্প্রহারতঃ কুঞ্জরায়্যতি।
ধূতোরুকরবালসঞ্চয়োঽপি পরমকাণ্ড ইব সম্পতন্মহাপদং বিগ্রহেণ লভতে।

রাজসেন রাজসে নরহিতো রহিতো ধ্রুবম্ । বিশারদা শারদাভুবিশদা বিশদা-অনীনমহিমানমহিমানরক্ষণক্ষমা ক্ষমাতিলক ধীরতা মনসি ভূততা ভূততা চ বচসি ॥

সাহসেন সা হসেন কমলালয়া যয়া জিতা, সা স্বদর্পণা দর্পণাকরবিমালশয়া শয়াম্বর্জিনির্জিতকিসলয়া সলয়াঙ্গুলিরিব ধিভ্রমেণ বিভ্রমেন গবাক্ষশালাকাবিবরং লোকয়ন্তী লোকয়শিত্রতবিনাশা বিনা শাপমনুভবতি দুঃখানি ।

জীবনায়ক জীবনায় কমিব নাশ্রয়তি সুভগম্ । অন্যাস্তাবদাস্তামহমেব দাসতাং পুরতো ভজামি, মৈত্র্যাতো মৈত্র্যাতোঽস্তু ।

অঞ্জসারতঃ সারতঃ কিমপি কন্দর্পকং ন চেত্তনোষি, বিশেষতোঽবিশেষতঃ স্থিরমেব মরণম্ ।

শঠধিয়াং শোধন যশোধন প্রেমহার্যমহর্ষা সমাসোৎকটাক্ষৈঃ কটাক্ষৈরাবিভূত-দাস্যাস্তদাস্যাঃ পারেজনাঃ ।

কমলাকৃতিনারীণাং কমলাকৃতি নারীণাং ভবতাং মুখং চ মলিনিতম্ ।

বিশ্বস্য বিশ্বস্য ব্যবস্থাং সমাসাদ্য সমাসাদ্যানেককালং সঙ্গীতসঙ্গী তনুষে তনুষে কমনঙ্গস্য পুষ্পেষু রুজা তরসা জাতরসা মন্দাসমন্দা ক্ষীণং ভ্রমন্তী মুহ্যতি ।

কামধুরাধরেণ কা মধুরাধরেণ যুক্তা রজোরাজবিশেষকেণ বিশেষকেন মুখেন্দুনা তব হৃদি লগ্না মৃদিমাকরেণ করেণ স্বেদবিন্দুপয়োধরেণ পয়োধরেণ রক্ষফলকাঞ্চনেন জিতানাবিলকাঞ্চনেন ।

কামদারুণমদারুণনেত্রা স্মরময়ং রময়ন্তং ভবন্তমদয়ং মদয়ন্তী পরমকমিতারং পরমকমিতারং বাঞ্ছতি হারিণা হারিণাস্তনকুম্ভেন হারিণাক্ষরুচিহারিণা চক্ষুষা চ ।

অনন্তরং দুগ্ধার্ণবনিমগ্নমিব, স্ফাটিকগৃহপ্রবিষ্টমিব, শ্বেতদ্বীপনিবিষ্টমিব জগদামুমুদে ।

ততঃ ক্রমেণ চ বিঘটমানদলপুটকুমুদকাননকোশমকরন্দবিন্দুসন্দোহসান্দ্রনিষ্যন্দা-স্বাদমুদিতমধুকরকুলকলরুতমুখরিতদিগন্তে চন্দ্রিকাপানভরালসচকোরকামিনীভিরভি-নন্দিতাগমনে সুরতভরপরিশ্রমখিন্নপুলিন্দরাজসুন্দরীস্বেদজলকণকাপহারিণি প্রবাতি সায়ন্তনে তনীয়সি নিশানিশ্বাসনিভে নভস্বতি কন্দর্পকেতুস্তমালিকামকরন্দসহায়ো বাসবদত্তানগরমযাসীৎ ।

অথ স প্রবিশ্য কটকৈকদেশে বিনির্মিতম্, অভ্রংলিহশিখরেণ, সুধাধবলেন, একান্তরনিবিষ্টকনকমুক্তামরকতপদ্মরাগচ্ছুলেন, বাসবদত্তাদর্শনার্থমবস্থিতদেবতা-গণেনেব সালবলয়েন পরিগতম্, অনিলোল্লাসিতাভিনবস্তবরকুসুমমঞ্জরীভিরিব তর্জয়ন্তীভিরিব গগনপুরশ্রিয়ং পতাকাভিরুপশোভমানম্, কনকশিলাপট্টাঙ্গণ-প্রসৃতাভিঃ কর্পূরকুঙ্কুমচন্দনৈলালবঙ্গপরিমলবাহিনীভিঃ তটনিকটস্ফাটিকশিলাপট্ট-সুখনিষণ্ণনিদ্রায়মাণাজ্ঞানশ্বেতপারাবতাভিঃ, প্রস্রশাস্তটবিটপিকুসুমস্তবকিতসলিলাভিঃ, অনবরতমজ্জদুন্মজ্জদ্যুবতিজনঘনজঘনাস্ফালনোচ্ছ্বসিতশীকরনিকরস্নাপিতভীর-বেদিকাভিঃ, কর্পূরপুরবিরচিতপুলিনতলনিষণ্ণনিনদানুমীয়মানরাজহংসাভিঃ, বিকচ-নীলোৎপলকাননদর্শিতাকাণ্ডচক্রবাকতিমিরশঙ্কাভিঃ, যুবতীভিরিব সুপয়োধরাভিঃ, সুগ্রীবযুদ্ধপ্রবৃত্তিভিরিব কীলালস্নাপিতকুম্ভকর্ণাভিঃ, সাগরকূলভূমিভিরিব সুন্দরী-পাদপরাগশবলাভিঃ, নবনৃপতিচিত্তবৃত্তিভিরিব কুল্যাপমানকারিণীভিঃ, অনেকাভি-নদীভিরুপশোভিতম্, শিখরগতমুক্তাজালব্যাজেন পুরযুবতিদর্শনকুতূহলাগতং

তারাগণমিবোদ্বহদ্ভিঃ, উপান্তনিলীনাভিঃ কাঞ্চকলশাকৃতিমুদ্বহন্তীভিঃ শিখণ্ডিসংহতিভিরুদ্ভাসিতৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভমানম্, ক্বচিদনবরতদহ্যমানকৃষ্ণাগুরুধূমপটলৈর্দর্শিতাকালজলদসন্নাহম্, ক্বচিদ্গম্ভীরমুরজরবাহূতসমদনীলকণ্ঠম্, সায়ন্তনসময়মিব পতিতলোকলোচনম্, জনকযজ্ঞস্থানমিব দারোৎসুকরামম্, মানুষ্যকমিবাভিনন্দিতসুরতম্, অরণ্যমিবানেকসালশোভিতম্, নিধানমিব কৌতুকস্য, আস্থানমিব শৃঙ্গারস্য, কুলগৃহমিব সকলবিভ্রমাণাম্, সংকেতস্থানমিব সৌন্দর্যস্য, বাসবদত্তাভবনং ভবনন্দনপ্রভাবো দদর্শ।

ভদ্রে দ্রবসি দ্রবসিন্ধেরগাদতা। চপলা চ পলায়তে কিমেষা। স্তবকস্তব কর্ণতঃ পতিতোহয়ম্। সুরেখে সুকপোলরেখে সুরয়া সুরয়াচিতাশ্রীস্তুর্মাসি। মস্তে কলহে! কলহেমকাঞ্চীদামক্বণিতৈঃ স্মরমিবাহ্বয়সি। মলয়ে মলয়েপ্সিতং কুরু দূশৈবাধিগতাসি। কলিকে! কলিকেতুমিমাং মুখরাং মুঞ্চ মেখলাম্; শৃণুমঃ কলবল্লকীবিরুতম্। মেখলা মেখলা ন ভবতি, ত্বমেব মুখরতয়া খরতয়া চ। ত্রপতেহত্র পতেয়মিতি নাগকুসুমোপহারেষু স্খলন্তীয়ম্। তব কৈতবকৈরলম্, কলিতো নিঃশ্বাসৈর্বেপথুরেবাংশয়ং বানন্তি। বহতীব হতীরনঙ্গলেখে তব বপুরলসং স্মরসায়কানাম্। তব চ হারলতা পিহিতাহপি হি তায়তে। উৎকলিকে তবোৎকলিকা বহুলে বদনে বদ চন্দ্রপযোজকান্তে কিমুপমানমিন্দুরপ্যায়াতি। বসতীব সতীব্রতে! তব হৃদি কোহপি। শতধা শতধারসারা বাচস্তবানুভূতাঃ। কুন্তলিকে! করকাকরকালমেঘখণ্ডতুলাময়নুপমাত্তাল্লসিতোৎফুল্লমল্লিকামালভারী তব কুন্তলকলাপঃ। কেরলিকে পুরগোপুরগোচরাঃ শ্রূয়ন্তে সঙ্গীতধ্বনয়ঃ কিমিব কম্পয়সি। ক্ষণমীক্ষণমীলনাদপি চটুলং চটুলম্পটং সখীজনমায়াসয়সি। সুরতে সুরতে স্তনতাড়নেষু যৎসৌখ্যং লব্ধং তৎস্মরতা স্মরতাপনোদনং দয়িতেন দয়িতেন বিমুক্তাসি। কিং মুহ্যসি মহতো মহতো দয়িতঃ স্মরতি স্ম রতিপ্রিয়ং তব কৌশলম্। নবনিশাননখরাণাং নখরাণাং স্মরজন্যাং স্ম রজন্যাং কুরুতে কুরুতেন রুজম্। তব লোচনাভ্যাং লোচনাভ্যাং প্রীণিতাখিলজনেক্ষণদেশঃ ক্ষণদেশঃ কিং ন পীয়তে। প্রিয়সখি! মদনমালিনী! বিম্বাধরসঙ্গত্যা সঙ্গত্যাগেচ্ছয়া বিরাগং কুরু মধুমদারুণমালবীকপোলতলসমানো লসমানো রক্তমণ্ডলতয়া লতয়া ত্বয়া কো বিশেষঃ? কুরঙ্গিকে! কল্পয় কুরঙ্গশাবকেভ্যঃ শষ্পাঙ্কুরম্। কিশোরিকে! কারয় কিশোরপ্রত্যবেক্ষাম্। তরলিকে! তরলয় কৃষ্ণাগুরুধূপপটলম্। কর্পূরিকে! পাণ্ডরয় কর্পূরধূলিভিঃ পয়োধরভারম্। মাতঙ্গিকে! মানয় মাতঙ্গশিশুযাচনাম্। শশিলেখে! বিলিখ ললাটপট্টে শশিলেখাম্। কেতকিকে! সংকেতয় কেতকীমণ্ডপদোহদম্। শকুনিকে! দেহি ক্রীড়াশকুনিভ্য আহারম্। মদনমঞ্জরি! মঞ্জীরয় লতামণ্ডপম্। শৃঙ্গারমঞ্জরি! কল্পয় শৃঙ্গাররচনাম্। সঞ্জীবনিকে! বিতর জীবঞ্জীবকমিথুনায় মরিচপল্লবম্। পল্লবিকে! পল্লবয় কর্পূরধূলিভিঃ কৃত্রিমকেতকীকাননম্। সহকারমঞ্জরি! সম্মার্জয় প্রমোদকবিন্দূন্ সহকারসৌরভব্যঞ্জনবাতেন। মদনলেখে! বিলিখ মদনলেখং মলয়ানিলস্য, মকরিকে! মকরাঙ্কশোভিতে! দেহি মৃণালাঙ্কুরং রাজহংসশাবেভ্যঃ। বিলাসবতি! বিলাসয় ময়ূরকিশোরকম্! তমালিকে! লেপয় মলয়জরসেন ভবনবাটম্। কাঞ্চনিকে! বিকির কস্তূরিকাদ্রবং কাঞ্চনমণ্ডাপকায়াম্। প্রবালিকে!

সেচয় ঘুসৃণরসেন বালপ্রবালকাননম্‌ ইত্যন্যোন্যং প্রণয়পেশলাঃ প্রমদানামালাপকথাঃ শৃণ্বন্‌ কন্দর্পকেতুর্মকরন্দেন সহ তদ্‌ভবনং প্রাবিশৎ।

অকরোচ্চ মনসি—অহো ভুবনাতিশায়ি সৌন্দর্যম্‌। অহো শৃঙ্গারকলাকৌশলম্‌। তথা হ্যয়ং তৎকাললীলাবহলবিরলবিমলমালবীদশনকান্তিদন্তিদন্তঘটিতো মণ্ড-পোঽসাবিতি কনকশলাকাবিনির্মিতযন্ত্রপঞ্জরসংযতঃ ক্রীড়াশুকঃ ইত্যাদি পরিচিন্তয়ন্‌, প্রবিশ্য, ব্যাকরণেনেব সরক্তপাদেন মহাভারতেনেব সুপর্বণা রামায়ণেনেব সুন্দর-কাণ্ডচারুণা জঙ্ঘাযুগলেন বিরাজমানাম্‌, ছন্দোবিচিতিমিব ভ্রাজমানতনুমধ্যাম্‌, নক্ষত্রবিদ্যামিব গণনীয়হস্তশ্রবণাম্‌, ন্যায়স্থিতিমিবোদ্যতকরম্বরূপাম্‌, বৌদ্ধসঙ্গতি-মিবালঙ্কারভূষিতাম্‌, উপনিষদমিবানন্দমেকমুদ্দ্যোতয়ন্তীম্‌, দ্বিজকুলস্থিতিমিব চারুচরণাম্‌, বিন্ধ্যগিরিশ্রিয়মিব সুনিতম্বাম্‌ তারামিব গুরুকলত্রতয়োপশোভিতাম্‌, শতকোটিযষ্টিমিব মুষ্টিগ্রাহ্যমধ্যাম্‌, প্রিয়ঙ্গুশ্যামাসখীমিব প্রিয়দর্শনাম্‌ ব্রহ্মদত্ত-মহিষীমিব সোমপ্রভাম্‌, দিগ্‌গজকরেণুকামিবানুপমাম্‌, রেবামিব নর্মদাম্‌। বেলামিব তমালপত্রপ্রসাধিতাম্‌, অশ্বতরকন্যামিব মদালসাম্‌ বাসবদত্তাং দদর্শ।

অথ তাং প্রীতিবিস্ফারিতেন চক্ষুষা পিবতঃ কন্দর্পকেতোর্জহার চেতনাং মূর্ছা। তমপি পশ্যন্তী বাসবদত্তা মুমূর্ছ। অথ মকরন্দসখীজনপ্রযত্নাল্লব্ধসংজ্ঞাবেতাবেকা-সনমলঞ্চক্রতুঃ। অথ বাসবদত্তায়াঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী সর্ববিস্রম্ভপাত্রং কলাবতী নাম সখী কন্দর্পকেতুমুবাচ। 'আর্যপুত্র! নায়ং বিস্রম্ভকথানামবসরঃ। অতো লঘুতরমেবাভিধীয়তে। ত্বৎকৃতে যাহনয়া বেদনাঽনুভূতা, সা, যদি নভঃ পত্রায়তে, সাগরো মেলানন্দায়তে, ব্রহ্মা লিপিকরায়তে, ভুজগপতির্বা কথকায়তে তদা কিমপি কথমপ্যনেকৈর্যুগসহস্রৈরভিলিখ্যতে কথ্যতে বা। ত্বয়াপি রাজ্যমুজ্‌ঝিতং; কিং বহুনা—আত্মা সংকটে সমারোপিত এব। এষাঽস্মৎস্বামিদুহিতা প্রভাতায়াং শর্বর্যাং যৌবনাতিক্রমদোষশঙ্কিনা পিত্রা হঠেন বিদ্যাধরচক্রবর্তিনো বিজয়কেতোঃ পুত্রায় পুষ্পকেতবে পাণিগ্রহণেন দাতব্যেতি নিশ্চিতা। অনয়াচার্যয়াঽস্মাভিঃ সহ সম্মন্ত্র্যালোচিতম্‌—অদ্য যদি তং জনমাদায় নাগচ্ছতি তমালিকা, তদাবশ্যমেবাগ্নয়াশ আশ্রয়িতব্য ইতি। সুকৃতবশাচ্চ মহাভাগঃ সমাগতঃ। তদত্র যৎ সাম্প্রতং তত্র-ভবানেব প্রমাণম্‌। ইত্যুক্ত্বা বিররাম।

অথ কন্দর্পকেতুর্ভীতভীত ইব, প্রণয়ানন্দামৃতসাগরলহরীভিরাপ্লুত ইব, ভুবনত্রয়-রাজ্যাভিষিক্ত ইব, বাসবদত্তয়া সহ সম্মন্ত্র্য, মকরন্দং বার্তান্বেষণায় তত্রৈব নগরে নিযুজ্য, ভুজঙ্গেনেব সদাগত্যভিমুখেন সরিৎপতিনেব শুক্তিশোভিতেন, বিন্ধ্য-বিপিনেনেব শ্রীবৎসলাঞ্ছিতেন, হংসেনেব মানসগতিনা, অরণ্যেনেব গণ্ডশোভিতেন, বনস্পতিনেব স্কন্ধশোভিতেন, বজ্রেণেবেন্দ্রায়ুধেন, মনোজবনাম্না তুরগেণ তয়া সহ নগরান্নির্জগাম।

ততঃ ক্রমেণ গব্যূতিমাত্রমধ্বানং গত্বা, নরজাঙ্গলকবলনাভিলাষমিলিতনিঃশঙ্ককঙ্ক-কুলসংকুলেন অর্ধদগ্ধচিতাচক্রাসমাসমায়মানবসাবিস্রবিকটকটতৃষ্ণাচটুলকটপূতনোত্তাল-বেতালরবভীষণেন, শূলশিখরারোপিতশঙ্কিতবর্ণকর্ণনাসিকচ্ছেদরুধিরপটলপতিত-ঝাংকারিকরকোটিকর্পরকরালকৌণপনৃত্তমুলেন, ভম্ভরালীকৌলসম্ভারভরিতভূমি-ভাগনীভৎসেন, কটাগ্নিদহ্যমানপটুচটচটরমুকরোটিটঙ্কারভৈরবরবেণ, বিবৃতোল্কামুখী-মুখজ্বলজ্জ্বলনজ্বালাজটিলেন, আস্তৃতস্তুপ্রোতকপালকলিতকচপ্রালম্বডামরডর্কিনী-

গণকৃতকুণপবিভাগকোলাহলেন, আদ্রসিরারচিতবিবাহমঙ্গলপ্রতিসরপিশাচমিথুনপ্রদক্ষিণীক্রিয়মাণচিতানলেন, শূলপাণিনেব অনেকমণ্ডলকৃতসেবেন, দণ্ডকারণ্যেনেব কবন্ধাধিষ্ঠিতেন, চক্রবর্তিনৈব অনেকনরেন্দ্রপরিবৃতেন, শ্মশানবাটেন নির্গত্য, নিমেষমাত্রাদেবানেকশতযোজনমধ্বানং গত্বা পুনরপি, প্রলয়কালবেলামিব সমুদিতার্কসমূহাম্, নাগরাজস্থিতিমিব অনন্তমূলাম্, সুধর্মামিব স্বচ্ছন্দাশ্রিতকৌশিকাম্ সৎপুরুষসেবামিব বহুশ্রীফলাঢ্যাম্, ভারতসমরভূমিমিব দূরপ্ররূঢ়াজুর্নাম্, পুলোমকুলস্থিতিমিব সহস্রনেত্রোচিতেন্দ্রাণীম্, শূলপালচিত্তবৃত্তিমিব ফলিতগণিকারিকাম্, সজ্জনসম্পদমিব বিকসিতাশোকসরলপুন্নাগাম্, শিশুজনলীলামিব কৃতধাত্রীধৃতিম্, ক্বচিদ্রাঘবচিত্তবৃত্তিমিব বৈদেহীময়ীম্, ক্বচিৎ ক্ষীরসমুদ্রমথনবেলামিব উজ্জৃম্ভমাণামৃতাম্, ক্বচিন্নারায়ণশক্তিমিব স্বচ্ছন্দাপরাজিতাম্, ক্বচিদ্বাল্মীকিসরস্বতীমিব দর্শিতেক্ষাকুবংশাম্, ক্বচিল্লঙ্কামিব বহুপলাশসেবিতাম্, ক্বচিৎ কুরুসেনামিব অর্জুনশরনিকরপরিবারিতাম্, ক্বচিন্নারায়ণমূর্তিমিব বহুরূপাম্, ক্বচিদবিধবামিব সিন্দূরতিলকভূষিতাম্ প্রবালাভরণাঞ্চ, ক্বচিৎকুরুসেনামিব উলূকদ্রোণশকুনিসনাথাম্ ধার্তরাষ্ট্রাশ্রিতাং চ। অম্লানজাতিভূষিতামপি বিরুদ্ধবংশাম্, দর্শিতাভয়ামপি বিভীষণাম্, সততহিতপথ্যামপি প্রবৃদ্ধগুল্মাম্, ষট্পদব্যাকুলামপি দ্বিপদানাকুলাম্, দ্বিজকুলভূষিতামপ্যাকুলীনবংশাম্, বিন্ধ্যাটবীং প্রবিবেশ। অনন্তরং তয়োর্নিদ্রামাদায় জগাম রজনী।

ততঃ ক্রমেণ কালকৈবর্তেন তমিস্রানায়ং প্রক্ষিপ্য গগনমহাসরসি সজীবশফরনিকর ইবাপহ্রিয়মাণে তারাগণে, সন্ধ্যারক্তাংশুকে বিষমপ্ররূঢ়বিসলতাশরষণ্ডানুগতশতপত্রপুস্তকসনাথে, মকরন্দবিন্দুসন্দোহনির্ভরপানমত্তমধুকরসান্দ্রমন্দ্রমঞ্জুস্বনৈঃ স্বধর্মমিব পঠতি বিকচকমলাকরভিক্ষৌ, কৃষীবলেনেব কালেন তিমিরবীজনিকম্বেব মধুকরেষু মধুরসকর্দমিতপরাগপঙ্কেষু ঘনঘট্টমানদলপুটেষু কুমুদাকরক্ষেত্রেষূপমানেষু, রজোমুর্মুরচূর্ণসনাথমধুকরপটলধূমানুগতোদ্দণ্ডপুণ্ডরীকব্যাজাদ্ধূপমিব ভগবতে কিরণমালিনে প্রযচ্ছন্ত্যাং কমলিনীতাপস্যাম্, রজনীবধূকরদ্বয়োচ্ছলিতপতৎপ্রভাতমুসলাহতিক্ষতান্তরে উলূখল ইব চন্দ্রমণ্ডলে কণ্ডনাবকীর্ণেষু তণ্ডুলেষু ইব তারাগণেষু উন্মীলৎসু, সন্ধ্যাতাম্রমুখেন বাসরবানরেণ নভস্তরুমারোহতা শাখাভ্য ইব কম্পিতাভ্যো দিগ্ভ্যো বিকচপ্রসূননিকর ইব তারাগণে ফল ইবেন্দুমণ্ডলে চ পততি, তারাগণশালিতণ্ডুলশবলনভোঽঙ্গণং স্ফুরদরুণকিরণচূড়াচক্রচারুবদনে বাসরকৃতবাকেই চরিতুমবতরতি, মৎসঙ্গমাদতিপ্রবৃদ্ধো বারুণীসঙ্গমাদ্ দ্বিজপতিরেষ পততীতি হসন্ত্যামিবাখণ্ডলাশায়াম্, অরুণকেসরিকরাঘাতনিহতান্ধকারকরীন্দ্ররুধিরধারাভিরিব উদয়গিরিশিখরনির্ঝরধৌতধাতুধারাভিরিব অঙ্গতুরঙ্গখরখুরপাটিতপদ্মরাগপরাগচ্ছটাভিরিব, উদয়াচলকূটকোটিপ্ররূঢ়জপাকুসুমকান্তিভিরিব পূর্বগিরিকেসরিকরতলাহতমত্তমাতঙ্গোত্তমাঙ্গবিগলদসৃগ্ধারাপ্রসারণীভিরিব ত্রিভুবনকার্যসম্পাদনানুরাগরসৈরিব রক্তমণ্ডলে, তারাকুমুদবনগ্রহণায় প্রসারিতহস্ত ইব কুঙ্কুমারুণৈঃ, কিরণৈঃ, কনকদর্পণ ইব প্রাচীবিলাসিন্যাঃ, পূর্বাচলভোগীন্দ্রফণামণৌ গগনেন্দ্রনীলতরুকনককিসলয়ে, নভোনগরপ্রাগ্দ্বারকনকপূর্ণকুম্ভে তপ্তলোহকুম্ভকারে, প্রাচীকুমারীললাটতটঘটিতকুঙ্কুমতিলকবিন্দৌ, সন্ধ্যাবাললতৈককুসুমে, মঞ্জিষ্ঠারক্তপটুসূত্রপিণ্ডসদৃশে, সন্ধ্যারুণসূত্রগ্রথিতপ্রাচীবধূকাঞ্চীকাঞ্চনদীনারচক্র ইব, বাসরবিদ্যাধরসিন্ধগুলিক ইব, কুমার ইব

সংহৃততারকে, পদ্মনাভ ইবোল্লসিতপদ্মে অধ্বগ ইব ছায়াপ্রিয়ে, শত্রু ইব গোপতৌ, উদয়গিরিধাতুরাগারুণদিগ্‌গজপাদলতানুকারিণি বিভাবরীতিমিবতস্করে ভগবতি ভাস্করে উদয়মারোহতি, মাঞ্জিষ্ঠচামর ইব দিগ্‌গজেষু, মহাভারতসমরভূমিরুধিরোদ্গার ইব কুরুক্ষেত্রেষু, সুরধনুঃকান্তিবিলেপ ইব জলদচ্ছেদেষু কাষায়পট ইব শাক্যাশ্রম-শাখিশাখাসু, কৌসুম্ভরাগ ইব ধ্বজপটপল্লবেষু, ফলপাক ইব কর্কন্ধুষু, কুঙ্কুমরস ইব ব্যোমমহাসৌধাঙ্গণে, সন্ধ্যরদরুণযবনিকাপট ইব কালনর্তকস্য, বালপ্রবালভঙ্গারুণে প্রসরতি বালাতপে। ক্ষণেন চ চাটুচটুলচক্রবাকহৃদয়শোকসন্তাপহরণাদিব দহনসমর্পিত-তেজঃপ্রবেশাদিব দিননাথকান্তোপলসঙ্গাদিব উষ্মায়মানমুস্ফুরশ্মেরাশ্রয়তি রশ্মিসঞ্চয়ে, কন্দর্পকেতুঃ সর্বরাত্রজাগরণপরবশাহারশূন্যশরীরতয়া নিশ্চেতনোঽনেকযোজনশতাধ্ব-ভ্রমণখিন্নো বাসবদত্তয়াপ্যেবংবিধয়া সহ লতাগৃহে মন্দমারুতান্দোলিতকুসুমপরিমল-লুব্ধমুগ্ধপরিভ্রমদ্‌ভ্রমরঝঙ্কারমনোহরে তৎকালাগতয়া নিদ্রয়া গৃহীতো নিস্পন্দকরণ-গ্রামঃ সুষ্বাপ।

ততো বণিজীব প্রসারিতাম্বরে, মহাদাবানল ইব সকলকাষ্ঠোদ্দীপিনি, কল্পবৃক্ষ ইব সর্বাশাপ্রসাধকে, পতঙ্গমণ্ডলে মধ্যং নভঃস্থলমারূঢ়ে, কন্দর্পকেতুঃ প্রবুদ্ধঃ প্রিয়য়া বিনাকৃতং লতাগৃহমবলোক্য উত্থায় চ তত ইতো দত্তদৃষ্টিঃ, ক্ষণং বিটপিষু, ক্ষণং লতান্তরেষু, ক্ষণমধঃ কূপেষু, ক্ষণমূর্ধ্বং তরুশিখরেষু, ক্ষণং শুষ্কপর্ণরাশিষু, ক্ষণমা-কাশতলে, ক্ষণং দিক্ষু ক্ষণং বিদিক্ষু, চ ভ্রমন্ননবরতবিরহানলদহ্যমানহৃদয়ো বিললাপ। হা প্রিয়ে! বাসবদত্তে দেহি মে দর্শনম্। কৃতং পরিহাসেন অন্তর্হিতাঽসি। ত্বৎকৃতে যানি দুঃখান্যনুভূতানি তেষাং ত্বমেব প্রমাণম্। হা প্রিয়সখ মকরন্দ! পশ্য মে দৈবদুর্বিলসিতম্। কিং পূর্বং ময়া কৃতমনবদ্যাতং কর্ম। অহো দুর্বিপাকা নিয়তিঃ। অহো দুরতিক্রমা কালগতিঃ। অহো গ্রহাণামতিকটুকটাক্ষপতনম্। অহো বিসদৃশফলতা গুরুজনাশিষাম্। অহো দুঃস্বপ্নানাং দুর্নিমিত্তানাঞ্চ ফলম্। সর্বথা ন কিঞ্চিদগোচরো ভবিতব্যতানাম্। কিং ন সম্যগাগমিতা বিদ্যাঃ। কিং যথাবদনারাধিতা গুরবঃ। কিং নোপাসিতা বহ্নয়ঃ। কি নামাবিক্ষিপ্তা ভূদেবাঃ। কিং ন প্রদক্ষিণীকৃতাঃ সুরভয়ঃ। কিং ন কৃতং শরণাগতেষ্বভয়ম্' ইতি বহুবিধং বিলপন্, মরণেচ্ছুর্দীক্ষণেন কাননং নির্গত্য, নব্যনড়নলদনলিনীনিচুলপিচুলবঞ্জুলসরল-বিদুলবকুলচিরবিল্ববিল্ববহুলেন, প্রচুরবিরচিতবিবিধোটজকুটজরুদ্ধোপকণ্ঠেন, সোৎকণ্ঠভুঙ্গরাজরসিতসুন্দরসুন্দরীবনেন, বিততবেত্রব্রততিব্রাতাবরণতরুণবরুণস্কন্ধ-সম্বন্ধভুঙ্গরোলেন, গোলাঙ্গুলভগ্নমধুপটলরসাসারশীকরসিক্ততরুতলেন, প্রবৃদ্ধনারিকেল-কঙ্কোলিরাজতালীতালতমালহিন্তালপূগপুন্নাগকেসরনাগকেসরবনেন, ঘনসারমল্লিকা-কেতকীকোবিদারমন্দারজম্বূবীজপূরজম্বীরগুল্মগহনেন, পবনসংবাহিতানেকপনসবিট-পিবিটপেন, অপ্রত্যুহদাত্যূহকুহরিতভরিতনদীতটনিকুঞ্জপুঞ্জেন, পুঞ্জিতাকুণ্ঠকণ্ঠকল-কণ্ঠাধ্যাসিতসহকারপল্লবেন, চপলকুলায়কুক্কুটকুটুম্বাধ্যুষিতোৎকটানেকবিটপেন কোরকনিকুরম্বরোমাঞ্চিতকুরবকরাজিনা, রক্তাশোকপল্লবলাবণ্যাবলিপ্যমানদশদিশা, প্রবিকসিতকেসরকুসুমকেসররজোবিসরধূসরিতপরিসরেণ, পরাগপুঞ্জপিঞ্জরসিন্দুবার-মঞ্জরীরজ্যমানমধুকরমঞ্জুশিঞ্জিতজনিতজনমুদা, লবঙ্গচম্পকমধুকতমাললোধ্রকর্ণিকার-কদম্বকদম্বকেন, মদজলমেচকিতগণ্ডকাষমুচুকুন্দকাণ্ডকথ্যমাননিঃশঙ্ককরিকরটবিকট-কণ্ডূতিনা, কতিপয়দিবসপ্রসূতকুক্কুটীকুটীকৃতকুটজকোটরেণ, চটকসঞ্চার্যমাণচটুলবাচাট-

চাটৈকেরক্রিয়মাণচাটুনা, সহচরীসহচরণচঞ্চুরচকোরচুঞ্চুনা, শৈলেয়সুগন্ধিতশিলাতলসুখ-শায়িতশশশিশুরাশিনা শেফালিকাশিফাবিবরবিস্রব্ধবিবর্তমানগোধেররাশিনা, নিরাতঙ্কশঙ্কুনিকরেণ, নিরাকুলনকুলকুলকেলিনা, কলকোকিলকুলকবলিতসহকারকলিকোদ্গমেন, সহকারারামরোমন্থায়মানচমরীযূথেন, শ্রবণহারিসনীড়গিরিনিতম্বনির্ঝরনিনাদশ্রবণনিদ্রানন্দমন্থরায়মানকরিকুলকর্ণতালদুন্দুভিধ্বনিনা, সমাসন্নকিন্নরীগীতশ্রবণরমমাণরুরুবিসরেণ, কুহরিতহরিদ্রাদ্রবরজ্যমানবরাহপোতপোত্রপালিনা, গুঞ্জাকুঞ্জপুঞ্জিতগ্রাহকজাতেন, দংশদশনকুপিতকপিপোতপেটকনখকোটিপাটিতপাটলীপুটকীটসংকটেন, কুলিশশিখরখরনখরপ্রচয়প্রচণ্ডচপেটাপাটিতমত্তমাতঙ্গকুম্ভস্থলবুধিরচ্ছটাচ্ছুরিতচারুকেসরভারভাসুরকেসরিকদম্বেন, মহাসাগরকচ্ছোপান্তেন কতিপয়দূরমধ্বানং গত্বা, অতিচপলবীচিপ্রচয়প্রহতপ্রপাততন্ত্রা, তাণ্ডবোদ্দণ্ডদোর্দণ্ডখণ্ডখণ্ডপরশুবিড়ম্বনাপণ্ডিতম্, বারুণবিজয়পতাকাভিরিব, শেষকুলনির্মোকমঞ্জুমঞ্জরীভিরিব, সুধাসহচরীভিরিব, জ্যোৎস্নাসহোদরীভিরিব, শশাঙ্কমণ্ডলপরিশেষপরমাণুসন্ততিভিরিব, লক্ষ্মীলীলাতপর্ণধারাভিরিব, জলদেবতাচন্দনবিচ্ছিত্তিভিরিব, ফেনরাজিভিরুপান্তরমণীয়ম্, অপরমিব গগনতলমবনিতলমবতীর্ণম্, অচ্ছজলাদুচ্ছলচ্ছীকরনিকরেণ নভশ্চরান্ মুক্তাফলৈরিব, বিলোভয়ন্তম্, অভ্যাভ্যর্থনাগতানেকসপক্ষক্ষিতিধরভরিতকুক্ষিভাগম্, সগরসুতৈরিসরসমুৎখাতম্, বড়বামুখগতবারিজাতম্, সুরপত্যুপাত্তপারিজাতম্, অভিজাতমার্গণরত্নাকরম্, করিমকরকুলসংকুলম্, শকুলকুলকবলনাভিলাষসঞ্চরচ্চক্রচক্রম্, স্তিমিততিমিতিমিঙ্গিলকুলম্, কদলীবনপালীপালিতৈলালবলীলবঙ্গমাতুলুঙ্গগুল্মগহনম্, ঊর্মিমারুতমর্মরিততরলতরোত্তালতালীদলচকিতজলমানুষমিথুনমর্দিতানিলীনতলিনশৈবালম্, প্রবালাংকুরকোটিপাটিতমুখখিন্নশংখনখখরশিখাবিলিখিততটলেখম্, খগেশ্বরগোত্রপত্ররথপটলকাললসলিললয়্, অদ্যাপ্যনিমগ্নভ্রমন্দরমথনসংস্কারমিবাবর্তভ্রান্তিভিঃ, সাপস্মারমিব সিতফেনসঞ্চয়ৈঃ, সসুরামোদমিব বেলাবকুলপরিমলৈঃ, সরোষমিব গর্জিতৈঃ, সখেদমিব নাগনিঃশ্বাসৈঃ সভ্রূভঙ্গমিব তরঙ্গৈঃ, সালানস্তম্ভমিব রামসেতুনা, কুম্ভীনসীকুক্ষিমিব লবণোৎপত্তিস্থানম্, ব্যাকরণমিব বিততস্ত্রীনদীকৃত্যবহুলম্, রাজকুলমিব দৃশ্যমানমহাপত্রম্, হস্তিবন্ধমিব বারিগতানেকনাগমুচ্যমানশূৎকারম্, বিশ্বামিত্রপুত্রবর্গমিব অম্ভোজচারমৎস্যোপশোভিতম্, সৎপুরুষমিব গোত্রাশ্রয়ম্, সাধুমিবাচ্যুতস্থিতিরমণীয়ম্, সুনৃপমিব সজ্জনক্রমকরম্, কৃতমন্যুমিব করতোয়াপ্লুতমুখম্, বিরহিণমিব চন্দনোদর্কাসক্তম্, বিলাসিনমিব নর্মদানুগতম্, রাশিমিব সমীনকুলীরম্, শৃঙ্গারিণমিব অনেকমুক্তালংকৃতম্, উদধৃতকালকূটমপি প্রকটিতবিষবাশিম্, অতিবৃদ্ধমপি সুন্দরীপরিবৃতকণ্ঠম্, সুরোৎপত্তিস্থানমপি অসুরাধিষ্ঠিতম্, জলনিধিমপশ্যৎ।

অচিন্তয়চ্চ—অহো মে কৃতাপকারেণাপি বিধিনোপকৃতিরেব কৃতাঃ, যদয়ং লোচনগোচরতাং নীতঃ সমুদ্রঃ। তদত্র দেহমুৎসৃজ্য প্রিয়াবিরহাগ্নিং নির্বাপয়ামি। যদ্যপ্যনাতুরস্য দেহত্যাগো ন বিদিতস্তথাপি কার্যঃ। ন খলু সর্বঃ সর্বং কার্যমেব করোতি। অসারে সংসারে কেন কিং নাম ন কৃতম্। তথাহি—গুরুদারহরণং দ্বিজরাজোঽকরোৎ। পুরূরবা ব্রাহ্মণধনতৃষ্ণয়া বিননাশ। নহুষঃ পরকলত্রদোহদী ভুজঙ্গতামযাসীৎ। যযাতির্বিহিতব্রাহ্মণীপাণিগ্রহণঃ পপাত। সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীময় এবাভবৎ। সোমকস্য প্রখ্যাতা জগতি জন্তুবধনিঘৃণতা। পুরুকুৎসঃ কুৎসিত এবাভবৎ। কুবলয়াশ্বোঽহ

শ্বতরকন্যামপি জগাম। নহুষঃ কৃকলাসত্বামগমৎ। নলঃ কলিনা অভিভূতঃ। সম্বরণো মিত্রদুহিতার বিক্লবতামগাৎ। দশরথোঽপীষ্টরামোন্মাদেন মৃত্যুমবাপ। কার্তবীর্যো গোব্রাহ্মণপীড়য়া পঞ্চত্বমযাসীৎ। শন্তনুঃ রতিব্যসনাদ্বিললাপ। যুধিষ্ঠিরঃ সমরশিরসি সত্যমুৎসসর্জ। তদিত্থং নাস্ত্যেব জগত্যকলঙ্কঃ কোঽপি। তদহমপি দেহমুৎসৃজামি। ইতি বিচিন্ত্য কুররখরনখরনখরশিখরখণ্ডিতপৃথুলপৃথুরোমশঙ্কসঙ্কুলম্, সংকলিতজলনকুলোচ্চারশারম্, ক্রোষ্টুকুলোৎসৃষ্টবিকটকর্কটকর্পরপরম্পরাপরিগতপ্রান্তম্, অতিতরলজলরয়লুলিতচটুলশফরকুলকবলনকৃতমতিনিভৃতবকশকুনিনিবহধবলিতপরিসরম্, অতিচপলজলকপিকুলবিহরণলুলিতসলিলকণনিকরপরিমিলনশিশিরিততমালতলম্, অনুদিননিপতদতিতরুণবনমহিষগবলশিখরবিলিখিতবিষমতটম্, অনবরতচরদসিতমুখচরণবিহগনিবহমধুরনিনদমুখরিতম্, অহিমকরকরনিকররুচিরজলমনুজগণশয়নমুদিততটধরণীতলম্, অতিবহলমদজলশবলকরটতটকরিশতনিপতিতমধুকরনিকরবিরুতিরতিকরম্, অতিজবনপবনবিধুতজলধিজলবিঘটননিপাতিতমণিগণপরিগতপরিসরম্, জলনিধিজলগতভুজগনির্মুক্তনির্মোকপটম্, দর্পণমিব বসুন্ধরায়াঃ, স্ফটিককুট্টিমমিব বরুণস্য, কমলবনমিব সপদ্মরাগম্, বনপ্রদেশমিব সবিদ্রুমলতম্, কাতরমিব সদরম্, বিষ্ণুমিবানেকমুক্তোপেতম্, পুলিনতলমাসসাদ।

ততঃ কৃতস্নানাদিসকলকৃত্যো জলনিধিজলমবতরিতুমারেভে শরীরত্যাগায়।

অথ সানুগ্রহেষু গ্রাহেষু, নির্মৎসরেষু মৎস্যেষু, অনিচ্ছেষু কচ্ছপেষু, অক্রূরেষু নক্রেষু, অভয়ংকরেষু মকরেষু, অমারেষু শিশুমারেষু আকাশসরস্বতী সমুদচরৎ— 'আর্য কন্দর্পকেতো! পুনরপি তব প্রিয়য়া সঙ্গতির্ভবিষ্যত্যচিরেণ। তদ্বিরম মরণব্যবসায়াৎ।' ইতি। সোঽপি তদুপশ্রুত্য মরণারম্ভাদ্বিররাম। ততঃ প্রিয়াসমাগমাশয়া শরীরস্থিতিহেতুমশনং চিকীর্ষুঃ কচ্ছোপান্তবনং জগাম। অথ তত ইতঃ পরিভ্রমন্, ফলমূলাদিনা বনে বর্তয়ন্, কিয়ন্তং কালং নিনায় কন্দর্পকেতুঃ।

একদা কতিপয়মাসাপগমে কাকলীগায়ন ইব সমুন্ধনিমগ্নানদঃ, সন্ধ্যাসময় ইব নর্তিতনীলকণ্ঠঃ, কুমারময়ূর ইব সমারূঢ়শরজন্মা, মহাতপস্বীব প্রশমিতরজঃপ্রসরঃ, তাপস ইব ধৃতজলদকরকঃ, প্রলয়কাল ইব দর্শিতানেকতরণিবিভ্রমঃ, নিরুপদ্রবকাননোদ্দেশ ইব ঘনোৎসেকিতসারঙ্গঃ, রেবতীকরপল্লব ইব হলিধৃতকরঃ, লঙ্কেশ্বর ইব সমেঘনাদঃ, বিন্ধ্য ইব ঘনশ্যামঃ, যুবতিজন ইব পীনপয়োধরঃ, সমাজগাম বর্ষাসময়ঃ। বিভিন্নমেঘনীলোৎপলকানননীলে ক্রীড়াসরসীব নভসি স্মরস্য কনকরত্ননৌকেব, জলদকাললক্ষ্মীমাতঙ্গকন্যানর্তনরজ্জুরিব, নভঃসৌধতোরণরত্নমালিকেব, প্রবসতা নিদাঘেন দিবঃ পয়োধরে স্মরণায় দত্তা নখপদাবলীরিব, গগনলক্ষ্মীবন্ধুররশনামালেব, নভোমন্দারসুন্দরকলিকেব, রতিনখমার্জনরত্নশলাকেব, রত্নময়ী বিলাসযষ্টিরিব কুসুমকেতোরিন্দ্রধনুর্লতা ররাজ।

অতিতৃষ্ণাবেগপীতজলনিধিজলশংখমালাং বলাকাচ্ছলাদুদ্বমন্নিবাদৃশ্যত জলধরনিকরঃ। পীতহরিতৈঃ কৃষ্ণকেদারিকাকোষ্ঠিকাসু সমুৎপতদ্ভির্দর্দুরশিশুকৈর্জাতুষৈনয়দ্যুতৈরিব চিক্রীড় বিদ্যুতা সমং ঘনকালঃ। রবিদীপকজ্জলিতমেঘনিকষোপলে মেঘসময়স্বর্ণকারকর্ষিতস্বর্ণরেখেব তাড়িদশোভত। বিরহিণাং হৃদয়ং বিদারয়িতুং কৃতং করপত্রমিব কুসুমায়ুধস্য কেতকীপুষ্পমভাসত জলদদারুণি লোলতাড়িল্লতাকরপত্রদারিতে পবনবেগানিধুতাশ্চূর্ণনিকরা ইব জলকণা বভুঃ বিচ্ছিন্নদিগ্বধূহারমুক্তানিকরা

ইব খরপবনবেগভ্রমিতঘনঘরট্টঘট্টনসংচূর্ণিততারানিকরা ইব ত্রিভুবনবিজিগীষোর্মকরধ্বজস্য প্রস্থানলাজাঞ্জলয় ইব করকা ব্যরাজন্ত। নবশাদ্বলং সেন্দ্রগোপং মহীমহিলায়াঃ শুকাঙ্গশ্যামলং লাক্ষারসাঙ্কিতং স্তনোত্তরীয়মিবালক্ষ্যত।

মেঘকুম্ভসলিলৈঃ পৃথিবীনায়িকাং স্নপয়িত্বা প্রাবৃট্চেটিকায়াং গতায়াং স্বচ্ছমম্বরং দর্শয়ন্তী শরচ্চেটিকা সমাজগাম।

অনন্তরমখঞ্জখঞ্জরীটে, অকুণ্ঠিতক্রৌঞ্চসঞ্চারে, নির্ভরভরদ্বাজদ্বিজবাচাটবিটপিবিটপে, পটুতরপ্রভপ্রভাতে, উদ্‌ভ্রান্তশুককুলকলকলসঙ্কুলকলমকেদারে, প্রবেশিতবেশরাজহংসে, কংসারাতিদেহদ্যুতিদ্যুতলে, হংসতুলতুলিতজরজ্জলমুচি, সান্দ্রীকৃতেন্দুমহসি, গামুকজনমুদিতমধুতৃণবীরুধি, সরসসারসরসিতসারকাসারে কশেরুকন্দলুব্ধপোত্রিপোত্রোৎখাতসরস্তটভাগে, চকিতচাতকে সঞ্চরন্মৎস্যপুত্রিকাপত্রিপটলমধুরধ্বনিবিহিতমুদি, কদর্থিতকদম্বে, কম্বুদ্বিষি, প্রসূতবিসপ্রসূতে, বিরলবারিদে, তারতরতারকে, বারুণীতিলকচন্দ্রমসি, স্বাদুতরসলিলে, স্ফুরিতশফরচক্রকবলননিভৃতবকানীকে, মুকমণ্ডূকমণ্ডলে, সঙ্কোচিতকণ্ডূকিনি, কাঞ্চনচ্ছেদগৌরগোধূমশালিশালিনি, উৎক্রোদুৎক্রোশে, সুরভিসৌগন্ধিকগন্ধাধিহরিণাশ্বে, দরদলিতকুমুদামোদিনি, কৌমুদীকৃতমুদি, নির্বর্হবর্হিণি, কূজৎকোযষ্টিকে, ধৃতধৃতিধার্তরাষ্ট্রে, হৃষ্টফলমগোপিকাগীতাকর্ণনসুখিতমৃগযূথে, কথীকৃতযূথিকে, গ্লায়মানমালতীমুকুলে, বন্ধুকবান্ধবে, বিসূত্রিতসৌত্রামধনুষি, স্মেরকাশ্মীররজঃপিঞ্জরিতদশদিশি, বিকস্বরকমলে, শরৎসময়ারম্ভে বিজৃম্ভমাণে কন্দর্পকেতুরিতস্ততঃ পরিভ্রমন্ কাঞ্চিচ্ছিলাপুত্রিকাং মম প্রিয়ানুকারিণীতি করেণ পস্পর্শ। অথ সা স্পৃষ্টমাত্রৈব শিলাভাবমুৎসৃজ্য বাসবদত্তা স্বরূপং প্রপেদে। তামবলোক্য কন্দর্পকেতুরমৃতার্ণবমগ্ন ইব সুচিরমালিঙ্গ্য, প্রিয়ে বাসবদত্তে! কিমেতৎ, ইতি পপ্রচ্ছ।

সা তু দীর্ঘমুষ্ণং চ নিশ্বস্য প্রত্যুবাচ—আর্যপুত্র! অপুণ্যায়া মন্দভাগ্যায়া মম কৃতে মহাভাগো ভবান্ উৎসৃষ্টরাজ্য একাকী পরিভ্রমন্ প্রাকৃতজন ইব অবাঙ্‌মনসগোচরং দুঃখমনুবভূব। উপবাসাদিনা তৃষাতুরে ভবতি নিদ্রাপ্রাপ্তে প্রথমপ্রবুদ্ধাহহং ভবতঃ ফলমূলাদিকমাহরিষ্যামীতি বিচিন্ত্য ফলাদ্যন্বেষণায় বনে নভোমাত্রমগচ্ছম্।

অথ ক্ষণেন তরুগুল্মান্তরিতং সেনানিবেশং দৃষ্টবা 'কিময়ং মমান্বেষণায় তাতস্য ব্যূহঃ সমায়াতঃ। আহোস্বিদার্যপুত্রস্যেতি চিন্তয়ন্তীং মাং চারকথিতোদন্তো দূরাৎ কিরাতসেনাপতির্ধাবতি স্ম। ততোহন্যঃ কিরাতসেনাপতিস্তাদৃশ এব তথাভূতয়া সেনয়াহন্বিতো মৃগয়াং গতঃ' সোহপি তচ্ছ্রুত্বা ধাবতি স্ম।

অনন্তরং চিন্তিতং ময়া যদ্যহমার্যপুত্রায় কথয়ামি তদা স একাকৈর্ভিরেব হন্তব্যোহথ ন কথয়ামি তদৈভিরহং ঘাতনীয়েতি চিন্তাক্ষণ এব একামিষলুব্ধয়োরিব গৃধ্রয়োঃ তয়োর্যুদ্ধমাসীৎ। ততঃ প্রবৃত্তশরাসারদুর্দিনস্থগিতদিনকরকিরণে, রণকর্মবিশারদদ্বিরদকরদুরোৎক্ষিপ্তখড়্গধরসুরভটাশ্লিষ্যমাণবিদ্যাধরাবিভ্রমে, সমরদর্শনসঞ্চরদনেকনভশ্চরচারণরচিতচক্রবালে, চরচ্চারুভটখড়্গখণ্ডিতদ্বিপপদসমাপ্তপিশাচিকাকর্ণোলূখলাভরণে, কৌতুকাকৃষ্টজনকৃতবদননান্দীকে, কান্দিশীকভীরুণি, প্রস্কন্নক্লীবজনে, রণোদ্যতজিতকাশিনি রণস্থলে, শৃগালিকাসৃগালপ্রার্থনীয়েষ্বামিষপিণ্ডেষ্বিব, জিহ্মগদংষ্ট্রেষ্বিব, শিবরুদুর্ভগেষ্বিব, শরীরেষ্বনাস্থাং কলয়ন্তঃ, সমং দ্বিষতাং ধনুষাঞ্চ জীবাকর্ষণং যোধাশ্চক্রুঃ।

তত্র ত্যাগিন ইব দানবন্তো মার্গণসম্পাতং সহন্তঃ, সমৃদ্ধবিলাসিন ইব শৃঙ্গারোপশোভিতাঃ সহেমকক্ষ্যাশ্চ, সদারামা এব কদলীরাজিতাঃ সদ্বিজাশ্চ, নিশানিবহা ইব নক্ষত্রমালোপশোভিতাঃ, শরদ্দিবসা ইব সমুল্লসৎপদ্মা মহামৃগা বভুঃ।

উৎকল্পিতা ইব ক্ষমাং মুঞ্চন্তঃ, পয়োধর ইবাবর্তশোভিনঃ সোমর্ষশ্চ, উদ্যানোদ্দেশা ইব সমল্লিকাক্ষাঃ, কুলগৃহা ইব অভিনবভাণ্ডহারিণঃ, রত্নাকরা ইব সদেবমণয়ঃ, লেখা ইব সেন্দ্রায়ুধবৃন্ধয়, ক্ষীবা ইব পানভূষিতাস্তুরঙ্গমা বিরেজুঃ।

কর্ণাভ্যাং শ্রুতপরপরিবাদাভ্যাম্, খলোদয়সাধুবিপত্তিসাক্ষিভ্যামক্ষিভ্যাম্, অস্থানেঽপি নমতা মূর্ধ্না কীর্তয়তা চাকীর্তনীয়ান্যাস্যেন চ বিযুক্তোঽহং দিষ্ট্যেতি হর্ষাদিব ননর্ত চিরং কবন্ধঃ।

ততঃ কৃতপরিহাসেনেব চক্ষুর্বিদধতা, পরাপবাদশ্রবণভীরুণেব শ্রোত্রবৃত্তি স্থগয়তা, সোন্মাদেনেব বায়ুবেগবিক্ষিপ্তেন, পলিতংকারণেনেব সুরযোষিতাম্, অন্ধকরণেনেব যোধানাম্, তিমিরেণেব সমরপ্রদোষস্য, পতিতেনেব বিমুক্তগেহেন, মীমাংসকদর্শনেনেব তিরস্কৃতদিগম্বরদর্শনেন, সৎপুরুষেণেব বিষ্ণুপদাবলম্বিনা, কুনৃপতিনেব নক্ষত্রপথগামিনা, কলিঙ্গনেব কৃতধূম্যারুচিনা, রাজসেনেব ব্যবহিতসত্ত্বেন, অবিনীতেব সমুদ্ধতেন, অসংজনেনেব পিহিতসৎপথেন, রণজেন রজোজাতেন বিজজৃম্ভে।

অনন্তরং চ নারায়ণ ইব কশ্চিন্নরকচ্ছেদমকার্ষীৎ। কশ্চিদ্বৌদ্ধসিদ্ধান্ত ইব ক্ষপিতশ্রুতিবচনদর্শনোঽভবৎ। কশ্চিৎক্ষপণক ইব কটাবৃতবিগ্রহোঽভবৎ কশ্চিদাশাঙ্কিতোরুভঙ্গঃ সুযোধন ইব পয়সি বিবেশ। কশ্চিৎ সুরাপদ্বিজ ইব পপাত। কশ্চিৎ শরতল্পগতো ভীষ্ম ইব গতায়ুশ্চিরং শ্বসন্নাসীৎ। কশ্চিৎ কর্ণ ইব বিকৃবীকৃতসর্বাঙ্গঃ শক্তিমোক্ষমকরোৎ। কশ্চিদ্ রাঘব ইব রাবণবধমকরোৎ।

ততো বিধ্বস্তধ্বজপটং পতৎপতাকং চ্যুতচামরাপীড়ং স্খলৎখড়্গং তৎসমস্তমুভয়ং মিথো জগাম হননং সৈন্যম্।

ততশ্চ যস্যাশ্রমঃ, তেন মুনিনা পুষ্পাদিকমাদায়াগতেন যোগদৃশা প্রতিপন্নবৃত্তান্তেন 'ত্বৎকৃতে মমায়মাশ্রমো ভগ্ন' ইতি কুপিতেন 'শিলাময়ী পুত্রিকা ভব ইতি শপ্তাঽস্ম্যহম্। ততঃ ক্ষণেনৈবেয়ং বরাকী বহুদুঃখমনুভবতীত্যনুগ্রহাদার্যপুত্রকরুণয়া চ স মুনির্যাচ্যমান আর্যপুত্রহস্তস্পর্শাবধিকং শাপমকরোৎ।

ততঃ কন্দর্পকেতুঃ শ্রুতিবৃত্তান্তেন সমাগতেন মকরন্দেন তয়া বাসবদত্তয়া চ সমং স্বপুরং গত্বা ত্বরয়াভিলষিতানি সুরলোকদুর্লভানি সুখানি তাভ্যাং সহানুভবন্ কালমনেকং নিনায়।

ইতি মহাকবিসুবন্ধুবিরচিতা বাসবদত্তা সমাপ্তা

স্তোত্রাবলী

ভূমিকা

মানুষের সেই শৈশবের যুগেই স্তবস্তুতির জন্ম। প্রকৃতির যে শক্তিগুলো তার অনায়ত্ত বা ভয়প্রদ তা যেমন তার কাছে স্তবনীয়, তেমনি যা প্রয়োজনের সংসারে ব্যবহার্য তাও কৃতজ্ঞতায় বন্দনীয়। সভ্যতার পথ বেয়ে মানুষের চলার সঙ্গে সঙ্গে তার বন্দনীয় বিষয় মূর্তিরূপ পেল। নদী, গাভী, শস্য ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দেব বা দেবী নামে পূজিত বা স্তুত হতে থাকল, তাঁদের বাসগৃহও গড়ে উঠল নগরীর বুকে ; নগরী নিজেও দেবী হয়ে উঠল। মিশর-মেসোপটেমিয়ার ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেবে। ৬০০০ বছর আগে এই দুই দেশে স্তুতিকাব্য রচিত হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতার লিপিরহস্য এখনও অনাবিষ্কৃত থাকার দরুন স্তুতিকাব্য এ সভ্যতায় ছিল কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবে দেব-দেবীর অসংখ্য মূর্তি যেখানে পূজিত হত সেখানে বাঙ্‌ময় স্তব ছিল না এমন নাও হতে পারে। প্রাচীন ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যেরা যে সুবিশাল কাব্য রচনা করেছিলেন তা মূলত স্তুতিমূলক। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিই সেখানে দেব-দেবী। বৈদিক অগ্নি, সূর্য, সবিতা, পূষা, মাতরিশ্বা, ইন্দ্র, বরুণ, উষা বা সরস্বতী প্রমুখ দেব-দেবীরা যে নৈসর্গিক প্রতিমূর্তি তা সহজেই বোঝা যায়। পিতৃতন্ত্র বা মাতৃতন্ত্র সমাজব্যবস্থাভেদে দেব বা দেবী প্রাধান্য পায় নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব তা প্রতিপন্ন করেছে। সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় দেব-দেবী অনেক ক্ষেত্রেই সংপৃক্ত হয়ে আছেন। যম-যমীর উপাখ্যান আদম-ইভের কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্যৌষ্পিতার (গ্রীক Zeus Pater) সঙ্গে পৃথিবীমাতার স্তুতিও লক্ষিত হয়। তারা উভয়ে দ্যাবাপৃথিবীরূপেও অভিহিত। এঁরাই বিশ্বের পিতামাতারূপে কল্পিত। পৌরাণিক যুগে নূতন দেবতারা এলেও বৈদিক দেবতাকল্পনার ছায়া তাঁদের মধ্যে আছে। এখানেও দেবীরা স্বতন্ত্রা নন, তাঁরাও কোনো-না-কোনো দেবের পত্নীরূপে কল্পিতা। বেদোপনিষদের পরে স্তোত্রসাহিত্যের উৎস রামায়ণ মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও তৎসংখ্যক উপপুরাণ, মহাকাব্য ও তন্ত্রাদি বিভিন্ন ধর্মীয় বা দার্শনিক গ্রন্থ। গীতা ও চণ্ডীর অংশবিশেষ উৎকৃষ্ট স্তোত্রসাহিত্য। এই দুটি গ্রন্থই অবশ্য মূলতঃ পুরাণ ও মহাভারতের অংশবিশেষ (মহাভারতও পুরাণ—ভারতপুরাণ)।

ভক্তিমূলক শতকগ্রন্থগুলো আসলে স্তোত্রগুচ্ছ বা স্তোত্রমালা। বাণভট্টের চণ্ডীশতক ও ময়ূরভট্টের সূর্যশতক স্তোত্রসাহিত্যের অনুপম নিদর্শন। কুলশেখরের মুক্তানন্দমালা, উৎপলদেবের স্তোত্রাবলী, আনন্দবর্ধনের দেবীশতক, রত্নাকরের শিব-পার্বতীলীলাবিষয়ক বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা, কল্হনের অর্ধনারীশ্বরস্তোত্র এক সময়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। এগুলো সবই সম্ভবতঃ দশম শতকের পূর্ববর্তী। ভক্তিরসের সঙ্গে শৃঙ্গাররসের মিশ্রণে সংস্কৃত-সাহিত্যের যে বিশেষ একটি ধারা প্রবাহিত হয়েছিল এগুলোতেও তার কিছুটা পরিচয় মেলে। আর একটি ধারা দর্শনচিন্তাপ্রসূত অধ্যাত্মচেতনায় স্বাক্ষরিত।

বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে যে মন্ত্র তথা স্তোত্রসাহিত্যের সূত্রপাত, পরবর্তীকালে ভারতীয় সব ধর্মসাহিত্যের ক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। তার উদাহরণ আচার্য শংকর ও অন্য বৈদান্তিক সন্ন্যাসীদের রচিত বিশালসংখ্যক বৈদান্তিক স্তোত্র, জৈন বৌদ্ধ মহাযানমন্ত্র, দক্ষিণভারতীয় বৈষ্ণব ও শৈবগাথা, বাংলাদেশের তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব স্তবস্তুতি। এর সঙ্গে আছে মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত স্তবস্তুতি।

সংস্কৃতভাষায় রচিত বৈদান্তিক স্তোত্রের সংখ্যা কম নয়। সেগুলির মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক স্তোত্র আচার্য শংকরের নামে প্রচলিত হলেও, সেবিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। আবার এমনও বলা যায় না যে অদ্বৈতবেদান্তী বলে তিনি কোনো বৈদান্তিক স্তোত্রেরই রচয়িতা নন। কারণ অদ্বৈতবাদে কোনো বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। শংকরের রচিত এই বৈদান্তিক স্তোত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত শিবাপরাধক্ষমাপন, দ্বাদশ-পঞ্জরিকা, যা মোহমুদ্গর নামে প্রচলিত, চর্পটপঞ্জরিকা, ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে রচিত দশশ্লোকী, আত্মষট্‌ক (নির্বাণষট্‌ক), হস্তামলক, বেদসারশিবস্তুতি; এবং শিখরিণী ছন্দে রচিত আনন্দলহরী। শুধুমাত্র ভাবগভীরতার জন্যেই নয়, ছন্দযতির-মাধুর্যের জন্যেও আচার্য শংকররচিত স্তোত্রগুলি (অথবা তাঁর নামে প্রচলিত স্তোত্রগুলি) সমগ্র ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত এবং স্তোত্র-সাহিত্যের অমূল্য রত্নস্বরূপ।

লীলাশুক রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতম্' গ্রন্থটি ভক্তিকাব্য হিসাবে সংস্কৃত সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই গ্রন্থের দুটি পাঠ পাওয়া যায়—দক্ষিণ ও পশ্চিমের পাঠ-দুটিতে তিনটি করে আশ্বাস, এবং প্রত্যেকটিতে একশ'র বেশি শ্লোক পাওয়া যায়; অথচ বঙ্গীয় সংস্করণে মাত্র একটি আশ্বাস (সম্ভবতঃ অন্য দুটি পাঠের প্রথম আশ্বাসটি) এবং মোট একশ বারোটি শ্লোক। প্রথম আশ্বাসের শেষের দিকের একটি শ্লোকে কবি তাঁর পিতামাতার পরিচয় দিয়েছেন। পিতা দামোদর, মাতা নীবী, গুরু ঈশানদেব [সম্ভবতঃ শিক্ষাগুরু]; প্রারম্ভ শ্লোকে সোমগিরি নামের উল্লেখ আছে, তিনি তাঁর ধর্মগুরু। কবি নিজেকে এই গ্রন্থে শুধুমাত্র লীলাশুক নামে উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁর প্রকৃত নাম বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণলীলাশুক বলে প্রচলিত। কবির সময় বা ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। দক্ষিণ ভারতে অনেকেই অবশ্য নানা কিংবদন্তীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে কবিকে তাঁদের দেশের বলে মনে করেন। প্রচলিত কিছু কিংবদন্তীর ভিত্তিতে কবির আবির্ভাবকাল নবম থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে বলে নির্দেশ করা যেতে পারে।

'কৃষ্ণকর্ণামৃত' বস্তুতঃ একটি ভক্তিমূলক গীতিকাব্য, যেখানে কৃষ্ণই ভক্তের আরাধ্য,—স্তবস্তুতির বিষয়। এই স্তোত্রমালা কৃষ্ণের জীবনগাথা অথবা লীলাবিষয়ক কাব্য নয়, কিন্তু এতে আছে প্রেমপূর্ণ ভাষা ও কল্পনায় রচিত জীবনদেবতার প্রতি আবেগময় স্তবস্তুতি, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। যে বালকিশোর নিজেই গোপীদের দর্শন দিয়ে ধন্য করেছিলেন, তিনি এই ভক্ত কবির সতৃষ্ণ দর্শন অভিলাষ কবে পূর্ণ করবেন—এই আকুলতা কাব্যটিকে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ করে তুলেছে। বালকিশোরের যে নয়নমনোহর রূপ-লাবণ্যের ছবি কবি এঁকেছেন, তা পড়তে পড়তে ভক্তপাঠক যেন স্বচক্ষে দেখতে পান সেই অপূর্ব মূর্তিখানি।

পুষ্পদন্ত বিরচিত শিবমহিম্নঃস্তোত্র, অন্যান্য দেবতার স্তুতিকারী মহিম্নঃস্তোত্র-গুলির উত্তরসূরী, কালের বিচারে এটি অতি প্রাচীন। কারণ রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য় এবং কাশ্মীরী আলংকারিক জয়ন্তভট্টের 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থে এই স্তোত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে অনুমান করা যায় যে, দশম শতাব্দীর পর এটি রচিত হয় নি। পরবর্তীকালে এই স্তোত্রটির উপর অনেক টীকা রচিত হয়েছে দেখে বলা যায় যে চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে এটি অন্যগুলির থেকে অনেক বেশি দার্শনিক।

আমরা উপনিষদের কিছু স্তোত্রের পর বিভিন্ন উৎস থেকে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত যে-সব স্তোত্র সংকলন করেছি তাতে প্রার্থনা বা আত্মনিবেদনের সুর ধ্বনিত। সংকলনের উৎস গ্রন্থ প্রধানতঃ, বৃহৎস্তোত্ররত্নাকর (সংস্কৃত সংস্থান, বেরেলী), স্তোত্র-রত্নাবলী, (গীতাপ্রেস, গোরখপুর), ও স্তবকুসুমাঞ্জলি (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা),। অনেক স্তোত্রের নাম নেই, সেগুলো যাজ্ঞবল্ক্য, বাল্মীকি, ব্যাস, উপমন্যু, দুর্বাসা এবং কালিদাসের নামে চলে।

আমাদের জীবনের সঙ্গে এই সব স্তোত্র ওতপ্রোত। সূর্যের দিকে তাকালেই জবা-কুসুমসংকাশং স্তোত্রটি আবৃত্তি না করতে পারলে যেন সূর্যদর্শন সার্থক হয় না। তেমনি গঙ্গাস্নানে 'দেবি সুরেশ্বরী' স্তব অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে এসে এক অপূর্ব অনুভূতিতে অভিস্নাত করে আমাদের।

মর্ত্য অমর্ত্যের দিকে চেয়ে আছে অমর্ত্যের করুণাভিখারী হয়ে, আমাদের স্তোত্র বা স্তব এই আকুতিরই প্রতিফলন। আমাদের দর্শনচিন্তা এই সব স্তবস্তুতিকে প্রভাবিত করেছে। একটা সমন্বয়ের সুরও লক্ষ্য করা যায়, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব অথবা বৈদান্তিক বা সাংখ্যযোগী সবাই মিলে যেন সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। যেখানে তমিস্রহা সূর্য কর্তা হর্তা ও ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর, পার্বতী-পুত্র গণেশ বিশ্বগ ও বিশ্বগোপ্তা, গঙ্গা ভুবনেশ্বরী, সরস্বতী বিশ্বরূপা।

—ত্বমেব মাতা, পিতা ত্বমেব।

ব্রততি মুখোপাধ্যায়

স্তোত্রাবলী

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তিবচন (তৈত্তিরীয়-২।১)

ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে (গুরু ও শিষ্যকে) সমানভাবে রক্ষা করুন ; উভয়কে সমানভাবে বিদ্যাফল ভোগ করান (দান করুন) ; আমরা যেন বিদ্যালাভের উপযুক্ত সামর্থ্য সমানভাবে লাভ করি ; আমাদের উভয়ের লব্ধ বিদ্যা তেজোময় হোক ; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। শান্তি, শান্তি, শান্তি।

অথর্ববেদীয় শান্তিবচন

হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণে কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করতে সমর্থ হই ; হে যজনীয় দেবগণ, আমরা যেন চক্ষে সুন্দর (কল্যাণকর) বস্তু দর্শন করতে সমর্থ হই ; আমরা যেন দৃঢ়-অঙ্গবিশিষ্ট হয়ে তোমাদের স্তুতিগান করে দেবকর্মে নিয়োজিত জীবনকাল লাভ করি। ১

বৃদ্ধশ্রবা (প্রভূত স্তুতিভাজন) ইন্দ্র আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ; সর্বজ্ঞ পূষা আমাদের মঙ্গল করুন ; অহিংসিত (হিংসানিবারক) তার্ক্ষ্য (গরুড়) আমাদের মঙ্গল করুন, বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল করুন। শান্তি, শান্তি, শান্তি। ২

শুক্লযজুর্বেদীয় স্বস্তিবচন

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গরূপে অবস্থিত সেই প্রকাশ স্বরূপ আদিত্যান্তর্বর্তী পুরুষের (ব্রহ্মের) সকলের প্রার্থনীয় (বরণীয়) জ্যোতিকে আমরা ধ্যান করি ; তিনি যেন আমাদের বুদ্ধিকে (যথার্থভাবে) পরিচালনা করেন। ১

ব্রহ্ম কীরূপ পালনশক্তির (অথবা, প্রীতিসম্পাদন শক্তির) দ্বারা আমাদের নিকট অনুভবের যোগ্য হবেন ? কোন্ সচেষ্ট কর্মে সর্বদা কল্যাণবিধায়ক সহায় হবেন ? ২

স্বর্গলোকে যে শান্তি, অন্তরিক্ষে যে শান্তি, পৃথিবীতে যে শান্তি, জলে যে শান্তি, ওষধিসমূহে যে শান্তি, বনস্পতিসমূহে যে শান্তি, সকল দেবতারযে শান্তি, ব্রহ্মে যে শান্তি, সমগ্র জগতে যে শান্তি, শান্তিস্বরূপ যে শান্তি, সেই শান্তি আমার হোক (আমি যেন সেই শান্তি লাভ করি)। ৩

জরাজীর্ণ হলেও আমাকে এমন দৃঢ় করো যাতে সকল প্রাণী যেন আমাকে মিত্র-দৃষ্টিতে দর্শন করে (বন্ধুর চোখে দেখে), আমিও যেন সকল প্রাণীকে বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখি, আমরা যেন পরস্পরকে বন্ধুভবে দর্শন করি (গ্রহণ করি)। ৪

বীর্যপ্রার্থনা (বাজসনেয় সংহিতা-১৯।৯)

তুমি তেজঃস্বরূপ, (সুতরাং) আমার মধ্যে তেজ বিধান করো (আমাকে তেজস্বী করো) ; তুমি বীর্যস্বরূপ (সুতরাং) আমাকে বীর্যবান কর ; তুমি শক্তিস্বরূপ (কল), আমাকে শক্তিমান করো ; তুমি ওজঃস্বরূপ, আমাকে ওজস্বী করো ; তুমি কোপস্বরূপ, আমাকে ক্রোধী (অন্যায়ের প্রতিবাদকারী) করো ; তুমি সহনশক্তিস্বরূপ, আমাকে সহনশীল কর।

বিশ্বদেবসূক্ত (ঋগ্বেদ-১।৮৯।১-২)

আমাদের নিকট কল্যাণময়, উপদ্রবহীন, শত্রুবিনাশক মহাযজ্ঞসমূহ (অগ্নিষ্টোমাদি) সকল দিক থেকে আগমন করুক, যেমন রক্ষণীয়কে পরিত্যাগ না করে প্রতিদিন রক্ষাকারী দেবতারাও সর্বদা আমাদের মঙ্গল বিধান করেন। ১

সরল পথানুসারী দেবতাদের আমাদের প্রতি কল্যাণবিধায়িনী বুদ্ধি হোক; দেবতাদের দান আমাদের প্রতি নিরন্তর বর্তমান হোক (প্রস্তুত, বর্ধিত); আমরা যেন দেবতাদের সখ্য লাভ করি। দেবতারা আমাদের দীর্ঘজীবন লাভের জন্যে আয়ু বৃদ্ধি করুন। ২

মধুমতীসূক্ত (ঋগ্বেদ-১।৯০।৬-৯)

বায়ু (যজমানের নিমিত্ত, অথবা পরব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তির প্রতি) মধুর হোক (মধু বর্ষণ করে), নদীসমূহ মধুময় রস ক্ষরণ করুক, ওষধিসমূহ আমাদের নিকট মাধুর্য যুক্ত হোক। ১

রাত্রি ও দিনগুলি মধুময় হোক, মর্ত্য-লোক মধুময় হোক। পালয়িতা দ্যুলোক আমাদের নিকট মধুময় হোক। ২

বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হোক (বনদেবতা আমাদের সুমিষ্ট ফল দান করুন), সূর্যও মধুর হোক, ধেনুগুলিও মধুর (সুখপ্রদ) হোক। ৩

মিত্র আমাদের সুখস্বরূপ হোন, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিস্তীর্ণ পাদ-বিন্যাসকারী বিষ্ণুও আমাদের প্রতি সুখকর হোন। ৪

সংজ্ঞানসূক্ত (ঋগ্বেদ-১০।১৯১।২-৪)

তোমরা সংযুক্ত হও, একত্রে বলো (স্তব উচ্চারণ করো), তোমাদের মন সমানভাবে অর্থ গ্রহণ করুক, যেমন প্রাচীন দেবতারা একমত (সমচিত্ত) হয়ে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছিলেন। ১

এঁদের স্তুতি সমান (একরূপ), প্রাপ্তি সমান, মন সমান, চিত্ত একই বিষয়ে সমান হোক, (আমিও) তোমাদের সমান মন্ত্রে (একই মন্ত্রে) মন্ত্রিত করছি (ঐক্য বিধানের জন্যে সংস্কার করছি), তোমাদের সকলের জন্যে সমানভাবে ঘৃতাদি দ্বারা হোম করছি। ২

তোমাদের সংকল্প (অভিপ্রায়) এক হোক, তোমাদের হৃদয় সমান এবং অন্তঃকরণও সমান হোক, যাতে তোমাদের পূর্ণ ঐক্য হয় তাই হোক। ৩

ব্রহ্মস্তোত্রম্

হে সৎস্বরূপ, সকল জগতের আশ্রয়স্বরূপ তোমাকে প্রণাম; হে চিৎস্বরূপ, বিশ্বরূপাত্মক, তোমায় প্রণাম; হে অদ্বৈত-তত্ত্বস্বরূপ, হে মুক্তিদায়ী, তোমায় প্রণাম; সর্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রণাম। ১

তুমিই একমাত্র আশ্রয়, তুমিই একমাত্র বরণীয়, তুমিই জগতের একমাত্র কারণস্বরূপ, বিশ্বরূপ, তুমিই জগতের স্রষ্টা, পালয়িতা ও বিনাশকর্তা। তুমিই শ্রেষ্ঠ, নিষ্কল (নিরংশ) নির্বিকল্পস্বরূপ। ২

তুমি সকল ভয়ের ভয়, সকল ভীষণের ভীষণ; প্রাণীদের একমাত্র গতি (গন্তব্য,

লক্ষ্য), পরিত্রাতাদেরও পরিত্রাতা, অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠাতৃগণের বিধাতা, শ্রেষ্ঠদেরও শ্রেষ্ঠতম, রক্ষকদেরও রক্ষক। ৩

হে পরমেশ্বর, হে প্রভু, বিশ্বরূপ, অবিনাশী, সকল ইন্দ্রিয়ের অলভ্য,সত্যস্বরূপ, অচিন্তনীয়, অক্ষরস্বরূপ সর্বব্যাপী, অব্যক্ততত্ত্ব (যাঁর স্বরূপ অপ্রকাশিত), জগৎ-প্রকাশক, জগতের অধীশ্বর, তুমিই সকল অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করো। ৪

সেই একস্বরূপকে (এক, অদ্বিতীয়কে) আমরা স্মরণ করি, সেই একের আরাধনা করি, সেই এক জগতের সাক্ষিস্বরূপকে প্রণাম করি। সৎস্বরূপ, এক, আশ্রয়স্বরূপ, নিরালম্ব, পরমেশ্বর, ভবসাগরের তরণী ও শরণদাতার আশ্রয় গ্রহণ করি। ৫

ব্রহ্ম পরমাত্মবিষয়ক এই পঞ্চরত্নরূপ স্তোত্র যে সযত্নে পাঠ করে, সে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে। ৬

নারায়ণস্তোত্রম্

করুণাসিন্ধু, সমুদ্রের মতো সুগভীর—হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি! তোমার জয় হোক। ১

ঘনমেঘবর্ণ, কলিযুগে কৃত সর্বপাপনাশী হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ হে নারারণ, হে গোপাল, হে হরি! তোমার জয় হোক। ২

তুমি যমুনার তীরে বিহার কর, কৌস্তুভ-মণির হার [কণ্ঠে] ধারণ কর। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি! তোমার জয় হোক। ৩

তোমার পরিধানে পীতাম্বর, তুমি দেবতাদের কল্যাণ বিধান কর। হে নারায়ণ, হে নারারণ, হে গোবিন্দ, হে হরি! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি! তোমার জয় হোক। ৪

তুমি মনোহর গুঞ্জাতৃণের ভূষণ [অঙ্গে] ধারণ কর, মায়া-মানবের রূপ ধারণ কর, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি! তোমার জয় হোক। ৫

তুমি শ্রীরাধিকার অধর-মধু-পিয়াসী, চন্দ্রবংশের তিলকস্বরূপ, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি! তোমার জয় হোক। ৬

তুমি বাঁশির সুরে [সকলের] চিত্ত বিনোদন কর, সমস্ত বেদাদিশাস্ত্র তোমার স্তুতি করে, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি! তোমার জয় হোক। ৭

ময়ূরপুচ্ছ তোমার কিরীট, ফণি-মস্তকে তুমি ক্রীড়া কর, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি! তোমার জয় হোক। হে নারারণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি! তোমার জয় হোক। ৮

পদ্মের ভূষণ (সাজ) [তোমার অঙ্গের] আভরণ, তুমি রাধা, রুক্মিণীর [প্রভৃতির] স্বামী, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি! তোমার জয় হোক। ৯

পদ্মের পাপড়ির মতো তোমার নয়ন, তুমি জগতের সৃষ্টিকর্তা, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি ! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি ! তোমার জয় হোক। ১০

পাপরাত্রি বিনাশ কর, হে করুণাসিন্ধু, আমাকে উদ্ধার কর, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি ! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি ! তোমার জয় হোক। ১১

তুমি অঘ ও বক প্রভৃতি অসুর বিনাশকারী, হে কংসশত্রু, হে কৃষ্ণ, হে মুরারি ! হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ১২

সোনার মতো পীত বসনধারী, হে মাধব, আমায় অভয় দাও। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি ! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি ! তোমার জয় হোক। ১৩

তুমি রাজা দশরথের পুত্র, দৈত্য-দানবের অহংকার-বিনাশকারী, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি ! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি ! তোমার জয় হোক। ১৪

গোবর্ধনপর্বতে লীলাময়, গোপীদের চিত্তহরণকারী, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি ! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি ! তোমার জয় হোক। ১৫

তুমি সরযূনদীতীরে বিহার কর, মনস্বী ঋষিদের আরাধ্য হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি ! তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি ! তোমার জয় হোক। ১৬

বিশ্বামিত্রের যোগ্যতারক্ষাকারী বিচিত্রচরিত্রধারী হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি ! তোমার জয় হোক। ১৭

পতাকা, বজ্র ও অঙ্কুশ নিয়ে তুমি পৃথিবীপতির সঙ্গে লীলারঙ্গে মত্ত, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ১৮

হে জানকীর প্রতিপালক, তোমার সংসার-লীলার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি তোমার জয় হোক। ১৯

রাজা দশরথের সত্যবাক্য পালন করতে তুমি দণ্ডকবনে বিচরণ করেছিলে। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে, নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ২০

হে মুষ্টিক ও চাণূর দৈত্যের বিনাশকারী, তুমি মুনিদের আরাধ্য দেবতা, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ২১

বালীকে শৌর্যে পরাজিত করে তুমি সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলে, হে নারায়ণ,

হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ২২

হে বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণ! হে বিষ্ণু! আমায় রক্ষা করো, রক্ষা করো। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ২৩

হে সমুদ্রবন্ধনকারী, রাবণ-বিনাশী, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল হে হরি, তোমার জয় হোক। ২৪

হে তালবনবিদলনকারী, নানাবিধ রূপে সুনিপুণ রূপকার, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ২৫

হে গৌতম-পত্নীর পূজ্য দেবতা, তুমি কৃপাদৃষ্টিতে সবাইকে দেখ, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ২৬

হে সীতার উদ্ধারকর্তা, সাকেতপুরে নিবাসী, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ২৭

পর্বতধারণরূপ অদ্ভুতকর্মকারী, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে তৎপর, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ২৮

বেদে তোমার স্তুতিগান করা হয়, রাক্ষসপুত্র [প্রহ্লাদের]-উদ্ধারকর্তা, হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক। হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি তোমার জয় হোক। ২৯

হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে হরি, তোমার জয় হোক; হে নারায়ণ, হে নারায়ণ, হে গোপাল, হে হরি, তোমার জয় হোক। ৩০

শ্রীমৎশংকরাচার্যবিরচিত নারায়ণস্তোত্র সম্পূর্ণ।

॥ শিবাষ্টকম্ ॥

যিনি সকলের প্রভু ও ঈশ্বর, যাঁর আর ঈশ্বর নেই, যিনি অশেষ গুণবান হয়েও নির্গুণ নাগরাজ বাসুকির বিষ যাঁর কণ্ঠের ভূষণস্বরূপ, যিনি যুদ্ধে দুর্জয় দৈত্যপুরী জয় করেছেন, সেই সকলমঙ্গলের কল্পবৃক্ষস্বরূপ শিবকে প্রণাম জানাই।

হিমালয়-কন্যা পার্বতী যাঁর বাম অঙ্গে বিরাজ করেন, যাঁর দেহকান্তিতে কোটি উজ্জ্বল চন্দ্রের সৌন্দর্যও ম্লান হয়, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যাঁর চরণদ্বয় শিরে ধারণ করেন, সেই সকলমঙ্গলের কল্পবৃক্ষস্বরূপ শিবকে প্রণাম জানাই। ২

চন্দ্র যাঁর সুন্দর মুকুটে শোভা পায়, যাঁর কটিদেশে সুন্দর চর্মবসন লম্বমান, সুরনদী গঙ্গা যাঁর জটাজাল পবিত্র করেছেন, সেই সকলমঙ্গলের কল্পবৃক্ষস্বরূপ শিবকে প্রণাম জানাই। ৩

যাঁর সুন্দর মুখ ত্রিনয়নে ভূষিত, যাঁর মুখপদ্মের সৌন্দর্যে কোটি চন্দ্র পরাজিত, যাঁর কপালদেশ চন্দ্রকলায় শোভিত, সেই সকল মঙ্গলের কল্পবৃক্ষস্বরূপ শিবকে প্রণাম জানাই। ৪

যিনি ধর্মরাজের আশ্রয়স্থল ও আদিগুরু, যিনি গরল পান করেছিলেন, যিনি যুদ্ধে (গজরাজকে নিহত করে) গজদন্ত ধারণ করেছিলেন, যিনি প্রমথদের প্রভু, যিনি ভক্তের মনোরঞ্জন করেন, সেই সকলমঙ্গলের কল্পবৃক্ষস্বরূপ শিবকে প্রণাম জানাই। ৫

যিনি কামদেবরূপ মত্তহস্তীকে বিনাশ করেন, যিনি হস্তিচর্ম পরিধান করেন, যিনি গজরাজকে জ্ঞান উপদেশ করেন, যিনি হস্তে বর-শর-শূল ও বিষাণ ধারণ করেন, সেই মঙ্গলের কল্পবৃক্ষস্বরূপ শিবকে প্রণাম জানাই। ৬

যিনি জগতের স্রষ্টা, পালক ও ধ্বংসকারী, যাঁর পাদপদ্ম দেবরাজের মুকুটস্থিত মণি দ্বারা রঞ্জিত, যিনি ভক্ত ও সজ্জনের একমাত্র আশ্রয় (গতি) সেই সকল মঙ্গলের কল্পবৃক্ষস্বরূপ শিবকে প্রণাম জানাই। ৭

হে বিভু, হে বিশ্বনাথ, হে শম্ভু; এই অনাথ, নিরাশ্রয়, দীনাতিদীনকে জন্মান্তরের দুঃখ থেকে রক্ষা করো। ভক্তের সকল দুঃখ বিনাশকারী, সকল মঙ্গলের কল্পবৃক্ষস্বরূপ শিবকে প্রণাম জানাই। ৮

॥ শিবমহিম্নঃস্তোত্রম্ ॥

হে শিব, তোমার অপার মহিমা যারা জানে না, তাদের স্তব-স্তুতি যদি তোমার অযোগ্য হয়, তাহলে ব্রহ্মাদি দেবতাদের কত স্তবস্তুতিও ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু নিজ বুদ্ধির (ভক্তির) সামর্থ্য অনুসারে স্তব করে যদি সকলে অনিন্দনীয় হয়, তাহলে তোমার স্তববিষয়ে আমার (এই ক্ষুদ্র) প্রচেষ্টাও নিন্দার যোগ্য নয়। ১

তোমার মহিমা বাক্য ও মনের গম্য বিষয়ের অতীত, যে মহিমাকে বেদও সভয়ে তদ্ভিন্ন (ব্রহ্মভিন্ন) বস্তুর নিষেধপূর্বক নির্দেশ করে (নেতি-নেতি রূপে) সেই (অনির্বচনীয়) মহিমার স্তুতি কে করতে পারে? কে-ই বা তোমার (অনন্ত) গুণরাশি নির্ধারণ করবে, সেটা কারই বা জ্ঞানের বিষয় হবে? কিন্তু তোমার (পঞ্চমুখবিশিষ্ট) সাকার রূপের প্রতি কার না মন বাক্য (স্তুতিবাক্য ধাবিত হয়! ২

হে ব্রহ্মন্, মাধুর্যপূর্ণ অমৃতময় বেদবাক্যের রচয়িতা তোমার কাছে দেবগুরু বৃহস্পতির বাণীও কি বিস্ময়কর হতে পারে? কিন্তু হে ত্রিপুর-বিনাশকারী! তোমার গুণগানরূপ পুণ্যে নিজের এই বাক্যরাশি পবিত্র করব একথা ভেবেই এই মহিমা কীর্তনে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়েছে। ৩

হে বরদাতা! (সত্ত্বাদি-) গুণের দ্বারা ত্রিধা বিভক্ত দেহে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর) ব্যাপ্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ে নিযুক্ত তোমার বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরভাব নিরসনের জন্যে এ জগতে কোনো কোনো মূর্খ ব্যক্তি সেই ঐশ্বর্যবিষয়ে অসাধুব্যক্তির কাছে মনোরম কিন্তু বস্তুতঃ অসুন্দর কুতর্কের অবতারণা করে। ৪

সেই বিধাতা (সৃষ্টিকর্তা) তাহলে কীরকম চেষ্টায়, কোন্ শরীর ধারণ করে কী উপায়ে, কোন্ আধারে, কী কী উপাদানে ত্রিভুবন (বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) সৃষ্টি করেন? মূর্খের এই কুতর্ক তর্কের অতীত ঐশ্বর্যবান তোমার বিষয়ে ধারণা করতে পারে

না। কুতর্ক মোহ সৃষ্টি করার জন্যে জগতের কোনো কোনো মূর্খকে মুখর করে তোলে। ৫

সাবয়ব হয়েও এই দৃশ্যমান জগৎ কি উৎপত্তিশূন্য হতে পারে? [অবয়ব যুক্ত বস্তু মাত্রেরই উৎপত্তি ও বিনাশ প্রসিদ্ধ] জগতের উৎপত্তি কি জগৎকর্তার অপেক্ষা না করেই হতে পারে? [কারণ ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব] ঈশ্বর ভিন্ন অন্যে যদি জগৎ সৃষ্টি করে, তবে জগৎসৃষ্টির আরম্ভ (প্রথম প্রচেষ্টা) কী করে হতে পারে? হে পরমেশ্বর! যেহেতু এই লোকেরা মন্দবুদ্ধি (মূর্খ) সেহেতু তোমার বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়। ৬

তিনটি বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত (শৈব) বৈষ্ণব এইভাবে বিভক্ত দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে 'এ শ্রেষ্ঠ, ও মঙ্গলকর' এইরকম রুচিবৈচিত্র্য থাকায় সহজ-বাঁকা নানা পথ অনুসরণ করলেও, সমুদ্রই যেমন [ভিন্ন ভিন্ন] নদীর একমাত্র গন্তব্য, তেমনি তুমি সকলের একমাত্র গতি (আরাধ্য)। ৭

হে বরদাতা মহাবৃষভ, নরকপালযুক্ত! কুঠার, চর্ম, খট্বাঙ্গ, ভস্ম, নরমুণ্ড—এইগুলি মাত্র তোমার উপকরণ। কিন্তু তোমার কৃপায় (দৃষ্টিতে) দেবতারা নিজ নিজ সুখসমৃদ্ধি লাভ করেন, [অথচ তুমি নিজে নিঃস্পৃহ] কারণ যিনি স্বস্বরূপ-চিন্তায় নিমগ্ন, ভোগ্যবিষয়রূপ মরীচিকা তাঁকে বিভ্রান্ত করে না। ৮

কেউ বলেন সমস্ত জগৎ নিত্য, আবার কেউ বলেন সবই মিথ্যা, অন্যেরা জগতের পৃথক্ পৃথক্ বিষয় সম্বন্ধে আংশিক নিত্যত্ব ও আংশিক অনিত্যত্বের কথা বলেন, হে পুরমথন, আমি তাঁদের সকলের এই সব কথায় বিস্মিত হলেও তোমার স্তুতি করে লজ্জাবোধ করছি না, কারণ মুখরতার জন্যেই এই ধৃষ্টতা। ৯

হে গিরিশ। [জ্যোতির্ময় লিঙ্গরূপ] তেজোময়মূর্তি তোমার [অনন্ত] ঐশ্বর্য যত্নে পরিমাপ করতে গিয়ে ব্রহ্মা ঊর্ধ্বদিকে ও বিষ্ণু অধঃ দিকে গিয়েও অসমর্থ হয়েছিলেন (পরিমাপ করতে পারেন নি) তখন বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে স্তুতি করলে তাঁদের দুজনের কাছে তোমার ঐশ্বর্যরাশি যেহেতু স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং তোমার সেবা (পূজা-অর্চনা-স্তবস্তুতি) কি ফলবতী হবে না? ১০

হে ত্রিপুরবিনাশী! দশানন অনায়াসে ত্রিভুবনকে শত্রুহীন করে যে যুদ্ধের জন্যে অতৃপ্ত বাসনাযুক্ত (বিংশতি) বাহু ধারণ করেছিলেন, নিজ মস্তকরূপ পদ্ম সমূহ তোমার পাদপদ্মে অঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন, এ সেই তোমার প্রতি অবিচল ভক্তির প্রভাবেই হয়েছিল। ১১

তোমারই সেবা করে প্রভূত বাহুবল লাভ ক'রে সেই বাহুশক্তির [অহংকারী] রাবণ যখন বাসস্থান কৈলাসে বলপূর্বক আস্ফালন (পরাক্রম) প্রকাশ করলেন, তখন তুমি মৃদুভাবে পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দিয়ে ঈষৎ চাপ দিলে, ফলে পাতালেও তার অবস্থান হলর্ড হয়েছিল। খলব্যক্তি সমৃদ্ধ হলেই কৃত উপকার বিস্মৃত হয়। ১২

হে বরদাতা, ত্রিভুবন যার কাছে দাসের মতো, সেই বাণাসুর [বলির পুত্র] [দেবরাজ ইন্দ্রের] অতি মহৎ ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধিকে পরাস্ত করেছিল, সে তোমার চরণযুগলের সেবক তার (সেই বাণের) পক্ষে আশ্চর্য নয়। তোমার প্রতি মস্তক অবনত করলে কোন্ উন্নতির কারণ না হয়? ১৩

হে ত্রিনয়ন,[৭] [সমুদ্র মন্থনে উত্থিত কালকূটের প্রভাবে] অকালে ব্রহ্মাণ্ডবিনাশের

সম্ভাবনায় ভীত দেবতা ও অসুরদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে (সেই) বিষ সংহার (পান) করেছিলে[৬] সেজন্যে তোমার কণ্ঠে যে কালিমা হয়েছিল, তাতে কি তোমার শোভা হয় নি? আহা, ত্রিভুবনের ভয় বিনাশে সচেষ্ট ব্যক্তির বিকৃতভাবও প্রশংসনীয়। ১৪

হে ঈশ! যাঁর নিত্যজয়ী বাণসমূহ দেবতা-অসুর-মানবের বাসভূমি ত্রিভুবনে (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে) [নিক্ষিপ্ত হলে] কখনও ব্যর্থ হয়ে নিবৃত্ত হয় না, সেই কামদেব অন্য সাধারণ দেবতার মতো মনে করে [মুগ্ধ করতে সচেষ্ট হলে পূর্বদেহ বিনাশ হওয়াতে] মনোময় দেহ প্রাপ্ত হন,[৭] কারণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা কখনও মঙ্গলকর হয় না। ১৫

তুমি জগৎরক্ষার জন্যে নৃত্য কর (কিন্তু তখন) পৃথিবী তোমার পদাঘাতে তৎক্ষণাৎ থাকবে কি থাকবে না এই সংশয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। (নৃত্যকালে) সঞ্চালিত বাহুরূপ দণ্ডে পীড়িত গ্রহাদিখচিত অন্তরিক্ষলোক সংশয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তোমার চঞ্চল জটায় তাড়িত স্বর্গের প্রান্তভাগও দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়। আহা, আহা, তোমার পরম বিশালতা বোধ হয় প্রতিকূল। ১৬

আকাশব্যাপী যে জলধারার ফেনোদ্গম-শোভা তারাদের দ্বারা বর্ধিত হয়েছে, যে জলধারা তোমার মস্তকে বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বলে মনে হয়, তার দ্বারাই জগৎ-সমুদ্রবেষ্টিত সপ্তদ্বীপাকারে পরিণত হয়েছে। এই ঘটনাতেই অনুমান করা উচিত যে তোমার অলৌকিক দেহ কী অপূর্ব মহিমা ধারণ করে। ১৭

ত্রিপুরাসুর রূপ একটি তৃণখণ্ড দগ্ধ (বধ) করতে ইচ্ছুক তোমার এ [কতই না] সাড়ম্বর প্রস্তুতি! তখন তোমার রথ হয়েছিল পৃথিবী, সারথি হলেন ব্রহ্মা সুমের পর্বত ধনুক। আর চন্দ্র-সূর্য রথের দুটি চাকা; সুদর্শন চক্রধারী বিষ্ণু হলেন বাণ! আজ্ঞাধীন দ্রব্যের দ্বারা ঈশ্বর ক্রীড়া করেন মাত্র, ঈশ্বরের সংকল্প-সমূহ অবশ্যই পরবস্তু সাপেক্ষ নয়। ১৮

হে ত্রিপুরহর! বিষ্ণু তোমার চরণযুগলে সহস্রপদ্মের উপহার সাজিয়ে, তাতে একটি পদ্ম কম হলে যেহেতু নিজের নয়নপদ্ম উৎপাটিত করেছিলেন, সেহেতু ঐ ভক্তির আতিশয্যই সুদর্শনচক্ররূপে পরিণত হয়ে ত্রিভুবনের রক্ষার জন্যে [সদা] সতর্ক। ১৯

যজ্ঞ শেষ হলেও যজ্ঞকারীদের সেই ফলপ্রাপ্তির জন্যে তুমিই জাগ্রত থাক। ঈশ্বরের আরাধনা ব্যতীত ধ্বংসপ্রাপ্ত যজ্ঞের কর্ম কোথায় ফলবান্ হয়? সেজন্যে লোকে যজ্ঞের ফলদানবিষয়ে তোমাকেই ফলদানের প্রতিভূ স্বরূপ জেনে বেদবাক্যে শ্রদ্ধাশীল হয়ে কর্মসমূহে দৃঢ়সচেষ্ট হয়। ২০

হে শরণদাতা! (যে যজ্ঞে) মানুষের অধিপতি যজ্ঞাদিতে সুনিপুণ প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞকর্তা (যজমান), ঋষিরা হন যাজক এবং দেবতারা সদস্য—সে যজ্ঞও যজ্ঞের ফলদানে ইচ্ছুক তুমিই ধ্বংস করেছিলে[৮]। কারণ শ্রদ্ধাহীন (পরমেশ্বরে অবিশ্বাস হলে) যজ্ঞ যজমানের নাশের কারণ হয়। ২১

হে প্রভু! প্রজাপতি কামনাবশে স্বকন্যার প্রেমার্থী হয়ে মৃগীরূপধারিণী তার সঙ্গে মৃগরূপধারণ করে বলপূর্বক [মিলিত হলে] তোমার শরবিদ্ধ অবস্থায়

ব্যথিত ও ভীত হয়ে আকাশে পলায়ন করেছিলেন,[১] কিন্তু তবুও পিনাকধারী মৃগব্যাধরূপী তোমার প্রভাব আজও সেই প্রজাপতিকে ত্যাগ করে নি। ২২

[আকাশের লুব্ধক, মৃগশিরা, রোহিণী, পুনর্বসু নক্ষত্র]

হে ত্রিপুরনাশক, হে জিতেন্দ্রিয়, নিজের রূপলাবণ্যে ভরসা করে ধনুর্ধারণকারী কামদেবকে নিজের সামনে তৃণের মতো অবিলম্বে দগ্ধ হতে দেখেও যদি তোমার অর্ধাঙ্গিনী হবার গর্বে তোমাকে স্ত্রৈণ বলে ভাবেন, তবে হে বরদ ! হায়, যুবতীরা আসলে বড়ো নির্বোধ। ২৩

হে স্মরহর (কামদেব-বিনাশক) শ্মশানে তোমার লীলাখেলা, পিশাচেরা তোমার সহচর, চিতাভস্ম তোমার অনুলেপ, নরমুণ্ড তোমার মালা, তোমার সমস্ত আচরণই এরকম অকল্যাণকর (অপবিত্র) হলেও হে বরদ, তুমি স্মরণকারীদের পরম কল্যাণস্বরূপ। ২৪

যম নিয়ম প্রভৃতি আচরণশীল যোগীরা শাস্ত্রানুসারে প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রত্যগাত্মায় মন সমাহিত করে পুলকিত দেহে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে অনির্বচনীয় যে আত্মতত্ত্ব দর্শন করে সুধাময় সরোবরে যেন নিমগ্ন হয়ে পরমানন্দ লাভ করেন, সে অবশ্য তুমিই। ২৫

'তুমি সূর্য, তুমি চন্দ্র, তুমি পবন, তুমি অগ্নি, তুমি জল, তুমি আকাশ, তুমিই পৃথিবী এবং আত্মা—এইভাবে বিজ্ঞজনেরা তোমার সম্বন্ধে পরিমিত (সসীম) বাক্য প্রয়োগ করলেও আমরা কিন্তু এ জগতে এমন কোনো তত্ত্ব জানি না, যা তুমি নও (অর্থাৎ তুমি অসীম অনন্ত দেশ কাল অপরিচ্ছিন্ন)। ২৬

হে শরণদাতা, ওম্ এই পদটি (অথবা ওংকাররূপী তোমাকে) অকার, উকার, মকার এই তিন বর্ণের দ্বারা তিন বেদ, (ঋক্-সাম-যজু), তিন অবস্থা (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি), ত্রিভুবন (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল), আরও তিন দেবতা (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) প্রতিপাদন করে, [আবার] সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নাদরূপ ধ্বনিদ্বারা তোমার পরম নির্বিকার চতুর্থস্বরূপ প্রতিপাদন করে (পৃথক পৃথক রূপে) এক ও সমুদায় শক্তিতে বহুরূপে বর্তমান তোমার স্তুতি করে। ২৭

হে দেব, "ভব-শর্ব-রুদ্র-পশুপতি-উগ্র-মহা-মহাদেব, সেরকম ভীম-ঈশান" এই যে আটটি তোমার নাম, এদের প্রত্যেকটির অর্থপ্রকাশের জন্যে বেদও সচেষ্ট। আমি সেই আনন্দস্বরূপ ও সর্বাশ্রয়রূপে তোমাকে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি। ২৮

হে প্রিয়দেব, নিকটতম ও দূরতম তোমায় প্রণাম ! হে স্মরহর, সূক্ষ্মতম ও স্থূলতম তোমায় প্রণাম ; হে ত্র্যম্বক, বৃদ্ধতম (সর্বজ্যেষ্ঠ) ও তরুণতম (সর্বকনিষ্ঠ) তোমায় প্রণাম ; সর্বস্বরূপ ও বাক্যমনের অগোচর তোমায় (সর্বগত ও সর্বাতীতরূপে) বারংবার প্রণাম। ২৯

জগৎ সৃষ্টির জন্যে রজোগুণাত্মক ব্রহ্মারূপে তোমায় প্রণাম ; বিশ্বসংহারের জন্যে তমোরূপাত্মক রুদ্রদেবতা তোমায় প্রণাম, জগৎপালনের জন্যে সত্ত্বগুণাত্মক বিষ্ণুরূপী তোমায় প্রণাম ত্রিগুণাতীত জ্যোতিঃস্বরূপ মুক্তিলাভের কারণ (মঙ্গলস্বরূপ) শিবরূপী তোমায় প্রণাম। ৩০

হে বরদ ! অল্পবিষয়গ্রাহী ক্লিষ্ট (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশ এই পাঁচ পঞ্চ ক্লেশ) এই আমার চিত্ত কোথায় ? তোমার অসীমগুণশালী নিত্য বিভূতিই

বা কোথায় ? এই চিন্তায় ভীত আমাকে নিঃশঙ্ক (নির্ভীক) করে ভক্তিই তোমার চরণযুগলে স্তুতিরূপ পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করল ।৩১

হে পরমেশ্বর কৃষ্ণবর্ণ (নীল) পর্বত যদি কালি, সাগর যদি দোয়াত, পারিজাত-বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখা যদি কলম হয় পৃথিবী যদি পত্র হয়—আর দেব সরস্বতী যদি এই সমস্ত নিয়ে চিরকাল ধরে লেখেন ; তবুও তোমার গুণমহিমা শেষ হবে না । ৩২

সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ পুষ্পদন্ত নামে এক গন্ধর্ব দেবতা-অসুর-মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে চন্দ্রশেখরের পূজা করেন, যাঁর অপার গুণমহিমা, (অথচ) যিনি নির্গুণ ঈশ্বর তাঁর প্রতি হৃদয়গ্রাহী স্তোত্রমালা দীর্ঘচ্ছন্দে রচনা করেছেন । ৩৩

যে ব্যক্তি নির্মলচিত্তে ধূর্জটির (মহাদেবের)[১০] এই পবিত্র স্তোত্রমালা প্রতিদিন পরমভক্তিতে পাঠ করেন, তিনি শিবলোকে রুদ্রতুল্য হন, তেমনি ইহলোকে প্রচুর ধনসম্পদ-আয়ু ও পুত্র লাভ করে যশস্বী হন । ৩৪

শিব থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা, মহিম্নঃস্তব থেকে শ্রেষ্ঠ স্তব, অঘোরমন্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র এবং গুরু থেকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব [জগতে আর কিছুই] নেই । ৩৫

দীক্ষা (মন্ত্রগ্রহণ), দান, তপস্যা, তীর্থ-পর্যটন, শাস্ত্রজ্ঞান, যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড মহিম্নঃস্তোত্রপাঠের ষোড়শাংশের একাংশেরও সমান নয় । ৩৬

পুষ্পদন্ত নামে প্রসিদ্ধ গন্ধর্বরাজ[১১], মস্তকে চন্দ্রকলাধারী দেবাদিদেব মহাদেবের সেবক, সেই মহাদেবের ক্রোধেই নিশ্চয়ই স্বমহিমাচ্যুত হয়ে অতিমনোহর এই মহিম্নঃ-স্তোত্র রচনা করেছিলেন । ৩৭

শ্রেষ্ঠ দেবতা ও মুনিগণের পূজিত স্বর্গ-ও মুক্তি লাভের কারণ পুষ্পদন্ত রচিত, অবশ্য ফলপ্রদ এই স্তব যে কৃতাঞ্জলি হয়ে একাগ্রচিত্তে পাঠ করে সে কিন্নরদের দ্বারা স্তুত হয়ে শিবলোকে যায় । ৩৮

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই গন্ধর্ব-রচিত স্তবটি পবিত্র, তুলনাহীন, মনোরম, মঙ্গলময় এবং ঈশ্বরের বর্ণনায় পূর্ণ ।৩৯

শ্রীপুষ্পদন্তের মুখপদ্ম হতে নিঃসৃত পাপনাশক মহাদেবের প্রিয় স্তব কণ্ঠস্থ করলে' পাঠ করলে, গৃহে রাখলে ভূতপতি মহাদেব অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হন ।৪০

উল্লিখিত এই বাক্যময়ী (স্তবরূপ) আরাধনা শ্রীমহাদেবের চরণযুগলে সমর্পিত হল, সেজন্যে দেবশ্রেষ্ঠ সদাশিব আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন ।৪১

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র

(শ্রীকৃষ্ণকথামৃত)

মত্ত ময়ূরের পুচ্ছ যাঁর চূড়ার ভূষণ, স্বয়ং কামদেবও যাঁর সুন্দর মুখপদ্ম দর্শন করে মুগ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে থাকেন' গোপবধূদের চোখের কাজল যাঁর দেহখানি চিত্রিত, এমন যে আমার বাঙ্ময় জীবনস্বরূপ, তাঁরই জয় হোক ।১

যিনি কৃষ্ণপ্রীতিতে হৃদয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে এমন সুন্দরী ব্রজবালাদের হৃদয়স্বরূপ, যাঁর আয়ত চক্ষুদুটি আনন্দে চঞ্চল, যিনি কিশোর, চঞ্চলস্বভাব, জ্যোতির স্বরূপ আমার হৃদয়ে সন্নিহিত হোন (হৃদয়ের কাছে প্রকাশিত হোন) ।২

ব্রজের পথে পথে যে বিভুব কৃষ্ণের মনোহর পদচিহ্নগুলি রয়েছে, মণিময় নূপুরের ধ্বনিতে মুখরিত (বিভুর) সেই চরণ বন্দনা করি ।৩

যাঁর নয়নদুটি প্রভাত সূর্যের মতো রাঙা, করুণায় ভরা, বিশাল ও আয়ত, লক্ষ্মীদেবীর কুচস্পর্শে যাঁর দেহ অপূর্ব আনন্দে পুলকিত, যাঁর বাঁশির ধ্বনি শুনে মুনিদের চিত্ত আন্দোলিত হয় পদ্মের মতো, তাঁর মধুর অধরে অমৃত আমার প্রেমোন্মত্ত চিত্তে খেলা করুক।৪

বিবিধ পত্রলতায় অংকিত গোপবালার বক্ষ ছেড়ে, আর কোন্ বনে যাব? শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নে রঞ্জিত বৃন্দাবন ছেড়ে অন্য উপাস্য আর তো দেখছি না।৫

যাঁর মুখচন্দ্রের মৃদু হাসিতে মধু ঝরে পড়ে, যাঁর মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, সেই সুকুমার (কৃষ্ণ) মূর্তি কবে আমাদের নয়নদৃষ্টি শীতল করবে?৬

তোমার শৈশব মূর্তি (কিশোর মূর্তি) ত্রিভুবনে অদ্ভুত বলে জান। আমার চঞ্চলতা আমারই, আর তুমিও তা জান। হে মুরলীধর! তোমার সুদুর্লভ সুন্দর মুখপদ্ম দুচোখ ভরে দেখার জন্যে আমি কী করব?৭

যে কিশোরের মনোহর চপল দৃষ্টিতে আমার চিত্ত চঞ্চল হয়েছে, তাঁকে দেখার জন্যে আমি উৎসুক হয়েছি।৮

হে দেব, হে প্রিয়, হে বিশ্বের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে অদ্বিতীয় কৃপাসিন্ধু, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হায় হায় কখন তুমি আমার নয়নগোচর হবে (তোমাকে দেখতে পাব?)৯

হে অনাথের বন্ধু, করুণার সাগর, হে হরি, হায়, হায় তোমার অদর্শনে বৃথা এই দিনগুলি কেমন করে কাটাব?১০

হায় হায়, অন্য কিছু পাবার কথা দূরে থাক, আমি (শুধু) এই দুচোখ ভরে পদ্মের মতো অরুণ, কোমলনয়ন সেই কিশোরকে দেখতে চাই।১১

কবে সেই করুণাময় কিশোর চঞ্চল (লীলায়িত) রসশীতল নীলারুণ (স্বভাবতঃ নীল চোখ কিন্তু জগরণে অরুণরাঙা) অদ্ভুত বিমুগ্ধকর নয়নকমলে আমাকে দেখবেন?১২

যে মুরারির দীর্ঘ কেশরাশি, ময়ূরপুচ্ছে যাঁর শিরোভূষণ, অতি চঞ্চল দৃষ্টি, মনোহর অধরোষ্ঠ, মৃদুমধুর হাসি, মন্দর বৃক্ষের মতো (কল্পতরুর মতো) উদার যাঁর লীলাবিলাস ও মোহন বেশ, তাকেই আমার চোখ খুঁজে বেড়ায়।১৩

কবে আমি সেই লীলায়িত মুখপদ্ম, রসচাঞ্চল্যে অধীর, চঞ্চল দৃষ্টিপাতকারী বেণুবাদনে অভিনিবিষ্ট নয়নাভিরাম প্রিয় দেবতাকে দেখতে পাব?১৪

যাঁর পদ্মের মতো হাতের বাঁশির সুমধুর ধ্বনিতে যেন অমৃত গলে গভীর সরোবর তৈরি করেছে, সহজ রসভাবে ভাবিত মৃদুহাস্যে যাঁর অধর রঞ্জিত, সেই দেবতার পায়ে আমার চিত্ত লীন হয়েছে।১৫

সেই কিশোরমূর্তি; সেই মুখপদ্ম, সেই কারুণ্য, সেই লীলাকটাক্ষ, সেই সৌন্দর্য, মিষ্ট (নিবিড় হাস্য-সৌন্দর্য ও কান্তি সত্যই দেবতাদেরই মধ্যেও অতি দুর্লভ।১৬

যাঁরা দৃঢ়বিশ্বাসে তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) স্তব করেন, তাঁদের যাবতীয় বিঘ্ন দুঃখ দূর করার ব্রত নিয়েছেন যিনি, ঘনশ্যাম কান্তিতে স্নিগ্ধ যাঁর মূর্তি, আমি সেই মুরারির কিশোরমূর্তি পথে পথে দেখতে পাই।১৭

ভ্রমরের মতো প্রভুর ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি (পরিচর্যা কবে করব), মৃদুমধুর বাক্য কবে (শুনব), আয়তনেত্র কবে (দেখব), মধুর অধর-সুধা (কবে পান করব) কবেই বা মধুর আনন (দেখব), (সেই) চপলতা কবে অনুভব করব ?১৮

যিনি অধরবিম্বে মধুর, মৃদু হাসিতে মধুর, মিষ্টি কথায় ও দৃষ্টিপাতে স্নিগ্ধ, যাঁর রাঙা চোখদুটি বিশাল, বাঁশি বাজিয়ে যিনি বিখ্যাত, সেই মরকত মণির মতো নীলবর্ণ নবকিশোরকে কবে আমি দেখব ?১৯

মন্মথের জনক শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর (জগতের সমস্ত) মাধুর্য থেকে মধুর, (সমস্ত) চপল থেকেও চপল। তার কৈশোর (-মাধুর্য) আমার চিত্তকে হরণ করেছে, হায় এখন কী করি ?২০

যাঁর বক্ষঃস্থল এবং নয়নকমল সুবিশাল, যিনি মৃদুহাসি ও মধুর আলাপে মনোহর, অধরামৃত ও বাঁশির ধ্বনিতে মধুর, সেই বিলাসনিধি কিশোরকে কবে দেখব ?২১

এই কিশোর তাঁর চঞ্চল চোখে দশদিকের শোভাবর্ধনকারী মুখসৌন্দর্যে গোপবালকের উপযুক্ত ভূষণে ও মনোহর বেশবাসে আমাদের দৃষ্টি মুগ্ধ করেছেন।২২

তমালগাছের মতো ঘন নীল, চঞ্চল চোখের জন্যে সুন্দর হাসিভরা যাঁর মুখ চাঁদের মতন, বাঁশির ধ্বনিতে মুখরিত আমার জীবনদেবতা সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।২৩

যিনি গোপীদের বক্ষচর্চিত ধন্য কুমকুমে কান্তিমান, বেণুগীতের প্রথম স্রষ্টা ব্রহ্মা সমূহের তেজঃস্বরূপকে বারংবার প্রণাম জানই।২৪

যিনি যৌবনের (আবেগে) উচ্ছ্বসিত, চঞ্চল কৈশোর-সৌন্দর্য যাঁর অলংকার, মদমত্তনয়ন, মদনও যাঁর হাসিতে মুগ্ধ হন, প্রতিক্ষণে লোভনীয়, প্রেমাবেশে বাঁশি বাজিয়ে যিনি ত্রিভুবন মুগ্ধ করেন, আমার সেই জীবনদেবতার জয় হোক।২৫

এ অতি বিচিত্র যে তাঁর চরণকমল, নয়নকমল, বদনকমল—(সবই) সুন্দর, (এমনকি) তাঁর দেহকান্তিও অপূর্ব।২৬

যিনি ত্রিভুবনের একমাত্র অলংকার জলধিদুহিতা লক্ষ্মীদেবীর বক্ষোদেশের ভূষণস্বরূপ, ব্রজবালাদের কণ্ঠহারের মরকতমণি স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।২৭

সেই বিভুর দেহসৌন্দর্য অতি মনোহর, মুখের সৌন্দর্য মধুর থেকে ও মধুর, মধুর গন্ধযুক্ত মৃদু মধুর হাসিটি আরও মধুর, আরো মধুর।২৮

যিনি শৃঙ্গাররসের সর্বস্ব (মূল) ময়ূরপুচ্ছে ভূষিত মানবদেহ, জগতের আশ্রয়-স্বরূপ (শ্রীকৃষ্ণকে) আমি আশ্রয় করি।২৯

হে কেশব ! তোমার মুখচন্দ্রের কী সৌন্দর্য, কী বিচিত্র তোমার বেশবাস, সবই বাক্যের অগোচর (অনির্বচনীয়)। সেই কান্তিবেশের মাধুর্য তুমিই উপভোগ কর, আমি বারংবার তোমাকে প্রণাম জানাই।৩০

যিনি অন্য সব রসের গৌরব অখণ্ড নির্বাণরসপ্রবাহের দ্বারা খণ্ডন করেছেন, সেই অবিরাম সুধারাশি (সমুদ্র) বর্ষণকারী তোমার মধুর স্মিতহাসির জয় হোক।৩১

হে দেব ! তুমি আমার প্রেমদাতা, কামদাতা, আমার জ্ঞানরূপ (বা সুখদুঃখাদি অনুভব) আমার (সমস্ত) ঐশ্বর্য) আমার জীবন, জীবনধারণের হেতু, তুমি ছাড়া আর আমার কিছুই নেই।৩২

হে ত্রিভুবনের মঙ্গলদাতা, দিব্য নামধারী, দেবতাদেরও পূজ্য দেবতা, তোমার জয় হোক। হে দেব. কৃষ্ণদেব! হে চক্ষু-কর্ণ-হৃদয়ের অমৃতাবতার! তোমার জয় হোক।৩৩

আহা! যা (ভক্তদের) কর্ণকুহরে সর্বদা সুধা বর্ষণ করে সুন্দরী, সুনয়না (গোপীদের) মন ও নয়ন (মানসনেত্র) যাঁর চিন্তায় মগ্ন, আমাদের দেবতার সেই শ্রুতি-বাক্যের বিলাসস্বরূপ কৃষ্ণ-কর্ণামৃতের মহিমায় ধন্য কৃষ্ণভক্তগণ সরস কৃষ্ণকথা আস্বাদন করুন।৩৪

হে সন্ধ্যাবন্দনা! তোমার মঙ্গল হোক; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার; হে দেবতা ও পিতৃগণ! আমি (আর) তর্পণ করতে অক্ষম, আমায় ক্ষমা করুন; যে কোনো স্থানে উপবেশন করো, যদুকুলভূষণ কংসারিকে স্মরণ করে পাপক্ষয় করব—অন্য আর কিছুতে আমার কী প্রয়োজন?৩৫

হে গোপাল, হে কৃপাসিন্ধু, হে সিন্ধুকন্যাপতি (লক্ষ্মীপতি), হে কংসারি, হে গজরাজের প্রতি অপার করুণাময়, হে মাধব, হে রামানুজ, হে ত্রিভুবন-গুরু, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, হে গোপীবল্লভ, তুমি আমায় পালন করো (রক্ষা করো)। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না।৩৬

সূর্যপ্রণাম

জবাকুসুমের মতো রক্তবর্ণ, কশ্যপ-তনয়, অতি তেজস্বী, অন্ধকারনাশকারী, সর্বপাপবিনাশী, সূর্যদেবকে আমি প্রণাম করি।

শ্রীকালীধ্যান

মেঘের মতো বর্ণ, শবরূপে শায়িত শিবের উপর অধিষ্ঠিতা, ত্রিনয়না, আদ্যাশক্তি, কর্ণদ্বয়ে নৃমুণ্ড ধারণ করে ভয়োৎপাদিনী, মুণ্ডমালিনী, ভয়ংকরী, বাম হস্তে নিম্নে ও উচ্চে নৃমুণ্ড-ও খড়্গধারিণি, দক্ষিণ হস্তে নিম্নে ও ঊর্ধ্বে বর ও অভয়দাত্রী, মুক্তকেশী কালিকাদেবীকে সর্বদা বন্দনা করি।

ভগবৎস্তুতি

তুমিই আমার জননী, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা, তুমিই ধনসম্পদ, হে দেবাদিদেব, তুমিই আমার সব।

তুমিই আমার পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা এবং বন্ধু তুমিই বিদ্যা, সৎকর্ম, ধন-ঐশ্বর্য, সমুখে, পাশ্চাতে, দুই পার্শ্বে—সর্বত্রই তুমি বিরাজ কর।

শ্রীসূর্যস্তবরাজ

বশিষ্ঠ বললেন—হে রাজন্! কৃশকায়, ধর্মনিয়ন্ত্রণ শম্ব তারপর সেখানে সহস্রকিরণ দিবাকরের সহস্র-নাম জপেব দ্বারা স্তব করলেন। সূর্য তখন কৃষ্ণপুত্রকে ক্লিষ্ট (ব্যাকুল) দেখে তাঁকে স্বপ্ন দেখা দিয়ে আবার এই কথা বললেন। ১—২

ভগবান সূর্য বললেন—হে শাম্ব! মহাবাহু, হে জাম্ববতীর পুত্র, শোনো। সহস্রনামের প্রয়োজন নেই, এই শুভকর স্তব পাঠ করো। যেসব নাম গোপন পবিত্র ও শুভ, সেগুলিই আমি বলছি, বৎস তা শুনে অবধাররণ কর! ১—২

এই সূর্যস্তবরাজস্তোত্রের ঋষি বশিষ্ঠ, অনুষ্টুপ ছন্দ এবং সূর্যদেবতা। সর্বপাপ-ক্ষয় পূর্বক সকলরোগের উপশমের জন্যে এই স্তবের বিনিয়োগ হয়।

রথে উপবিষ্ট দুটি বাহুবিশিষ্ট, রক্তবস্ত্রপরিহিত, ডালিম ফুলের মতো যাঁর বর্ণ, পদ্ম প্রভৃতি পুষ্পে শোভিত সেই সূর্যের ধ্যান করো। ১

ওঁ বিকর্তন, বিবস্বান মার্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, জগৎপ্রকাশক, শ্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহাধিপতি, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকের অধিপতি, কর্তা, হরণকারী, তমিস্রহা (অন্ধকার-বিনাশকারী), তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ব যাঁর বাহন, গভস্তিহস্ত (কিরণ যাঁর হস্ত) ব্রহ্মা, সকল দেবতার পূজনীয়—এই একুশটি (নামের দ্বারা) স্তব আমার সর্বদা ইষ্ট। ২—৪

শ্রী (ঐশ্বর্যদায়ী), আরোগ্যকারী, ধনবৃদ্ধিশালী, যশস্কর (যশোদায়ী) এবং স্তবরাজ—ত্রিভুবনে তিনি এই নামে খ্যাত।৫

হে মহাবাহো! যে ব্যক্তি (সূর্যের) উদয় ও অস্তকাল—দুই সন্ধ্যা এই স্তবের দ্বারা প্রণত হয়ে আমার স্তুতি করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পায়।৬

কায়িক, বাচিক ও মানসিক—যা কিছু পাপ, (সর্বাধিক পাপ) আমার সম্মুখে একমুখী জপের দ্বারা সে সবই বিনষ্ট হয়।৭

যেমন হোমকালে, সন্ধ্যা-উপসনায়, সেইরূপ বলিমন্ত্র, অর্ঘ্যমন্ত্র (নিবেদনকালে) এবং ধূপমন্ত্র রূপেও এই মন্ত্র জপনীয়।৮

অন্নপ্রদান, স্নান, প্রণাম, প্রদক্ষিণকালে সকল ব্যাধিহরণকারী শুভকর এই মহা-মন্ত্র জপনীয়।৯

এই কথা বলে ভগবান ভাস্কর জগদীশ্বর কৃষ্ণপুত্রকে আমন্ত্রণ করে সেইখানেই অন্তর্ধান করলেন।১০

শাম্বও সপ্তাশ্ববাহনকে এই স্তবরাজির দ্বারা স্তুতি করে পবিত্র, নীরোগ, ও শ্রীমান হয়ে সেই রোগ থেকে মুক্তিলাভ করলেন।১১

॥ শাম্বপুরাণে রোগোপশমে শ্রীসূর্যমুখনিঃসৃত শ্রীসূর্যস্তবরাজ সমাপ্ত ॥

শ্রীসূর্যাষ্টকস্তোত্র

শাম্ব বললেন—

হে আদিদেবতা! তোমায় প্রণাম, হে ভাস্কর! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; হে দিবাকর, হে প্রভাকর! তোমায় প্রণাম।১

যিনি সপ্তাশ্ববাহিত রথের আরোহী, ভীষণ, কাশ্যপের পুত্র, শ্বেতপদ্মধারণকারী দেবতা, সেই সূর্যকে প্রণাম করি।২

যিনি লোহিতবর্ণ, রথের আরোহী, সর্বলোকের পিতামহ, মহাপাপহরণকারী দেবতা, সেই সূর্যকে প্রণাম করি।৩

যিনি ত্রিগুণাত্মক, মহাবীর, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-স্বরূপ, মহাপাপের বিনাশক দেবতা সেই সূর্যকে প্রণাম করি।৪

যিনি বর্ধিত তেজঃপুঞ্জ, বায়ু ও অকাশ, সমগ্র জগতের অধিপতি, সেই সূর্যকে প্রণাম করি।৫

যিনি বন্ধুক পুষ্পের মতো[১], যাঁর কণ্ঠ হার ও কর্ণদ্বয় কুণ্ডলে ভূষিত, একচক্র-ধারণকারী দেবতা সেই সূর্যকে প্রণাম করি।৬

জগতের অধীশ্বর, মহাতেজস্বী সেই সূর্য, ব্রহ্মপাপহরণকারী দেবতা, সেই সূর্যকে প্রণাম করি।৭

জগতের প্রভু, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মোক্ষদাতা সেই সূর্য, মহাপাপবিনাশকারী দেবতা। সেই সূর্যকে প্রণাম করি।৮

গ্রহের উপদ্রব বিনাশক এই আটটি সূর্যস্তব যে প্রতিদিন পাঠ করে সে পুত্রহীন হলে পুত্রলাভ করে, দরিদ্র ব্যক্তি হলে ধনী হয়।৯

রবিবারের যে আমিষ ভক্ষণ ও মদ্যপান করে, সাত জন্ম রোগপীড়িত থাকে এবং প্রতিজন্মে তার নিত্য দারিদ্র্য হয়।১০

কিন্তু যে রবিবারে স্ত্রীসম্ভোগে বিরত হয় তেল-মধু ও মাংস ত্যাগ করে (ভক্ষণ করে না), তার কোনো রোগ, শোক ও দারিদ্র্য থাকে না, সে সূর্যলোকে গমন করে।১১

শিবকথিত সূর্যাষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত।

গোপালাষ্টক

যাঁর থেকে এই বিচিত্র, বিতর্কহীন জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, যে আনন্দস্বরূপ আত্মায় হৃদয় সর্বদাই যুক্ত থাকে, যাঁর মধ্যেই এই বিশ্ব লীন হয়, সেই প্রভু গোপালকে সর্বদা বন্দনা করি।

যাঁকে জানলে জন্ম-জরা-রোগ প্রভৃতি সব দুঃখ মুহূর্তের মধ্যে ঘুচে যায়, যাঁকে পেলে আর ধরাধামে জন্মগ্রহণ করতে হয় না, সেই প্রভু গোপালকে সর্বদা বন্দনা করি।২

যিনি অন্তরে অবস্থান করলে সব আবেগ সংযত হয়, আত্মায় অধিষ্ঠিত তাঁকে যে জানতে পারে না, সমস্ত জগৎ যাঁর বশীভূত, সেই প্রভু গোপালকে সর্বদা বন্দনা করি।৩

যে কালে ধর্মের দ্বারা অধর্ম তিরস্কৃত হয়, সেইকালে মৎস্যমুখ ও শোভন স্বভাবা যিনি নানারূপে পৃথিবী পালন করেন, সেই প্রভু গোপালকে সর্বদা বন্দনা করি।৪

প্রাণায়াম অভ্যাস করে যে লোকের সমস্ত ইন্দ্রিয়দোষ নষ্ট হয়েছে, যার চিত্ত সমাধিকালে তাঁকেই (গোপালকেই) দেখতে পায়, যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ, যোগীরা যাঁর স্মরণে আনন্দমগ্ন থাকেন, সেই প্রভু গোপালকে সর্বদা বন্দনা করি।৫

চন্দ্র-সূর্য-আকাশ-অগ্নি—এমনকি বিদ্যুৎও যাঁর কৃপায় দীপ্তিমান, যার প্রভায় এই সমগ্র জগৎ প্রকাশিত, সেই প্রভু গোপালকে সর্বদা বন্দনা করি।৬

বেদে যাঁকে সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ বলা হয়েছে, ব্রহ্মা ইন্দ্র আদিত্য গিরিশ যাঁর চরণ বন্দনা করেন, যিনি সমুদ্রে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, সেই প্রভু গোপালকে আমি সর্বদা বন্দনা করি।৭

শিবভক্তেরা যাঁকে শিব বলে মনে করেন, বুদ্ধিভেদে অন্যেরা তাঁকেই শক্তি বলেন।

নানা রূপে প্রকাশিত সেই এক নিখিল শক্তি, তাঁকে প্রভু গোপাল জেনে আমি নিরন্তর বন্দনা করি ।৮

যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে ভক্তিসহকারে সর্বদা এই গোপালাষ্টক পাঠ করেন, শীঘ্রই তাঁর পাপরাশি বিনষ্ট হয়, তিনি পবিত্র বিষ্ণুধাম লাভ করেন এবং সেখান থেকে তিনি বিচ্যুত হন না ।৯

মধুরাষ্টক

অধর মধুর, বদন মধুর, নয়ন, (দৃষ্টি) মধুর, হাসি মধুর, হৃদয় মধুর, গমন মধুর, মধুরাধিপতির সকলই মধুর ।১

বাক্য মধুর, চরিতকথা মধুর, বেশবাস মধুর (মনোহর) সঞ্চলন মধুর, চলন মধুর, ভ্রমণ মধুর, মধুরাধিপতির সবই মধুর ।২

বেণু (বংশীধ্বনি) মধুর, বেণু মধুর, হাত দুটি মধুর, চরণদুটি মধুর, নৃত্য মধুর, সখ্য মধুর, মধুরাধিপতির সবই মধুর ।৩

সংগীত মধুর, পান-ভোজন-সুপ্তি মধুর, রূপ মধুর, [কপালের] তিলক মধুর, মধুরাধিপতির সবই মধুর ।৪

মধুর, তরণ (ভেলা, নৌকা) মধুর, মধুর আলিঙ্গন মধুর, বসন মধুর শান্ত অবস্থা মধুর, মধুরাধিপতির সবই মধুর ।৫

কুঁচ (ফলবিশেষ) মধুর, মালা মধুর, যমুনা নদী ও তার তীর মধুর, জল মধুর, পদ্ম মধুর, মধুরাধিপতির সবই মধুর ।৬

গোপী মধুর, তাদের লীলা মধুর, সংযোগ মধুর, ভোজন মধুর, আনন্দ মধুর, পিষ্টক (পিঠা) মধুর, মধুরাপতির সবই মধুর ।৭

গোপবালা মধুর, গাভীগুলি মধুর, যষ্টি মধুর, সৃষ্টি মধুর, দলিত মধুর, ফলিত মধুর, মধুরাধিপতির সবই মধুর ।৮

মধরাষ্টক সমাপ্ত ।

গণেশাষ্টকম্

যে অপরিসীম শক্তিমান পুরুষ থেকে এই অসংখ্য জীব (সৃষ্ট হয়েছে) যে নিগুর্ণ থেকে সেই অপূর্ব গুণসমূহ, যিনি তিন প্রকারভেদে ভিন্ন (ত্রিগুণাত্মক) সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করেন, সেই গণেশকে আমরা সর্বদা প্রণাম করি, ভজনা করি ।১

যাঁর থেকে এই সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, স্বরূপ পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মা বিশ্বপালক বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মনুষ্যগণ উৎপন্ন হয়েছে আমরা সেই গণেশকে সর্বদা প্রণাম করি, ভজনা করি ।২

যাঁর থেকে অগ্নি, সূর্য, শিব, পৃথিবী, জল, (যাঁর থেকে) সাগর চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, (যাঁর থেকে) গতিহীন (পর্বত প্রভৃতি) গতিমান (প্রাণিজগৎ) বিবিধ বৃক্ষাদি (উৎপন্ন হয়েছে) সেই গণেশকে সর্বদা প্রণাম করি, ভজনা করি ।৩

যাঁর থেকে দানবগণ, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতি, যাঁর থেকে চারণগণ, হস্তী, ও হিংস্র জন্তু প্রভৃতি, এবং যাঁর থেকে পক্ষী, কীট, লতাসমূহ (উৎপন্ন হয়) সেই গণেশকে সর্বদা আমরা প্রণাম করি, ভজনা করি ।৪

যাঁর থেকে মুক্তিকামী ব্যক্তির জ্ঞান লাভ হয়, অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, যাঁর থেকে ভক্তের সন্তুষ্টিবিধায়ক সম্পদসমূহ লাভ হয়, যাঁর থেকে (কৃপায়) বিঘ্ন নাশ হয়, যাঁর থেকে (কৃপায়) কার্যসিদ্ধি হয়, সেই গণেশকে আমরা সর্বদা প্রণাম করি, ভজনা করি।৫

যাঁর কৃপায় পুত্রলাভ, সম্পদ্ লাভ হয়, অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়, যাঁর থেকে ভক্তিহীন ব্যক্তির নানা বিপদ ঘটে, যাঁর কৃপায় ধর্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হয় সেই গণেশকে আমরা সর্বদা প্রণাম করি, ভজনা করি।৬

যাঁর কৃপায় অপরিসীম শক্তিশালী সেই অনন্তনাগ বহুপ্রকারে পৃথিবীকে ধারণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং যাঁর থেকে স্বর্গাদি লোক বহুপ্রকারে উৎপন্ন হয়েছে, সেই গণেশকে আমরা সর্বদা প্রণাম করি, ভজনা করি।৭

যে বিষয়ে মনের সঙ্গে বেদবাক্যসমূহ কুণ্ঠিত হয় এবং যাঁকে সর্বদা 'ইহা নহে' এরূপে অতিকষ্টে নির্দেশ করা হয়, পরব্রহ্মরূপ ও চিদানন্দস্বরূপ সেই গণেশকে আমরা সর্বদা প্রণাম করি, ও ভজনা করি।৮

গণেশাষ্টকম্ সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণস্তুতি

অর্জুন বললেন—হে হৃষীকেশ, তোমার মহিমা শ্রবণ ও কীর্তন করে সমগ্র জগৎ যে অতি আনন্দিত হয় এবং তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, ইহাই যথার্থ (আবার) রাক্ষসেরা ভীত হয়ে (যে ভয়ে) দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করে এবং সমস্ত সিদ্ধপুরুষগণ যে তোমাকে প্রণাম করেন, তাও যুক্তিযুক্ত।১

হে মহাত্মন্, তুমি ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমিই আদিকারণ, সুতরাং তাঁরা তোমাকে কোন্ কারণে প্রণাম জানাবেন না ? হে অনন্তস্বরূপ, দেবেশ, জগন্নিবাস তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম, তুমি সৎ-অসৎ (ব্যক্ত-অব্যক্ত) এবং সদসতের অতীতও।২

হে অনন্তরূপ তুমি আদিদেব, শাশ্বত, পুরুষ (পূর্ণ ব্রহ্মা) তুমিই এই জগতের পরম লয়স্থান, তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়), তুমিই পরম ধাম, তোমার দ্বারাই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত।৩

তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি; তুমিই প্রপিতামহ (ব্রহ্মারও জনক), তোমায় সহস্রবার প্রণাম, আবারও তোমায় প্রণাম।৪

হে সর্বস্বরূপ, তোমায় সম্মুখে প্রণাম, পশ্চাতে প্রণাম, সকল দিকে প্রণাম; তুমি অনন্ত বীর্য, অমিত বিক্রমশালী, তুমি সকলই ব্যাপ্ত করে অবস্থান করছ, (সুতরাং) তুমিই সর্বস্বরূপ।৫

আমি তোমাকে সখা মনে করে স্পর্ধায় অথবা অশ্রদ্ধায় 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা' ইত্যাদি (তোমায়) যা বলেছি, অথবা তোমার এই মহিমা ও বিশ্বরূপ না জেনে প্রমাদবশে (অজ্ঞানতাবশত), প্রণয়বশেও যা বলেছি;৬

এবং পরিহাসছলে ক্রীড়া (বিহার), শয়ন, উপবেশনও ভোজনকালে সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে অমর্যাদা করেছি, হে অচ্যুত অপ্রমেয়, তোমার কাছে আমি সেজন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি।৭

হে অমিতপ্রভাব, তুমিই এই বিশ্বচরাচরের (স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগতের) জনক ; তুমি পূজনীয়, তুমিই শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর ; ত্রিভুবনে তোমার তুল্যই কেউ নেই, তোমার অধিক আর কে কী করে থাকবে ?৮

সেই হেতু অবনত দেহে প্রণাম করে পূজ্য (বন্দনীয়) ও ঈশ্বর তোমায় প্রসন্ন করছি ; হে দেব, পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার অথবা প্রিয় পতি যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করে, তুমিও তেমনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করো ।৯

পূর্বে যা অদৃষ্ট ছিল (যা দেখি নি) (এখন তাহা (সেই বিশ্বরূপ) দর্শন করে আনন্দিত হয়েছি ; (কিন্তু) ভয়ে আমার মন ব্যাকুল (কম্পিত) হয়েছে । হে দেব, আমাকে সেই রূপেই দর্শন করাও, হে দেবেশ, জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও ।১০

আমি তোমাকে পূর্বের মতোই কিরীটধারী, গদাধারী, চক্রধারী রূপে দেখতে চাই ; হে সহস্রবাহু, বিশ্বমূর্তি, তুমি সেই চতুর্ভুজরূপই ধারণ করো ।১১

দুর্গাস্তব (মহাভারত-বিরাটপর্ব)

রমণীয় বিরাটনগরে গিয়ে যুধিষ্ঠির মনে মনে ত্রিভুবনের ঈশ্বরী দেবী দুর্গার স্তব করলেন । ১

(তিনি) যশোদার গর্ভসম্ভূতা, নারায়ণের প্রিয়তমা, নন্দগোপবংশে জন্মগ্রহণ-কারিণী, মঙ্গলময়ী, বংশের গৌরব বৃদ্ধিকারিণী । ২

(তিনি) কংসকে ধ্বংস করেছেন, অসুর বিনাশ করেছেন, শিলাতলে নিক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ পথে গমন করেছেন । ৩

(তিনি) বাসুদেবের ভগিনী, দিব্য বস্ত্র ও মাল্যে বিভূষিতা, খড়্গ ও খেটক-ধারিণী । ৪

হে দুঃখ-হরণকারিণি, পুণ্যবতি ! সর্বমঙ্গলাকে যাঁরা স্মরণ করেন, তুমি তাঁদের পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার কর । ৫

দেবীর দর্শনলাভের ইচ্ছায় রাজা (যুধিষ্ঠির) ভ্রাতৃগণের সঙ্গে বিবিধ স্তোত্রসম্ভারে বারংবার দেবীর স্তব করতে আরম্ভ করলেন । ৬

হে বরদায়িনি, কৃষ্ণা, কুমারি, ব্রহ্মচারিণি, তুমি প্রথম সূর্যের তুল্য, পূর্ণচন্দ্রের কিরণের মতো তোমার মুখলাবণ্য—তোমায় প্রণাম । ৭

হে চতুর্ভুজা, চতুর্মুখীবিশিষ্টা, পীনপয়োধরা ! তোমার কটিদেশ ময়ূরপিচ্ছ-বলয়যুক্ত, কেয়ূরে অলংকৃত, তুমি নারায়ণপত্নী পদ্মার মতো শোভমানা । ৮

হে দেবি, তুমি ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেছো, হে গগনেশ্বরি, তুমি কৃষ্ণের প্রতিবিম্ব-তুল্য কৃষ্ণা হয়েও বলরামের মুখচ্ছবির মতো । ৯

(হে দেবি,) তুমি শত্রুধ্বজের মতো উন্নতবাহুবিশিষ্টা, পাত্র, পদ্ম ও ঘণ্টা ধারণ করে পবিত্রতমা নারীরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিতা । ১০

(হে দেবি,) তুমি পাশ, ধনু, মহাচক্র প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র ধারণ করেছ ; তোমার কর্ণদ্বয় সুপূর্ণ কুণ্ডলে বিভূষিত । ১১

হে দেবি, মুকুট ও বিচিত্র কেশবন্ধে সমৃদ্ধ তোমার মুখশ্রী চন্দ্রের সৌন্দর্য ম্লান করে দেয় । ১২

(হে দেবি) সাপের ফণার মতো বিস্তৃত শ্রোণিস্থ বন্ধন সূত্রে (মেখলাদামে) বিভূষিত হয়ে সর্পবেষ্টিত মন্দরপর্বতের মতো তুমি বিরাজ কর। ১৩

ময়ূরপুচ্ছে নির্মিত উন্নত পতাকায় তুমি শোভিতা, কৌমার ব্রত অবলম্বন করে তুমি সুরলোক পবিত্র করেছ। ১৪

সেই কারণে, হে দেবি, মহিষাসুরবিনাশিনি, ত্রিভুবন রক্ষার নিমিত্ত দেবতারাও তোমার স্তব ও পূজা করেন। হে দেবশ্রেষ্ঠা, আমার প্রতিও প্রসন্ন হও, দয়া করো, আমার মঙ্গল করো। ১৫

তুমি জয়া ও বিজয়া, যুদ্ধে জয়দায়িনী, আমাকেও বিজয় দান করো, এখনি আমাকে বর দাও। ১৬

পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্যাচলে তোমার নিত্য অবস্থান ; হে কালি, মহাকালি, খড়্গ ও খট্বাঙ্গধারিণি ! ১৭

(হে দেবি,) ভূতগণ তোমার অনুগমন করে, হে বরদাত্রি, হে কামচারিণি, দুঃখ-হরণকারিণি, যে মানবগণ তোমাকে স্মরণ করে,

জগতে যে ব্যক্তিগণ প্রভাতে তোমাকে প্রণাম করে, (তোমার কৃপায়) তাদের ধনলাভ, পুত্রলাভ কিছুই দুর্লভ হয় না। ১৮—১৯

হে দুর্গে, তুমি দুর্গ (বিপদ) থেকে উদ্ধার কর বলেই লোকে তোমাকে দুর্গা বলে। বনে প্রান্তরে অবসন্ন (অথবা, বিপদ্‌গ্রস্ত), মহাসমুদ্রে নিমগ্ন (মানবের তুমিই একমাত্র আশ্রয়)। ২০

দস্যুর হাতে বন্ধ মানুষের তুমিই একমাত্র আশ্রয়। জলমগ্ন অবস্থায়, প্রান্তরে, অরণ্যে বিপন্ন হয়ে যারা তোমার স্মরণ করে।

হে মহাদেবি, যারা তোমায় স্মরণ করে, তারা দুঃখ পায় না। তুমিই কীর্তি, শ্রী ধৃতি, সিদ্ধি, হ্রী (লজ্জা), বিদ্যাস্বরূপিণী, সন্ততি বুদ্ধি। ২১—২২

তুমিই সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না কান্তি, ক্ষমা দয়া। (তোমার পূজা করলে) মানবের সকল বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয় (দূর হয়)। ২৩

তোমার পূজা করলে (মানবের) ব্যাধি, মৃত্যু, ভয় তুমি বিনাশ কর। আমিও রাজ্য হারিয়ে তোমার শরণ নিয়ে তোমাকে প্রসন্ন করেছি। ২৪

হে দেবি সুরেশ্বরি। নত মস্তকে তোমায় প্রণাম করি। হে পদ্মপত্রাক্ষি, আমাকে রক্ষা কর, আমাদের মর্ত্যে তুমিই ধ্রুবস্বরূপিণী। ২৫

হে দুর্গে, ভক্তবৎসলে, শরণাগতে, আমি তোমার শরণাগত। এইভাবে স্তুতি করলে সেই দেবী পাণ্ডব (যুধিষ্ঠিরকে) দর্শন দিলেন এবং রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে এই কথা বললেন। ২৬

॥ শ্রীদুর্গাস্তবরাজ ॥

হে শরণদায়িনী, শিবা দয়াময়ী, তোমায় প্রণাম ; হে জগদ্ব্যাপিনি, বিশ্বরূপা তোমায় প্রণাম ; বিশ্বের সকলে তোমার পাদপদ্মের আরাধনা করে, তোমায় প্রণাম ; হে জগত্তারিণি, তোমায় প্রণাম ; হে দুর্গা, তুমি রক্ষা করো। ১

তুমি জগৎ সৃষ্টি করেছ বলে তোমার স্বরূপ অনুমান করা যায়, তোমায় প্রণাম ; হে মহাযোগিনি। জ্ঞানস্বরূপিণী তোমায় প্রণাম ; তুমি সদানন্দ শিবের আনন্দ-

স্বরূপা, তোমায় প্রণাম, হে জগত্তারিণি, তোমায় প্রণাম, হে দুর্গা, তুমি রক্ষা করো। ২

হে দেবি, অনাথ, দীন-দরিদ্র, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, ভীত এবং [সংসার-বন্ধনে] বদ্ধ জীবের তুমিই একমাত্র আশ্রয় এবং রক্ষাকারিণী, হে জগত্তারিণি, তোমায় প্রণাম ; হে দুর্গা, তুমি রক্ষা করো। ৩

হে দেবি, অরণ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধে, শত্রুদের মধ্যে, অগ্নিতে সাগরে, নির্জন পথে, রাজদ্বারে তুমিই একমাত্র গতি, রক্ষাকর্ত্রী ; হে জগত্তারিণি, তোমায় প্রণাম, হে দুর্গা, তুমি রক্ষা করো। ৪

হে দেবি, কূলহীন, দুরতিক্রম্য, ভয়ংকর বিপদসাগরে যারা ডুবে যাচ্ছে, সেই জীবমাত্রের তুমিই একমাত্র গতি, তুমিই তাদের রক্ষাকারী নৌকাস্বরূপ ; হে জগত্তারিণি, তোমায় প্রণাম ; হে দুর্গা, তুমি রক্ষা করো। ৫

হে চণ্ডিকা, তোমায় প্রণাম ; তুমি অপরিসীম শক্তিতে অবলীলায় ইন্দ্রের সমস্ত ভয় নিঃশেষ করেছ। তুমিই একমাত্র গতি, জগতের সব বিপদের বিনাশকারিণী ; হে জগত্তারিণি, তোমায় প্রণাম, হে দুর্গা তুমি রক্ষা করো। ৬

একমাত্র তোমাকেই নারায়ণ পূজা করেন, সত্যবাদিনী, অনন্তস্বরূপা, অপরাজিতা ক্রোধশূন্যা ও ক্রোধযুক্তা, তুমিই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী ; হে জগত্তারিণি তোমায় প্রণাম, হে দুর্গা, তুমি রক্ষা করো। ৭

হে দেবী দুর্গা, শিবা, ভীমনাদিনী, হে সরস্বতী অরুন্ধতী, অমোঘ ফলস্বরূপা, তোমায় প্রণাম ; তুমি ঐশ্বর্য, তুমি সহায়স্বরূপা, মহাপ্রলয়রূপিণী, সত্যস্বরূপা ; হে জগত্তারিণী তোমায় প্রণাম, হে দুর্গা, তুমি রক্ষা করো। ৮

তুমি দেবতাদের, সিদ্ধ পুরুষ ও বিদ্যাধরদের আশ্রয়, মুনি অসুর মানুষের, রোগপীড়িতের, রাজদ্বারে, অভিযুক্ত এবং দস্যু-আক্রান্ত ব্যক্তির একমাত্র শরণ, হে দেবি, হে দুর্গা সুপ্রসন্না হও। ৯

আমার বলা এই স্তোত্রমালা বিপদ থেকে উদ্ধার করে। কেউ এই স্তব একসন্ধ্যা বা ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করলে স্বর্গ, মর্ত্য পাতালে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পায়—এতে সন্দেহ নেই। যে ভক্তিভরে সমস্ত শ্লোক বা একটি মাত্র শ্লোকও পড়ে, সে সব দুষ্কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পরম গতি লাভ করে। হে দেবি, এই শ্লোক পড়লে জগতে কোন্ ফল না লাভ হয়? ১০-১২

কুব্জিকাতন্ত্রে দুর্গাস্তোত্র

দুর্গা শিবা শান্তিদায়িনী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মপ্রিয়া, সমগ্র জগতের কর্ত্রী সর্বদা মঙ্গলময়ী শিবাকে প্রণাম করি। ১

মঙ্গলরূপিণী, মনোহরা, বিশুদ্ধা, নিষ্কলা (নিরংশ), শ্রেষ্ঠ কলা, বিশ্বেশ্বরী (বিশ্বকর্ত্রী) বিশ্বমাতা চণ্ডিকাকে প্রণাম করি। ২

সকল দেবতাস্বরূপ, দেবী, সকল রোগ ও ভয় বিনাশকারিণী ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও যাঁর কাছে নত হন, সেই শিবাকে প্রণাম করি। ৩

বিন্ধ্যবাসিনী, বিন্ধ্য-নিলয়া (দুর্গামূর্তি বিশেষ), দিব্য স্থানে (স্বর্গে) বাসকারিণী, যোগিনী, যোগমাতা, চণ্ডিকাকে প্রণাম করি। ৪

ঈশানমাতা, দেবী, ঈশ্বরী, ঈশ্বরপ্রিয়া, ভবসমুদ্রে রক্ষাকর্ত্রী সর্বদা দুর্গাকে প্রণাম করি। ৫

যে এই স্তোত্র পাঠ করে, (এমনকি) যে (শুধুমাত্র) শোনে, সেও সমস্ত পাপ থেকে মুক্তিলাভ করে, দুর্গাদেবীর সঙ্গে আনন্দ লাভ করে। ৬

হে মহিষাসুরমর্দিনি, মহামায়া, চামুণ্ডা, মুণ্ডমালিনী দেবী! তোমাকে প্রণাম, আয়ু-আরোগ্য ও জয় দাও। ৭

হে মহেশ্বরি, ভুত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষস-দেবতা-মানুষ এবং সবরকম ভয় থেকে আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। ৮

হে সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা, শিবা, সর্বার্থসাধিকা, উমা ব্রহ্মাণী, কৌমারী, বিশ্বরূপা—আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ৯

ভয় বিনাশে ভগবতী, অভীষ্টধন দানে কাত্যায়নী, কালকৃত কৌশিকী! তুমিই কাত্যায়নী। তোমাকে প্রণাম। ১০

প্রচণ্ডা, পুত্রদায়িনী, সর্বদা প্রীতিময়ী, সুরনায়িকা, সাপনাশিনী উগ্রা (ভয়ংকরী)—জয় দাও, তোমাকে প্রণাম। ১১

রুদ্রচণ্ডী, ভীষণা তুমি; প্রচণ্ডবিনাশিনী; হে দেবি সব কিছু থেকে আমাকে রক্ষা করো, হে বিশ্বেশ্বরি তোমায় প্রণাম। ১২

দুর্গোত্তারিণি (সর্বদুঃখবিনাশিনী) দুর্গা তুমি সমস্ত অমঙ্গল ধ্বংস কর, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভের জন্য সর্বদা আমাকে বরদান করো। ১৩

প্রচণ্ডা, চণ্ড-মুণ্ড-অসুরবিনাশিনী মুণ্ডমালায় শোভিতা, নিশুম্ভের শত্রুরূপিণী, শুম্ভের ভয়োৎপাদিনী, তোমাকে প্রণাম। ১৪

হে দুর্গা, মহাভাগা, শঙ্করপ্রিয়া—আমাকে রক্ষা করো। মহিষাসুরমর্দিনী, তোমাকে প্রণাম, আমার প্রতি প্রসন্না হও। ১৫

হে দেবি, হরপ্রিয়া! আমার পাপ, ক্লেশ, শোক, অশুভ রোগ, ক্ষোভ, সবকিছু হরণ করো। ১৬

হে কালি, মহাকালি, কালরাত্রিকা,—ধর্ম-অর্থ-কাম ঐশ্বর্য দান করো, দেবি, তোমায় প্রণাম। ১৭

হে কালিকা! আমায় আয়ু দাও; হে সদাশিব, পুত্র দাও। হে মহামায়া! ধন দাও, হে নারসিংহি! যশ দাও। ১৮

দেবী চণ্ডিকা আমার মস্তক, মহেশ্বরী কণ্ঠ, চামুণ্ডা হৃদয় এবং কালিকা সব কিছু থেকে রক্ষা করুন। ১৯

হে দুর্গা! অন্ধতা, কুষ্ঠ, দারিদ্র্য, রোগ, নিদারুণ শোক, বন্ধুহীনতা, তুমি এই-সব দুর্গতি থেকে আমায় রক্ষা করো। ২০

তুমি যার মাথার উপরে তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, ভাগ্যলক্ষ্মী (তার কাছে) সর্বদা স্থির থাকো সে প্রভুত্ব ও সামর্থ্য লাভ করে। ২১

তুমি যার হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর, সে কাপুরুষ, নির্গুণ অসদাচারী হলেও পৌরুষ (শক্তি-সামর্থ্য) লাভ করে। ২২

হে মহামায়া! জগতের অপরাজিতা! তুমি জয় দাও! হে ত্রিভুবনেশ্বরী তুমিই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নাশিনী। ২৩

হে দুর্গা, মাহেশ্বরী, তুমিই আমার আশ্রয়স্থল, সেজন্যে ধন্য আমি, সার্থক আমি, সফল আমার জীবন। ২৪

হে বরদে! মলয়বাসিনি! এই অর্ঘ্য, পুষ্প নৈবেদ্য ও মালা গ্রহণ করো; হে দেবি, সর্বদা আমার কল্যাণ করো। ২৫

হে নবদুর্গা! দেবপুজ্যা! ভক্তি সহকারে তোমার পূজা করি; (এখন) উৎসর্গীকৃত বিষয় ভোগ করে, (আমাকে) বরদান করে, মহাসুখে লীলামগ্ন হও। ২৬

হে দেবি, সুরেশ্বরি! আমার করা এই সাংবৎসরিক পূজা, তার সবই তোমার কৃপায় সম্পূর্ণ হোক। ২৭

হে দেবি, সুরেশ্বরি! মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন ভক্তিহীন এই আমার পূজা (তোমার কৃপায়) পরিপূর্ণ হোক। ২৮

হে সুরেশ্বরি! কায়মনোবাক্যে এবং কর্মে আমি যা কিছু করেছি, তার সবকিছু তোমার কৃপায় পরিপূর্ণ হোক। ২৯

দেবীমাহাত্ম্য

দেবতারা (মহামায়ার) স্তব করলেন—যিনি দেবী, মহাদেবী তাঁকে প্রণাম; সর্বদা মঙ্গলস্বরূপিণীকে প্রণাম, প্রকৃতিকে (সৃষ্টিশক্তিরূপিনীকে) প্রণাম, ভদ্রাকে (স্থিতিরূপাকে) প্রণাম, আমরা তাঁকে বারংবার প্রণাম জানাই। ৮—৯

যিনি রুদ্রস্বরূপিণী), নিত্যস্বরূপিণী (ত্রিকালাতীত সত্তারূপে অধিষ্ঠাত্রী দেবী), গৌরী (গৌরবর্ণা) ও ধাত্রীস্বরূপিণী, তাঁকে প্রণাম; জ্যোৎস্নারূপিণী, চন্দ্ররূপিণী, সুখরূপিণীকে (আনন্দময়ী) সর্বদা প্রণাম জানাই। ১০

কল্যাণরূপিণীকে প্রণাম; বৃদ্ধিরূপিণী, সিদ্ধিরূপিণীকে (যিনি উন্নতি ও সাফল্যপ্রদায়িনী) প্রণাম; অলক্ষ্মীরূপিণীকে প্রণাম, ভূপালকদের লক্ষ্মীরূপিণী শর্বাণী—তোমাকে প্রণাম। ১১

দেবী দুর্গা দুস্তর ভবসমুদ্র-পারকারিণী, (জগতের) সারভূতা, সর্বকারিণী (সৃষ্টিকর্ত্রী), খ্যাতিস্বরূপিণী, কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা—তাঁকে সর্বদা প্রণাম। ১২

অতিসৌম্যা (বিদ্যারূপে) ও অতিভীষণা (অবিদ্যারূপে) তাঁকে বারংবার প্রণাম। জগতের আশ্রয়রূপিণীকে প্রণাম, ক্রিয়াস্বরূপিণীকে বারংবার প্রণাম। ১৩

যে দেবী সকল প্রাণীর অধিষ্ঠাত্রীরূপে (বেদাদিশাস্ত্রে) বিষ্ণুমায়া নামে অভিহিতা হন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম। ১৪—১৬

যে দেবী সকল প্রাণীতে চৈতন্যস্বরূপিণী নামে অভিহিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম। ১৭—১৯

যে দেবী সকল প্রাণিতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম। ২০—২২

যে দেবী প্রাণিবর্গে নিদ্রারূপে বিরাজ করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম। ২৩—২৫

যে দেবী প্রাণিবর্গে ক্ষুধারূপে বিরাজ করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম। ২৬—২৮

যে দেবী সর্বভূতে ছায়া রূপে বিরাজিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম। ২৯—৩১

যে দেবী সর্ব প্রাণীতে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠাতা [যিনি প্রাণিমাত্রেরই সমস্ত দৈহিক-মানসিক শক্তির আধারস্বরূপিণী] তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম। ৩২—৩৪

যে দেবী সকল প্রাণীতে তৃষ্ণা (বিষয়তৃষ্ণা) রূপে বিরাজ করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৩৫—৩৭

যে দেবী প্রাণিবর্গে ক্ষমারূপে অবস্থান করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম। ৩৮—৪০

যে দেবী সকল প্রাণীতে জাতিরূপে অবস্থান করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৪১—৪৩

যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৪৪—৪৬

যে দেবী সর্বভূতে শান্তিরূপে বিরাজ করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৪৭—৪৯

যে দেবী সকল মানুষে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৫০—৫২

যে দেবী সকল প্রাণীতে কান্তি (স্বাভাবিক সৌন্দর্য)-রূপে অবস্থিতা, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম। ৫৩—৫৫

যে দেবী সকল প্রাণীতে লক্ষ্মী (সম্পদ্) রূপে অবস্থিতা তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৫৬—৫৮

যে দেবী সকল মানুষে বৃত্তিরূপে (কৃষি-ব্যবসা ইত্যাদি নানারকম জীবিকা) অবস্থান করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৫৯—৬১

যে দেবী সকল প্রাণীতে স্মৃতিরূপে অবস্থান করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৬২—৬৪

যিনি সকল প্রাণীতে দয়ারূপে অবস্থান করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৬৫—৬৭

যিনি সমস্ত প্রাণীতে সন্তুষ্টিরূপে বিরাজ করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৬৮—৭০

যে দেবী সকল নারীতে মাতৃরূপে বিরাজ করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৭১—৭৩

যিনি সকল ভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থান করেন, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৭৪—৭৬

যিনি সকল প্রাণীতে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করেন এবং পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে প্রেরয়িত্রী, সেই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মশক্তি-রূপিণী (ব্যাপ্তিরূপিণী) মহাদেবীকে বারংবার প্রণাম। ৭৭

যিনি চৈতন্যস্বরূপিণী হয়ে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে অবস্থান করেন, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম তাঁকে প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম। ৮০

পূর্বে দেবতারা যাঁর স্তবগান করেছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র অভীষ্ট লাভ করে (মহিষাসুর বধ করে) প্রতিদিন যাঁর পূজা করতেন, উদ্ধত দৈত্যদের পীড়নে (অভিভূত) আমরা দেবতারা যে ভগবতীকে এখন স্তব করছি, যাঁকে ভক্তিবিনত চিত্তে স্মরণ করলে তিনি আমাদের সেই মুহূর্তে সকল বিপদ দূর করেন, সেই কল্যাণী পরমেশ্বরী আমাদের পরম মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন করুন, আমাদের সমস্ত বিপদ ধ্বংস করুন। ৮১—৮২

ভবান্যষ্টক

আমার পিতা, মাতা, বন্ধু, পৌত্র, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য, প্রভু, স্ত্রী—কেউ নেই, বিদ্যাও নেই, জীবিকাও নেই; হে ভবানী তুমিই আমার গতি, তুমিই একমাত্র আমার গতি। ১

অকূল সংসার-সমুদ্রে আমি সব সময় মহাদুঃখে ভয় পাই, [অথচ] আমার কামনা-বাসনা আছে, লোভ আছে, [কিন্তু আমি] নির্বোধ, অসুন্দর সংসারের বন্ধনে জড়িয়ে তোমার শরণাগত হয়েছি; হে ভবানী! তুমি আমার গতি, তুমিই আমার একমাত্র গতি। ২

[আমি] দান জানি না, ধ্যান-যোগ জানি না (দান-ধ্যান কিছুই জানি না), তন্ত্র-মন্ত্র, স্তব-স্তুতিও জানি না, পূজা আর সন্ন্যাসযোগ—তাও (কিছুই) জানি না, হে ভবানী, তুমি আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ৩

মা, আমি কখনও পুণ্য বা তীর্থ জানি না, মুক্তি কিম্বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ (সংযম) জানি না, [এমন কি] ব্রতও জানি না; হে ভবানী! তুমিই আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ৪

আমি সব সময় অন্যায় কাজ করি, কুসঙ্গে থাকি, [আমার মন] মন্দবুদ্ধিতে ভরা, [আমি] কুৎসিত লোকের দাস (দাসত্ব স্বীকার করি), কুল হীন, আচারহীন, [ব্যবহারে] কদাচার প্রকাশ পায়, কুৎসিত বিষয়ে মনোযোগ দিই, কুকথা বলি; হে ভবানী, তুমিই আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ৫

হে শরণদাত্রী! আমি কখনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র বা দেবতাদের মধ্যে অন্য কাউকেও কখনও জানি না; হে ভবানী! তুমিই আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ৬

হে শরণদায়িনি! আমাকে বিবাদে, শোকে, ভ্রমে প্রবাসে, জলে, অগ্নিতে, পর্বতে, শত্রুর মধ্যে বা বনে সবসময় রক্ষা কর; হে ভবানী, তুমিই আমার গতি, আমার একমাত্র গতি। ৭

আমি সর্বদা নিরাশ্রয়, দরিদ্র, জরাজীর্ণ, রোগগ্রস্ত, অতি ক্ষীণ ও দীন, স্তবস্তুতি করতে অক্ষম, সর্বদা বিপদে পড়ে সবকিছুই হারিয়েছি; হে ভবানী, তুমিই আমার গতি, তুমিই একমাত্র গতি। ৮

হরগৌর্যষ্টকম্

যিনি (গৌরীরূপ অর্ধাঙ্গে) মৃগনাভিযুক্ত চন্দন লেপন করেন, এবং (হররূপ) অর্ধাঙ্গে শ্মশানভস্ম লেপন করেন; যিনি অর্ধাঙ্গে (গৌরী) মনোরম কুণ্ডল ধারণ করেন, অপর অর্ধাঙ্গে (হর) সর্পকুণ্ডলধারী, সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম। ১

যিনি অর্ধাঙ্গে মন্দারপুষ্পে সজ্জিতা এবং অপরার্ধে কপালমালায় শোভিত, যিনি অর্ধাঙ্গে দিব্যবস্ত্র পরিধান করেন এবং অপরার্ধে দিগম্বর, সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম। ২

যাঁর অর্ধাঙ্গের চরণ সোনার নূপুরে চঞ্চল ও ঝংকৃত, অপরার্ধের চরণে সর্পের উজ্জ্বল নূপুর; যাঁর অর্ধাঙ্গের বাহুতে সোনার বাজু, অপরার্ধে সাপের বাজু, সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম। ৩

যাঁর অর্ধাঙ্গে চঞ্চল নীলপদ্মের নয়ন, অপরার্ধে যিনি প্রায় প্রস্ফুটিত পদ্মলোচন; যিনি (উভয়ার্ধে) ত্রিনয়নী ও ত্র্যম্বক (ত্রিকালদর্শী ত্রিনয়ন), সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম। ৪

যিনি অর্ধাঙ্গে আশ্রিত বাহনে সুখে সমাসীন এবং অপরার্ধে ত্রিভুবনবিনাশী তাণ্ডব নৃত্যে রত; যিনি অর্ধাঙ্গে কামদেবকে সৃষ্টি করেন অপরার্ধে তাঁরই বিনাশ করেন, সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম। ৫

যাঁর অর্ধাঙ্গে চাঁপার মতো স্বর্ণকান্তি, অপরার্ধ কর্পূরের মতো শুভ্র, যিনি অর্ধাঙ্গে কবরী ধারণ করেন এবং অপরার্ধে জটাজুটধারী, সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম। ৬

যাঁর অর্ধাঙ্গের কেশরাশি মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ভস্মভূষিত অপরার্ধে জটা ধারণ করেন, যিনি একদিকে জগজ্জননী, অপরদিকে জগতের একমাত্র পিতা, সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম। ৭

যিনি সর্বদা অর্ধাঙ্গে মঙ্গলময় বস্তুর ভূষণস্বরূপ, অপরার্ধে অশুভ বস্তুর শোভা বৃদ্ধি করেন, শিবের সঙ্গে মিলিত, এবং শিবানীর সঙ্গে মিলিত সেই শিবা ও শিবকে প্রণাম। ৮

অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্

তুমি সর্বদা আনন্দবিধান কর, বর ও অভয় দাও, তুমি সমস্ত সৌন্দর্যের সাগর-স্বরূপা, তুমি সব পাপ ধৌত করে পবিত্র কর, সাক্ষাৎ মহেশ্বরী, [হিমালয়ের কন্যা রূপে] হিমালয়বংশকে তুমি পবিত্র করেছ, তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী, কৃপাময়ী মা, জগদীশ্বরী অন্নপূর্ণা, তুমি আমায় ভিক্ষা দাও। ১

তুমি নানা রত্নখচিত সজ্জায় সজ্জিত, স্বর্ণময় বস্ত্র পরিধান করে সুশোভিতা, প্রলম্বিত মুক্তাহারে তোমার স্তন দুটির মধ্যভাগ উদ্ভাসিত, তুমি কুমকুম ও অগুরুর সুবাসে সুবাসিতা ও কান্তিময়ী; কাশীপুরীর অধীশ্বরী, তুমি কৃপাময়ী মা, জগদীশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমায় ভিক্ষা দাও। ২

তুমি যোগানন্দদায়িনী, শত্রুবিনাশকারিণী, তুমি ধর্ম ও অর্থের পরিপূর্ণতা দান কর, চন্দ্র-সূর্য-অগ্নির মতো তোমার জ্যোতিঃপ্রভা, ত্রিভুবনের রক্ষয়িত্রী, তুমি সমস্ত ঐশ্বর্য ও অভীপ্সিত বস্তু দান কর। কাশীপুরীর অধীশ্বরী, তুমি কৃপাময়ী মা, জগদীশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমায় ভিক্ষা দাও। ৩

গৌরী, উমা, শংকরী, কৌমারী রূপে তুমি কৈলাসপর্বতের গুহায় বাস করেছ, তুমি বেদের অর্থ প্রকাশ করেছ, ওম্ (ওঁ) এই বীজমন্ত্রের [অ, উ, ম] অক্ষর-স্বরূপা, মুক্তিদ্বার তুমিই খুলে দাও কাশীপুরীর অধীশ্বরী, তুমি কৃপাময়ী মা জগদীশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমায় ভিক্ষা দাও। ৪

তুমি সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু বহন কর (প্রকাশ কর), সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তোমার উদরে প্রতিষ্ঠিত, সংসারলীলারূপ নাটকের প্রস্তাবনা বিনাশ কর, [আবার] তুমিই জ্ঞানদীপের কারণস্বরূপ, জগদীশ্বরের চিত্তবিনোদন কর। কাশীপুরীর অধীশ্বরী, তুমি কৃপাময়ী মা জগদীশ্বরী। অন্নপূর্ণা, আমায় ভিক্ষা দাও। ৫

পৃথিবীর সব লোকের ঈশ্বরী, (জগদীশ্বরী) ভগবতী, মাতা অন্নপূর্ণা, ঈশ্বরী তোমার কেশরাশি নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল ও সুদীর্ঘ তুমিই সর্বদা অন্নদাতা, সকলের আনন্দদায়িনী এবং সৌভাগ্য রচয়িতা, কাশীপুরীর অধীশ্বরী তুমি কৃপাময়ী মা জগদীশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমায় ভিক্ষা দাও। ৬

তুমি অ-থেকে ক্ষ পর্যন্ত সব বর্ণ প্রকাশ কর [অথবা দীক্ষান্তে শিক্ষণীয় বস্তু বর্ণনা কর] তুমি শম্ভুর [ঈশ্বর-হিরণ্যগর্ভ বিরাট] এই ত্রিবিধ অবস্থার কারণ, কুমকুমের মতো উজ্জ্বল তোমার বর্ণ, তুমি ত্রিভুবনেশ্বরী, [আবার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় রূপ] বিবিধ তরঙ্গস্বরূপা, সর্ব সৃষ্টির নিত্য কারণ স্বরূপিণী, মহাপ্রলয়ের তমোরূপিণী, সমস্ত কামনার প্রেরণাদায়িনী, লোকের উন্নতিবিধায়িকা কাশীপুরীর অধীশ্বরী তুমি কৃপাময়ী মা জগদীশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমায় ভিক্ষা দাও। ৭

তোমার দক্ষিণ হাতে আছে স্বর্ণময় নানা মূল্যবান রত্নখচিত দর্বী, বাম হাতে সুমিষ্ট চরু-পূর্ণ পাত্র, তুমি সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণকারিণী, দৃষ্টিতে মঙ্গলবিধায়িকা, কাশীপুরের অধীশ্বরী তুমি কৃপাময়ী মা জগদীশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমায় ভিক্ষা দাও। ৮

তুমি কোটি চন্দ্র সূর্য অগ্নির মতো (তেজোময়ী), তোমার অধর চন্দ্র কিরণের মতো উজ্জ্বল, তুমি ঈশ্বরী, তুমি হাতে ধারণ কর মালা পুস্তক, পাশ ও অঙ্কুশ। কাশীপুরের অধীশ্বরী তুমি কৃপাময়ী মা জগদীশ্বর অন্নপূর্ণা, আমায় ভিক্ষা দাও। ৯

তুমি ক্ষত্রিয়দের রক্ষা কর, (অত্যন্ত) অভয়দাত্রী, জননী, করুণার সিন্ধু-স্বরূপিণী, সাক্ষাৎ মুক্তিদায়িনী সর্বদা কল্যাণবিধাত্রী, বিশ্বেশ্বরের শ্রীবর্ধনকারিণী, দক্ষের ক্রন্দনের কারণ, রোগ নিরাময়কারিণী, কাশীপুরীর অধীশ্বরী জগদীশ্বরী তুমি কৃপাময়ী মা অন্নপূণা, আমায় ভিক্ষা দাও। ১০

হে অন্নপূর্ণা, তুমি সর্বদা পূর্ণরূপে বিরাজ কর, তুমি শঙ্করের প্রাণপ্রিয়, হে পার্বতী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের জন্য আমায় ভিক্ষা দাও। ১১

দেবী পার্বতী আমার জননী, পিতা দেব মহেশ্বর শিবভক্তেরা আমার বন্ধু ত্রিভুবন স্বদেশ। ১২

জগদ্ধাত্রীস্তোত্র

হে জগদ্ধাত্রি, তুমি আধার ও অধেয়ভূতা, তুমি ধৃতিরূপা, সর্বকর্মাবিধায়িকা, তুমি সনাতনী, শাশ্বতধামরূপিণী, অবিচলস্বভাবা, তোমায় প্রণাম। ১

হে শবরূপিণী (শিব), তুমি শক্তিরূপা, সমস্ত শক্তিতে অবস্থিতা, শক্তিবিগ্রহা, শাক্ত-আচারে তুমি সন্তুষ্ট হও, হে দেবি জগদ্ধাত্রি, তোমায় প্রণাম। ২

হে জয়দায়িনী, জগতের আনন্দ-স্বরূপিণী, জগতে একমাত্র তুমিই প্রকৃষ্টরূপে

পূজিতা, তুমি সর্বব্যাপিনী, তোমার জয় হোক। হে দুর্গা, জগদ্ধাত্রি, তোমায় প্রণাম। ৩

হে পরমাণুস্বরূপা, এবং দ্ব্যণুকাদিস্বরূপা, তুমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপিণী, হে হে জগদ্ধাত্রি, তোমায় প্রণাম। ৪

হে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপিণী, তুমি প্রাণ-অপানাদিস্বরূপা, ভাব ও অভাবরূপিণী, জগদ্ধাত্রি, তোমায় প্রণাম। ৫

হে কাল প্রভৃতি স্বরূপিণী, তুমি কালের ঈশ্বরী, তুমিই কাল ও কালাতীত-বিভেদকারিণী, তুমি সর্বস্বরূপা ও সর্বজ্ঞতা, হে জগদ্ধাত্রি, তোমায় প্রণাম। ৬

হে মহাবিঘ্নস্বরূপিণী, মহা-উৎসাস্বরূপিণী, তুমি মহামায়া, তুমি বরদায়িনী, জগতের সারভূতা, সাধুদের ঈশ্বরী, হে জগদ্ধাত্রি, তোমায় প্রণাম। ৭

হে বাক্য-মনের অতীত, জগতের আদি কারণভূতা, মাহেশ্বরী, বরাঙ্গনে, তুমি অশেষ স্বরূপিণী, সর্বরূপে অবস্থিতা, হে জগদ্ধাত্রি, তোমায় প্রণাম। ৮

হে বাহাত্তর-কোটি মন্ত্রস্বরূপিণি, শক্তিস্বরূপা, সনাতনি! তুমিই সর্বশক্তিস্বরূপিণী, হে জগদ্ধাত্রি, তোমায় প্রণাম। ৯

হে দেবি, তুমি তীর্থ-যজ্ঞ-তপস্যা-দান ও যোগের সারভূতা, তুমি জগদ্ব্যাপিনী, তুমি সর্বস্বরূপিণী, তুমি সর্বত্র বিরাজমানা, হে জগদ্ধাত্রি, তোমায় প্রণাম। ১০

হে দয়াস্বরূপিণি, দয়াদৃষ্টিরূপিণি, তুমি করুণাময়ী, দুঃখমোচনকারিণী, সর্ব-বিপত্তারিণী, হে দুর্গা, জগদ্ধাত্রি তোমায় প্রণাম। ১১

হে দেবি, অগম্যলোকে অবস্থিতা, মহাযোগীশ্বরের হৃদয়ে অধিষ্ঠাতা, অসীম ভাবরাশি মধ্যে কূটস্থা (অবিচলা) হে জগদ্ধাত্রি, তোমায় প্রণাম। ১২

মহালক্ষ্ম্যষ্টকম্

ইন্দ্র বললেন—হে সৌভাগ্যের আধারস্বরূপা, দেবপূজিতা, মহামায়া! তোমায় প্রণাম। হে শঙ্খ-চক্র গদাধারিণি, মহালক্ষ্মি, তোমায় প্রণাম। ১

হে গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণকারিণি, কোলাসুরের ভয়োৎপাদিনি, তোমায় প্রণাম। হে দেবি, সকল পাপহারিণি, মহালক্ষ্মি, তোমায় প্রণাম। ২

হে সর্বজ্ঞানস্বরূপা, সর্ববরদায়িনি, সকল দুষ্টের বিনাশিনি, সর্বদুঃখহারিণি, দেবি, মহালক্ষ্মি, তোমায় প্রণাম। ৩

হে সিদ্ধি (সাফল্য) ও বুদ্ধিদায়িনি, দেবি, ভোগ ও মুক্তিবিধায়িনি, সর্বদা মন্ত্রমূর্তিস্বরূপা, মহালক্ষ্মি, তোমায় প্রণাম। ৪

হে আদি-অন্তবিহীনা (অনাদি অনন্তস্বরূপা), দেবি, আদ্যাশক্তি, মহেশ্বরি, যোগপ্রদায়িনী, যোগৈশ্বর্যরূপিণি মহালক্ষ্মী, তোমায় প্রণাম। ৫

হে স্থূল-সূক্ষ্মরূপিণি, মহাপ্রচণ্ডা, মহাশক্তিস্বরূপিণি, মহাপাপ-বিনাশিনি, দেবি, মহালক্ষ্মি, তোমায় প্রণাম। ৬

হে পদ্মাসনে উপবিষ্টা, দেবি, পরব্রহ্ম-স্বরূপিণি, পরমেশ্বরি, জগজ্জননি, মহা-লক্ষ্মি, তোমায় প্রণাম। ৭

হে দেবি, শ্বেতবস্ত্রশোভিতা, নানা-অলংকারে বিভূষিতা, জগতের আধারভূতা, জগন্মাতা, মহালক্ষ্মি, তোমায় প্রণাম। ৮

যে ভক্তিমান ব্যক্তি মহালক্ষ্ম্যষ্টকম্ স্তোত্র পাঠ করে, সে মহালক্ষ্মীর কৃপায় সর্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করে। ৯

সরস্বতীপ্রণামমন্ত্র

ভদ্রকালীকে সর্বদা প্রণাম, সরস্বতীকে বারংবার প্রণাম, বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত এবং বিদ্যাস্থানসমূহকেও (বিবিধ বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে) প্রণাম। ১

হে জগৎসংসারের মূলস্বরূপা, কুচযুগে-মুক্তামালায় শোভিতা, দেবি, তোমার জয় হোক, জয় হোক। হে দেবি হস্তে বীণা ও পুস্তকধারিণি, হে ভগবতি, দেবি ভারতি, তোমায় প্রণাম। ২

সরস্বতীস্তোত্র (১)

যিনি কুন্দফুল, চন্দ্র, তুষার ও মুক্তমালার মতো শুভ্রবর্ণা, যিনি শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা যাঁর হস্ত বীণার অপূর্ব দণ্ডে শোভিত, যিনি শ্বেতপদ্মে উপবেশন করেন,

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি-দেবতা সর্বদা যাঁর বন্দনা করেন, সেই অশেষ-মূর্খতা-বিনাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী আমায় রক্ষা করুন। ১—২

সেই বীণা ও পুস্তকধারিণী, নারায়ণের প্রিয়তমা, সর্বশুক্লা, দেবী সরস্বতী আমার আমার জিহ্বায় অবস্থান করুন। ৩

হে দেবি সরস্বতি, মহা-ঐশ্বর্যশালিনি, জ্ঞানস্বরূপে, কমলনয়না বিশ্বরূপা, বিশালাক্ষি, আমার বিদ্যা দান করো, তোমাকে প্রণাম। ৪

সরস্বতীস্তোত্র (২)

(দেবি সরস্বতী) শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, শ্বেতপুষ্পে শোভিতা, শ্বেতবস্ত্র-পরিহিতা, নিত্যস্বরূপা, শ্বেতগন্ধাদি অনুলেপনে সুরভিতা। ১

দেবীর হাতে শ্বেত রুদ্রাক্ষের মালা, তিনি শ্বেতচন্দনে চর্চিতা, শ্বেতবর্ণের বীণা ধারণকারিণী, শুভ্রবর্ণা, শুভ্র-অলংকারে বিভূষিতা। ২

সিদ্ধ পুরুষ ও গন্ধর্বগণ দেবীর বন্দনা করেন, দেবতা ও অসুর তাঁর অর্চনা করেন, সমস্ত মুনিরা তাঁর পূজা করেন, এবং ঋষিরা তাঁর স্তবগান করেন। ৩

যাঁরা এই স্তবমালায় সেই জগদ্ধাত্রী দেবী সরস্বতীকে ত্রিসন্ধ্যায় স্মরণ করেন, তাঁরা সকল বিদ্যা লাভ করেন। ৪

॥ গঙ্গাস্তোত্রম্ ॥

হে দেবি! স্বর্গলোকেরও ঈশ্বরি! ভগবতি গঙ্গে! তুমি ত্রিভুবন রক্ষা কর, চঞ্চলতরঙ্গময়ী তুমি মহাদেবের শিরে বিহার কর, তুমি পবিত্র নির্মল, তোমার পাদপদ্মে আমার চিত্ত নিবিষ্ট হোক। ১

হে ভাগীরথী, সুখদায়িনী জননি! তোমার জল-মাহাত্ম্য বেদাদিশাস্ত্রেও প্রসিদ্ধ। আমি তোমার মহিমা জানি না। হে কৃপাময়ি! অজ্ঞানী আমাকে পরিত্রাণ করো। ২

হে দেবি গঙ্গে! শ্রীহরিরর চরণপাদ্ম হতে তরঙ্গাকারে নির্গত হয়েছে। তোমার তরঙ্গমালা তুষারকণা চন্দ্রকিরণ আর মুক্তার মতো শুভ্রবর্ণ। আমার পাপরাশি দূর করো, কৃপা করে আমাকে সংসার সমুদ্র পার করে দাও। ৩

যে জন তোমার নির্মল জল পান করেছে, সে সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম লাভ করেছে। জননি গঙ্গে! যে তোমার প্রতি ভক্তিমান, স্বয়ং যমরাজও তাকে দেখতে পায় না। ৪

হে জাহ্নবি গঙ্গে! তুমি পতিতজনকে উদ্ধার কর। তুমি পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে বিভক্ত করেছ, সুন্দর তোমার ভঙ্গিমা, তুমি ভীষ্মের জননী, মুনি শ্রেষ্ঠ জহ্নুর কন্যা, পতিত জনকে পরিত্রাণ করেছ, ত্রিভুবনে তুমি ধন্যা। ৫

হে দেবি গঙ্গে! জগতে তুমি কল্পতরুর মতো ফল দান কর (যে যা চায়, তাকে তাই দাও), যে তোমাকে প্রণাম জানায়, সে কখন শোকে অভিভূত হয় না [ইহলোকে পতিত হয় না]। হে দেবি তুমি সমুদ্রের সঙ্গে বিহার কর, দেববধূরাও তোমার প্রতি চঞ্চল কটাক্ষপাত করে। ৬

যে তোমার স্রোতে অবগাহন করে, সে আর তোমার কৃপায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না। হে জাহ্নবি গঙ্গে! তুমি নরক নিবারণ কর, তুমি পাপও বিনাশ কর, তোমার মাহাত্ম্য সর্বোচ্চ। ৭

হে দেবি, তুমি উজ্জল অঙ্গবিশিষ্টা তোমার তরঙ্গমালা পুণ্যদাত্রী, তোমার দৃষ্টি কৃপাপূর্ণ, চরণদুটি দেবরাজেরও মুকুটমণিতে সমুজ্জ্বল, তুমি সকলকে সুখ দাও, কল্যাণ কর—, যে তোমার সেবা করে, তুমি তাকেই আশ্রয় দাও। ৮

হে ভগবতি! তুমি রোগ শোক পাপ, তাপ আর আমার মন্দবুদ্ধি দূর কর। তুমি ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ জগতের কণ্ঠহারের মতো, এ সংসারে তুমিই আমার একমাত্র গতি। ৯

তুমি অলকানন্দা, পরমানন্দস্বরূপা, আমি কাতর হয়ে তোমার বন্দনা করি, আমায় কৃপা কর। যে জন তোমার তীরভূমিতে বাস করে, তার বৈকুণ্ঠবাসই হয়। ১০

দেবি! তোমার এই জলে কচ্ছপ বা মাছ হয়ে অথবা এই তীরে ছোটো টিকটিকি হয়ে অথবা এর দুই ক্রোশের মধ্যে দরিদ্র চণ্ডাল হয়েও থাকা ভালো, তবু তোমার থেকে বহুদূরের কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ রাজা হতে চাই না। ১১

হে জগদীশ্বরি, পুণ্যময়ি, ধন্যে, জলময়ি, জহ্নুকন্যে দেবি! যে লোক প্রতিদিন এই নির্মল গঙ্গাস্তব পাঠ করে, সে অবশ্যই জয়ী হয়। ১২

যাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে, তারা সর্বদা অনায়াসে মুক্তি লাভ করে। অতি মধুর ও কোমল পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত এই গঙ্গাস্তবটি পরমানন্দদায়ক ও সুললিত।১৩

এই গঙ্গাস্তবটি অসার সংসারের সারস্বরূপ, অভীষ্ট ফল দান করে বিখ্যাত ও উদার মহাদেবের সেবক শঙ্করের রচিত। বিষয়ী ব্যক্তি এটি পাঠ করুক। ১৪

গুরুস্তোত্র

গুরুই ব্রহ্মা, গুরু মহেশ্বর, গুরুই পরব্রহ্ম, সেই গুরুকে প্রণাম। ১

সমগ্র জগৎ (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) যাঁর দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তাঁর স্বরূপ যিনি দর্শন করিয়েছেন (সেই ব্রহ্ম বিষয়ে যিনি উপদেশ দিয়েছেন) সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম। ২

অজ্ঞানরূপ তিমির-রোগে অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু যিনি জ্ঞান রূপ অঞ্জনশলাকা (কাজল পরার শলা) দিয়ে উন্মীলিত করেছেন, সেই-শ্রীগুরুকে প্রণাম। ৩

সমস্ত স্থাবর (বৃক্ষ পর্বত প্রভৃতি) ও জঙ্গমাত্মক (গতিশীল) জগৎ যাঁর দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তাঁর স্বরূপ যিনি (উপদেশের মাধ্যমে) ব্যক্ত করেছেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম। ৪

চরাচর সহ ত্রিভুবন চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তাঁর সেই স্বরূপ যিনি প্রকাশিত করেছেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম। ৫

যাঁর স্বরূপমূর্তি সমগ্র বেদের মস্তকমণিরূপ বেদান্তশাস্ত্রে সমুদ্ভাসিত, যিনি বেদান্তরূপ পদ্মের উন্মীলনকারী সূর্য স্বরূপ (সূর্যোদয়ে যেমন পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি গুরুর সদুপদেশে শিষ্যের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান জাগরিত হয়) সেই গুরুকে প্রণাম। ৬

যে চৈতন্যস্বরূপ শাশ্বত, শান্ত, আকাশাদির অতীত নিরঞ্জন ও বিন্দু-নাদ-কলার অতীত—সেই গুরুকে প্রণাম। ৭

জ্ঞানরূপ শক্তিতে যিনি অধিষ্ঠিত, তত্ত্বজ্ঞানরূপ মালায় যিনি শোভিত এবং যিনি ভোগ ও মুক্তিদান করেন, সেই গুরুকে প্রণাম। ৮

যিনি আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি দান করে জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত কর্মফলরূপ কাষ্ঠ দহন করেন, সেই গুরুকে প্রণাম। ৯

যাঁর চরণামৃত সংসার-সাগর সম্পূর্ণরূপে শোষণ করে (অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করলে জাগতিক সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হয়) এবং সার সম্পদ্ লাভে সহায়ক হয়, সেই গুরুকে প্রণাম। ১০

যে গুরুর অধিক তত্ত্ব (জ্ঞান) নেই, গুরুর অধিক তপস্যা নেই, তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নেই, সেই গুরুকে প্রণাম। ১১

আমার প্রভুই (নাথ) শ্রীজগন্নাথ (জগতের প্রভু) আমার গুরুই (সমগ্র) জগতের গুরু, আমার আত্মাই সর্বভূতের আত্মা, সেই গুরুকে প্রণাম। ১২

গুরুই (সৃষ্টির) মূল কারণ, এবং স্বয়ং অনাদি (কারণহীন) গুরুই পরম দেবতা, গুরুর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কেউ নেই, সেই গুরুকে প্রণাম। ১৩

যিনি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ, পরম সুখপ্রদ, কেবল স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, সকল দ্বন্দ্ববোধের অতীত, আকাশব্যাপী, 'তুমিই সেই' প্রভৃতি মহাবাক্যের লক্ষ্য, এক-অদ্বিতীয়, নিত্য স্বরূপ, বিমল, অচল, সকল বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ, ভবাতীত, ত্রিগুণাতীত, সেই সদ্গুরুকে প্রণাম করি। ১৪

॥ গুর্বষ্টকম্ ॥

দেহ রূপবান এবং সর্বদা রোগমুক্ত হোক, সুযশ ও মেরুপর্বতের মতো বিবিধ ধনই লাভ হোক, গুরুদেবের পাদপদ্মে যদি চিত্ত নিবিষ্ট না হয়, তাহলে কী আর হল? ১

স্ত্রী, ধন, পুত্রকন্যা, পৌত্রাদি সব, গৃহ এবং বন্ধু-বান্ধব সব লাভ হলেও গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত নিবিষ্ট না হয়, তাহলে কী আর হল? ২

মুখে ছটি বেদাঙ্গ সহ বেদ, শাস্ত্রজ্ঞান কবিত্ব গুণও আছে, গদ্য এবং সুন্দর পদ্য রচনা করার ক্ষমতা আছে, (কিন্তু তবু যদি) গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট না হয়, তাহলে কী আর হল? ৩

বিদেশে সম্মান পেয়ে, স্বদেশে ধন্য হতে পারে, উপরন্তু সদাচার এবং সৎকাজে নিরত থাকতে পারে, (কিন্তু তবু যদি) গুরুর পাদপদ্মে মন নিবিষ্ট না হয়, তাহলে আর কী হল? ৪

জগতে সমস্ত রাজা যাঁর চরণযুগলের সেবা করে, তাঁরও চিত্ত যদি গুরুর পাদপদ্মে নিবিষ্ট না হয়, তাহলে আর কী হল? ৫

দানের প্রভাবে দিকে দিকে যশ ছড়িয়ে পড়লেও যাঁর কৃপায় জগতের সবকিছু লাভ করা যায়, সেই গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত নিবিষ্ট না হয়, তাহলে আর কী হল? ৬

মন যেন ভোগাকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত না হয়, কিন্তু যেন যোগধ্যানে যুক্ত হয়, অশ্বমেধ (যজ্ঞে) যেন রত না হয় স্ত্রীসম্ভোগে, যেন আসক্ত না হয়, ধনসম্পদে যেন মুগ্ধ না হয়, তবুও যদি গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত নিবিষ্ট না হয়, তাহলে আর কী হল? ৭

আমার মন যেন বনে, বা নিজের গৃহে আবদ্ধ না থাকে, কাজে যেন আসক্ত না হয়, মূল্যহীন দেহেও যেন না থাকে, তবুও গুরুর পাদপদ্মে যদি চিত্ত নিবিষ্ট না হয়, তাহলে আর কী হল? ৮

যে পবিত্র দেহধারণকারী (পুণ্যচিত্ত) সন্ন্যাসী, রাজা, ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ এই গুরু সম্বন্ধীয় আটটি শ্লোক পাঠ করেন এবং গুরুর কথিত উপদেশে যাঁর মন নিবিষ্ট হয়, তিনি সকলেরর অভীষ্ট ব্রহ্মপদ লাভ করেন। ৯

॥ মোহমুদ্গর ॥

ওহে মূর্খ! তুমি বেশি ধন উপার্জনের আশা ত্যাগ কর। ওহে ক্ষীণবুদ্ধি! মনে মনে [ধনের প্রতি] বিতৃষ্ণ হও। নিজের কাজের যা কিছু উপার্জন করেছ, তাতেই মনে সন্তুষ্ট (স্বোপার্জিত ধনেই সন্তুষ্ট থাকো)। ১

তোমার স্ত্রী কে, পুত্রই বা কে? এই সংসার অত্যন্ত বিচিত্র। তুমি কার, কোথা থেকেই বা এসেছ? হে ভ্রাতঃ, তুমি সেকথাই চিন্তা করো। ২

ধন, জন, যৌবনের গর্ব (মিথ্যা অহংকার) কোরো না, কারণ কাল (মহাকাল) মুহূর্তের মধ্যে সব হরণ করে। মায়াময় এই জগৎ—একথা জেনে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মপদ লাভ করো। ৩

পদ্মপাতার উপরের জল যেমন চঞ্চল, জীবনও সেই রকম ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং ক্ষণকালের জন্যেও সজ্জনব্যক্তির সঙ্গলাভই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হবার একমাত্র নৌকা। ৪

জন্ম হলেই মৃত্যু, আর মৃত্যু হলে আবার মাতৃগর্ভের শরণ নিতে হবে। সংসারের এই দোষ স্পষ্ট। হে মানব! (তবু) এই সংসার তোমার ভালো লাগে কী করে? ৫

দিন রাত্রি, সন্ধ্যা সকাল, শীত-বসন্ত আসে আর যায়। (এভাবে) কাল ক্রীড়া করে আর বয়ে যায় জীবন-নদী কিন্তু তবুও আশার বিরাম নেই। ৬

দেহ শিথিল হচ্ছে, মস্তক হয়েছে শুভ্রকেশ, মুখমণ্ডল দন্তবিহীন, কম্পিত হস্তে শোভা পায় যষ্ঠি, তবুও (মানুষ) আশা ত্যাগ করে না। ৭

শ্রেষ্ঠ দেবমন্দিরের কাছে অথবা গাছের তলায় বাস, ভূতলে শয্যা, মৃগচর্ম একমাত্র পরিধেয়, সব বিষয় এবং ভোগবাসনা ত্যাগ—এরকম বৈরাগ্যে কে না সুখী হয়? (কে না সন্তুষ্ট হয়?) ৮

শত্রু-মিত্র, পুত্র, বন্ধু যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যাপারে [বেশি] চেষ্টা, কোরো না। যদি শীঘ্র বিষ্ণুর শ্রীচরণ লাভ করতে চাও, তাহলে সব কিছু সমানভাবে দেখো। ৯

আটটি শ্রেষ্ঠ পর্বত[১] সাত সমুদ্র[২] সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ইন্দ্র, সূর্য, রুদ্র, তুমি, আমি আর এই জগৎ—সব অনিত্য, তবে আর শোক কিসের জন্যে ? ১০

কেবলমাত্র বিষ্ণুই তোমাতে, আমাতে, অন্যসব বস্তুতে বিরাজ করেন। বৃথাই অসহিষ্ণু হ'য়ে আমারি প্রতি ক্রুদ্ধ হচ্ছ। সমস্ত অণুতে আত্মদর্শন করো, সর্বদা ভেদজ্ঞান ত্যাগ করো। ১১

বালক মত্ত হয় খেলায়, তরুণতরুণীর প্রতি অনুরক্ত, আর বৃদ্ধ চিন্তায় নিমগ্ন। কিন্তু পরব্রহ্মের অনুধ্যানে কারো মন নিবিষ্ট হয় না। ১২

অর্থকে সর্বদা অনর্থ বলে চিন্তা করো, তাতে সত্যিই বিন্দুমাত্র সুখ নেই। ধনীরা নিজের পুত্রকেও ভয় পায়, এই নীতিই সর্বত্র প্রচলিত। ১৩

যতদিন অর্থ উপার্জনের সামর্থ্য থাকবে, ততদিনই পরিবারবর্গ (তোমার প্রতি) অনুরক্ত থাকবে। তারপর বার্ধক্যদশায় শরীর জীর্ণ হলে বাড়িতে কেউ তোমার খবরও জিজ্ঞাসা করবে না। ১৪

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ—ত্যাগ করে 'আমি কে' এইভাবে আত্মদর্শন লাভ করো। যে মূর্খ লোকেরা আত্মজ্ঞানশূন্য, তারা অনন্ত নরক ভোগ করে। ১৫

পজ্ঝটিকা ছন্দে রচিত এই ষোলটি শ্লোকে শিষ্যদের প্রতি এই সুগভীর উপদেশ করা হল। এই উপদেশেও যাদের বিবেকজ্ঞান (আত্ম-অনাত্মার পার্থক্যজ্ঞান) উৎপন্ন হয় না, তাদের জন্যে আর কী অতিরিক্ত উপদেশ করা সম্ভব! ১৬

প্রসঙ্গকথা

নারায়ণস্তোত্র

১· কংস কর্তৃক নিয়োজিত বক, অশ্ব, অরিষ্ট প্রভৃতি দানবদের কৃষ্ণ বিনাশ করেন।

২· পুরাণে বিষ্ণুর দশ অবতারের কথা লিখিত আছে, যথা—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি। ষষ্ঠ অবতার রামরূপে দশরথের পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।

৩· কৃষ্ণের পরামর্শে গোপগণ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করে তাদের গোধনের আশ্রয়দাতা গোবর্ধনগিরির পূজা করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে গোবধন পর্বত নিমজ্জিত করার অভিপ্রায়ে ভীষণ বৃষ্টি ও জলপ্লাবনের সৃষ্টি করেন। তখন কৃষ্ণ আঙুলের ওপর সাতদিন ধরে গোবর্ধনপর্বত ধারণ করে ইন্দ্রকে পরাভূত করে গোপগণের গোধন ও দেশ রক্ষা করেন।

৪· গৌতমের পত্নী অহল্যা। গৌতমের অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র গৌতমের রূপধারণ করে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হন। পরে মহর্ষি ধ্যানবলে এই ঘটনা জানতে পেরে উভয়কেই অভিশাপ দেন। ঋষির অভিশাপে অহল্যা অন্যের অহল্য হয়ে, অনাহারে, ভূমিতলে শয়ন ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে ভস্মশয্যায় বহু বৎসর অতিবাহিত করেন। অহল্যা ঋষিকে প্রকৃত ঘটনা জানিনে অনুনয় করলে তিনি বলেন যে রামরূপী বিষ্ণু (নারায়ণ) সেই উপস্থিত হলে অহল্যা যদি তাঁকে অতিথিসেবায় সন্তুষ্ট করতে পারেন, তাহলে তাঁরই কৃপায় অহল্যা মুক্তিলাভ করবেন।

শিবমহিম্নঃস্তোত্র

১. দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারকাসুরের তিন পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ, ও বিদ্যুন্মালী কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এই বর লাভ করেন যে তাঁরা তিনজনে এমন তিনটে পৃথক পুরে (নগরে) বাস করতে পারবেন যেখানে সর্বাভীষ্ট দ্রব্যাদি থাকবে যা দানব-যক্ষ-রাক্ষস কেউই ধ্বংস করতে পারবে না এবং ব্রহ্মশাপেও বিনষ্ট হবে না। কিন্তু সহস্র বৎসর পরে তারা মিলিত হলে তাদের ত্রিপুর যখন একত্র হবে তখন যে দেবশ্রেষ্ঠ এই সম্মিলিত ত্রিপুরকে একবাণে ভেদ করতে পারবেন, তিনিই তাদের নিহত করবেন। তারকাক্ষের পুত্র হরি ব্রহ্মার বর পেয়ে এই ত্রিপুরে মৃতসঞ্জীবনী সরোবর নির্মাণ করেন। দৈত্যদের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে তিনি তাদের শিবের কাছে যেতে বলেন। দেবতাদের শিব তুষ্ট হয়ে দৈত্যবধে সম্মত হন। যথাকালে দেবতাদের অর্ধতেজ গ্রহণ করে মহাদেব হয়ে শিব দৈত্যদের উদ্দেশ্যে পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করে ত্রিপুর ধ্বংস করেন, সেইজন্য তাঁর আর এক নাম হয় 'ত্রিপুরারি'।

২. মহাদেব ভুতেশ্বর, ভূতনাথরূপে সর্বভূতের অধিপতি তিনি শ্মশানে সর্প-জড়িত মস্তকে, ভস্ম, গলদেশে নরমুণ্ডমাল্যে ভূষিত হয়ে অনুচরদের সঙ্গে ভ্রমণ (বিরাজ করেন)

৩. রাবণ তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে পরাজিত করে কৈলাসে উপস্থিত হলে তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবের কে পরাজিত করে কৈলাসে উপস্থিত হলে তাঁর রথের গতি রুদ্ধ হয়। মহাদেবের অনুচর নন্দী ত্রাসে এসে তাঁকে জানান যে মহাদেবের অবস্থানহেতু কৈলাস সকলের অগম্য ক্রুদ্ধ রাবণ তখন বাহুবলে কৈলাসপর্বত উত্তোলন করতে উদ্যত হলেন। রাবণের আস্ফালনে ক্রুদ্ধ মহাদেব তখন পদাঙ্গুষ্ঠের চাপে রাবণের বাহু নিপীড়িত করলে রাবণ ত্রিলোক কম্পিত করে গর্জন করে ওঠেন। পরে মন্ত্রীদের পরামর্শে শিবের স্তুতি করায় সহস্র বৎসর পর শিব রবণের হস্ত মুক্ত করেন।

৪. দৈত্যরাজ বলির শতপুত্রের অন্যতম বাণ। তিনি কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন এবং শোণিতপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। শিবভক্ত বাণ দেবতাদের অজেয় হয়ে অত্যাচার করেন।

৫. একসময় পার্বতী পরিহাসছলে মহাদেবের নেত্রদ্বয় স্বহস্তে আবৃত্ত করলে সমগ্র জগৎ অন্ধকারে আবৃত্ত হয় এবং আলোকবিহীন জগৎ ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। তখন জগৎ রক্ষার্থে মহাদেবের স্বীয় ললাটে তৃতীয় নেত্র সৃষ্টি করেন। এই নেত্রের তীব্র জ্যোতিতে হিমালয় দগ্ধ হয়ে যায়। পরে পার্বতীর প্রীতির জন্যে তিনি হিমালয়কে আবার পূর্বের ন্যায় রমণীয় করেন।

৬. সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র থেকে ভয়ংকর বিষ উত্থিত হলে ভীত দেবতা ও অসুরগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হল। ব্রহ্মা অনন্যোপায় হয়ে মহাদেবের স্তব করেন, সেই স্তবে সন্তুষ্ট হলে জগতের মঙ্গলের জন্যে ব্রহ্মা মহাদেবকে সেই বিষ পান করতে বলেন। মহাদেব সম্মত হয়ে সেই বিষ পান করে তা কণ্ঠে ধারণ করেন। বিষের প্রকোপে তাঁর কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। এজন্যে মহাদেব 'নীলকণ্ঠ'।

৭. ব্রহ্মার এক মানসকন্যা সন্ধ্যা। সন্ধ্যার উপযুক্ত এক পুরুষকেও ব্রহ্মা মন হতে সৃষ্টি করেন। তাঁর সৌন্দর্যে দেবগণ মোহিত হলেন। তিনিই কামদেব। সেই পুরুষ ব্রহ্মার কাছে তার নির্দিষ্ট কার্য বিষয়ে জানতে চাইলে ব্রহ্মা তাঁকে দেব-গন্ধর্ব কিন্নর-মানুষ পশুকে বশীভূত করতে বলেন। এমনকি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও কামদেবের বশীভূত হবেন। নিজের শক্তি পরীক্ষার জন্যে কামদেব সন্ধ্যার সম্পর্কে ব্রহ্মার উপর স্বীয় পঞ্চশর নিক্ষেপ করলে ব্রহ্মা কামমোহিত হব। তাতে মহাদেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। মহাদেবের তিরস্কারে অপমানিত ব্রহ্মা কামদেবকে অভিশাপ দেন যে তিনি মহাদেবের অগ্নিবানে দগ্ধ হবেন। পরে দেবতাদের প্ররোচনায় পার্বতীর সঙ্গে বিবাহের জন্যে কামদেবের পঞ্চশর নিক্ষেপ করে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করলে, ক্রুদ্ধ মহাদেবের তৃতীয় নেত্রাগ্নিতে তিনি ভস্মীভূত হন। কিন্তু বিবাহের পর কামদেব শাপমুক্ত হয়ে পুনরায় নিজ শরীর প্রাপ্ত হন।

৮. দক্ষ একজন প্রজাপতি। তাঁর ষোড়শ কন্যা, সতী তাঁদের অন্যতমা। সতীকে তিনি মহাদেবের হাতে সমর্পণ করেন। এক সময় বিশ্বস্রষ্টাগণ বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করলে সমস্ত দেবতা সেখানে উপস্থিত হন। দক্ষ সেই সভায় উপস্থিত হলে সব দেবতা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মানিত করেন, কিন্তু মহাদেব ও ব্রহ্মা নিজেদের আসন থেকে ওঠেন নি। তখন দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবনিন্দা আরম্ভ করেন এবং শিবকে অভিশাপ দেন যে, ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে মহাদেব যজ্ঞের ফল ভাগ গ্রহণ করতে পারবেন না। কিছুকাল পরে দক্ষ বৃহস্পতি—মহাযজ্ঞের আয়োজন করে মহাদেব ও সতীকে বাদ দিয়ে ত্রিলোকের সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণেই পিতৃগৃহে উপস্থিত হন। অসন্তুষ্ট দক্ষ জামাতা মহাদেবের নিন্দা করলে সতী যজ্ঞস্থানেই প্রাণত্যাগ করেন। সেকথা শুনে মহাদেব ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নিজের জটা থেকে বীরভদ্রকে সৃষ্টি করে দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করতে পাঠালেন। এভাবে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হয়।

১০. মহাদেব ধূম্ররূপী বলে তাঁর আরেক নাম ধূর্জটি।

১১. পুষ্পদন্ত একজন গন্ধর্ব ও শিবের অনুচর। একসময় শিবের সঙ্গে পার্বতীর গোপন কথোপকথন নিভৃতে শ্রবণ করে অপরের নিকট প্রকাশ করার অপরাধে মহাদেব তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করতে হয়।

শিবাষ্টকম্

১. গজাসুর এক বিশালকায় দুর্ধর্ষ অসুর। মহেশ নামক এক রাজা এক সময় মহর্ষি নারদকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করে তাঁকে অতিক্রম করে চলে যায়। এই দুর্বিনীত আচরণে অপমানিত নারদের অভিশাপে মহেশ পরজন্মে গজাসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবদ্বেষী হন। তার অত্যাচারে সকলে পীড়িত হলে শিব এই গজাসুরকে হত্যা করেন।

সূর্যপ্রণাম

১. রামায়ণ ও মহাভারতের মতে সূর্য কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। সেই জন্যে তাঁর নাম কাশ্যপেয় ও আদিত্য।

সুর্ষস্তবরাজ

জাম্ববতী কৃষ্ণের স্ত্রী এবং তিনি ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা। কৃষ্ণ স্যমন্তক-মণির সন্ধান করতে গিয়ে জাম্ববান ভবনে উপস্থিত হন। সেখানে মণির সন্ধান পেয়ে জাম্ববানকে যুদ্ধে পরাজিত করে মণিসহ জাম্ববতীকে স্ত্রীরূপে অধিকার করেন। শাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রবীণ ও কেতু—জাম্ববতীর পুত্র।

সূর্যাষ্টকস্তোত্র

বন্ধুক পুষ্প = বন্ধুজীব পুষ্প বিশেষ।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তিবচনম্
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—২।১

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অথর্ববেদীয় শান্তিবচনম্

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ ১

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ২
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ঋগ্বেদ—১।৮৯।৮

শুক্লযজুর্বেদীয় স্বস্তিবচনম্ (৩৬ অঃ)

ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১

কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা ॥ ২

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ॥ ৩

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥ ৪

বীর্যপ্রার্থনা

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি। মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।

বাজসনেয় সংহিতা—১৯।৯

বিশ্বদেবসূক্তম্

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোঽদব্ধাসো
অপরীতাস উদ্ভিদঃ।
দেবো নো যথা সদমিদ্বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো
রক্ষিতারো দিবে দিবে ॥ ১
দেবানাং ভদ্রা সুমতিঋজুয়তাং দেবানাং
রাতিরভি নো নি বর্ততাং।
দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ
প্রতিরন্তু জীবসে ॥ ২

ঋগ্বেদ—১।৮৯।১-২

মধুমতী-সূক্তম্

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ ১
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥ ২
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৩
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৪

ঋগ্বেদ—১।৯০।৬-৯

সংজ্ঞানসূক্তম্

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥ ১
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ২
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৩

ঋগ্বেদ—১০।১৯১।২-৪

ব্রহ্মস্তোত্রম্

ওঁ নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ১
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।

ত্বমেকং জগৎ কর্তৃ-পাতৃ প্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্বিকল্পম্ ॥ ২

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্ ॥ ৩

পরেশ প্রভো সর্বরূপাবিনাশি—
ন্ন নির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীন পায়াদপায়াৎ ॥ ৪

তদেকং স্মরাম স্তদেকং ভজাম—
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫

পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬

॥ নারায়ণস্তোত্রম্ ॥

করুণাপারাবার বরুণালয়গম্ভীরা, নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১

রদসংকাশা কৃতকলিকল্মষনাশা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২

যমুনাতীরবিহারা ধৃতকৌস্তুভমণিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩

পীতাম্বরপরিধানা সুরকল্যাণনিধানা। নায়ায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৪

মঞ্জুলগুঞ্জাভূষা মায়ামানুষবেশা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৫

রাধাধরমধুরসিকা রজনীকরকুলতিলকা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৬

মুরলীগানবিনোদা বেদস্তুতভূপাদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৭

বর্হিনিবর্হাপীড়া নটনাটকফণিক্রীড়া। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৮

বারিজভূষাভরণা রাধারুক্মিণীরমণা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯

জলরুহদলনিভনেত্রা জগদারম্ভসূত্রা। নারায়ণ নারায় জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০

পাতকরজনীং সংহর করুণালয় মামুদ্ধর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারাণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১

অঘবকক্ষয় কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে। ১২

হাটকনিভপীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাধব। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩

দশরথরাজকুমারা দানবমদসংহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪

গোবর্ধনগিরিরমণা গোপীমানসহরণা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫

সরযূতীরবিহারা সজ্জনঋষিমন্দারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬

বিশ্বামিত্রমখত্রা বিবিধসুরাসুরচরিত্রা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপাদা ধরণীসুতসহমোদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮

জনকসুতাপ্রতিপালা জয় জয় সংসৃতিলীলা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯

দশরথবাগ্‌ধৃতিভারা দণ্ডকবনসঞ্চারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নায়ায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০

মুষ্টিকচাণূরসংহারা মুনিমানসবিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১

বালিনিগ্রহশৌর্য্যা বরসুগ্রীবহিতার্য্যা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২

মাং মুরলীকর ধীবর পালয় পালয় শ্রীধর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩

জলনিধিবন্ধনধীরা রাবণকণ্ঠবিদারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৪

তালীবনদলনাঢ্যা নটগুণবিবিধধনাঢ্যা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫

গৌতমপত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬

সম্ভ্রমসীতা হারা সাকেতপুরবিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ন জয় গোপাল হরে॥ ২৭

অচলোদ্ধৃতিচঞ্চৎকর ভক্তানুগ্রহতৎপর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২৮

নৈগমগানাবিনোদা রক্ষঃসুতপ্রহ্লাদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২৯

ভারতিযতিবরশঙ্কর নামামৃতমখিলান্তর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৩০

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং নারায়ণস্তোত্রম্।

॥ শিবাষ্টকম্ ॥

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশগরাভরণম্।
রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ১

গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং
তনুনিন্দিতরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণুশিরোধৃতপাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ২

শশলাঞ্ছিতরঞ্জিতসন্মুকুটং
কটিলম্বিতসুন্দরকৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনীকৃত-পূতজটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৩

নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং
মুখপদ্মপরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিতভালতটং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৪

বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং
গরলাশনমাজিবিষাণধরম্।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৫

মকরধ্বজমত্তমাতঙ্গহরং
করিচর্মগনাগবিবোধকরম্।
বরমার্গণ-শূল-বিষাণধরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৬

জগদুদ্ভব-পালননাশকরং
ত্রিদিবেশ-শিরোমণি-ঘৃষ্টপদম্ ।
প্রিয়মানব-সাধুজনৈকগতিং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৭
অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ
পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো ।
ভজতোঽখিল-দুঃখ-সমূহহরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্ ॥ ৮

শ্রীমচ্ছংকরাচার্যকৃতং শ্রীশিবাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্

॥ শিবমহিম্নঃস্তোত্রম্ ॥

মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ ।
অথাবাচ্যঃ সর্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ ॥ ১

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো—
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি ।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্বর্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ ॥ ২

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্মিতবত—
স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্বিস্ময়পদম্ ।
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা ॥ ৩

তবৈশ্বর্যং যত্তজ্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ
ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু ।
অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং
বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥

কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ ।
অতর্ক্যৈশ্বর্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ
কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥ ৫ ॥

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতা-
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি ।
অনীশো বা কুর্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরো
যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে ॥ ৬ ॥

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ ৭ ॥

মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ
কপালঞ্চেতীয়ত্তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি তু ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং
ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥ ৮ ॥

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতে গদতি
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্বিস্মিত ইব ব্যস্তবিষয়ে।
স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা ॥ ৯ ॥

তবৈশ্বর্যং যত্নাদ্ যদুপরি বিরিঞ্চো হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনলমনলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাবরগুরু গৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি ॥ ১০ ॥

অযত্নাদাপাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং
দশাস্যো যদ্বাহূনভৃত (যদ্বাহূনভৃত) রণকণ্ডূ পরবশান্।
শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জিতমিদম্ ॥ ১১ ॥

অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং
বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ ॥ ১২ ॥

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।
নতচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো-
র্ন কস্যা উন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ ॥ ১৩

অকাণ্ডব্রহ্মাণ্ডক্ষয়চকিতদেবাসুরকৃপা—
বিধেয়স্যাসীদ্ যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ ॥ ১৪

অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে
নিবর্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ
স্মরঃ স্মর্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥ ১৫

মহী পাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্‌ ।
মুহুর্দ্যৌর্দৌঃস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি ননু বামৈব বিভুতা ॥ ১৬

বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিতফেনোদ্‌গমরুচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে ।
জগদ্‌দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি—
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিম দিব্যং তব বপুঃ ॥ ১৭

রথঃ ক্ষোণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি ।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধি-
র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥ ১৮

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো-
র্যদেকোনে তস্মিন্‌ নিজমুদহরন্নেত্রকমলম্‌ ।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্তি জগতাম্‌ ॥ ১৯

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং
ক্ব কর্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে ।
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্মসু জনঃ ॥ ২০

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো
ধ্রুবং কর্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ ॥ ২১

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা ।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ ॥ ২২

স্বলাবণ্যাশংসাধৃতধনুষমহ্নায় তৃণবৎ
পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন পুষ্পায়ুধমপি ।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরত দেহার্ধঘটনা—
দবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥ ২৩

শ্মশানেষ্বাক্রীড়া স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং
তথাপি স্মর্তৄণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ॥ ২৪

মনঃ প্রত্যক্‌চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ
প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ ।
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্যামৃতময়ে
দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্‌ ॥ ২৫

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-
স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ ।
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতু গিরং
ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি ॥ ২৬

ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা—
নকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতি ।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্‌ ॥ ২৭

ভবঃ শর্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং—
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্‌ ।
অমুষ্মিন্‌ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে ॥ ২৮

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমঃ
নমঃ সর্বস্মৈ তে তদিদমতিসর্বায় চ নমঃ ॥ ২৯

বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ ॥ ৩০

কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক চেদং
ক চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্‌
বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্‌ ॥ ৩১

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী ।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদাপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ ৩২

অসুরসুরমুনীন্দ্রৈরর্চিতস্যেন্দুমৌলে-
গ্রথিতগুণমহিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য ।
সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানো
রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার ॥ ৩৩

অহরহরণদব্যং ধূর্জটেঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ।
স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথাঽত্র
প্রচুরতরধনায়ুঃপুত্রবান্ কীর্তিমাংশ্চ ॥ ৩৪

মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ।
অঘোরান্নাপরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥ ৩৫

দীক্ষা দানং তপস্তীর্থং জ্ঞানং যাগাদিকা ক্রিয়াঃ।
মহিম্নঃ স্তবপাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩৬

কুসুমদশননামা সর্বগন্ধর্বরাজঃ
শিশুশশধরমৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ।
স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ ॥ ৩৭

সুরবরমুনিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ
স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ॥ ৩৮

আসমাপ্তমিদং স্তোত্রং পুণ্যং গন্ধর্বভাষিতম্।
অনৌপম্যং মনোহারি শিব মীশ্বরবর্ণনম্ ॥ ৩৯

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপংকজনির্গতেন
স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ।
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন গৃহস্থিতেন
সুপ্রীণিতো ভবতি ভূপতির্মহেশঃ ॥ ৪০

ইত্যেষা বাঙ্ময়ী পূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদয়োঃ।
অর্পিতা তেন দেবেশঃ প্রীয়তাং মে সদাশিবঃ ॥ ৪১

শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং
মদনমন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজম্।
ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিতং
বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিতম্ ॥ ১

হৃদয়ে মম হৃদ্যবিভ্রমাণাং
হৃদয়ং হর্ষবিশাললোলনেত্রম্।
তরুণং ব্রজবালসুন্দরীণাং
তরলং কিঞ্চন ধাম সন্নিধত্তাম্ ॥ ২

মণিনূপুরবাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোঃ।
ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্মাণি ব্রজবীথিষু ॥ ৩

তরুণারুণকরুণাময়বিপুলায়তনয়নং
কমলাকুচকলসীভরবিপুলীকৃতপুলকম্ ।
মুরলীরবতরলীকৃতমুনিমানসনলিনং
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্ ॥ ৪

বিচিত্রপত্রাংকুরশালিবালা—
স্তনান্তরং যামঃ বনান্তরং বা ।
অপাস্য বৃন্দাবনপাদলাস্য-
মুপাস্যমন্যং ন বিলোকয়ামঃ ॥ ৫

শিশিরীকুরুতে কদা নু নঃ
শিখিপিচ্ছাভরণঃ শিশুর্দৃশোঃ ।
যুগলং বিগলন্মধুদ্রব-
স্মিতমুদ্রামৃদুনা মুখেন্দুনা ॥ ৬

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবৈহি
মচ্চাপলং চ মম বা তব বাধিগম্যম্ ।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥ ৭

বালেন মুগ্ধচপলেন বিলোকিতেন
মন্মানসে কিমপি চাপলমুদ্বহন্তম্ ।
লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন
লীলাকিশোরমুপগূহিতুমুৎসুকাঃ স্মঃ ॥ ৮

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো ।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ৯

অমূল্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ১০

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামম্বুরুহবিলোচনং বালম্ ।
দ্বাভ্যামপি পরিরব্ধুং দূরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী ॥ ১১

লীলায়তাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং
নীলারুণাভ্যাং নয়নাম্বুজাভ্যাম্ ।
আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যাং
কালে কদা কারুণিকঃ কিশোরঃ ॥ ১২

বহুলচিকুরভারং বদ্ধপিচ্ছাবতংসং
চপলচপলনেত্রং চারুবিম্বাধরোষ্ঠম্ ।

মধুরমৃদুলহাসং মন্দরোদারলীলং
মৃগয়তি নয়নং মে মুগ্ধবেষং মুরারেঃ ॥ ১৩

লীলাননাম্বুজমধীরমুদীক্ষমাণং
নর্মাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তম্ ।
দোলায়মাননয়নং নয়নাভিরামং
দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িষ্যে ॥ ১৪

করকমলদলকলিতললিততরবংশী-
কলনিনদগলদমৃতঘনসরসি দেবে ।
সহজরসভরভরিতদরহাসিনবীথী-
সততবহদধরমণিমধুরিমণি লীয়ে ॥ ১৫

তৎ কৈশোরং তচ্চ বক্ত্রারবিন্দং
তৎ কারুণ্যং তে চ লীলাকটাক্ষাঃ ।
তৎ সৌন্দর্যং সা চ সান্দ্রস্মিতশ্রীঃ
সত্যং সত্যং দুর্লভং দৈবতেঽপি ॥ ১৬

বিশ্বোপপ্লবশমনৈকবদ্ধদীক্ষং
বিশ্বাসস্তবকিতচেতসং জনানাম্ ।
প্রশ্যামপ্রতিনবকান্তিকন্দলাদ্রং
পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারেঃ ॥ ১৭

চিকুরং বহুলং বিরলং ভ্রমরং
মৃদুলং বচনং বিপুলং নয়নম্ ।
অধরং মধুরং বদনং মধুরং
চপলং চরিতঞ্চ কদা নু বিভোঃ ॥ ১৮

মধুরমধরবিম্বে মঞ্জুলং মন্দহাসে
শিশিরমমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে ।
বিপুলমরুণনেত্রে বিশ্রুতং বেণুবাদে
মরকতমণিনীলং বালমালোকয়ে নু ॥ ১৯

মাধুর্যাদপি মধুরং মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরম্ ।
চাপল্যাদপি চপলং চেতো বত হরতি হন্ত কিং কুর্মঃ ॥ ২০

বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং নয়নোৎপলে চ
মন্দস্মিতে চ মৃদুলং মদজল্পিতে চ ।
বিম্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ
বালং বিলাসনিধিমাকলয়ে কদা নু ॥ ২১

বালোঽয়মালোলবিলোচনেন
বক্ত্রেণ চিত্রীকৃতদিঙ্মুখেন ।
বেষেণ ঘোষোচিতভূষণেন
মুগ্ধেন দুগ্ধে নয়নোৎসবং নঃ ॥ ২২

তদিদমুপনতং তমালনীলং
তরলবিলোচনতারকাভিরামম্ ।
মুদিতমুদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বং
মুখরিতবেণুবিলাসি জীবিতং মে ॥ ২৩

ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলী
ধন্যকুঙ্কুমসনাথকান্তয়ে ।
বেণুগীতগতিমূলবেধসে
ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ ॥ ২৪

তদুচ্ছ্বসিতযৌবনং তরলশৈশবালঙ্কৃতং
মদচ্ছুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতম্ ।
প্রতিক্ষণবিলোভনং প্রণয়পীতবংশীমুখং
জগৎ-ত্রয়মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতম্ ॥ ২৫

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং
চিত্রং তদেবদ্বদনারবিন্দম্ ।
চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দং
চিত্রং তদেবদ্বপুরস্য চিত্রম্ ॥ ২৬

অখিলভুবনৈকভূষণমধি-
ভূষিতজলধিদুহিতৃকুচকুম্ভম্
ব্রজযুবতীহারবল্লীমরকত-
নায়কমহামণিং বন্দে ॥ ২৭

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ ২৮

শৃঙ্গাররসসর্বস্বং শিখিপিচ্ছবিভূষণম্ ।
অঙ্গীকৃতনরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্ ॥ ২৯

কেয়ং কান্তিঃ কেশব ত্বন্মুখেন্দোঃ
কোঽয়ং বেশঃ কাপি বাচামভূমিঃ ।
সেয়ং সোঽয়ং স্বাদতামঞ্জলিস্তে
ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি ॥ ৩০

অখণ্ডনির্বাণরসপ্রবাহৈ-
র্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি ।
অযন্ত্রিতোদ্বান্তসুধার্ণবানি
জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি ॥ ৩১ ৷

প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে
বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে ।

জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে
দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরম্ ॥ ৩২

জয় জয় জয় দেব দেব দেব
ত্রিভুবনমঙ্গলদিব্যনামধেয় ।
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব
শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার ॥ ৩৩

ধন্যানাং সরসানুলাপলহরীসৌরভ্যমভ্যস্যতাং
কর্ণানাং বিবরেষু কামপি সুধাবৃষ্টিং দুহানং মুহুঃ ।
বন্যানাং মৃদৃশাং মনোনয়নয়োর্মগ্নস্য দেবস্য নঃ
কর্ণানাং বচসাং বিজৃম্ভিতমহো কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতম্ ॥ ৩৪

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্ ।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মনো কিমন্যেন মে ॥ ৩৫

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব ।
হে রামানুজ হে জগৎ-ত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালকং পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেষ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ১

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে ।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ২

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৪

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব ।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৫

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৬

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৭

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৮

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৯

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ১০

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ১১

সূর্যপ্রণামঃ

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

শ্রীকালীধ্যানম্

ওঁ মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং
কর্ণালম্বিনমুণ্ডযুগ্মভয়দাং মুণ্ডস্রজাং ভীষণাং ।
বামাধোর্ধ্বকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে
দানাভীতিবিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্ ॥

ভগবৎস্তুতিঃ

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥
পিতা মাতা গুরুর্ভ্রাতা সখা বন্ধুস্ত্বমেব মে ।
বিদ্যা সৎকর্ম বিত্তং চ পুরপৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥

শ্রীসূর্যস্তবরাজঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ ।

স্তুবংস্তত্র ততঃ শাম্ব কৃশো ধমনিসন্ততঃ ।
রাজন্ নামসহস্রেণ সহস্রাংশং দিবাকরম্ ॥ ১
খিদ্যমানস্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা ।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ২

শ্রীসূর্য উবাচ ।

শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত ।
অলং নামসহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্ ॥ ১
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ ।
তানি তে কীর্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয় ॥ ২

অস্য শ্রীসূর্যস্তবরাজস্তোত্রস্য বশিষ্টঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীসূর্যো দেবতা সর্বপাপক্ষয়পূর্বক-সর্বরোগোপশমনার্থে বিনিয়োগঃ।

রথস্থং চিন্তয়েদ্‌ভানুং দ্বিভুজং রক্তবাসসম্‌।
দাড়িম্বীপুষ্পসংকাশং পদ্মাদিভিরলংকৃতম্‌॥ ১

ওঁ বিকর্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোঁকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥ ২

লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥ ৩

গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্বদেব-নমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টং সদা মম॥ ৪

শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধিযশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥ ৫

য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যাঽস্তমনূদয়ে।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৬

কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চ দুষ্কৃতম্‌।
একজপ্যেন তৎসর্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ॥ ৭

এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ॥ ৮

অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্বব্যাধিহরঃ শুভঃ॥ ৯

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্‌ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ১০

শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্‌।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্‌রোগাদ্‌বিমুক্তবান্‌॥ ১১

ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্যবক্ত্র-বিনির্গতঃ শ্রীসূর্যস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীসূর্যাষ্টক-স্তোত্রম্‌

শাম্ব উবাচ।

আদিদেব নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তুভ্যং প্রভাকর নমোঽস্তু তে॥ ১

সপ্তাশ্বরথমারূঢ়ং প্রচণ্ডং কশ্যপাত্মজম্‌।
শ্বেতপদ্মধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্‌॥ ২

লোহিতং রথমারূঢ়ং সর্বলোকপিতামহম্‌।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্‌॥ ৩

ত্রৈগুণ্যঞ্চ মহাশূরং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরম্ ।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৪

বৃংহিতং তেজঃপুঞ্জঞ্চ বায়ুমাকাশমেব চ ।
প্রভুঞ্চ সর্বলোকানাং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫

বন্ধুকপুষ্পসঙ্কাশং হারকুণ্ডলভূষিতম্ ।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬

তং সূর্যং জগৎকর্তারং মহাতেজঃপ্রদীপনম্ ।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৭

তং সূর্যং জগতাং নাথং জ্ঞানবিজ্ঞানমোক্ষদম্ ।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮

সূর্যাষ্টকং পঠেন্নিত্যং গ্রহপীড়াপ্রণাশনম্ ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং দরিদ্রো ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৯

আমিষং মধুপানং যঃ করোতি রবের্দিনে ।
সপ্তজন্ম ভবেদ্রোগী জন্মজন্ম দরিদ্রতা ॥ ১০

স্ত্রী-তৈল-মধুমাংসানি যস্ত্যজেত্তু রবের্দিনে ।
ন ব্যাধিঃ শোকদারিদ্র্যং সূর্যলোকং স গচ্ছতি ॥ ১১

ইতি শ্রীশিব-প্রোক্তং সূর্যাষ্টক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

॥ শ্রীগোপালাষ্টকম্ ॥

যস্মাদ্বিশ্বং জাতমিদং চিত্রমতর্ক্যং
যস্মিন্নানন্দাত্মনি নিত্যং রমতে বৈ ।
যত্রান্তে সংযাতি লয়ং চৈতদশেষং
তং গোপালং সন্ততকালং প্রতিবন্দে ॥ ১

যস্য জ্ঞানাজ্জন্মজরারোগকদম্বং
জ্ঞাতে যস্মিন্নশ্যতি তৎ সর্বমিহাশু ।
গত্বা যত্রায়াতি পুনর্নো ভবভূমিং
তং গোপালং সন্ততকালং প্রতিবন্দে ॥ ২

তিষ্ঠন্নন্তর্যো যময়ত্যেতদজস্রং যং
কশ্চিন্নো বেদ জনোঽপ্যাত্মনি সন্তম্ ।
সর্বং যস্যেদঃ চ বশে তিষ্ঠতি বিশ্বং
তং গোপালং সন্ততকালং প্রতিবন্দে ॥ ৩

ধর্মোঽধর্মেণেহ তিরস্কারমুপৈতি কালে
যস্মিন্মৎস্যাদ্যৈশ্চ রুচিরৈঃ ।
নানারূপৈঃ পাতি তদা যোঽবনিবিম্বং
তং গোপালং সন্ততকালং প্রতিবন্দে ॥ ৪

প্রাণায়ামৈর্ধ্বস্তসমস্তেন্দ্রিয়দোষা রুদ্ধ্বা চিত্তং যং হৃদি পশ্যন্তি সমাধৌ।
জ্যোতিরূপং যোগিজনানন্দনিমগ্নাস্তং গোপালং সন্ততকালং প্রতি বন্দে ॥ ৫

ভানুশ্চন্দ্রশ্চোড়ুগণশ্চৈব হুতাশো
যস্মিন্নেবাভাতি তড়িচ্চাপি কদাপি।
যদ্ভাসা চাভাতি সমস্তং জগদেতত্তং
গোপালং সন্ততকালং প্রতি বন্দে ॥ ৬

সত্যজ্ঞানং মোদমবোচুর্নিগমা যং
যো ব্রহ্মেন্দ্রাদিত্যগিরীশার্চিতপাদঃ।
শেতেঽনন্তোঽনন্তনাবম্বুনিধৌ যস্তং
গোপালং সন্ততকালং প্রতি বন্দে ॥ ৭

শৈবাঃ প্রাহুর্যং শিবমন্যে গণনাথং
শক্তিং চৈকেঽর্কং চ তথান্যে মতিভেদাৎ।
নানাকারৈর্ভাতি য একোঽখিলশক্তিস্তং
গোপালং সন্ততকালং প্রতি বন্দে ॥ ৮

শ্রীমদ্গোপালাষ্টকমেতৎ সমধীতে
ভক্ত্যা নিত্যং যো মনুজো বৈ স্থিরচেতাঃ।
হিত্বা তূর্ণং পাপকলাপং স সমেতি
পুণ্যং বিষ্ণোর্ধাম যতো নৈব নিপাতঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমৎপরমহংসব্রহ্মানন্দবিরচিতং শ্রীগোপালাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

মধুরাষ্টকম্

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ১

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ২

বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরো পাণী মধুরৌ পাদৌ মধুরৌ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৩

গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৪

করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরম্।
বসিতং মধুরং শমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৫

গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা যমুনা মধুরা বীচির্মধুরা।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৬

গোপী মধুরা লীলা মধুরা যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরম্।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৭

গোপা মধুরা গাবো মধুরা যষ্টি র্মধুরা সৃষ্টি র্মধুরা ।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্ ॥ ৮

গণেশাষ্টকম্

যতোঽনন্তশক্তেরনন্তাশ্চ জীবা
যতো নির্গুণাদপ্রমেয়া গুণাস্তে ।
যতো ভাতি সর্বং ত্রিধা ভেদভিন্নম্
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ১

যতশ্চাবিরাসীজ্জগৎসর্বমেতৎ
তথাব্জাসনো বিশ্বগো বিশ্বগোপ্তা ।
তথেন্দ্রাদয়ো দেবসংঘা মনুষ্যাঃ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ২

যতো বহ্নিভানূ ভবো ভূর্জবং চ
যতঃ সাগরাশ্চন্দ্রমা ব্যোম বায়ুঃ ।
যতঃ স্থাবরা জঙ্গমা বৃক্ষসংঘাঃ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৩

যতো দানবাঃ কিন্নরা যক্ষসংঘা
যতশ্চারণা বারণাঃ শ্বাপদাশ্চ ।
যতঃ পক্ষিকীটা যতো বীরুধশ্চ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৪

যতো বুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্ষো-
র্যতঃ সম্পদো ভক্তসন্তোষিকাঃ স্যুঃ ।
যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্যসিদ্ধিঃ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৫

যতঃ পুত্রঃ সম্পদ্যতে বাঞ্ছিতার্থো
যতোঽভক্তবিঘ্নাস্তথাঽনেকরূপাঃ ।
যতশ্চার্থধর্মৌ যতঃ কামমোক্ষৌ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৬

যতোঽনন্তশক্তিঃ স শেষো বভূব
ধরাধারণেঽনেকরূপণে শক্তঃ ।
যতোঽনেকধা স্বর্গলোকো হি নানা
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৭

যতো বেদবাচো বিকুণ্ঠা মনোভিঃ
সদা নেতি নেতীতি যত্তা গৃণন্তি ।
পরব্রহ্মরূপং চিদানন্দভূতং
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৮

দুর্গাস্তব

মহাভারত—বিরাটপর্ব

বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ।
অস্তুবন্মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ১ ॥

যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্।
নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধনীম্ ॥ ২ ॥

কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং ক্ষয়ংকরীম্ ॥
শিলাতটবিনিক্ষিপ্তামাকাশং প্রতি গামিনীম্ ॥ ৩ ॥

বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্যবিভূষিতাম্।
দিব্যাম্বরধরাং দেবীং খড়্গখেটকধারিণীম্ ॥ ৪ ॥

ভারাবতরণে পুণ্যে যে স্মরন্তি সদাসিবাম্।
তান্ বৈ তাররসে পাপাৎ পংকে গামিব দুর্বলাম্ ॥ ৫ ॥

স্তোতুং প্রচক্রমে ভূয়ো বিবিধৈঃ স্তোত্রসম্ভবৈঃ।
আমন্ত্র্য দর্শনাকাংক্ষী রাজা দেবীং সহানুজঃ ॥ ৬ ॥

নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি।
বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে ॥ ৭ ॥

চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্রে পীনশ্রোণিপয়োধরে।
ময়ূরপিচ্ছবলয়ে কেয়ূরাঙ্গদধারিণি।
ভাসি দেবি যথা পদ্মা নারায়ণপরিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

স্বরূপং ব্রহ্মচর্যং চ বিশদং গগনেশ্বরী। (তব খেচরী)
কৃষ্ণচ্ছবিসমা কৃষ্ণা সংকর্ষণসমাননা ॥ ৯ ॥

বিভ্রতী বিপুলৌ বাহূ শক্রধ্বজসমুচ্ছ্রয়ৌ। (শত্রু)
পাত্রী চ পংকজী ঘণ্টী স্ত্রীবিশুদ্ধা চ যা ভুবি ॥ ১০ ॥

পাশং ধনুর্মহাচক্রং বিবিধান্যাযুধানি চ।
কুণ্ডলাভ্যাং সুপূর্ণাভ্যাং কর্ণাভ্যাং চ বিভূষিতা ॥ ১১ ॥

চন্দ্রবিস্পর্ধিনা দেবি মুখেন ত্বং বিরাজসে।
মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা ॥ ১২ ॥

ভুজঙ্গভোগবাসেন শ্রোণিসূত্রেণ রাজতা।
বিভ্রাজসে চাপাবিদ্ধেন ভোগেনেবেহ মন্দরঃ ॥ ১৩ ॥

ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পাবিতং ত্বয়া।
তেন ত্বং স্তূয়সে দেবি ত্রিদশৈঃ পূজ্যসেঽপি চ ॥ ১৪ ॥

ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনি।
প্রসন্না মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব ॥ ১৫ ॥

জয়া ত্বং বিজয়া চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদা ।
মমাপি বিজয়ং দেহি বরদা ত্বং চ সাম্প্রতম্ ॥ ১৬ ॥

বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্ ।
কালি কালি মহাকালি খড়্গখট্বাঙ্গধারিণি ॥ ১৭ ॥

কৃতানুযাত্রা ভূতৈস্ত্বং বরদা কামচারিণি ।
ভারাবতরে যে চ ত্বাং সংস্মরিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১৮ ॥

প্রণমন্তি চ যে ত্বাং হি প্রভাতে তু নরা ভুবি ।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো ধনতোঽপি বা ॥ ১৯ ॥

দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ ।
কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাং চ মহার্ণবে ॥ ২০ ॥

দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্ ।
জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেষ্বটবীষু চ ॥ ২১ ॥

যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ ।
ত্বং কীর্তিঃ শ্রীধৃতিঃ সিদ্ধির্হ্রীর্বিদ্যা সন্ততির্মতিঃ ॥ ২২ ॥

সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা জ্যোৎস্না কান্তিঃ ক্ষমা দয়া ।
নৃণাং চ বন্ধনং মোহং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ং চৈব পূজিতা নাশয়িষ্যসি ।
সোঽহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং প্রপন্নবান্ ॥ ২৪ ॥

প্রণতশ্চ যথা মূর্ধ্না তব দেবি সুরেশ্বরি ।
ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি সত্যে সত্যা ভবস্ব নঃ ॥ ২৫ ॥

শরণং ভব মে দুর্গে শরণ্যে ভক্তবৎসলে ।
এবং স্তুতা হি সা দেবী দর্শয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥

উপগম্য তু রাজানমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীদুর্গাস্তবরাজঃ

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে ।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে ।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ২

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ ।

ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-
ঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু—
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৪

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৫

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দণ্ডলীলা
সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দেহহর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়াজিতাঽক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৭

শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকম্।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সংকটাৎ ॥ ১০

মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে।
সমস্তশ্লোকমেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা ॥ ১১

স সর্বদুষ্কৃতং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্
পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ॥ ১২

কুব্জিকাতন্ত্রে দুর্গাস্তোত্রম্

ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্।
সর্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা শিবাম্ ॥ ১

মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২

সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বরোগভয়াপহাম্।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা শিবাম্ ॥ ৩

বিন্ধ্যস্থাং বিন্ধ্যনিলয়াং দিব্যস্থাননিবাসিনীম্ ।
যোগিনীং যোগমাতাঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৪

ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াম্ ।
প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্ ॥ ৫

য ইদং পঠতি স্তোত্রং শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো মোদতে দুর্গয়া সহ ॥ ৬

ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি ।
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তু । ৭

ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো রক্ষোভ্যশ্চ মহেশ্বরি ।
দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ ভয়েভ্যো রক্ষ মাং সদা ॥ ৮

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।
উমে ব্রহ্মাণি কৌমারি বিশ্বরূপে প্রসীদ মে ॥ ৯

ভগবতী ভয়োচ্ছেদে কাত্যায়নি চ কামদে ।
কালকৃতকৌশিকী ত্বং হি কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥ ১০

প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে ।
কলদ্যোতকরে চোগ্রে জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে ॥ ১১

রুদ্রচণ্ডে প্রচণ্ডাসি প্রচণ্ডগণনাশিনি ।
রক্ষ মাং সর্বতো দেবি বিশ্বেশ্বরী নমোঽস্তু তে ॥ ১২

দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্বাশুভাবিনাশিনি ।
ধর্মার্থকামমোক্ষায় নিত্যং মে বরদা ভব ॥ ১৩

প্রচণ্ডে চণ্ডমুণ্ডারে মুণ্ডমালাবিভূষিতে ।
নমস্তুভ্যং নিশুম্ভারে শুম্ভভীষণকারিণি ॥ ১৪

দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি মাং শংকরপ্রিয়ে ।
মহিষাসুরমর্দোন্মত্তে প্রণতোঽস্মি প্রসীদ মে ॥ ১৫

হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্ ।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর দেবি হরপ্রিয়ে ॥ ১৬

কালি কালি মহাকালি কালিকে কালরাত্রিকে ।
ধর্মার্থকামসম্পত্তিং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ১৭

আয়ুর্দদাতু মে কালী পুত্রান্ দেহি সদাশিবে ।
ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো মম ॥ ১৮

শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী ।
হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্বতঃ পাতু কালিকা ॥ ১৯

আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগং শোকঞ্চ দারুণম্ ।
বন্ধুজনবৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিম্ ॥ ২০

রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠা চ লক্ষ্মীস্তস্য সদা স্থিরা।
প্রভুত্বং তস্য সামর্থ্যং যস্য ত্বং মস্তকোপরি ॥ ২১

নির্বীর্যোঽহগুণবান্ বাপি সত্যাচারবিবর্জিতঃ।
নরঃ পৌরুষমাপ্নোতি যস্য ত্বং হৃদয়ে স্থিতা ॥ ২২

জয়ং দেহি মহামায়ে জগতশ্চাপরাজিতে।
ত্রৈলোক্যস্বামিনি ত্বং হি ক্ষুৎপিপাসার্তিনাশিনী ॥ ২৩

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সকলং জীবিতং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রয়ম্ ॥ ২৪

অর্ঘ্যং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মাল্যং মলয়বাসিনি।
গৃহাণ বরদে দেবি কল্যাণং কুরু মে সদা ॥ ২৫

কৃতা পূজা ময়া ভক্ত্যা নবদুর্গে সুরার্চিতে।
ভুক্ত্বা ভোগ্যান্ বরান্ দত্ত্বা কুরু ক্রীড়াং যথাসুখম্ ॥ ২৬

ইয়ং সাংবাৎসরী পূজা যা কৃতা দেবি তে ময়া।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥ ২৭

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি।
যৎ পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥ ২৮

কায়েন মনসা বাচা কর্মণা যৎ কৃতং ময়া।
তৎ সর্বং পরিপূর্ণং মে ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥ ২৯

দেবীমাহাত্ম্যম্

শ্রীশ্রীচণ্ডী—পঞ্চম অধ্যায়

দেবা ঊচুঃ। ৮

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৯

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০

কল্যাণ্যৈ প্রণতাঃ বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈঋর্ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ১১

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১২

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৩

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা
নমস্তস্যৈ (১৪) নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ (১৫) নমো নমঃ ॥ ১৬

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ (১৭) নমস্তস্যৈ (১৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৯

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২০) নমস্তস্যৈ (২১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২২

যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৩) নমস্তস্যৈ (২৪) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৫

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৬) নমস্তস্যৈ (২৭) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৮

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৯) নমস্তস্যৈ (৩০) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩১

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩২) নমস্তস্যৈ (৩৩) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৪

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩৫) নমস্তস্যৈ (৩৬) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৭

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩৮) নমস্তস্যৈ (৩৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪০

যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪১) নমস্তস্যৈ (৪২ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৩

যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪৪) নমস্তস্যৈ (৪৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৬

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪৭) নমস্তস্যৈ (৪৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৯

যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫০) নমস্তস্যৈ (৫১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫২

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৩) নমস্তস্যৈ (৫৪) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৫

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৬) নমস্তস্যৈ (৫৭) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৮

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৯) নমস্তস্যৈ (৬০) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬১

যা দেবী সর্বরূপেণ স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬২) নমস্তস্যৈ (৬৩) নমস্তস্যৈ নমো নম ॥ ৬৪

যা দেবী সর্বভূতিষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬৫) নমস্তস্যৈ (৬৬) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৭

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬৮) নমস্তস্যৈ (৬৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭০

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৭১) নমস্তস্যৈ (৭২) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৩

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৭৪) নমস্তস্যৈ (৭৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৬

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমোঃ ॥ ৭৭

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ (৭৮) নমস্তস্যৈ (৭৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৮০

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ ॥ ৮১

যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ ॥ ৮২

॥ ভবান্যষ্টকম্ ॥

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন নপ্তা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ১

ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ
প্রপন্নঃ প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুসংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাহহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ২

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৩

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ ॥
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাহপি মাত-
র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৪

কুকর্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাঽহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৫

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সুরাণাং শরণ্যো
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৬

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে বাঽনলে পর্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি—
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৭

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাঽহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি ॥ ৮

॥ হরগৌর্যষ্টকম্ ॥

কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১

মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২

চলৎক্বণৎকঙ্কণনূপুরায়ৈ বিভ্রৎকণাভাসুরনূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩

বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ বিকাসিপঙ্কেরুহলোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ চ বিষমেক্ষণায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪

প্রপন্নপুষ্ঠে সুখদাশ্রয়ায়ৈ ত্রৈলোক্যসংহারকতাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫

চাম্পেয়গৌরার্ধশরীরকায়ৈ কর্পূরগৌরার্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটধরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৭

সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ সদাই শিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮

অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ১

নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ২

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভা-সমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্বৈশ্বর্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৩

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৪

দৃশ্যাদৃশ্যসমস্তবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশ-মনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৫

উর্বীসর্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্বানন্দকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৬

আদিক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরা ত্রিজনেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরী শর্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৭

দর্বী স্বর্ণবিচিত্ররত্ন-রচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা
বামে স্বাদুপয়োধরীসহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৮

চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশী চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।

মালাপুস্তকপাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯

ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরা।
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।
দক্ষানন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর-প্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতী ॥
মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১১

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য-
বিরচিতং অন্নপূর্ণাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

॥ জগদ্ধাত্রীস্তোত্রম্ ॥

শ্রীশিব উবাচ

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১

শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে।।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ২

জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে।
জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৩

পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদি স্বরূপিণি।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৪

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৫

কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি।
সর্বস্বরূপে সর্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৬

মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে।
প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৭

অগম্যে জগতামাদ্যে মাহেশ্বরি বরাঙ্গনে।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৮

দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি।
সর্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৯

তীর্থযজ্ঞতপোদানযোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্বং সর্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১০

দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়াদ্রে' দুঃখমোচনে।
সর্বাপত্তারিকে দুর্গে' জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১১

অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশহৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকুটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১২

॥ মহালক্ষ্ম্যষ্টকম্ ॥

ইন্দ্র উবাচ

নমস্তেঽস্তু মহামায়ে শ্রীপিঠে সুরপূজিতে।
শঙ্খচক্রগদাহস্তে মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে ॥ ১

নমস্তে গরুড়ারূঢ়ে কোলাসুরভয়ংকরি।
সর্বপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে ॥ ২

সর্বজ্ঞে সর্ববরদে সর্বদুষ্টভয়ংকরি।
সর্বদুঃখহরে দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে ॥ ৩

সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদে দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি।
মন্ত্রমূর্তে সদা দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে ॥ ৪

আদ্যন্তরহিতে দেবি আদ্যাশক্তে মহেশ্বরি।
যোগদে যোগসম্ভূতে মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে ॥ ৫

স্থূলসূক্ষ্মমহারৌদ্রে মহাশক্তে মহোদয়ে।
মহাপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে ॥ ৬

পদ্মাসনস্থিতে দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি।
পরমেশি জগন্মাতর্মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে ॥ ৭

শ্বেতাম্বরধরে দেবি নানালংকারভূষিতে।
জগৎস্থিতে জগন্মাতর্মহালক্ষ্মী নমোঽস্তু তে ॥ ৮

মহালক্ষ্ম্যষ্টকস্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিমান্ নরঃ।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি মহালক্ষ্মীপ্রসাদতঃ ॥ ৯

॥ সরস্বতীপ্রণামমন্ত্রঃ ॥

ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥ ১

জয় জয় দেবি চরাচরসারে কুচযুগশোভিতমুক্তাহারে।
বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে ॥ ২

॥ সরস্বতীস্তোত্রম্ (১) ॥

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা ॥ ১

যা ব্রহ্মাচ্যুতশংকরপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা।
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥ ২

সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী।
মুরারিবল্লভা দেবি সর্বশুক্লা সরস্বতী ॥ ৩

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥ ৪

সরস্বতীস্তোত্রম্ (২)

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা ॥ ১

শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালংকারভূষিতা ॥ ২

বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্বৈরর্চিতা সুরদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্বৈর্ঋষিভিঃ স্তুয়তে সদা ॥ ৩

স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীং।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্বাং বিদ্যাং লভন্তে তে ॥ ৪

গঙ্গাস্তোত্রম্

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শংকরমৌলিবাসিনি বিমলে মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২

হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩

তব জলমমলং যেন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥ ৪

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে বিবুধবধূকৃততরলাপাঙ্গে ॥ ৬

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃ স্নাতঃ পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭

পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥ ৮

রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্ ।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে । ৯

অলকানন্দে পরমানন্দে কুরু ময়ি করুণাং কাতর বন্দ্যে ।
তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥১০

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ ।
অথ গব্যূতৌ শ্বপচো দীনো ন পুনর্দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে ।
গঙ্গাস্তবমিমমলং নিত্যং পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।
মধুরমনোহরপজ্ঝটিকাভিঃ পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥ ১৩

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্ছিতফলদং বিদিতমুদারম্ ।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ॥ ১৪

গুরুস্তোত্রম্

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যেন কৃৎস্নং চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪

চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫

সর্বশ্রুতিশিরোরত্ন সমুদ্ভাসিতমূর্তয়ে ।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং ।
বিন্দুনাদকলাতীতস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭

জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়স্তত্ত্বমালাবিভূষিতঃ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮

অনেকজন্মসম্প্রাপ্তকর্মেন্ধনবিদাহিনে ।
আত্মজ্ঞানাগ্নিদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৯

শোষণং ভবসিন্ধোশ্চ প্রাপণং সারসম্পদঃ ।
যস্য পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১০

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১১

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ ।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১২

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্‌ ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৩

ব্রহ্মানন্দপরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্‌ ।
একং নিত্যং বিমলচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥ ১৪

গুর্বষ্টকস্তোত্রম্‌

শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্‌ ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম্‌ ॥ ১

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্বং
গৃহং বান্ধবাঃ সর্বমেতদ্ধি জাতম্‌ ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥ ২

ষড়াঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বঞ্চ গদ্যং সুপদ্যং করোতি ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥ ৩

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু মত্তস্তথাপি ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥ ৪

ক্ষমামণ্ডলেহশেষভূপালবৃন্দৈঃ
সদা সেবিতং যস্য পাদারবিন্দম্‌ ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥ ৫

যশশ্চেদং গতং দিক্ষু দানপ্রতাপা—
জ্জগদ্বস্তু সর্বং করে যৎ প্রসাদাৎ ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥ ৬

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিমেধে
ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্ ।
গুরোরংঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৭

অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্যে
ন দেহে মনো মে বর্ততে ত্বনর্ঘ্যে ।
গুরোরংঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥ ৮

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী
যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী ।
লভেদ্‌বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং
গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥ ৯

॥ মোহমুদ্গর ॥

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্ ।
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্ ।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩

নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥ ৪

যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্ ।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৫

দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ৬

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্ ।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্ ॥ ৭

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ ।
সর্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৮

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ ।
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৯

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥ ১০

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ১১

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ১২

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ১৩

যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জরদেহে বার্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥ ১৪

কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহম্
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥ ১৫

ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ শিক্ষাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥ ১৬

পরিশিষ্ট

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব

বিজ্ঞাপন।

এই প্রস্তাব প্রথমতঃ কলিকাতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। অনেকে, এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করাতে, আমি, তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুত ডাক্তর মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, দুই শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি।

যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সেই প্রস্তাব সেই সমাজের স্বত্বাস্পদীভূত হইয়া থাকে, এজন্য আমি উক্ত ডাক্তর মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি, অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে বিনা মূল্যে সেই অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সংকলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, কোনও ক্রমেই সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে, বীটন সোসাইটিতে এক ঘণ্টা মাত্র সময় প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত, নিরূপিত আছে; সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, সে বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া, এরূপ সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

এক্ষণে, এরূপ অসম্যক সংকলিত প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমার কতিপয় আত্মীয় ভূয়োভূয়ঃ কহিয়াছিলেন যে এই প্রস্তাব পাঠ করিলে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের উপকার দর্শিতে পারে, অতএব ইহা পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক; তদ্ব্যতিরিক্ত, অন্যান্য লোকেও এই প্রস্তাব পাঠ করিবার নিমিত্ত, ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; তৎপ্রযুক্ত, আমি মানস করিয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ে এক প্রস্তাব রচনা করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিব। কিন্তু, নিতান্ত অনবকাশপ্রযুক্ত, এ পর্য্যন্ত আমি সে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই; এবং কিছু কালও যে সম্যক্ রূপে তাদৃশ প্রস্তাব সংকলনের উপযুক্ত অবকাশ পাইব তাহারও সম্ভাবনা নাই; এজন্য, আপাততঃ এই প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা, সংস্কৃতকালেজ।
১৪ই চৈত্র, সংবৎ ১৯১৩।

সংস্কৃতভাষা

সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। এই অদ্ভুত ভাষায় ভূরি ভূরি শব্দ, ভূরি ভূরি ধাতু, ভূরি ভূরি বিভক্তি, ও ভূরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দে ও এক এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নানা বিভক্তির যোগ করিয়া, ভূরি ভূরি নূতন শব্দ ও ভূরি ভূরি পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে অতি বিশদ রূপে ব্যক্ত করা যায় না; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে সুচারু রূপে সংকলিত হইতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা, নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া, এই ভাষাকে সম্যক্ মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃতভাষায় দুই পদ পরস্পর সন্নিহিত হইলে পূর্ব্ব, পর, অথবা উভয় বর্ণই প্রায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এই রূপান্তরপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহাকে সন্ধি বলে। সন্ধিপ্রক্রিয়া দ্বারা ভাষার অশ্রাব্যতাপরীহার ও সুশ্রাব্যতাসম্পাদন হইয়া থাকে। আর প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অনেক পদকে, একপদ করা যায়। এই অনেক পদের একপদীকরণপ্রণালীকে সমাস বলে। সমাসপ্রক্রিয়া দ্বারা সংক্ষিপ্ততা ও সুশ্রাব্যতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, সমাসঘটিত বাক্য সকল অপেক্ষাকৃত দুরূহ, এবং আবৃত্তিমাত্র তত্তদ্বাক্যের অর্থবোধ নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। সমাসপ্রণালী অবলম্বন করিয়া ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ পদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা তাদৃশ সমাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু নব্যেরা সচরাচর অতি দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস করিয়া থাকেন। কোন কোন উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থেও বিংশতি পদ পর্য্যন্তও একপদীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, সংস্কৃত-বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস, পদসাধন ও প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে নূতন নূতন শব্দ সংকলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারা সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত; সর্ব্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। সংস্কৃত রচনাতে এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

সংস্কৃত রচনাতে শব্দঘটিত যে সকল কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে।

নিম্নে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, উহা কেবল ভ, এবং র, এই দুই ব্যঞ্জন বর্ণে রচিত।

ভূরিভির্ভারিভির্ভীরৈর্ভূভারৈরভিরেভিরে।
ভেরীরেভিভিরভ্রাভৈরভীরুভিরিভৈরিভাঃ॥ ১৯।৬৬

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক কেবল দ এই একমাত্র ব্যঞ্জন বর্ণে রচিত।

দাদদো দুদ্দদুদ্দাদী দাদাদো দূদদীদদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে দদাদদ দদোঽদদঃ॥ ১৯।১১৪

শিশুপালবধ।

যমক রচনার চাতুর্য্য প্রদর্শনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ
স্ফুট পরাগ পরাগ তপংকজম্।
মৃদু লতান্ত লতান্ত মলোকয়ৎ
স সুরভিং সুরভিং সুমনোভরৈঃ ॥ ৬।২

শিশুপালবধ।

নসমা নসমা নসমা নসমা
গমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদ স্মদ ভ্রমদ ভ্রমদ
ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ ॥ ২।১৬

নলোদয়।

ঘনং বিদার্য্যাজ্জুনবাণপুগং
সসার বাণোহযুগলোচনস্য।
ঘনং বিদার্য্যাজ্জুনবাণপুগং
সসার বাণোহযুগলোচনস্য ॥ ১৫।৫০

কিরাতাজ্জুনীয়।

বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ।
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ ॥ ১০।১৯

ভট্টিকাব্য।

নিম্নলিখিত দুই শ্লোক আদি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ করিলে যেরূপ হয়, অন্ত হইতে পাঠ করিলেও অবিকল সেইরূপ হয়।

বাহনাজনি মানাসে সারাজাবনমা ততঃ।
মত্তসারগরাজেভে ভারীহাবজ্জনধ্বনি ॥ ১৯।৩৩
নিধ্বনজ্জবহারীভা ভেজে রাগরসাত্তমঃ।
ততমানবজারাসা সেনা মানিজনাহবা ॥ ১৯।৩৪

শিশুপালবধ।

নিম্নলিখিত শ্লোক নানা দিকে এক প্রকার পাঠ করা যায়।

দে বা কা নি নি কা বা দে
বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা।
কা কা রে ভ ভ রে কা কা
নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি ॥ ১৪।২৫

কিরাতাজ্জুনীয়।

সংস্কৃতভাষায় সরল, মধুর, ললিত প্রভৃতি রচনা কিরূপ হইতে পারে, তাহারও উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, গদ্যে ও পদ্যে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইতেছে।

সখে পুণ্ডরীক, নৈতদনুরূপং ভবতঃ ; ক্ষুদ্রজনক্ষুণ্ণ এষ মার্গঃ । ধৈর্য্যধনা হি সাধবঃ । কিং যঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইব বিক্লবীভবন্তমাত্মানং ন রুণৎসি । কুতস্তবাপূর্ব্বোঽয়মদ্যেন্দ্রিয়োপপ্লব, যেনাস্যেবং কৃতঃ । ক্ব তে তদ্ধৈর্য্যং, ক্বাসাবিন্দ্রিয়জয়ঃ, ক্ব তদ্বশিত্বং চেতসঃ, ক্ব সা প্রশান্তিঃ, ক্ব তৎ কুলক্রমাগতং ব্রহ্মচর্য্যং, ক্ব সা সর্ব্ববিষয়নিরুৎসুকতা, ক্ব তে গুরূপদেশাঃ, ক্ব তানি শ্রুতানি, ক্ব তা বৈরাগ্যবুদ্ধয়ঃ, ক্ব তদুপভোগবিদ্বেষিত্বং, ক্ব সা সুখপরাঙ্মুখতা, ক্বাসৌ তপস্যাভিনিবেশঃ, ক্ব সা সংযমিতা, ক্ব সা ভোগানামুপর্য্যরুচিঃ, ক্ব তৎ যৌবনানুশাসনম্ । সর্ব্বথা নিষ্ফলা প্রজ্ঞা, নিগুর্ণো ধর্ম্মশাস্ত্রাভ্যাসঃ, নিরর্থকঃ সংস্কারঃ, নিরুপকারকো গুরূপদেশবিবেকঃ, নিষ্প্রয়োজনা প্রবুদ্ধতা, নিষ্কারণং জ্ঞানম ; যদত্র ভবাদৃশা অপি রাগাভিষঙ্গৈঃ কলুষীক্রিয়ন্তে প্রমাদৈশ্চাভিভূয়ন্তে । কথং করতলাদগলিতামপহৃতামক্ষমালামপি ন লক্ষয়সি ; অহো বিগতচেতনত্বম্ ; অপহৃতা নামেয়ম্ ; ইদমপি তাবদপহ্রিয়মাণমনয়ানার্য্যয়া নিবার্য্যতাং হৃদয়মিতি ।

কাদম্বরী ।

ইতি পরিসমাপিতাহারাং, নিবর্ত্তিতসন্ধ্যোচিতাচারাং, শিলাতলে বিশ্রব্ধমুপবিষ্টাং নিভৃতমুপসৃত্য, নাতিদূরে সমুপবিশ্য, মুহূর্ত্তমিব স্থিত্বা চন্দ্রাপীড়ং সবিনয়মবাদীৎ ভগবতি, ত্বৎপ্রসাদপ্রাপ্তিপ্রোৎসাহিতেন কুতূহলেনাকুলীক্রিয়মাণো মানুষতাসুলভো লঘিমা বলাদনিচ্ছন্তমপি মাং প্রশ্নকর্ম্মণি নিয়োজয়তি । জনয়তি হি প্রভুপ্রসাদলবোঽপি প্রাগল্ভ্যমধীরপ্রকৃতেঃ ; স্বল্পাপ্যেকদেশাবস্থানকালকলা পরিচয়মুৎপাদয়তি ; অণুরপ্যুপচারপরিগ্রহঃ প্রণয়মারোপয়তি । তদ্যদি নাতিখেদকরমিব, ততঃ কথনেনাত্মানমনুগ্রাহ্যমিচ্ছামি ।

কাদম্বরী ।

বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং
তেজস্বিনাং কান্তিভৃতাং দিশাঞ্চ ।
নির্যায় তস্যাঃ স পুরঃ সমন্তাৎ
শ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ ॥ ২।১ ॥
তরঙ্গসঙ্গাচ্চপলৈঃ পলাশৈঃ
জ্বালাশ্রিয়ং সাতিশয়াং দধন্তি ।
সধূমদীপ্তাগ্নিরুচীনি রেজুঃ
তাম্রোৎপলান্যাকুলষট্পদানি ॥ ২।২ ॥
বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং
নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ
সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ ॥ ২।৩ ॥
নিশাতুষারৈর্নয়নাম্বুকল্পৈঃ
পত্রান্তপর্য্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ
উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গঃ
কুমুদ্বতীং তীরতরুর্দিনাদৌ ॥ ২।৪ ॥

বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ
পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।
পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মী-
মালোকয়াঞ্চক্রুরিবাদরেণ ॥ ২।৫ ॥
প্রভাতবাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণুপিশঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীসংসহতেঽন্যসঙ্গমম্॥ ২।৬ ॥
দত্তাবধানং মধুলেহিগীতৌ
প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।
আকর্ণয়ন্নুৎসুকহংসনাদান্ ॥
লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ॥ ২।৭ ॥
গিরেনিতম্বে মরুতা বিভিন্নং
তোয়াবশেষেণ হিমাভমভ্রম্।
সরিন্মুখাভ্যুচ্চয়মাদধানং
শৈলাধিপস্যানুচকার লক্ষ্মীম্ ॥ ২।৮ ॥
গর্জন্ হরিঃ সাম্ভসি শৈলকুঞ্জে
প্রতিধ্বনীনাত্মকৃতান্ নিশম্য
ক্রমং ববন্ধ ক্রমিতুং সকোপঃ
প্রতর্কয়ন্নন্যমৃগেন্দ্রনাদান্ ॥ ২।৯ ॥
অদৃষ্টতোম্ভাংসি নবোৎপলানি
রুতানি চাশ্রোষত ষট্পদানাম্।
আঘ্রায়িবান্ গন্ধবহঃ সুগন্ধ-
স্তেনারবিন্দব্যতিষঙ্গবাংশ্চ ॥ ২।১০ ॥
লতানুপাতং কুসুমান্যগৃহ্ণাৎ
স নদ্যবস্কন্দমুপাস্পৃশচ্চ।
কুতূহলাচ্চারুশিলোপবেশং
কাকুৎস্থ ঈষৎ স্ময়মান আস্ত ॥ ২।১১ ॥
তিগ্মাংশুরশ্মিচ্ছুরিতানাদূরাৎ
প্রাচি প্রভাতে সলিলান্যপশ্যৎ।
গভস্তিধারাভিরিব দ্রুতানি
তেজাংসি ভানোর্ভুবি সম্ভৃতানি ॥ ২।১২ ॥
দিগ্ব্যাপিনীর্লোচনলোভনীয়া
মৃজান্বয়াঃ স্নেহমিব স্রবন্তীঃ।
ঋজ্বায়তাঃ শস্যবিশেষপংক্তী-
স্ততোষ পশ্যন্ বিতৃণান্তরালাঃ ॥ ২।১৩ ॥
বিয়োগদুঃখানুভবানভিজ্ঞৈঃ
কালে নৃপাংশং বিহিতং দদদ্ভিঃ।

আহার্যশোভারহিতৈরমায়ৈ-
রৈক্ষিষ্ট পুম্ভিঃ প্রচিতান্ স গোষ্ঠান্ ॥ ২।১৪ ॥
স্ত্রীভূষণং চেষ্টিতমপ্রগল্ভং
চারূণ্যবক্রাণ্যপি বীক্ষিতানি।
ঋজূংশ্চ বিশ্বাসকৃতঃ স্বভাবান্
গোপাঙ্গনানাং মুমুদে বিলোক্য ॥ ২।১৫ ॥
বিবৃত্তপার্শ্বং রুচিরাঙ্গহারং
সমুদ্বহচ্চারুনিতম্ববিম্বম্।
আমন্দ্রমন্থধ্বনিদত্ততালং
গোপাঙ্গনানৃত্যমনন্দয়ত্তম্ ॥ ২।১৬ ॥
বিচিত্রমুচ্চৈঃ প্লবমানমারাৎ
কুতূহলং ত্রস্নু ততান তস্য।
মেঘাত্যয়োপাত্তবনোপশোভম্
কদম্বকং বাতমজং মৃগাণাম্ ॥ ২।১৭ ॥
সিতারবিন্দপ্রচয়েষু লীনাঃ
সংসক্তফেনেষু চ সৈকতেষু।
কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ
প্রতীয়িরে শ্রোত্রসুখৈর্নিনাদৈঃ ॥ ২।১৮ ॥

ভট্টিকাব্য।

অথার্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে
শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কৃশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশা-
মদৃষ্টপূর্বাং বনিতামপশ্যৎ ॥ ১৬।৪ ॥
সা সাধুসাধারণপার্থিবর্দ্ধেঃ
স্থিত্বা পুরস্তাৎ পুরুহূতভাসঃ।
জেতুঃ পরেষাং জয়শব্দপূর্বং
তস্যাঞ্জলিং বন্ধুমতো ববন্ধ ॥ ১৬।৫ ॥
অথানপোঢ়ার্গলমপ্যাগারং
ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্।
সবিস্ময়ো দাশরথেস্তনূজঃ
প্রোবাচ পূর্বার্ধবিসৃষ্টতল্পঃ ॥ ১৬।৬ ॥
লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে
যোগপ্রভাবো নচ দৃশ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥ ১৬।৭ ॥
কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা
কিং বা মদভ্যাগমকারণং তে।

• আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘূণাং
মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি ॥ ১৬।৮ ॥
তমব্রবীৎ সা গুরুণানবদ্যা
যা নীতপৌরা স্বপদোন্মুখেন।
তস্যাঃ পুরে সম্প্রতি বীতনাথাং
জানীহি রাজন্নধিদেবতাং মাম্ ॥ ১৬।৯ ॥
বস্বৌকসারামভিভূয় সাহং
সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা।
সমগ্রশক্তৌ ত্বয়ি সূর্যবংশ্যে
সতি প্রপন্না করুণামবস্থাম্ ॥ ১৬।১০ ॥
বিশীর্ণতল্পাট্টশতো নিবেশঃ
পর্যস্তশালঃ প্রভুণা বিনা মে।
বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নসূর্যং
দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্ ॥ ১৬।১১ ॥
নিশাসু ভাস্বৎকলনূপুরাণাং
যঃ সঞ্চরোঽভূদভিসারিকাণাম্।
নদন্মুখোল্কাবিচিতামিষাভিঃ
স বাহ্যতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥ ১৬।১২ ॥
আস্ফালিতং যৎ প্রমদাকরাগ্রৈ-
র্মৃদঙ্গধীরধ্বনিমন্বগচ্ছৎ।
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদম্ভঃ
শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীর্ঘিকাণাম্ ॥ ১৬।১৩ ॥
বৃক্ষেশয়া যষ্টিনিবাসভঙ্গাৎ
মৃদঙ্গশব্দাপগমাদলাস্যাঃ।
প্রাপ্তা দবোল্কাহতশেষবর্হাঃ
ক্রীড়াময়ূরা বনবর্হিণত্বম্ ॥ ১৬।১৪ ॥
সোপানমার্গেষু চ যেষু রামা
নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্ সরাগান্।
সদ্যোহতন্যঙ্কুভিরস্রদিগ্ধং
ব্যাঘ্রৈঃ পদং তেষু নিধীয়তে মে ॥ ১৬।১৫ ॥
চিত্রদ্বিপাঃ পদ্মবনাবতীর্ণাঃ
করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ।
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্নকুম্ভাঃ
সংরব্ধসিংহপ্রহৃতং বহন্তি ॥ ১৬।১৬ ॥
কালান্তরশ্যামসুধেষু নক্ত-
মিতস্ততোরূঢ়তৃণাঙ্কুরেষু।
• ত এব মুক্তাগুণশুদ্ধয়োঽপি
হর্ম্যেষু মূর্চ্ছন্তি ন চন্দ্রপাদাঃ ॥ ১৬।১৮ ॥

আবর্জ্য শাখাঃ সদয়ঞ্চ যাসাং
পুষ্পাণ্যুপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ।
বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ।
ক্লিশ্যন্ত উদ্যানলতা মদীয়াঃ ॥ ১৬।১৯ ॥
রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ
কান্তামুখশ্রীবিযুতা দিবাপি।
তিরস্ক্রিয়ন্তে কৃমিতন্তুজালৈ-
র্বিচ্ছিন্নধূমপ্রসরা গবাক্ষাঃ ॥ ১৬।২০ ॥
বলিক্রিয়াবর্জিতসৈকতানি
স্নানীয়সংসর্গমনাপ্নুবন্তি।
উপান্তবানীরগৃহাণি দৃষ্ট্বা
শূন্যানি দূয়ে সরযূজলানি ॥ ১৬। ২১॥
তদর্হসীমাং বসতিং বিসৃজ্য
মামভ্যুপেতুং কুলরাজধানীম্।
হিত্বা তনুং কারণমানুষীং তাং
যথা গুরুস্তে পরমাত্মমূর্ত্তিম্ ॥ ১৬।২২ ॥
তথেতি তস্যাঃ প্রণয়ং প্রতীতঃ
প্রত্যগ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘূণাম্।
পুরপ্যভিব্যক্তমুখপ্রসাদা
শরীরবন্ধেন তিরোবভুব ॥ ১৬। ২৩॥

রঘুবংশ।

সুকুমারমহো লঘীয়সাং হৃদয়ং তদ্গতমপ্রিয়ং যতঃ।
সহসৈব সমুদ্গিরন্ত্যমী ক্ষপয়ন্ত্যেব হি তন্মনীষিণঃ ॥ ১৬।২১ ॥
উপকারপরঃ স্বভাবতঃ সততং সর্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ ॥ ১৬।২২ ॥
পরিতপ্যত এব নোত্তমঃ পরিতপ্তোঽপ্যপরঃ সুসংবৃতিঃ।
পরবৃদ্ধিভিরাহিতব্যথঃ স্ফুটনির্ভিন্নদুরাশয়োঽধমঃ ॥ ১৬।২৩ ॥
অনিরাকৃততাপসম্পদং ফলহীনাং সুমনোভিরুজ্ঝিতাম্।
খলতাং খলতামিবাসতীং প্রতিপদ্যেত কথং বুধো জনঃ ॥ ১৬।২৪ ॥
প্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ শপমানায় ন চেদিভুভুজে।
অনুহুংকুরুতে ঘনধ্বনিং নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী ॥ ১৬।২৫ ॥
জিতরোষরয়া মহাধিয়ঃ সপদি ক্রোধজিতো লঘুর্জনঃ।
বিজিতেন জিতস্য দুর্মতের্মতিমদ্ভিঃ সহ কা বিরোধিতা ॥ ১৬।২৬ ॥
বচনৈরসতাং মহীয়সো ন খলু ব্যেতি গুরুত্বমুদ্ধতৈঃ।
কিমপৈতি রজোভিরৌর্বরৈরবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা ॥ ১৬।২৭ ॥
পরিতোষয়িতা ন কশ্চন স্বগতো যস্য গুণোঽস্তি দেহিনঃ।
পরদোষকথাভিরল্পকঃ স্বজনং তোষয়িতুং কিলেচ্ছতি ॥ ১৬।২৮ ॥

সহজান্ধদৃশঃ স্বদুর্নয়ে পরদোষেক্ষণদিব্যচক্ষুষঃ।
স্বগুণোচ্চগিরো মুনিব্রতাঃ পরবর্ণগ্রহণেষ্বসাধবঃ ॥ ১৬।২৯ ॥
প্রকটান্যপি নৈপুণং মহৎ পরবাচ্যানি চিরায় গোপিতুম্।
বিবরীতুমথাত্মনো গুণান্ ভৃশমাকৌশলমার্যচেতসাম্ ॥ ১৬।৩০ ॥
কিমিবাখিললোককীর্ত্তিতং কথয়ত্যাত্মগুণং মহামনাঃ।
বদিতা ন লঘীয়সোঽপরঃ স্বগুণং তেন বদত্যসৌ স্বয়ম্ ॥ ১৬।৩১ ॥

শিশুপালবধ।

সংস্কৃতভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নহে। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃত দেবভাষা। ভারতবর্ষীয়েরা, আদিকাল অবধি ঐ দেবভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেন; তদনুসারে, সংস্কৃত ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়। কিন্তু ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা শব্দবিদ্যার অনুশীলন প্রভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা নহে; সংস্কৃতভাষী লোকেরা, পৃথিবীর অন্য কোনও প্রদেশ হইতে আসিয়া, ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। সেই প্রদেশ ইরান। তাঁহাদিগের গবেষণা দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে, অতি পূর্ব্বকালে, ইরানের আদিম নিবাসী লোকেরা সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্ম্মনি প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন। ইঁহারা ইরানে অবস্থিতিকালে একজাতি ও একভাষাভাষী ছিলেন। ঐ একজাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া, হিন্দু, গ্রীক, রোমক, জর্ম্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন; এবং ঐ এক ভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, ইটালিতে লাটিন, জর্ম্মনিতে জর্ম্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে, বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে উহাদিগের পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে, ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মূল ভাষার পরিণামবিশেষ মাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ করিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ, বাঙ্গালা ভাষার অদ্যাপি এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই যে ঐ সমস্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও সুচারু রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে; এই নিমিত্ত ফলিতার্থমাত্র উল্লিখিত হইল।

সাহিত্যশাস্ত্র

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্যশাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। তাঁহারা এই উভয় বিভাগের মধ্যেই সমুদয় সাহিত্যশাস্ত্র সমাবেশিত করিয়াছেন। শ্রব্যকাব্য ত্রিবিধ; পদ্যময়, গদ্যময়, গদ্যপদ্যময়। পদ্যময় কাব্যও ত্রিবিধ; মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য কোষকাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলঙ্কারিকেরা কথা ও আখ্যায়িকা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এ উভয়ের বৈলক্ষণ্য এমন সামান্য যে ইহাদিগের ভাগদ্বয়ে বিভাগ অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। গদ্যপদ্যময় কাব্যকে চম্পু বলে। চম্পু কাব্যের বিভাগ নাই।

মহাকাব্য

কোন দেবতার, অথবা সদ্বংশজাত অশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের, কিংবা এক-বংশোদ্ভব বহু ভূপতিদিগের বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য নানা সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্গসংখ্যা অষ্টাধিক না হইলে, তাহাকে মহাকাব্য বলে না। সংস্কৃতভাষার যত মহাকাব্য আছে তাহাতে দ্বাবিংশতির অধিক সর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনও মহাকাব্য আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচিত নহে; এক এক সর্গ এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত। সর্গের অবসানে এক, দুই, অথবা তদধিক অন্য অন্য ছন্দের শ্লোক থাকে। সকল সর্গই যে এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত, এমন নহে। মহাকাব্যে দুই, তিন, চারি, পাঁচ সর্গও এক ছন্দে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও সর্গ নানা ছন্দেও রচিত হইয়া থাকে। সর্গ সকল অতি সংক্ষিপ্ত অথবা অতি বিস্তৃত নহে। সর্গের শেষে পরসর্গের বৃত্তান্তসূচনা থাকে। মহাকাব্য সকল আদিরস অথবা বীররস প্রধান, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। কবি, কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়কের নামানুসারে মহাকাব্যের নাম নির্দেশ হয়।

রঘুবংশ

সংস্কৃতভাষার যত মহাকাব্য আছে, কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ সর্বাপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদে অধিকারী, সেই সহৃদয়-মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদিগের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত কাব্যসমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়; তাহাতে অত্যুক্তির সংস্রবমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ, এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্ত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা যার পর নাই মনোহারিণী; বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি উপমাবিষয়ে কালিদাসের সদৃশ নহেন। তিনি এরূপ সংক্ষেপে, ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপমা সঙ্কলন করিয়াছেন যে পাঠক মাত্রেরই, অনায়াসে ও আবৃত্তিমাত্র, উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার পূর্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা তাঁহার পরে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি, কি অন্য অন্য গ্রন্থকার, কাহারই রচনা, তাঁহার রচনার ন্যায়, চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও ললিত। তিনি একটিও অনাবশ্যক অথবা পরিবর্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়

যে, ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচনা বা ভাবসংকলনের নিমিত্ত, তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি এই উভয়ের একত্র সংঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই, কালিদাসপ্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত গৌরব; এই নিমিত্তই, ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্তই প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব, স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনাতে, কালিদাসকে কবিকুলগুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং এই নিমিত্তই, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কালিদাসের নাম অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কালিদাস, এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে মোহাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

যেমন বামন উন্নতপুরুষপ্রাপ্য ফলগ্রহণাভিলাষে বাহুপ্রসারণ করিয়া, উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি, কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।

কালিদাস, অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভার, নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী; সুতরাং ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কালিদাসের যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত যাবতীয় কাব্যেই সেই সমুদয় সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য ঊনবিংশতি সর্গে বিভক্ত। প্রথম আট সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন রাজার বর্ণন আছে। নবম অবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশরথতনয় রামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত, রামের উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তান্ত সংকলিত আছে। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃতভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

কুমারসম্ভব

কালিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুমারসম্ভব। কুমারসম্ভব অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই; তারকনামে এক মহাবল পরাক্রান্ত অতিদুর্দ্দান্ত অসুর, ব্রহ্মদত্ত বরের প্রভাবে অত্যন্ত গর্ব্বিত ও দুর্জ্জয় হইয়া, দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া, স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন যে পার্ব্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদের সেনাপতি হইয়া, তারকাসুরের প্রাণ সংহার করিয়া, তোমাদিগকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব অধিকার

প্রদান করিবেন। তদনুসারে, দেবতারা উদ্যোগী হইয়া হর গৌরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনন্তর, তিনি, দেবসৈন্য সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্বৃত্ত তারকাসুরের প্রাণসংহারপূর্বক, দেবতাদিগকে আপন আপন অধিকারে পুনঃ স্থাপিত করেন। এই বৃত্তান্ত সুচারু রূপে কুমারসম্ভবে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে—এমন অপ্রচলিত যে ঐ দশ সর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া অনেকেই অবগত নহেন। এই দশ সর্গ, কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যে, এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে তাহার হেতু এই বোধ হয়, অষ্টম সর্গে হর-গৌরীর বিহারবর্ণনা আছে; তাহাও সামান্য নায়ক-নায়িকার বিহারের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হর-গৌরীর কৈলাসগমন এবং দশমে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও হর গৌরীঘটিত অনেক অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হর গৌরীকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন। জগৎপিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আলংকারিকেরাও কুমারসম্ভবের হরগৌরীবিহারবর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত ও অত্যন্ত দূষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্যন্ত সাত সর্গে কার্ত্তিকেয়ের বাল্যলীলা, সৈনাপত্যগ্রহণ, তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাসুরের নিপাত, এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশমাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম, নবম, দশম এই তিন সর্গের দোষে, ইহারাও একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এক কুম্ভকার কালিদাসের পরম মিত্র ছিলেন। কালিদাস, কুমারসম্ভব রচনা করিয়া, ঐ কুম্ভকার মিত্রকে দেখাইতে লইয়া যান। কুম্ভকার, পাঠ করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী একখান কাঁচা সরার উপর রাখিয়া দেন। তাহাতে কালিদাস বোধ করিলেন, এই গ্রন্থ কাঁচা হইয়াছে, এবং সেই নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ পুস্তক হস্তে লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কুম্ভকার তদ্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন এবং অশেষ প্রয়াসে প্রথম সাত সর্গ মাত্র সংকলন করিতে পারিলেন। অবশিষ্ট দশ সর্গ বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই অমূলক অকিঞ্চিৎকর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া, অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গই বিদ্যমান আছে, অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে লোপ পাইয়াছে।

কুমারসম্ভবের যে শেষভাগের কথা উল্লিখিত হইল, ইহার পুস্তক বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশে কুমারসম্ভবের অন্যবিধ এক শেষ ভাগ আছে। এই শেষ ভাগ পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কুমারসম্ভবের শেষ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে এই স্থির করিয়া, এতদ্দেশীয় কোনও আধুনিক কবি ঐ অংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহা, পাঠ করিলে, কালিদাসের রচিত বলিয়া কোনও ক্রমেই প্রতীত জন্মিতে পারে না।

কুমারসম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শিবপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থে, ইতিবৃত্তের যেরূপ ঐক্য আছে, দুই এক শ্লোকেরও সেইরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।[১] যদি শিবপুরাণকে বেদব্যাসবিরচিত, ও তদনুসারে কালিদাসের কুমারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, কালিদাস শিবপুরাণের বৃত্তান্ত লইয়া কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে, ঐ গ্রন্থের শ্লোক, অবিকল উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস, অলৌকিককবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন হইয়া যে আপন কাব্যে অন্যদীয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভাবিত নহে। যে কয়েকটি শ্লোকে ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে, কুমারসম্ভবের অথবা কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের রচনার সহিত সেই সেই শ্লোকের রচনার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে; কিন্তু শিবপুরাণের কোনও অংশের রচনার সহিত কোনও অংশে উহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ, শিবপুরাণ কুমারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন কিনা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা-প্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন, এবং এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ বিভিন্ন প্রকারে সঙ্কলিত হইয়াছে যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া কোনও ক্রমেই প্রতীতি জন্মে না। যাঁহাদের সংস্কৃত রচনার ইতরবিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে। বাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, এক কালেও রচিত নয়। বোধ হয়, পুরাণনামপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমুদায়ের অধিকাংশই প্রাচীন নহে। শিবপুরাণ যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের পূর্বে রচিত গ্রন্থ, এবং তাহা দেখিয়া কালিদাস কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না থাকিলে এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন; বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগবাশিষ্ঠে ও কুমারসম্ভবেও শ্লোকের ঐক্য আছে।[২] কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যে আধুনিক গ্রন্থ প্রাচীন ও ঋষিপ্রণীত নহে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় হইতে পারে না।

(১) তদিচ্ছামি বিভো স্রষ্টুং সেনান্যং তস্য শান্তয়ে।
কর্মবন্ধচ্ছিদং ধর্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ॥
যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥
শিবপুরাণ, উত্তরখণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়।
কুমারসম্ভব, দ্বিতীয় সর্গ।

(২) অকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদশোষবিহ্বলাং
প্রথমা বৃষ্টিরিবানুকম্পয়েৎ॥
যোগবাশিষ্ঠ, ভূকৈলাসনিবাসী রাজশ্রীসত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের মুদ্রিত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা।
কুমারসম্ভব, চতুর্থ সর্গ।

কিরাতার্জ্জুনীয়

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের পর, সংস্কৃত মহাকাব্যের উল্লেখ করিতে হইলে, উৎকর্ষ ও প্রাথম্য অনুসারে, সর্ব্বাগ্রে কিরাতার্জ্জুনীয়ের নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই মহাকাব্যের রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুরূহ, কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নহে। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, কিরাতার্জ্জুনীয়কর্ত্তা ভারবি কালিদাসের উত্তর কালে, এবং মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বহু কাল পূর্ব্বে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কিরাতার্জ্জুনীয়ের স্থূল বৃত্তান্ত এই ; যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, রাজ্যাধিকার হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, দ্বৈতবনে বাস করেন। এক দিবস, ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাদিগকে কহেন, দৈব অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমাদিগের নষ্টরাজ্যের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই ; অতএব, অর্জ্জুন হিমালয়ে গিয়া ইন্দ্রের আরাধনা করুন। তদনুসারে অর্জ্জুন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করেন। দেবরাজ তদীয় আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শিবের আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। অর্জ্জুন শিবের আরাধনা আরম্ভ করিলে, মূক নামে এক দুর্বৃত্ত দানব, বরাহের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে আইসে। সেই সময়ে, শিবও কিরাত রাজের আকার পরিগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনের আশ্রমে উপস্থিত হন। অর্জ্জুন, বরাহরূপী দানবের প্রাণ-দণ্ডার্থে শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন, এমন সময়ে কিরাতরাজ এক শর নিক্ষেপ করিয়া বরাহের প্রাণসংহার করিলেন। এই উপলক্ষে, কিরাতরাজের সহিত অর্জ্জুনের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সংগ্রামে অর্জ্জুনের অসাধারণ বল বীর্য্য দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীতি ও প্রসন্ন হইয়া, কিরাতরূপী মহাদেব তাঁহাকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইলেন। সেই শিক্ষার প্রভাবে অর্জ্জুন অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ও অপ্রতিহতপ্রভাব হইয়া উঠিলেন।

ভারবি কবিত্বশক্তিবিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা ন্যূন ; কিন্তু ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই মহাকাব্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, একাদশ,, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সর্গ পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত না হন এবং পদে পদে অসাধারণ কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ প্রমাণ না পান। কিরাতার্জ্জুনীয় অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত।

শিশুপালবধ

কাব্যকর্ত্তা মাঘনামা কবি স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন

……সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াঃ
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্ ॥

মাঘ কবিকীর্ত্তি লাভের দুরাশাগ্রস্ত হইয়া এই শিশুপালবধনামক কাব্য রচনা করিলেন।

মাঘ অতি প্রধান কবি ছিলেন এবং তৎপ্রণীত শিশুপালবধ অতি প্রধান মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের স্থূল বৃত্তান্ত এই ; কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান করেন। যিনি সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন, তিনিই যজ্ঞে অর্ঘ্য পাইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় সমাপ্ত হইলে, ভীষ্মের উপদেশানুসারে, কৃষ্ণকে

সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া অর্ঘ্য দান করেন। কৃষ্ণের পিতৃষ্বসৃপুত্র শিশুপাল তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন; তিনি, কৃষ্ণের এইরূপ অসামান্য সম্মান দর্শনে অসূয়াপরবশ হইয়া, ভীষ্মের যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বপক্ষীয় নরপতিগণ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন এবং দূত দ্বারা কৃষ্ণের অনেক তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। অনন্তর, উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এবং সেই সংগ্রামে কৃষ্ণ শিশুপালের প্রাণসংহার করিলেন।

শিশুপালবধ কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রতিরূপস্বরূপ। মাঘ কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শস্বরূপ করিয়া শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ভারবি যে প্রণালীতে কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা করিয়াছেন, মাঘ শিশুপালবধে রচনাকালে আদ্যোপান্ত সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, মহর্ষি ব্যাস আসিয়া পাণ্ডবদিগকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিতেছেন; শিশুপালবধে, দেবর্ষি নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্‌যুক্ত করিতেছেন। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, যুধিষ্ঠির, ভীম, দ্রৌপদী, এই তিন জনের রাজনীতিসংক্রান্ত বাদানুবাদ; শিশুপালবধেও কৃষ্ণ, বলরাম ও উদ্ধাবর সেইরূপে রাজনীতিসংক্রান্ত বাদানুবাদ। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, তপস্যা নিমিত্ত অর্জ্জুনের হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান; শিশুপালবধেও, কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থান কালে রৈবতক পর্ব্বতে অবস্থান। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, হিমালয় পর্ব্বতের বহুবিস্তৃত বর্ণনা সংক্রান্ত শ্লোক সকল অধিক অংশ যমকালঙ্কারযুক্ত; শিশুপালবধেও, রৈবতক পর্ব্বতের অবিকল সেইরূপ বর্ণনা ও সেইরূপ যমকালঙ্কৃত শ্লোক। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, সুরাঙ্গনাদিগের বনবিহার, নায়কসমাগম, বিরহ, মান প্রভৃতির বর্ণনা আছে: শিশুপালবধেও, অবিকল সেই সমস্ত বর্ণনা আছে। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, কিরাতরাজ অর্জ্জুনের উত্তেজনার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। শিশুপালবধেও, শিশুপাল কৃষ্ণের ভর্ৎসনার্থে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অনন্তর উভয় কাব্যেই উভয় পক্ষের সৈন্যসজ্জা, সৈন্যপ্রয়াণ ও সংগ্রাম বর্ণন আছে। কিরাতার্জ্জুনীয়ের পঞ্চদশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক; শিশুপালবধের ঊনবিংশ সর্গে যুদ্ধবর্ণন ও ঐরূপ একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক। কিরাতার্জ্জুনীয়ে, প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক লক্ষ্মীশব্দের প্রয়োগ আছে; শিশুপালবধেও, প্রতি সর্গের শেষ শ্লোকে সর্গসমাপ্তিসূচক শ্রীশব্দের প্রয়োগ আছে। কোনও স্থলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুপালবধে কিরাতার্জ্জুনীয়ের ভাব অবিকল ভিন্ন ছন্দে সংকলিত হইয়াছে। ফলতঃ, অভিনিবেশপূর্ব্বক উভয় কাব্য আদ্যন্ত পাঠ করিলে ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতার্জ্জুনীয় আদর্শ শিশুপালবধ তৎপ্রতিরূপ। উভয় কাব্যের রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষ কোনও ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিরাতার্জ্জুনীয় যে শিশুপালবধ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই।

মাঘ অতি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অতি অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার, কালিদাস ও ভারবির ন্যায়, সহৃদয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপালবধ সংস্কৃতভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য হইত সন্দেহ নাই। তিনি সকল বিষয়েরই বহুবিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সকল আরম্ভে একান্ত মনোহর, কিন্তু অবসানে নিতান্ত নীরস। মাঘ অধিক বর্ণনা এত অধিক ভালবাসিতেন যে, শেষ অংশ নিতান্ত

অশান্তিকৃত হইতেছে দেখিয়াও, ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না। কখনও কখনও ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্লিষ্ট অথবা সুশ্রাব্য শব্দের অনুরোধে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোকের সেই শব্দটি ভিন্ন অন্য কোনও চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী ও গাম্ভীর্যব্যঞ্জক, কিন্তু কালিদাসের অথবা ভারবির ন্যায় পরিপক্ক নহে।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহুবিস্তৃত বর্ণনা মাঘের অতিপ্রধান দোষ। তিনি বিংশতি সর্গাত্মক কাব্যের নয় সর্গ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমর্পিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রস্থানকালে প্রথম দিন রৈবতক পর্বতে অবস্থান করেন। এই উপলক্ষে মাঘ রৈবতক প্রভৃতির অত্যন্ত অধিক বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্থ সর্গে কেবল রৈবতক বর্ণন, পঞ্চমে, শিবিরসন্নিবেশ, ষষ্ঠে ঋতুবর্ণন, সপ্তমে বনবিহার, অষ্টমে জলবিহার, নবমে সন্ধ্যাবর্ণন, দশমে সুরাপান ও বিহার, একাদশে প্রভাত বর্ণন, দ্বাদশে সৈন্যপ্রয়াণ; এইরূপ এক এক সর্গে এক এক বিষয় মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। মাঘ এই সমস্ত বর্ণনাতে স্বীয় অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও বর্ণনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনা যেমন অতিবিস্তৃত, তেমনি অপ্রাসঙ্গিক; প্রকৃত বিষয় শিশুপালবধে উহাদের কোনও উপযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নয়, সর্গ পরিত্যাগ করিলেও কাব্যের ইতিবৃত্ত কোনও ক্রমে অসংলগ্ন হইবেক না।

শিশুপালবধ, এইরূপে দোষাশ্রিত হইয়াও যে, এক অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা যে ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন (৩), ইহা কোনও ক্রমেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। সম্যক্ সহৃদয়তা সহকারে পর্যালোচনা করিয়ে দেখিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে শিশুপালবধ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জুনীয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নৈষধচরিত

এরূপ কিংবদন্তী আছে, শ্রীহর্ষ দেবতার আরাধনা করিয়া তৎপ্রসাদে অলৌকিক-কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন; নৈষধচরিত সেই দেবপ্রসাদলব্ধ অলৌকিক কবিত্বশক্তির ফল। শ্রীহর্ষের যে কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল, তাহার কোনও সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী সহৃদয়তা ছিল না। তিনি নৈষধচরিতকে আদ্যোপান্ত অত্যুক্তিতে এমন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার রচনা এমন মাধুর্যবর্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য ও অপরিপক্ব যে ইহাকে কোনও ক্রমে অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া নির্দেশ, অথবা পূর্বোল্লিখিত মহাকাব্য চতুষ্টয়ের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় না।

শ্রীহর্ষের অত্যুক্তি এমন উৎকট যে তদ্দ্বারা তদীয় কাব্যের উপাদেয়ত্ব না জন্মিয়া বরং হেয়ত্বই ঘটিয়াছে। তিনি নলরাজার বর্ণনাকালে কহিয়াছেন, "নলরাজার যুদ্ধ-যাত্রাকালে সৈন্য দ্বারা যে ধূলি উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই ধূলি ক্ষীরসমুদ্রে পতিত হইয়া পঙ্কভাব প্রাপ্ত হয়; উৎপত্তিকালে চন্দ্রের গাত্রে সেই পঙ্ক লাগিয়া কলঙ্ক

(৩) উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥
পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ॥

হইয়া আছে।" (৪), নলরাজা যখন অশ্বারোহণ করিয়া, বয়স্যবর্গসমভিব্যাহারে উপবন-বিহারে গমন করিতেছেন, শ্রীহর্ষ তদীয় অশ্বের এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "আমাদিগের চলিবার নিমিত্ত এই পৃথিবী কয়পদ হইবেক; অতএব সমুদ্রও স্থল হউক। এই মনে করিয়াই যেন অশ্বগণ, সমুদ্রের জল শুষ্ক করিয়া স্থল করিবার নিমিত্ত, পদ দ্বারা ধূলি উত্থাপিত করিতেছে।" (৫), নৈষধচরিত এইরূপ উৎকট বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এরূপ উৎকট বর্ণনা পাঠ করিয়া কোন্ ব্যক্তি প্রীত বা চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় অনুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক হইলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং, অনুপ্রাসবাহুল্য দ্বারা নৈষধচরিতের মাধুর্য সম্পাদন না হইয়া সাতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িকমহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নৈষধচরিত সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য। (৬), যাহা হউক, নৈষধচরিতে মধ্যে মধ্যে অনেক অত্যুৎকৃষ্ট অংশ আছে। অন্য অন্য অংশ পাঠ করিয়া যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে হয়, ঐ সকল অত্যুৎকৃষ্ট অংশ পাঠ করিয়া সেইরূপ প্রীত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, এবং সকল মহাকাব্য অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে নলরাজার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

নৈষধচরিতের বিষয়ে এক অতিকৌতুকাবহ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীহর্ষ নৈষধচরিত রচনা করিয়া স্বীয় মাতুল প্রধান আলঙ্কারিক মম্মট ভট্টকে দেখাইতে লইয়া যান। মম্মট ভট্ট আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, শ্রীহর্ষকে কহিয়াছিলেন, বাপু হে! যদি তুমি কিছু পূর্ব্বে তোমার গ্রন্থখানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অনেক লাঘব হইত। বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমায় অলঙ্কার গ্রন্থের দোষপরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেই সময় তোমার নৈষধচরিত পাইলে, আমায় এত পরিশ্রম করিতে হইত না; এক গ্রন্থ হইতেই সমুদায় উদাহরণ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

ভট্টিকাব্য

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রামাণিক প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন, এই মহাকাব্য ভট্টিনামক কবির রচিত। ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও ইহাই সম্যক্ প্রতিপন্ন হইতেছে।

(৪) যদসা যাত্রাসু বলোদ্ধতং রজঃ স্ফুরৎপ্রতাপানলধূমমঞ্জিম।
তদেব গত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ॥
প্রথমসর্গ। ৮ শ্লোক

(৫ প্রয়াতুমস্মাকমিয়ং কিয়ৎপদং ধরা তদম্ভোধিরপি স্থলায়তাম্।
ইতীব বাহৈর্নিজবেগদর্পিতৈঃ পয়োধিরোধক্ষমমুদ্ধৃতং রজঃ॥
প্রথমসর্গ। ৬১ শ্লোক।

(৬) উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ক মাঘঃ ক্ক চ ভারবিঃ।

কিন্তু অধুনাতন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন মতের প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভট্টিকাব্যকে ভর্ত্তৃহরিপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরিও এই কাব্যের রচয়িতা, উভয়েই অতি প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন; বোধ হয়, এই সাদৃশ্য দর্শনেই ভরতমল্লিকের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। গ্রন্থকর্ত্তা কাব্যের শেষ শ্লোকে (৭) লিখিয়াছেন, আমি বলভীপতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম। যদি ভরতমল্লিক এই শ্লোক দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ভ্রমে পতিত হইতেন না। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে ভর্ত্তৃহরি স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন, তিনি, অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দ্দেশ করেন না। ভরতমল্লিক শেষ চারি শ্লোকের টীকা করেন নাই; তাহাতেই বোধ হইতেছে, এই চারি শ্লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর। বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে হৃদয়গ্রাহিণী শরদ্বর্ণনা আছে, তদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্ত্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্তই, ভট্টিকাব্যের অধিকাংশ অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। যদি তিনি, ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া, কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে ভট্টিকাব্য উৎকৃষ্ট মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই।

এই যে ছয় মহাকাব্যের বিষয় উল্লিখিত হইল, ইহারাই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত প্রচলিত। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই এই ছয়ের সচরাচর অনুশীলন আছে।

রাঘবপাণ্ডবীয়

এই মহাকাব্যের প্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা দ্ব্যর্থ কাব্য। এক অর্থে রামের চরিত্র বর্ণন প্রতিপন্ন হয়, অপর অর্থে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্তবর্ণন লক্ষিত হয়। এই রূপে এক শ্লোকে অর্থদ্বয় সমাবেশ দ্বারা রাঘব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্তবর্ণন সমাধান করিয়া, কবি স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাঘবপাণ্ডবীয়ের উপক্রমণিকা অংশে গ্রন্থকর্ত্তার নাম কবিরাজপণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু বোধ হয়, ইহা তাঁহার উপাধি, নাম নহে। উপাধি দ্বারাই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, এই নিমিত্ত গ্রন্থকর্তা আপন গ্রন্থে উপাধিরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কবি যেরূপ উপাধি অথবা নাম পাইয়াছিলেন, তদনুরূপ কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হন নাই। ইনি কবিত্ববিষয়ে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কবিদিগের অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন। এই কাব্য ত্রয়োদশ সর্গে বিভক্ত। পূর্ব্বোক্ত কাব্য সকল যেমন সর্ব্বত্র প্রচলিত, রাঘবপাণ্ডবীয় সেরূপ নহে, ইহা অত্যন্ত বিরলপ্রচার; এত বিরলপ্রচার, যে অনেকে ইহার নামও

(৭) কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যত প্রজানাম্॥

অবগত নহেন। কবিরাজ স্বগ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি কামদেব রাজার সভায় ছিলেন এবং তৎকর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া রাঘবপাণ্ডবীয় রচনা করেন। কামদেব জয়ন্তীপুরের রাজা ছিলেন এবং মধ্যদেশ হইতে সোমপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে বোধ করেন, কামদেবেরই অপর নাম আদিসুর। আদিসুরেরও মধ্যদেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কিংবদন্তী আছে।

গীতগোবিন্দ

গীতগোবিন্দ জয়দেবপ্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এরূপ ললিতপদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনাবিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যূন বটে কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইঁনিই তৎসর্বোৎকৃষ্ট।

গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে। সঙ্গীতসমূহে রাগতানের বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। অনেকানেক কলাবেত্তেরা, ভাষাসঙ্গীতের ন্যায়, গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোকেরা অদ্যাপি বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, গীতগোবিন্দের "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশটি কৃষ্ণ জয়দেবের আবাসে আসিয়া স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। রাধার মানভঞ্জনার্থে যখন কৃষ্ণ অনুনয় করিতেছেন, সেই স্থলে, "মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদরম্," এই বাক্য লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই, (কৃষ্ণ রাধিকাকে কহিতেছেন) তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে ভুষণস্বরূপ অর্পণ কর। জয়দেব "মণ্ডনং" পর্য্যন্ত লিখিয়া, এই ভাবিয়া, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশ সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না যে, প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা কিরূপে লিখিব। পরিশেষে, ঐ অংশ লিখিতে কোনও ক্রমেই সাহস না হওয়াতে, সে দিবস লেখা রহিত করিয়া তিনি স্নানে গমন করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত রসিক, সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলে, অপরাধ গ্রহণ করেন এরূপ নহেন; বরং তাঁহার প্রণয়িনীর পদপল্লব তদীয় মস্তকে অর্পিত বর্ণন করিলে, প্রসন্নই হয়েন। অতএব তিনি, প্রস্তুত বিষয়ে স্বীয় পরিতোষ দর্শাইবার এবং পরমভাগবত জয়দেবকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, জয়দেবের স্নানোত্তর প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পূর্বে, তদীয় আকার অবলম্বন করিয়া, স্নানপ্রত্যাগত জয়দেবের ন্যায়, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। জয়দেবের ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জয়দেবরূপী কৃষ্ণ সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিলেন

এবং আহারান্তে জয়দেবের পুস্তক বহিষ্কৃত করিয়া, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিলেন। অনন্তর পদ্মাবতী, শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া, রীতিমত তদীয় পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইতে বসিলেন। এই অবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্নান করিয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রতিদিন পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া থাকেন, প্রাণান্তেও কদাপি তাঁহার আহারের পূর্বে জলগ্রহণ করেন না। সে দিবস তাঁহাকে অগ্রে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিলেন। জয়দেব, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশটি লিখিত রহিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। পরে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যা পতিত আছে, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন, আপনাকে যৎপরোনাস্তি ভাগ্যবান্ ও প্রভুর অসাধারণ কৃপাপাত্র স্থির করিয়া, জয়দেব প্রভুর প্রসাদ বলিয়া পদ্মাবতীর পাত্রাবশিষ্ট-গ্রহণ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিলেন।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। (৮) বীরভূমের প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে, অজয় নদের উত্তরতীরে, কেন্দুলি নামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্ব নামে নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলি গ্রামে অদ্যাপি, জয়দেবের স্মরণার্থে প্রতিবৎসর পৌষমাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট।

খণ্ডকাব্য

কোনও এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত, কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত নহে। কোনও কোনও খণ্ডকাব্য, মহাকাব্যের ন্যায়, সর্গবন্ধে বিভক্ত নয়। আর যে সকল খণ্ডকাব্য সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতেও সর্গসংখ্যা আটের অধিক নহে।

মেঘদূত

সংস্কৃতভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত সর্বাংশে সর্বোৎকৃষ্ট। এই দশাধিক শতশ্লোকাত্মক খণ্ডকাব্য কালিদাসপ্রণীত। মেঘদূত এরূপ ক্ষুদ্র কাব্য বটে, কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ, অত্যন্ত স্ত্রৈণতা বশতঃ আপন কর্মে অবহেলা করাতে, কুবের তাহাকে এই শাপ দেন যে তোমাকে একাকী এক বৎসর রামগিরিতে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তদনুসারে, সে তথায় আট মাস বাস করিয়া, স্বীয় প্রিয়তমার অদর্শনদুঃখে মৃতপ্রায় হয়। পরিশেষে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, নভোমণ্ডলে নূতন মেঘের উদয় দেখিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার

(৮) বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন॥

নিমিত্ত, মেঘকে সচেতনবোধে সম্বোধন করিয়া, দৌত্যভারগ্রহণপ্রার্থনা জানাইল, এবং রামগিরি হইতে আপন আলয় পর্য্যন্ত পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। এই বিষয় অতি সুন্দর রূপে মেঘদূতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত। মেঘদূতের রচনা কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুরূহ।

ঋতুসংহার

কালিদাসপ্রণীত এই খণ্ডকাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক এক সর্গে প্রথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত, ছয় ঋতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, ঋতুসংহার আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। কিন্তু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের তাদৃশ মনোরম বোধ হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ইহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলেন না। কেহ কেহ ঋতুসংহারকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী এই সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। ঋতুসংহার রঘুবংশাদি অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন বটে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে, রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কারবিবর্জ্জিত ও সহৃদয়পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে, ঋতুসংহারে সেই সমস্ত গুণের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণন সাতিশয় মনোহর।

নলোদয়

নলোদয়ের প্রত্যেক শ্লোক যমকালঙ্কারযুক্ত। এই কাব্য কালিদাসপ্রণীত। ইহাতে নলরাজার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস, যমকের দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখাতে, স্বপ্রণীত অন্যান্য কাব্যের ন্যায়, নলোদয়কে স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির লক্ষণে লক্ষিত করিবার অবকাশ পান নাই।

এরূপ কিংবদন্তী আছে, কালিদাস ঘটকর্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন। ঘটকর্পরও, কালিদাসের ন্যায়, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী। ইনি যমকালঙ্কারযুক্ত দ্বাবিংশতি শ্লোক রচনা করেন। এই দ্বাবিংশতিশ্লোকাত্মক কাব্যও ঘটকর্পর নামে প্রসিদ্ধ। ঘটকর্পরের বিশেষ প্রশংসা করা যায় এমন কোনও গুণ নাই। গ্রন্থকর্ত্তা শেষ শ্লোকে কহিয়াছেন, "যে কবি যমক লিখিয়া আমাকে পরাজয় করিতে পারিবেক, আমি ঘটকর্পর অর্থাৎ কলসীর খাপরা দ্বারা তাহার বারি বহন করিব।" (১) কবির এই প্রতিজ্ঞাবাক্য দর্শনে একপ্রকার স্পষ্ট বোধ হইতেছে,

(১) জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ॥

ঘটকর্পরঘটিত প্রতিজ্ঞা দ্বারাই তাঁহার ও তাঁহার কাব্যের নাম ঘটকর্পর হইয়াছে। এরূপ কিংবদন্তী আছে, ঘটকর্পরের এই গর্বিত প্রতিজ্ঞা দর্শনে রোষপরবশ হইয়া কালিদাস নলোদয় রচনা করেন। ঘটকর্পর অপেক্ষা নলোদয়ে যমকের আড়ম্বর অনেক অধিক। যদি ঐ কিংবদন্তী সমূলক হয়, তাহা হইলে, কালিদাস ঘটকর্পরের যমক-রচনাগর্ব বিলক্ষণ খর্ব করিয়াছিলেন।

সূর্য্যশতক

সূর্য্যশতক ময়ূরভট্টপ্রণীত। ময়ূরভট্ট এক শত শ্লোকে সূর্য্যের ও তদীয় মণ্ডল, কিরণ, অশ্ব ও সারথির বর্ণনা ও স্তব করিয়াছেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, ময়ূরভট্ট এই শতশ্লোকাত্মক সূর্য্যস্তব রচনা করিয়া কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সূর্য্যশতকের রচনা অতিপ্রগাঢ় ও অতিসুন্দর; ইহাতে অসাধারণ কবিত্বশক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ময়ূরভট্টের যেরূপ রচনাশক্তি ও যেরূপ কবিত্বশক্তি ছিল, তাহা বিষয়ান্তরে প্রয়োজিত হইলে, তিনি সূর্য্যশতক অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন।

কোষকাব্য

পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য বলে।

অমরুশতক

সংস্কৃতভাষায় যত কোষকাব্য আছে, তন্মধ্যে অমরুশতক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই শত-শ্লোকাত্মক কাব্যের রচনা অতি উত্তম। রচনা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা প্রাচীন গ্রন্থ। এই কাব্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অন্তঃকরণে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অমরুশতকের পাঠেও তদনুরূপ হইয়া থাকে। অমরু যে এক জন অতি প্রধান কবি ছিলেন তাহার কোনও সংশয় নাই। অমরু অধিক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রধান কবি বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবার সম্পূর্ণ সংস্থান হইয়াছে।

অমরুশতক আদিরসাশ্রিত কাব্য; কিন্তু এক টীকাকার, প্রথমতঃ আদিরস পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া, পক্ষান্তরে শান্তিরসাশ্রিত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। টীকাকার, অমরুশতকের শান্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়া, কেবল উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে, একটি শ্লোকেরও শান্তি পক্ষে সম্যক্ অর্থসমাবেশ হইয়া উঠে নাই।

শান্তিশতক

এই শান্তরসাশ্রিত শতক কাব্য শিহলণপ্রণীত। শিহলণ উত্তম কবি ছিলেন; এবং অর্থলাভার্থে পরোপাসনা, লোভ, বিষয়াসঙ্গ ইত্যাদির নিন্দা, এবং, বিষয়ের অনিত্যতাপ্রতিপাদন ও যদৃচ্ছালাভসন্তোষ প্রভৃতির, স্বীয় শতকে সৎকবির ন্যায় বর্ণন

করিয়াছেন। শান্তিশতকের রচনা উত্তম। সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে শান্তিশতক উৎকৃষ্ট কাব্য।

নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক

নীতিশতকে নানা সুনীতির উপদেশ আছে। শৃঙ্গারশতকের সমুদায় শ্লোক আদিরসাশ্রিত। বৈরাগ্যশতক সর্ব্বাংশে শান্তিশতকের তুল্য। তিনের মধ্যে নীতিশতক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই তিন শতকের রচয়িতার নাম ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরির রচনাও উত্তম এবং কবিত্বশক্তিও বিলক্ষণ ছিল। অনেক কহিয়া থাকেন, এই ভর্তৃহরিই বিক্রমাদিত্যের সহোদর। যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে বিক্রমসোদর ভর্তৃহরি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ও অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন এবং পরিশেষে স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থার সহিত তিন কাব্যার্থের যেরূপ ঐক্য হইতেছে, তাহাতে এই তিন কাব্য তাঁহার রচিত, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

আর্য্যাসপ্তশতী

এই সপ্তশতশ্লোকাত্মক কাব্য আর্য্যা ছন্দে রচিত, এই নিমিত্ত ইহা আর্য্যাসপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তার নাম গোবর্দ্ধন, এই নিমিত্ত গোবর্দ্ধনসপ্তশতী নামেও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোবর্দ্ধন সৎকবি ছিলেন। তাঁহার রচনা সরল ও মধুর। জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে গোবর্দ্ধনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। (১০)

গদ্যকাব্য

কাদম্বরী

সংস্কৃতভাষার গদ্যসাহিত্য গ্রন্থ অধিক নাই। যে কয়েকখানি গদ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাদম্বরী গদ্যে রচিত বটে, কিন্তু অতি প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত। এই গ্রন্থ বাণভট্টপ্রণীত। বাণভট্ট মহাকবি ও সংস্কৃত রচনায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যশাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের বর্ণন করিতে হয়, বাণভট্ট এই গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যখন যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ। তাঁহার বর্ণনা সকল কারুণ্য মাধুর্য্য ও অর্থের গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ়। রচনার বিশেষ প্রশংসা এই, বাণভট্ট যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন, তাহার একটিও পরিবর্ত্তসহ নহে।

এই গ্রন্থে চন্দ্রাপীড়নামক রাজকুমার ও গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা কাদম্বরীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই গদ্যকাব্যের যে স্থলে, মহাশ্বেতানাম্নী এক তপস্বিনী, চন্দ্রাপীড়ের নিকট, পরিদেবিতপরিপূর্ণ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন, ঐ অংশ এমন মনোহর যে বোধ হয় কোনও দেশের কোনও কবি তদপেক্ষায় অধিক মনোহর রচনা বা

(১০) শৃঙ্গারোত্তরসৎ প্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ।

বর্ণনা করিতে পারেন নাই। মহাশ্বেতার উপাখ্যান এই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ।

কাদম্বরী, এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও, দোষস্পর্শশূন্য নহে বাণভট্ট মধ্যে মধ্যে শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাসঘটিত রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে গ্রন্থকর্ত্তার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে ; এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও ঐরূপ রচনাকে চিত্তরঞ্জন জ্ঞান করিয়া থাকেন, যথার্থ বটে ; কিন্তু ঐ সকল স্থল যে দুরূহ ও নীরস, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘসমাসঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্য আছে। এই দ্বিবিধ দোষস্পর্শ না থাকিলে কাদম্বরীর ন্যায় কাব্যগ্রন্থ অতি অল্প পাওয়া যাইত।

দুর্ভাগ্য ক্রমে, বাণভট্ট আপন গ্রন্থ সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কাদম্বরীর পূর্ব্বভাগ নামে প্রসিদ্ধ। তদীয় পুত্র উপাখ্যানের উত্তরভাগ সংকলন করিয়াছেন। কিন্তু পুত্র পৈতৃক অলৌকিক কবিত্বশক্তি বা অসাধারণ রচনাশক্তির উত্তরাধিকারী হয়েন নাই। উত্তরভাগ কোনও ক্রমেই পূর্ব্ব-ভাগের যোগ্য নহে।

দশকুমারচরিত

দশকুমারচরিত এক অত্যুত্তম গদ্য গ্রন্থ। কিন্তু কাব্যাংশে তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয়। রচনা অতি উত্তম বটে, কিন্তু কাদম্বরীর রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী নহে। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে ; কিন্তু বর্ণনা সকল যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী নহে। পাঠ করিলে প্রীত ও চমৎকৃত হওয়া যায়, দশকুমারচরিত সেরূপ গ্রন্থ নয়। গ্রন্থকর্ত্তার নাম দণ্ডী।

দশকুমারচরিতশব্দে দশ কুমারের বৃত্তান্তবর্ণনাত্মক গ্রন্থ বুঝায়। কিন্তু যে দশকুমার-চরিত দণ্ডিপ্রণীত বলিয়া প্রচলিত, তাহাতে আট কুমারের চরিত্র মাত্র বর্ণিত আছে। সুতরাং এই গ্রন্থ অসম্পূর্ণবৎ বোধ হইতেছে। যেরূপে গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে, তাহা কোন ক্রমেই সংলগ্ন বোধ হয় না। আমরা যে সকল ব্যক্তি ও বৃত্তান্তের বিষয় বিন্দু বিসর্গও অবগত নহি, এককালে সেই সকল বিষয়ের আরম্ভ হইতেছে। সমাপ্তিও আরম্ভের ন্যায় অসংলগ্ন। অষ্টম কুমারের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে বর্ণিত হইল, এরূপ প্রতীতি হয় না। এইরূপ দশকুমারচরিতের উপক্রম ও উপসংহার উভয়ত্রই ন্যূনতা প্রতিভাসমান হইতেছে।

উপক্রমের ন্যূনতাপরিহারার্থে পূর্ব্বপীঠিকা নামে এক উপক্রমণিকা রচিত হইয়াছে। এই উপক্রমণিকাতে, দশ সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, আর দুই কুমারের বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। এই অংশও দণ্ডীর নিজের রচিত বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু উপক্রমণিকার ও দশকুমারচরিতের রচনা পরস্পর এরূপ বিসংবাদিনী যে ঐ উভয় এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া কোন ক্রমেই প্রতীতি হয় না।

দশকুমারচরিতের যেরূপ এক উপক্রমণিকা আছে, সেইরূপ এক পরিশিষ্টও আছে। ইহার নাম শেষ অর্থাৎ কথার অবশিষ্ট অংশ। এই অবশিষ্ট অংশ চক্রপাণিদীক্ষিতনামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের রচিত। আমরা এ পর্য্যন্ত এই পুস্তক দেখিতে পাই নাই।

সুবিখ্যাত সংস্কৃতবেত্তা শ্রীযুত হোরেস্ হেমেন্ উইলসন্ ঐ পুস্তক দেখিয়াছেন। তিনি কহেন যে চক্রপাণি নিজ রচনার উৎকর্ষ সাধনার্থে যথেষ্ট শ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনা দণ্ডীর রচনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিশেষতঃ, উপাখ্যানভাগ এমন অসার ও অকিঞ্চিৎকর যে পাঠ করিলে পরিশ্রম পোষায় না।

অনেকে অনুমান করেন, দণ্ডী গ্রন্থকর্ত্তার নাম নহে; ইহা তাঁহার উপাধি মাত্র। যাহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দণ্ডী কহে। এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। আর এই গ্রন্থকর্ত্তার বিষয়ে যে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারাও উক্ত অনুমানের বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। দণ্ডীদিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই, তাঁহারা সর্ব্বদা পর্য্যটন করেন। কেবল বর্ষা চারি মাস, পর্য্যটনে অশেষ ক্লেশ বলিয়া, কোনও গৃহস্থের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমাদিগের দণ্ডীও গৃহস্থের ভবনে বর্ষা চারি মাস বাস করিতেন, এবং সেই অবকাশে এক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিতেন। যে বার যে গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিতেন, বর্ষান্তে প্রস্থানকালে, স্বরচিত পুস্তকখানি তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেন। দশকুমার-চরিত দণ্ডীর এক বর্ষা চারি মাসের রচনা। আর, কাব্যাদর্শ নামে দণ্ডীর যে অলঙ্কারগ্রন্থ আছে, তাহাও আর এক বর্ষা চারি মাসের পরিশ্রম। যদি এই কিংবদন্তী অমূলক না হয়, তাহা হইলে, দশকুমারচরিতের উপক্রমে ও উপসংহারে যে ন্যূনতা আছে, তাহারও এক প্রকার হেতু উপলব্ধ হইতেছে। যেহেতু, কিংবদন্তী ইহাও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, দণ্ডী যে বর্ষাতে দশকুমারচরিত রচনা করেন, সেই বর্ষাতেই তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। এই নিমিত্ত তিনি দশকুমারচরিতের কথা সমাপ্ত ও পূর্ব্বাপরসংলগ্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বাসবদত্তা

বাসবদত্তা সুবন্ধুনামক কবির রচিত। সুবন্ধু স্বগ্রন্থের সমাপিকাতে, বররুচির ভাগিনেয় বলিয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[১১] বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সুবন্ধু বাসবদত্তা রচনা করেন; এবং গুণগ্রাহী বিক্রমাদিত্য বিদ্যমান নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।[১২]

বাণভট্টের কাদম্বরী ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা এই উভয় গ্রন্থ এক প্রণালীতে রচিত। বোধ হয়, এরূপ রচনাপ্রণালী সুবন্ধুই প্রথম উদ্ভাবিত করেন। বাণভট্ট যে বিক্রমাদিত্যের সময়ের অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। এই গ্রন্থে কন্দর্পকেতুনামক এক রাজকুমার ও বাসবদত্তানাম্নী এক রাজ-কুমারীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

সুবন্ধু বাসবদত্তারচনাতে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তাদৃশ অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল না। কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাযোজনা, সুবন্ধুর বাসবদত্তা সর্ব্বাংশেই মধ্যবিধ। পাঠ করিলে এই গ্রন্থ প্রধান কবির রচিত

(১১) ইতি শ্রীবররুচিভাগিনেয়সুবন্ধুবিরচিতা বাসবদত্তাখ্যায়িকা সমাপ্তা।
(১২) সারসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥ বাসবদত্তা

বলিয়া প্রতীতি হয় না। কিন্তু গ্রন্থের আরম্ভে যে কয়েকটি শ্লোক আছে এবং গ্রন্থের মধ্যে কবি যে দুই শ্লোকে কুপিত সিংহের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মনোহর।

চম্পূকাব্য

আমরা যে কয়েকখানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য একখানিও নাই। কালিদাস ও বাণভট্ট, ভারবি ও ভবভূতি, মাঘ ও শ্রীহর্ষদেব প্রভৃতি প্রধান কবিরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর, যদিই কোনও প্রধান কবি চম্পূকাব্য রচনা করিয়া থাকেন, হয় তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান নাই, অথবা এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই।

আমরা যে সাতখানি চম্পূকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে দেবরাজবিরচিত অনিরুদ্ধ-রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবরাজের রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য ছিল না। যে ভোজদেবকে বিদ্যোৎসাহিতা ও গুণগ্রাহিতা বিষয়ে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণনা করিতে হয়, তাঁহার রচিত চম্পূরামায়ণও চিরঞ্জীববিরচিত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী নিতান্ত অগ্রাহ্য চম্পূ নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, অনন্তভট্টপ্রণীত চম্পূভারত, ভনুদত্তবিরচিত কুমারভার্গবীয়, রামনাথকৃত চন্দ্রশেখরচেতোবিলাসচম্পূ, এবং রূপগোস্বামিলিখিত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, এই কয়েক চম্পূকে কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় এমন কোনও বিশেষ গুণ দেখতে পাওয়া যায় না।

দৃশ্যকাব্য

মহাকাব্য প্রভৃতির কেবল শ্রবণ হয়, এই নিমিত্ত উহাদিগকে শ্রব্য কাব্য বলে। নাটকের, শ্রব্যকাব্যের ন্যায়, শ্রবণ হয়; অধিকন্তু, রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়কালে, দর্শনও হইয়া থাকে। এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য কাব্য। দৃশ্য কাব্য দ্বিবিধ; রূপক ও উপরূপক। রূপক নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি দশবিধ। উপরূপক নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ। আলঙ্কারিকেরা দৃশ্য কাব্যের এই যে অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষভেদ-গ্রাহক তাদৃশ কোন লক্ষণ নাই। সর্ব্বপ্রধান ভেদ নাটকের যে সমস্ত নিরূপিত আছে, দৃশ্য কাব্যের অন্যান্য ভেদও সেই সমুদায় লক্ষণে আক্রান্ত। আলঙ্কারিকেরা অন্যান্য ভেদের, অঙ্কসংখ্যার ন্যূনাধিক্য প্রভৃতি, যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা এত সামান্য যে সে অনুরোধে, দৃশ্যকাব্যের অষ্টাবিংশতি বিভাগ কল্পনা না করিয়া, যাবতীয় দৃশ্যকাব্যকে কেবল নাটক নামে নির্দ্দেশ করিলেই ন্যায়ানুগত হইত।

প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার, অর্থাৎ নট, স্বীয় পত্নী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া, কবির ও নাটকের নাম নির্দ্দেশ করে এবং প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। এই অংশকে প্রস্তাবনা কহে। যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক। নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্কসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে

মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত এক ভাষায় রচিত নহে, ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য ভাষাবিশেষে সংকলিত হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত, নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সংস্কৃতভাষী; স্ত্রী, বালক ও অপ্রধান পুরুষদিগের ভাষা প্রাকৃত। প্রাকৃত সংস্কৃতের অপভ্রংশ। আলংকারিকেরা এই অপভ্রংশের, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন, সপ্তদশ ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে পণ্ডিতা তপস্বিনীরা সংস্কৃতভাষিণী। অশুভ ঘটনা দ্বারা সংস্কৃত নাটকের উপসংহার করিতে নাই। সংস্কৃত ভাষায় আদিরস, বীররস ও করুণরস প্রধান নাটক অনেক।

মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্যের ন্যায়, সংস্কৃত ভাষায় নাটকও অনেক আছে। কালিদাস প্রভৃতি প্রধান কবিগণ এই ভাষায় নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে এই ভারতবর্ষে রঙ্গভূমিতে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত।

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা ভরতমুনিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও কহেন, এই ভরতমুনি অপ্সরাদিগের নাট্য-ব্যাপারের উপদিষ্টা। অপ্সরারা, ইঁহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নাটকের অভিনয় করিয়া থাকে। এরূপ নাট্যাচার্য্য যে কোন কালেই বিদ্যমান ছিলেন না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু, সংস্কৃত অলংকারিকেরা স্ব স্ব গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে ভরতসূত্র বলিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, নাটকরচনা বিষয়ে সংস্কৃতভাষায় এক অতি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা অবিসংবাদিত প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

কেবল এই বিষয়েই নহে, অন্যান্য বিদ্যা বিষয়েও, এই প্রথা লক্ষিত হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যাকরণ পাণিনি মুনির প্রণীত বলিয়া প্রচলিত। ঐ ব্যাকরণের বার্ত্তিক কাত্যায়ন মুনির রচিত, ভাষ্য পতঞ্জলি মুনির প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে সর্পরাজ অনন্তদেব, পুরাণের মতানুসারে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ফণমণ্ডলের উপর ধারণ করিয়া আছেন, পতঞ্জলি তাঁহার অবতার। সর্পের অবতার মুনির রচিত বলিয়া, ঐ ভাষ্য ফণিভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। যাবতীয় পুরাণ মহর্ষি ব্যাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত। ধর্ম্মশাস্ত্রসকল মনু, অত্রি, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি এক এক মুনির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাংখ্য ও পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক, বেদান্ত ও মীমাংসা এই ছয় দর্শন, যথাক্রমে—কপিল ও পতঞ্জলি, গোতম ও কণাদ, ব্যাস ও জৈমিনি এই ছয় মুনির নামে প্রচলিত। তন্ত্র সকল যে ইদানীন্তন কালের রচিত গ্রন্থ, তাহার কোনও সংশয় নাই—এত ইদানীন্তন যে, কোনও কোনও তন্ত্রে ইংরেজদিগের ও লণ্ডন নগরেরও নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় (১৩) এই সকল তন্ত্র শিবপ্রোক্ত বলিয়া প্রচলিত। বেদ সকল সৃষ্টিকর্ত্তার নিজের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই রূপে, নব্য কাব্য ও সংগ্রহ গ্রন্থ ভিন্ন, প্রায় সমুদয় সংস্কৃত শাস্ত্রই এক এক মুনির অথবা দেবতার প্রণীত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

---

(১৩) পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া মন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাদ্ভুবি।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥
মেরুতন্ত্র। ২৩ প্রকাশ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র

সংস্কৃতভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব্ব নাটকের, আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত, সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যদি শত বার পাঠ কর, শত বারই অপূর্ব্ব বোধ হইবেক। এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্মন্তসমীপগমন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্ম্মিলন; এই সকল স্থলে কালিদাস স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তি ঐ সকল স্থল পাঠ করিলে, অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবেক যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল অলৌকিক পদার্থ।

ভারতবর্ষীয়েরাই যে, স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া, শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন নহে; দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক, প্রশংসা করিয়াছেন। নানাবিদ্যাবিশারদ, অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম্ জোন্স, শকুন্তলা পাঠ করিয়া এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি শেক্সপিয়রের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং জর্ম্মনিদেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি, গেটি, শকুন্তলার সর্ উইলিয়ম্ জোন্সকৃত ইঙ্গরেজী অনুবাদের ফর্ষ্টরকৃত জর্ম্মন অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষক ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞানশকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।" যদি বিদেশীয় লোক, অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া, এত প্রীত ও এত চমৎকৃত হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়েরা যে, সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া, কত প্রীত ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

বিক্রমোর্ব্বশী পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে পুরূরবাঃ ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশীর আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু, চতুর্থ অঙ্কে, উর্ব্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়া, পুরূরবাঃ তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বর্ণনা আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন মনোহর, যে কোনও দেশীয় কোনও কবি তদপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক না।

কালিদাসের তৃতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র। মালবিকাগ্নিমিত্র উত্তম নাটক বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল ও বিক্রমোর্ব্বশী অপেক্ষা অনেক ন্যূন। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। ইহাতে মালবিকা ও অগ্নিমিত্র রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয়, কালিদাস সর্ব্বপ্রথম এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব

এই তিন নাটক ভবভূতির প্রণীত। ভবভূতি একজন অতিপ্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্টের পর তদীয় নাম নির্দেশ, বোধ হয়, অসঙ্গত নহে। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতিচমৎকারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতিপ্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি, অন্য অন্য কবির ন্যায় মধুর ও কোমল রচনাতে প্রবীণ ছিলেন ; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য অন্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে, অন্য অন্য কবিরা, অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও, আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনাবশ্যক স্থলে কোনও ক্রমে স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে, তেমনই কয়েকটি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে স্থানে স্থানে অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট ; এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসাস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথন স্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাস-ঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য।

বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণবধের পর অযোধ্যা প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বীররসাশ্রিত নাটক। বীরচরিতে ভবভূতির কবিত্বশক্তি বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, তৎসমুদয় তাদৃশ অধিক নাই। তথাপি, রামচরিতের এই অংশ লইয়া অন্য অন্য কবি যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, বীরচরিত সেই সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উত্তম, তাহার সন্দেহ নাই।

উত্তরচরিতে বীরচরিতবর্ণিতাবশিষ্ট রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরচরিত ভবভূতির সর্বপ্রধান নাটক। এই নাটক করুণারসাশ্রিত। বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, ললিত ও প্রগাঢ়। ফলতঃ, শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ। এই নাটক পাঠ করিলে মোহিত হইতে ও অশ্রুপাত করিতে হয়।

মালতীমাধব আদিরসাশ্রিত নাটক। ভবভূতি এই নাটকে আপন রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং প্রস্তাবনাতে গর্বিত বাক্যে কহিয়াছেন, "যাহারা আমার এই নাটকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে, তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয় ; আমার কাব্যের ভাবগ্রহণ-সমর্থ কোনও ব্যক্তি এই অসীম ভূমণ্ডলের কোনও স্থানে থাকিতে পারেন, অথবা কোনও কালে উৎপন্ন হইতে পারেন (১৪)।" কিন্তু ভবভূতি অসাধারণ উৎকর্ষ সম্পাদনার্থে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং প্রস্তাবনাতে যেরূপ অসদৃশ অহঙ্কার

(১৪) যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

প্রদর্শন করিয়াছেন, মালতীমাধব তত উত্তম নাটক হয় নাই। ইহাতে রচনার চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য আছে এবং অর্থেরও অসাধারণ গাম্ভীর্য্য আছে, যথার্থ বটে ; কিন্তু কালিদাস দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার, এবং শ্রীহর্ষদেব বৎসরাজ ও রত্নাবলীর উপাখ্যান যাদৃশ মনোহররূপে নিবন্ধ করিয়াছেন, মালতী ও মাধবের বৃত্তান্ত ভবভূতি সেরূপ মনোহর করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, অর্থবোধের কষ্ট ও অতিদীর্ঘ সমাস প্রভৃতি ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, সে সমুদয় মালতীমাধবেই ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয়। আমরা, মালতীমাধব পাঠ করিয়া, ভবভূতির কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তির প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু মালতীমাধবকে অত্যুৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কোনও ক্রমেই সম্মত নহি। ভবভূতি যত অহংকার করুন না কেন, তাঁহার মালতীমাধব কালিদাসের শকুন্তলা, শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী এবং তাঁহার নিজের উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন। ভবভূতি স্বপ্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে, বোধ হয়, মালতীমাধবকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠকবর্গের বিবেচনা যেরূপ পক্ষপাতশূন্য হয় গ্রন্থকর্ত্তাদের নিজের বিবেচনা সর্ব্বদা সেরূপ হইয়া উঠে না। বোধ হয়, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই উত্তরচরিতকে ভবভূতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক জ্ঞান করিয়া থাকেন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ

রত্নাবলী এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক—এমন উৎকৃষ্ট যে অনেকে রত্নাবলীকে যাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমধিক মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, উৎকর্ষ অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিতে হইলে, শকুন্তলার পরে রত্নাবলীর নাম নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। রত্নাবলী চারি অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে বৎসরাজ ও সাগরিকার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রাজদর্শনানন্তর সাগরিকার বিরহ, সাগরিকার সহিত অকস্মাৎ রাজার সাক্ষাৎকার, ও রাজমহিষী বাসবদত্তার বেশে সাগরিকার রাজসমাগম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে এই সকল বিষয় বর্ণনকালে, কবি যেরূপ কৌশল ও যেরূপ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, শকুন্তলা ভিন্ন প্রায় আর কোনও নাটকেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাগানন্দও উত্তম নাটক বটে, কিন্তু রত্নাবলী অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

রত্নাবলী ও নাগানন্দ শ্রীহর্ষদেবপ্রণীত। শ্রীহর্ষদেব কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে শ্রীহর্ষদেবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। রাজতরঙ্গিণীতে রত্নাবলী ও নাগানন্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু এরূপ লিখিত আছে, শ্রীহর্ষদেব অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সর্ব্ব ভাষায় সৎকবি ও সমস্ত বিদ্যার আধার ছিলেন (১৫)। রত্নাবলী ও নাগানন্দের প্রস্তাবনাতে রাজশ্রীহর্ষদেবপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, এবং রাজতরঙ্গিণীতেও রাজা শ্রীহর্ষদেব সৎকবি বলিয়া লিখিত আছে ; সুতরাং, রাজতরঙ্গিণীর শ্রীহর্ষদেব যে রত্নাবলী ও নাগানন্দের রচয়িতা, এরূপ নির্দ্দেশ বোধ হয় অসঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ, আর কোনও গ্রন্থে আর কোনও রাজা শ্রীহর্ষদেবের

(১৫) সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি ॥ ৭৬১১ ॥

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীহর্ষদেব, কিঞ্চিৎ অধিক আট শত বৎসর পূর্বে, কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

এরূপ প্রবাদ আছে, ধাবক নামে এক কবি রত্নাবলী ও নাগানন্দ রচনা করেন; শ্রীহর্ষদেব, অর্থ প্রদান দ্বারা ধাবককে সম্মত ও সন্তুষ্ট করিয়া, ঐ দুই নাটক আপন নামে প্রচলিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রধান আলংকারিক মম্মটভট্টের লিখন দ্বারাও এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে (১৬)। কিন্তু ধাবক ও শ্রীহর্ষদেবে সহস্র বৎসরেরও অধিক অন্তর। উভয়ে এক সময়ের লোক নহেন। কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনাতে, প্রাচীন নাটকলেখক বলিয়া, ধাবকের নামোল্লেখ আছে (১৭)। তদনুসারে ধাবক বিক্রমাদিত্যের সময়েরও পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং, ঐ লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মম্মটের সিদ্ধান্ত অমূলক বোধ হইতেছে। আর, যখন শ্রীহর্ষদেবের সৎকবিত্ব ও অশেষবিদ্যাশালিত্ব প্রামাণিক পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন, অমূলক লোকপ্রবাদ ও তন্মূলক মম্মটের লিখন রক্ষার নিমিত্ত, ধাবকান্তর কল্পনা করিয়া, শ্রীহর্ষদেবের কবিকীর্তি লোপ করা কোনও ক্রমেই ন্যায়ানুগত বোধ হইতেছে না।

মৃচ্ছকটিক

মৃচ্ছকটিকের রচনা ও বর্ণনা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ বোধ হয়, সংস্কৃত ভাষায় এক্ষণে যত নাটক আছে, মৃচ্ছকটিক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। গ্রন্থকর্তার নাম শূদ্রক। শূদ্রক বিক্রমাদিত্যের পূর্বে ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (১৮)। মৃচ্ছকটিকলেখক সৎকবি ও সংস্কৃত রচনায় অতিপ্রবীণ ছিলেন। এই নাটকের স্থানে স্থানে অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে; শ্লোক সকল অতিসুন্দর; আদ্যোপান্তের রচনা অতি প্রাঞ্জল। সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে, মৃচ্ছকটিক অতি উত্তম কাব্য বটে; কিন্তু সর্বাংশে প্রশংসনীয় নাটক বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, মৃচ্ছকটিক নাটকাংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক ন্যূন। প্রস্তাবনাতে মৃচ্ছকটিক শূদ্রকপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ আছে। কিন্তু, প্রস্তাবনার সমুদায় অংশ বিবেচনা করিলে, শূদ্রক রাজার গ্রন্থকর্তৃত্ব বিষয়ে নানা

(১৬) শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্। কাব্য প্রকাশ।

(১৭) প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং
প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য
কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।

(১৮) ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশন্যূনে হ্যস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি॥
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্ বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি॥
চর্ব্বিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভূতরাপহঃ।
ততস্ত্রিষু সহ স্রষু দশাধিকশতত্রয়ে॥
ভবিষ্যং নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।
শুক্লতীর্থে সর্ব্বপাপনির্মুক্তিং যোঽভিলপ্স্যতে॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোঽত্র প্রলপ্স্যতে॥

কুমারিকাখণ্ড স্কন্দপুরাণ

সংশয় উপস্থিত হয়। প্রস্তাবনাতে লিখিত আছে, "গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিতকলেবর, অগাধবুদ্ধিশালী শূদ্রকনামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন (১৯)।" "শূদ্রক স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন (২০)।" শূদ্রক রাজা, কবি ও অগাধবুদ্ধিশালী হইয়া, গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিত-কলেবর ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা আপন গ্রন্থে আপনার বর্ণন করিবেন, সম্ভব বোধ হয় না। বিশেষতঃ, এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা স্বীয় প্রাণত্যাগের বিষয় স্বগ্রন্থে নির্দ্দেশ করা কোনও ক্রমেই সংলগ্ন হইতে পারে না। ইহাতে, অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, মৃচ্ছকটিক শূদ্রক রাজার প্রণীত নহে, অথবা, প্রস্তাবনাংশ শূদ্রকের মৃত্যুর পর অন্য দ্বারা রচিত ও মৃচ্ছকটিকে যোজিত হইয়াছে। কিন্তু, প্রস্তাবনা ও নাটকের রচনার এরূপ সৌসাদৃশ্য যে এই দুই বিষয় বিভিন্ন লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ, প্রস্তাবনা গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হয়, এরূপ ব্যবহার অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা নাটকের অবয়ব স্বরূপ, তাহা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সঙ্কলিত হওয়া কোনও ক্রমে সঙ্গত বোধ হয় না।

মুদ্রারাক্ষস

মুদ্রারাক্ষস বিশাখদেবপ্রণীত। প্রস্তাবনায় নির্দ্দিষ্ট আছে, বিশাখদেব রাজার পুত্র। বিশাখ সৎকবি ও সংস্কৃতরচনা বিষয়ে অতি প্রবীণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনা সম্যক্ প্রাঞ্জল ও ললিত নহে। যাহা হউক, মুদ্রারাক্ষস এক অত্যুত্তম নাটক। চাণক্য, নন্দবংশকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট নন্দবংশের অমাত্য রাক্ষস অত্যন্ত প্রভুপরায়ণ ও নীতিবিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের প্রতিপক্ষ থাকিলে, তদীয় সিংহাসন বদ্ধমূল হয় না; এই নিমিত্ত চাণক্য, স্বীয় অসাধাণ কৌশলে ও নীতিপ্রভাবে, রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের প্রধান মাত্যের পদে স্বীকার করান। এই বিষয় মুদ্রারাক্ষসে সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

বেণীসংহার

বেণীসংহার ভট্টনারায়ণপ্রণীত। এরূপ কিংবদন্তী আছে, রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে গৌড়দেশে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের মধ্যে এক জন। এই নাটক নাটকের প্রায় সমুদয় লক্ষণে অলঙ্কৃত। সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, নাটক সংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনের, নিমিত্ত বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত

(১৯) এতৎ কবিঃ কিল
দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্বভূব প্রথিতঃ শূদ্রক ইত্যগাধসত্ত্বঃ

(২০) রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্টা।
লব্ধা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকেঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

হইয়াছে, অন্য কোনও নাটক হইতে তত নহে।. কিন্তু, ভট্টনারায়ণের রচনা প্রাচীন কবিদিগের রচনার ন্যায় মনোহারিণী নহে। রচনার ন্যূনতা প্রযুক্তই বেণীসংহার, নাটকের সমুদয় লক্ষণে আক্রান্ত হইয়াও কাব্য অংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যূন। বেণীসংহার বীররসাশ্রিত নাটক। ইহাতে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বীর ও করুণ রস সংক্রান্ত উত্তম উত্তম রচনা ও উত্তম উত্তম বর্ণনা আছে।

যে সকল নাটকের বিষয় উল্লিখিত হইল, সংস্কৃতভাষায় তদ্ব্যতিরিক্ত অনেক নাটক আছে; বাহুল্যভয়ে এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না। সমুদয়ে বিরাশি খানি নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে তেত্রিশ খানি মাত্র বিদ্যমান বলিয়া বিজ্ঞাত; অবশিষ্ট সকলের দশরূপকে ও সাহিত্যদর্পণে উল্লেখ আছে, এবং উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত অনেকেরই কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। কুন্দমালা, উদাত্তরাঘব, বালরামায়ণ প্রভৃতি কতিপয় নাটকের উদ্ধৃত অংশ দর্শনে বোধ হয়, ঐ সকল নাটক অত্যুৎকৃষ্ট।

উপাখ্যান

গল্পচ্ছলে বালকদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্ত মনুষ্য, পশু, পক্ষীর কল্পিত বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ আছে, অথবা গ্রন্থকর্ত্তারা স্বেচ্ছা অনুসারে নানা লৌকিক ও অলৌকিক বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা উহাদিগকেও কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু, কি কথাযোজনা, কি রচনা, কি বর্ণনা, কোনও অংশেই উহারা কাব্যনামের যোগ্য নহে। সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থ কেবল গদ্য, কেবল পদ্য ও গদ্য পদ্য উভয়াত্মক আছে। কিন্তু তাহারা প্রকৃত রূপে কাব্য-শ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত কাব্যস্থলে তাহাদের উল্লেখ করা যায় নাই। উপাখ্যানের মধ্যে যে কয়েকখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইছে।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ

পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, উহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া উহার রচনা অত্যন্ত সরল। এরূপ সরল সংস্কৃত গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্চতন্ত্রের প্রাচীনত্ব ও তন্নিবন্ধন সরলত্ব ব্যতীত আর কিছুই বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। রচনার মাধুর্য্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য্য নাই; অধিকন্তু, মধ্যে মধ্যে বহুতর অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে। বোধ হয়, কোনও বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই, পঞ্চতন্ত্র একান্ত উপেক্ষিত হইয়া আছে। অন্য অন্য গ্রন্থের ন্যায়, সচরাচর সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। লিপিকর প্রমাদ বশতঃ, পঞ্চতন্ত্রের স্থানের স্থানের পাঠ এমন অপভ্রংশিত হইয়া গিয়াছে যে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। পঞ্চতন্ত্রে, বিষ্ণুশর্ম্মা বক্তা, রাজপুত্রগণ শ্রোতা এই প্রণালীতে, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর উপাখ্যানচ্ছলে, নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় সংস্কৃতবেত্তারা পঞ্চতন্ত্রকে পারস্য, আরব, ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশীয় উপাখ্যানের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হিতোপদেশকর্ত্তা গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পঞ্চতন্ত্রের ও অন্যান্য গ্রন্থের সার সংকলন করিয়া, লিখিতে আরম্ভ করিলাম (২১)। বাস্তবিক, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের প্রতিরূপ স্বরূপ। পঞ্চতন্ত্রের দোষ গুণ অধিকাংশই হিতোপদেশে লক্ষিত হয়। বিশেষ এই, পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা হিতোপদেশের রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ় এবং, প্রস্তুত বিষয়ের বৈশদ্য অথবা দৃঢ়ীকরণ বাসনায়, নানা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ স্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক অধিক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক্ সহৃদয়তার অসম্ভাব প্রযুক্ত, অনেক স্থলেই উদ্ধৃত শ্লোক সকল অসংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে; সেই সেই স্থলে প্রকৃত বিষয়ের সহিত ঐ সকল শ্লোকের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, উপাখ্যানচ্ছলে বালকদিগকে নীতি উপদেশ দিতেছি(২২)। কিন্তু, মধ্যে মধ্যে আদিরসঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া কি বুঝিয়া, গ্রন্থকর্ত্তা ঐ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সংকলন করিলেন, বলিতে পারা যায় না।

কোন ব্যক্তি পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। অনেকে বিষ্ণুশর্ম্মাকে এই উভয় গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ নাই। পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে বিষ্ণুশর্ম্মা বক্তা, রাজপুত্রগণ শ্রোতা; বোধ হয়, তদ্দর্শনেই বিষ্ণুশর্ম্মা গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকিবেক। এই দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রন্থান্তরের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। লল্লুলাল হিতোপদেশকে নারায়ণপণ্ডিতপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(২৩)। কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কথাসরিৎসাগর

কথাসরিৎসাগর সোমদেবভট্টপ্রণীত। উহা অতি বৃহৎ পুস্তক। সোমদেব স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন, কশ্মীরের অধিপতি অনন্তদেবের মহিষী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদ সম্পাদনার্থে, আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম। কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গে অনন্তদেব ও সূর্য্যবতীর বৃত্তান্ত আছে। রাজতরঙ্গিণীর গণনা অনুসারে, অনন্তদেব কিঞ্চিৎ অধিক আট শত বৎসর পূর্ব্বে, কশ্মীরমণ্ডলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তদনুসারে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর আট শত বৎসরের পুস্তক। এই অনন্তদেব রত্নাবলীকর্ত্তা শ্রীহর্ষদেবের পিতামহ। কথাসরিৎসাগরে যে সমস্ত উপাখ্যান আছে, তাহা তাদৃশ মনোহর নহে। ঐ সমুদয় কেবল অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ। অলৌকিক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত ঘটিত উপাখ্যান সকল এক সময়ে সাতিশয় মনোহর ছিল; কিন্তু এক্ষণে আর তাহাদের তাদৃশ চমৎকারজনকত্ব নাই। সোমদেবের লিখন অনুসারে বোধ হইতেছে, বৃহৎকথা নামে এক বহুবিস্তৃত উপাখ্যান গ্রন্থ ছিল, তিনি তাহার সারসংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পদ্যে রচিত।

(২১) পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্‌গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।

(২২) যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ।
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে ॥

(২৩) কাহু সমৈ শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত নে নীতিশাস্ত্রনি তেং কথানিকো সংগ্রহ কার সংস্কৃতনেং এক গ্রন্থ বনায় বাকো নাম হিতোপদেশ ধরো। রাজনীতি।

বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রন্থ আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। সংস্কৃত কবিরা আদিরস, করুণরস ও শান্তরস সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাঁহাদের হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রস সংক্রান্ত বর্ণন তাদৃশ মনোহর নহে। ফলতঃ, তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ, উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক নায়িকার প্রথম দর্শন, পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী ; যুদ্ধ, ভয়, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।

উপসংহার

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। অনেকে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন একান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত, সংস্কৃত ভাষার ফলোপধায়কতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব সমাপন করিব।

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের নানা ফল। ইয়ুরোপে শব্দবিদ্যার যে ইয়ত্তা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃতভাষার অনুশীলন তাহার মূল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত-ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্য অন্য ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপপরিজ্ঞান ও মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন ; এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদের কে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন্ দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন্ প্রদেশে বাস করিয়াছে ; ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু, ইয়ুরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃতভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, তত দিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল ; এই নিমিত্তই, ডাক্তার মোক্ষ মূলর সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে, সে সমুদায় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বিধি-নির্ব্বন্ধস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে, তৎসম্পাদন কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না ; এবং হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্ব্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং, ইউরোপীয় কোনও ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ঐ সকল প্রচলিত ভাষায় সংকলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু, সংস্কৃত না জানিলে, কেবল ইংরেজী শিখিয়া আমরা যে ঐ মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বকালীন লোকদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় সকল মনুষ্যমাত্রের অবশ্যজ্ঞেয়, ইহা, বোধ হয়, সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অন্য অন্য দেশ সংক্রান্ত এই সমস্ত বিষয় তত্তদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঙ্গিণী ব্যতিরিক্ত, প্রকৃত পুরাবৃত্ত গ্রন্থ এক খানিও নাই। রাজতরঙ্গিণীতেও এই বহুবিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ কশ্মীরের পুরাবৃত্ত মাত্র সংকলিত আছে। সেই সংকলিত পুরাবৃত্তও সর্ব্বসাধারণ লোক সংক্রান্ত নহে। কে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কে কত দিন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, কে কোন সময়ে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে রাজ্যাস্পদ অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপ, কেবল রাজাদিগের বৃত্তান্ত মাত্র সংকলিত হইয়াছে। সুতরাং, প্রকৃত পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসম্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে, পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহারাদি পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই।

চতুর্থতঃ, যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে যে আমোদ, যে উপকার ও যে উপদেশ লাভ হইয়া থাকে, সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার ও সেই উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে।

এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় অনুশীলনসাপেক্ষ।

এক্ষণে, এতদ্দেশে যাঁহারা লেখা-পড়ার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃতভাষার অনুশীলনে একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা

উভয়েই ঋষিকন্যা ; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্ততা অপ্সরোরক্ষিতা। উভয়েই ঋষি-পালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণ-পথে আসিল ;

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

Full many a lady
I have eyed with best regard, and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my two diligent ear ; for several virtues
Have I liked several women ;
———————— but you, O you,
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best !

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা, সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া, সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভাল বাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই ; কেন না, তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্ততা বল্কল পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া, দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নব মল্লিকার উপর ; ভ্রাতৃস্নেহ, সহকারের উপর ; পুত্রস্নেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর ; পতিগৃহ গমনকালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে ; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা। তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে

আপনার হৃদ্‌গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord, how it looks about! Believe me, sir,
It carries a brave form. But 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সংকোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father,
Make not too rash a trial of him, for
He's gentle and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble: I have no ambition
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশূন্য ছিল; কেন না, শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবনমধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজপ্রদত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবিপ্রণীত

চিত্তদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসক্তা ; কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক্, সখীদ্বয় যত দিন তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া না লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

> স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোঽপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
> যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
> মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়মুক্তা সখী,
> সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো ! কামঃ স্বতাং পশ্যতি ॥

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না ; প্রথম সন্দর্শনকালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

> This
> Is the third man that e'er I saw, the first
> That e'er I sigh'd for :

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন ?"—"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে ; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না ; বৃক্ষের ফুল—সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

> But my modesty,
> The jewel in my dower, I would not wish
> Any companion in the world but you ;
> Nor can imagination from a shape,
> Besides yourself, to like of.

পুনশ্চ :—

> Hence, dashful cunning !
> And prompt me, plain and holy innocence !
> I am your wife, if you will marry me ;
> If not, I'll die your maid : to be your fellow
> You may deny me ; but I'll be your servant,
> Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর", মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্তপর্য্যন্তপ্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অন্ধপধে সুমরিঅ এদস্ম : খবভংসিণো মিণালবলঅস্স কদে পাড়িণিবুত্তিহ্ম।" ইত্যাদি একটু অগ্রগামিনীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে—

"ননু কমলস্য মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি ?"—এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে ? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ খুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করারূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন ; মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি ?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন, তিনি শকুন্তলা-চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না ; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না ; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম ; কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য, রমণীর স্নেহ কই ? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা ; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝান না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র ; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়—"অসন্তোষে উণ কিং করেদি ?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—"অনার্য্য ! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ ?"—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ, কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা,

তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী ; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে ? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেস্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

দ্বিতীয়, শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনা

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে যে, শকুন্তলা ঠিক মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা-চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা-চরিত্রের আর এক ভাগ বুঝিতে বাকি আছে। দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সে ভাগ বুঝাইব, ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেস্‌দিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গৌতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেস্‌দিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

> ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু।
> এক্কক্কমঅ চরিএ ভণাদু কিং এক্কএক্কস্মিং॥

তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর বলবত্তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার সশরীরে স্বর্গারোহণপথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্‌দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া—কেন না, দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামিকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার-পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে ; কেন না, মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্‌ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেস্‌দিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল, শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুই চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয় হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া—কেন না, উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজকাল রাম, শ্যাম, নিধু, বিধু, যাদু, মাধু যে

সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্বাসার ভয়ংকর "অয়মহম্ভোঃ" শুনিতে পান নাই ! সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া দেসদিমোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে ? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি—প্রহারে, অত্যাচারে, বিসর্জনে, কলংকেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেসদিমোনা গরীয়সী। স্বামিকর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্বেও চাতুর্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "অনার্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ ?" যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত বলিলেন, "ভদ্রে ! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে," তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

> তুম্হে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মত্থিদিঞ্চ লোঅস্স ।
> লজ্জাবিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও ॥

এ রাগ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেসদিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেসদিমোনাকে সর্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীভূত করিলেন, তখন দেসদিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।" বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভু !" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেসদিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন," ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

> O good Iago,
> What shall I do to wid my lord again ?
> Good friend go to him ; for by this light of heaven,
> I know not how I lost him. Here I kneel :

ইত্যাদি। ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে "বধ করিব !" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেসদিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।" যখন দেসদিমোনা, মরণভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, একদিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত জন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য কে করিল ?" তখনও দেসদিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম ! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম।" তখনও দেসদিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, শকুন্তলা দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে—কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তুপীকৃত রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যাদি বাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোক-চূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীতি—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেসদিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে, এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে, এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে-প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ-প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক, নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না; কেন না, এইরূপ উপাখ্যান কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অতুল্য বলিলেও হয়। আমরা ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি; কেন না, ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেসদিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেসদিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেসদিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না—যথা

> ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
> বচোঽতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
> হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
> প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেস্‌দিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেস্‌দিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না। নতুবা ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেঘদূত

স্বকার্যে কি দোষ গণি প্রভু দিলা যক্ষে গুরুশাপ,
'বর্ষেক ভুঞ্জিবি তুই কান্তা ছাড়ি প্রবাসের তাপ' ;
নিবসে বিরহি যক্ষ রামগিরি আশ্রমে অধীর,
স্নিগ্ধ ছায়াতরু যেথা, জানকীর স্নানে পুণ্য নীর ॥ ১ ॥

বিরহ-বিশীর্ণ তনু, খসি পড়ে হস্তের বলয়,
চিত্রকুটে কোনরূপে কাটাইয়া মাস কতিপয়,
আষাঢ় প্রথম দিনে, সম্মুখে ছাইয়া শৈলভূমি,
ক্রীড়ামত্ত গজপ্রায়, মেঘ ভায়, নিরখে সে কামী ॥ ২ ॥

দেখিতে দেখিতে ঘন, নানা ভাব-তরঙ্গিত মন,
কষ্টেতে সম্বরি অশ্রু যক্ষরাজ ধেয়ানে যখন ।
সুখীও চঞ্চল চিত্ত, মেঘদৃষ্টে প্রেয়সীর পাশে,
না জানি কি দশা তার, প্রিয়জন যার পরবাসে ॥ ৩ ॥

আসন্ন শ্রাবণ মাস, দয়িতায় জীবনদায়িনী
পাঠাবার অভিলাষে মেঘ মুখে কুশলকাহিনী,
মল্লিকা কুসুম তুলি, বিরচিয়ে পুজা উপচার,
পুলকিত, প্রিয়ভাষে করে তার অতিথি সৎকার ॥ ৪ ॥

ধূম জ্যোতি জলবায়ু সন্নিপাতে জনমে যে ঘন
তাহাতে সম্ভবে কিনা প্রাণী-কার্য্য, সম্বাদ বহন,
আগ্রহে কিছু না গণি ভিক্ষা মাগে তার সন্নিধানে,
কামান্ধ এমনি অন্ধ, অচেতনে সচেতন মানে ॥ ৫ ॥

প্রখ্যাত পুষ্কারকুলে জন্ম তব জানি হে তোমায়,
মহেন্দ্রের অনুচর, কামরূপী নাম ধর তায়,
বিধিবশে বন্ধুহারা এসেছি তোমায় দ্বারে প্রভু,
মহতে বিফল যাচ্ঞা সেও ভাল, অধমে না কভু ॥ ৬ ॥

প্রভু-শাপে বনবাসী, বিপন্নের তুমি হে শরণ
বিরহ-বারতা মোর নিয়ে যাও প্রিয়ার সদন,
যেতে হবে অলকার যক্ষপুরে উদ্যান বাহিরে,
আলো করি হর্ম্ম্যরাজি শোভে যেথা শশী হর-শিরে ॥ ৭ ॥

তোমা হেরি জলধর, যবে তুমি সঞ্চার আকাশে,
অবলা আশ্বস্ত হিয়া, প্রণয়ী যাহার পরবাসে।
বিরহিনী জায়া ফেলে, তুমি এলে, দূরে বিচরণ,
করে কেবা, নহে যেবা পরাধীন আমার মতন ॥ ৮ ॥

চলেছে তোমার সাথে মন্দ মন্দ অনুকূল বায়,
পুলকে চাতক বামে, বঁধু তব, মধু গীত গায়,
অভ্র-যোগে গর্ভাধান, সেই তব শুভ পরিচয়,
গগনে বলাকাকুল, হর্ষাকুল ভেটিয়ে নিশ্চয় ॥ ৯ ॥

দেখিবি অবশ্য তারে দিবস গণিছে নিশিভোর,
এখনো বাঁচিয়া আছে একপত্নী ভ্রাতৃজায়া তোর,
বিরহে নারীর হিয়া কুসুম-সদৃশ সুকোমল
আশা-বৃন্তে করি ভর কোন মতে রহে সে সবল ॥ ১০ ॥

যার গুণে শিলীন্ধ্র[১] ফুটে ওঠে ধরণী ছাইয়া
মধুর গুঞ্জন সেই শুনিলেই, উচ্ছ্বসিত হিয়া,
কৈলাস অবধি লয়ে মৃণালাদি পাথেয় বিস্তর,
মরাল মানস-যাত্রী হবে তব পথের দোসর ॥ ১১ ॥

ওই তুঙ্গ শৈলরাজ[২] রঘুপতি পদচিহ্ন ভালে,
ব'লে ক'য়ে যেয়ো তারে, সখা তব, বিদায়ের কালে।
বরিষায় হয় যবে দুজনার শুভ সম্মিলন,
চির বিরহজ অশ্রু, স্নেহ ভরে ফেলে সে তখন ॥ ১২ ॥

* * *

(১) শিলীন্ধ্র-ভূ কন্দলী ব্যাঙের ছাতা।
(২) চিত্রকূট।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কালিদাস ও ভবভূতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

আখ্যানবস্তু

অভিজ্ঞানশকুন্তল কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক, এবং অনেকেরই মতে তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা। "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্"। সেইরূপ উত্তররামচরিত ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা। এই মহাকবিদ্বয়ের তুলনা করিতে হইলে, এই দুইখানি নাটকের তুলনা করিলেই চলিবে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের আখ্যানবস্তু কালিদাস মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যান হইতে লইয়াছেন। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডেও শকুন্তলার উপাখ্যান বিবৃত আছে, এবং সেই গল্পের সহিত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের সমধিক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু অনেকের মতে পদ্মপুরাণ অভিজ্ঞানশকুন্তলের পরবর্ত্তী রচনা, এবং ইহা কালিদাসেরই শকুন্তলা নাটক কাব্যাকারে গঠিত। সেই জন্য পদ্মপুরাণে বর্ণিত উপাখ্যানই যে এই নাটকের মূল গল্প তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উপাখ্যানের সারাংশ এই ;—

'শকুন্তলা বিশ্বামিত্র মুনি ও মেনকা অপ্সরার সন্তান ; অরণ্যে বর্জ্জিত হইয়া মহর্ষি কণ্ব কর্ত্তৃক লালিত হয়েন। তিনি যখন যুবতী, তখন একদিন রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়া ঘটনাক্রমে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে আসিয়া উপনীত হয়েন। সেখানে শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়া রাজধানীতে একাকী ফিরিয়া যান।

'মহর্ষি কণ্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ধ্যানবলে সমস্ত জানিলেন এবং ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই প্রশস্ত বলিয়া সেই বিবাহের অনুমোদন করিলেন। পরে কণ্বাশ্রমে শকুন্তলার এক পুত্র হয়। কণ্বমুনি পুত্রবতী শকুন্তলাকে রাজসদনে প্রেরণ করেন।

'শকুন্তলা রাজসভায় উপনীত হইলে দুষ্মন্ত তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। পরে দেববাণী হইলে তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ বিবাহবৃত্তান্ত রাজার স্মরণ ছিল। কিন্তু তিনি লোকলজ্জাভয়ে শকুন্তলাকে প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

এই গল্পটি কালিদাস তাঁহার নাটকে এইরূপ সাজাইয়াছেন ;—

প্রথম অঙ্ক

দুষ্মন্তের মৃগয়ায় বাহির হইয়া কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিতি। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পরস্পরের পরিচয় ও প্রেম। শকুন্তলার সহচরী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সে বিষয়ে উৎসাহদান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দুষ্মন্ত ও বয়স্য। রাজার মৃগয়ায় নিরুৎসাহ ও বয়স্যের সহিত শকুন্তলা সম্বন্ধে আলাপ। রাজাকে মৃগয়ায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য সেনাপতির নিষ্ফল অনুরোধ। তাপসদ্বয়ের প্রবেশ ও রাক্ষসগণের বিঘ্ননিবারণের জন্য রাজাকে অনুরোধ। মাতৃ-আজ্ঞাচ্ছলে দুষ্মন্তের স্বীয় বয়স্যকে বিদায়-দান ও দুষ্মন্তের তপোবনে পুনঃ-প্রবেশ।

তৃতীয় অঙ্ক

দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরস্পরের প্রেমজ্ঞাপন ও গান্ধর্ববিবাহের প্রস্তাব। সহচরী-গণের সে বিষয়ে সাহায্য দান।

চতুর্থ অঙ্ক

দূরে বিরহিণী শকুন্তলা; অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার আলাপন। শকুন্তলা-সমক্ষে দুর্বাসার প্রবেশ ও অভিশাপ। আশ্রমে কণ্বের প্রত্যাবর্তন ও শকুন্তলাকে গৌতমী ও তাপসদ্বয়ের সহিত পতিগৃহে প্রেরণ।

(এই অঙ্কে আমরা জানিতে পারি যে, রাজাবিদায় গ্রহণ করিবার পূর্বে শকুন্তলাকে এক অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় দিয়া যান।)

পঞ্চম অঙ্ক

রাজসভায় রাজা দুষ্মন্ত। গৌতমী ও তাপসদ্বয়-সহ শকুন্তলার প্রবেশ, প্রত্যাখ্যান ও অন্তর্ধান।

পঞ্চম অঙ্কাবতার

ধীবর, নাগরিক ও রক্ষিদ্বয়। অঙ্গুরীয়ের উদ্ধার।

ষষ্ঠ অঙ্ক

বিরহী রাজার বিলাপ। স্বর্গ হইতে ইন্দ্রের আমন্ত্রণ-প্রাপ্তি।

সপ্তম অঙ্ক

স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনকালে হেমকূট পর্বতে দুষ্মন্তের আগমন। তৎপুত্র-দর্শন ও শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন।

দেখা যাইতেছে, আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে মহাভারতের সহিত এই নাটকের বিশেষ কোন বৈষম্য নাই। কালিদাস মূল উপাখ্যানকে পল্লবিত করিয়াছেন মাত্র। প্রধান বৈষম্য এই যে ১. মহাভারত অনুসারে মহর্ষির আশ্রমেই শকুন্তলার পুত্র হইয়াছিল; কালিদাসের নাটকে তাঁহার প্রত্যাখ্যানের পরে তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; ২. মহাভারতের শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হইয়া, সেই সভামধ্যেই গৃহীতা হইয়াছিলেন; নাটকে বিচ্ছেদের পরে মিলন স্থানান্তরে হইয়াছিল; ৩. সর্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষম্য, এই অভিজ্ঞান ও দুর্বাসার অভিশাপ।

যেমন কালিদাস তাঁহার গল্পটি মহাভারত হইতে লইয়াছেন, সেইরূপ ভবভূতি উত্তর-চরিতের আখ্যানবস্তু বাল্মীকির রামায়ণ হইতে লইয়াছেন। রামায়ণের উপাখ্যানটি এই ;—

'রাম লংকাজয়ের পর অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। প্রজাগণ সীতার চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটাইল। রাম স্বীয় বংশ মর্য্যাদা-রক্ষার্থ তপোবন-দর্শনচ্ছলে সীতাকে বনবাস দিলেন। সীতা বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসব করেন। তাহার পরে রাম অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন। তিনি তপোরত শূদ্রক রাজাকে বধ করেন। পরে অশ্বমেধ-যজ্ঞোপলক্ষে বাল্মীকি লব ও কুশকে লইয়া রামের রাজসভায় আসেন। সেখানে লব ও কুশ বাল্মীকি রচিত রামায়ণ গান করে। রাম তাহাদের চিনিতে পারেন, এবং সীতাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি সীতার সতীত্ব প্রজাসমক্ষে সপ্রমাণ করিবার জন্য অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব করেন। অভিমানে সীতা ভূগর্ভে প্রবেশ করেন।'

ভবভূতি তাঁহার নাটকে গল্পটি এইরূপ সাজাইয়াছেন ;—

প্রথম অঙ্ক

অন্তঃপুরে সীতা ও রাম। অষ্টাবক্র মুনির প্রবেশ। তাঁহার কাছে প্রজারঞ্জনার্থ জানকীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে রামের প্রতিজ্ঞা। আলেখ্য দর্শন করিতে করিতে সীতার তপোবনদর্শনে ইচ্ছা-প্রকাশ। দুর্মুখের প্রবেশ ও সীতার চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ-বিজ্ঞাপন ও রামের সীতানির্বাসনে সংকল্প।

দ্বিতীয় অঙ্ক

রামের পঞ্চবটী বনে প্রবেশ ও শূদ্রকের শিরশ্ছেদ। রামের জন্মস্থান-দর্শন।

তৃতীয় অঙ্ক

বাসন্তী, তমসা ও ছায়াসীতার সমক্ষে রামের বিলাপ। (এই অংকে বিষ্কম্ভকে তমসা ও মুরলার কথোপকথনে প্রকাশ পায় যে, রাম হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতিকে সহধর্ম্মিণী করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন)। বনবাসান্তে প্রসববেদনায় সীতা গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদান করেন, এবং পৃথ্বী ও ভাগীরথী তাঁহাকে পাতালে লইয়া রক্ষা করেন, এবং তাঁহার যমজ কুমারদ্বয়—লব-কুশকে মহর্ষির হস্তে অর্পণ করেন।

চতুর্থ অঙ্ক

জনক, অরুন্ধতী ও কৌশল্যার বিলাপ ; লবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ।

পঞ্চম অঙ্ক

লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ।

ষষ্ঠ অঙ্ক

বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর কথোপকথনে সেই যুদ্ধের বর্ণনা। লব, কুশ

ও চন্দ্রকেতুর সহিত রামের সাক্ষাৎ ও কুশের মুখে বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ-গাথা শ্রবণ।

সপ্তম অঙ্ক

রামের সীতানির্ব্বাসন অভিনয়-দর্শন। রামের সহিত সীতার মিলন।

ভবভূতি মূল রামায়ণের গল্প প্রায় কিছুই গ্রহণ করেন নাই। প্রথমতঃ রামায়ণের রাম বংশমর্য্যাদা-রক্ষার্থ ছলে সীতাকে বনবাস দেন; ভবভূতির রাম প্রজানুরঞ্জনব্রতে বিনা ছলে জানকীকে নির্ব্বাসিত করেন। দ্বিতীয়তঃ ছিন্নশির শম্বুকের দিব্যমূর্ত্তি গ্রহণ, ছায়াসীতার সহিত রামের সাক্ষাৎ ও লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ রামায়ণে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষম্য—রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কবিদ্বয় মূল উপাখ্যান উক্তরূপ বিকৃত করিলেন কেন?

কালিদাস শকুন্তলার পুত্র দ্বারা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে লব-কুশের কাহিনী কবির মনে উদিত হইয়াছিল; এ ব্যতিক্রম কবিত্ব হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। মিলন সম্বন্ধে বৈষম্যও উক্তরূপ কবি-কল্পনা। কিন্তু প্রধান বৈষম্য অভিজ্ঞান ও অভিশাপ সে উদ্দেশ্যে কল্পিত হয় নাই। একটি গুরুতর উদ্দেশ্যে কবি ইহার অবতারণা করিয়াছেন।

আমরা দেখি, এই অভিজ্ঞান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ শকুন্তলা নাটকের অন্তর্গত করায় একটি ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, তাহাতে দুষ্মন্ত বাঁচিয়া গিয়াছেন। কালিদাস যাঁহাকে তাঁহার নাটকের নায়ক করিয়াছেন, তিনি মূল উপাখ্যানে একজন লম্পট রাজা; তিনি বহুপত্নীক; মধুমত্ত মধুকরের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করেন। তিনি একটি সুন্দর কুসুমকলিকা দেখিলেই তাহাতে উড়িয়া বসিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি যে মুগ্ধা বালিকার প্রকারান্তরে ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া পলায়ন করিবেন তাহাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাহার পরে রাজসভায় বা অন্তঃপুরে সে লজ্জার কথা প্রকাশ করিবেন না, বা স্বীকার করিবেন না, তাহাও অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু কালিদাস দুষ্মন্তকে ধার্ম্মিকপ্রবর কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজারূপে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। সেই জন্য কালিদাস তাঁহাকে কলঙ্ক হইতে দুইবার রক্ষা করিয়া গিয়াছেন,—প্রথমবার, গান্ধর্ব্ব-বিবাহে; দ্বিতীয়বার, এই অভিজ্ঞান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপে।

এই নাটকে বর্ণিত দুষ্মন্তের চরিত্রটি মানসিক অণুবীক্ষণে দেখিলে তাঁহাকে বেশ রসিক পুরুষ বলিয়াই বোধ হয়। তিনি যে কণ্বের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, কবি বলিয়া না দিলেও পাঠক বুঝিবেন যে তাহার সহিত বৈখানসের কথিত "দুহিতরং শকুন্তলামু অতিথিসৎকারায় নিযুজ্যে"র বেশ একটু সম্পর্ক আছে। এই আকারান্ত শব্দটি রাজার বেশ একটু কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়াছে। রাজা যে উত্তর করিলেন,—উত্তম! "তাং দ্রক্ষ্যামি", তাহা নিতান্ত উদাসীনভাবে নহে। তাহার পরে সখী সহ শকুন্তলাকে আশ্রমোদ্যানে দেখিয়া তিনি যে ভাবিলেন, "দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ," তাহাও যে ঠিক কলাবৎ হিসাবে ভাবিলেন, তাহা নহে।

তাহা হইলে তাহার পরই "ছায়ামাশ্রিত্য" লুকাইয়া দেখিবার প্রয়োজন কি ছিল? যেখানে মনে পাপ, সেখানেই লুকোচুরি। তিনি চোরের মত লুক্কায়িত হইয়া সখীদ্বয়ের কথোপকথনে তিনটির মধ্যে শকুন্তলা কোন্‌টি তাহা যখন জানিলেন, তখন তিনি এ হেন রত্নকে "আশ্রমধর্ম্মে নিযুঙক্তে" এই বলিয়া কণ্বমুনিকে যে "অসাধুদর্শী" কহিলেন তাহা হৃদয়ে করুণরস উদ্রিক্ত হইবার ফলে নহে। তিনি "পাদপান্তরিত" হইয়া তাপসী বালাকে দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন—

"ইদমুপাহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে
স্তনযুগপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।
বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং
কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ"।

[শকুন্তলার স্কন্ধদেশে সূক্ষ্মগ্রন্থিদ্বারা বল্কল বাঁধিয়া দেওয়াতে উহা বিশাল স্তনযুগল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার নবীন দেহ, পাণ্ডুবর্ণ পরিপক্ক পত্রের মধ্যস্থিত কুসুমের ন্যায়, আপনার কান্তির শোভাপ্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না।]

পাঠক দেখিতেছেন, রাজার লক্ষ্য প্রধানতঃ কোথায়? পরেই সোজাসুজি কবুল জবাব, "অভিলাষি মে মনঃ।"—পাঠকের সব্ব সংশয় ভঞ্জন হইয়া গেল।

কিন্তু এই সংকটে কালিদাস দুষ্মন্তকে খুব বাঁচাইয়া গিয়াছেন। রাজা লালসায় দীপ্ত হইয়াও শকুন্তলার সহিত নিজের বিবাহের কথাই ভাবিতেছেন; তিনি শকুন্তলার জন্ম ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণ প্রবৃত্তয়ঃ।"

[সজ্জনগণের যেখানে সন্দেহ হয়, সেখানে তাহাদের অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই স্থিরনিশ্চয়ের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।]

পরে যখন তিনি জানিলেন যে, শকুন্তলা মেনকার গর্ভজাতা ও বিশ্বামিত্রের কন্যা তখন তাঁহার মন হইতে একটা প্রকাণ্ড ভার নামিয়া গেল। তিনি স্বগত কহিলেন,—

"আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্"

[তুমি যাহাকে অগ্নি মনে করিয়া আশঙ্কা করিতেছিলে, তাহা এখন স্পর্শযোগ্য রত্ন হইয়াছে।]

এই স্থানে কবি দেখাইলেন যে, রাজা কামুক বটে, কিন্তু লম্পট নহেন। এই মানসিক বিপ্লবে তাঁহার মনুষ্যত্ব যায় নাই, এবং তিনি কামান্ধ হইয়াও বিবেকচ্যুত হয়েন নাই। তিনি পিপাসুনেত্রে শকুন্তলাকে দেখিতেছেন সত্য, তিনি এই তাপসী বালিকাকে দেখিয়াই আপনারই উপভোগ্যা বিবেচনা করিতেছেন সত্য, তথাপি তিনি মনে মনে শকুন্তলার সহিত নিজের বিবাহের কথাই ভাবিতেছেন। তখন বুঝি, যাহাই হউক, তিনি বালিকাকে ভ্রষ্টা করিয়া পলায়ন করিতে চাহেন না, তাঁহার সংকল্প সাধু।

কামকবিগণ বিবাহ জিনিসটাকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গদ্যময় বিবেচনা করেন। স্বর্গীয় প্রেমে বিবাহ যেন একটা বাধা। তাঁহাদের মতে বিবাহ একটা অতি অনাবশ্যক ঝঞ্ঝাট। তাঁহারা ভাবেন যে, কাব্যে ইহার স্থান নাই।

Platonic love-এ বিবাহ নিষ্প্রয়োজন, সন্দেহ নাই। কারণ, তাহার ভবিষ্য ইতিহাস ঐ প্রেমেই পর্য্যবসিত। কিন্তু যেখানে যৌন মিলন, সেখানে অপরিহার্য্য ব্যাপার। বিবাহ না থাকিলে এই মিলনটি পাশব ক্রিয়ামাত্র হইয়া দাঁড়ায়। আর প্রেম জিনিসটা দাঁড়ায় গিয়া—কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন কামসেবায়। বিবাহ বুঝাইয়া দেয় যে, এ মিলন কেবল আজিকার জন্য নয়, ইহা ক্ষণিক সম্ভোগ নহে, ইহার একটা মহা ভবিষ্যৎ আছে, এ মিলন চিরজীবনের। বিবাহ বুঝাইয়া দেয় যে, নারী কেবল ভোগ্যা নহে, সম্মানার্হা। বিবাহ—গৃহে সুখের উৎস, সন্তানের কল্যাণের হেতু, সামাজিক মঙ্গলের উপায়। ইহার উপর কেবল ব্যক্তির শান্তি নহে, সমস্ত সমাজের শান্তি নির্ভর করে। বিবাহই কুৎসিত কামকে সুন্দর করে, উদ্দাম প্রবৃত্তির মুখে রশ্মি বাঁধিয়া দেয়। বিশ্বসৃষ্টিকে স্বর্গের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। পশুদের মধ্যে বিবাহ নাই, অসভ্য জাতির মধ্যে বিবাহ নাই। বিবাহ সভ্যতার ফল। ইহা কুসংস্কার নহে, আবর্জ্জনা নহে; বিপত্তি নহে।

কাব্যে কি বিবাহের স্থান নাই? কাব্যে তবে স্থান আছে বুঝি উচ্ছৃঙ্খল কামসেবার, নগ্নমূর্ত্তিদর্শনে উদ্দীপিত লালসার উত্তেজনার এবং পাশব সংযোগের ক্ষণিক উন্মাদনার? বিবাহচ্ছলেও কাব্যে এ সব ব্যাপারের বর্ণনা ন্যক্কারজনক! সব মহাকাব্যে এ বীভৎস ব্যাপার উহ্য থাকে। কেবল ভারতচন্দ্রের মত কামকবিরা তাহার বর্ণনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। বিনা বিবাহে এ ব্যাপারের বর্ণনা ব্যাধিগ্রস্ত মস্তিষ্কের বিকার।

মহাভারতকারও এই বিবাহ কাব্যে অপরিহার্য্য বিবেচনা করিয়াছেন; পাশব সঙ্গমের বর্ণনা করেন নাই। আর কালিদাস একজন মহাকবি ছিলেন। তিনি দেখিলেন, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বর্জ্জিত লালসা সুন্দর নহে—কুৎসিত। তিনি কুৎসিত আঁকিতে বসেন নাই, সুন্দর আঁকিতে বসিয়াছেন। তাই তিনি বিবাহ এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য বিবেচনা করিয়াছেন। চন্দ্র সুন্দর; আকাশ সুন্দর; পুষ্প সুন্দর; নির্ঝরিণী সুন্দর; নারীর আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু ও সরস রক্তিম অধর সুন্দর। কিন্তু মানবের অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্যের কাছে এ সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়। ভক্তি, স্নেহ, কৃতজ্ঞতা, সেবা, ত্যাগ ইত্যাদির স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে নারীর সুগোল বাহু ও পীন বক্ষ লজ্জা পায়। কর্ত্তব্যজ্ঞানের অপেক্ষা সুন্দর কি আছে? এই কর্ত্তব্যজ্ঞান লালসাকেও আলোকিত করে, বীভৎস কামকেও সুন্দর করে। বিবাহকে বর্জ্জন করিয়া লালসাকে চিত্রিত করিলে তাহা সুন্দর হয় না,—কুৎসিত হয়। যাহারা কামী, তাহাদের যে এই চিত্র ভাল লাগে, তাহা এ চিত্র সুন্দর বলিয়া নহে, তাহাদের কামকে উদ্দীপ্ত করে বলিয়া।

আর এক স্থলে কবি দুষ্মন্তকে অত্যন্ত বাঁচাইয়া গিয়াছেন। যখন রাজা রাজধানীতে গিয়া শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি অনায়াসে ধর্ম্মানুসারে পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। একজন কামুক বিশেষতঃ একজন বহুপত্নীক রাজা ত এরূপ করিয়াই থাকে। তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কবি অভিজ্ঞান ও অভিশাপ দিয়া দুষ্মন্তকে বাঁচাইয়া লইলেন। তিনি যাইবার সময়ে শকুন্তলাকে যে স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মদার বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর এই অভিশাপে দেখা

যায় যে, রাজার বিস্মৃতি লম্পটের বিস্মৃতি নয়, ইহা দৈব, তাহাতে রাজার হাত ছিল না। এমন কি, কবি ধর্ম্মভয়ই এই শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের কারণ বলিয়া দেখাইয়া লইলেন। কবি এ বিষয়টি এইরূপে নাটকে প্রবেশ করাইয়াছেন। চতুর্থাঙ্কে বিরহবিধুরা শকুন্তলা দুষ্মন্তের চিন্তায় নিষণ্ণা। দুর্ব্বাসা আসিয়া কহিলেন, "অয়মহং ভোঃ।" শকুন্তলা অনন্যমনা, শুনিতে পাইলেন না। তাহার পরে অনসূয়া শুনিতে পাইলেন, দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিতেছেন—

"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥"

[তুই যে পুরুষকে অনন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে (অতিথিরূপে) উপস্থিত এই তপোধনের, (আমার) অভ্যর্থনা করিলি না, যেমন (মদ্যাদি পানে) মত্ত ব্যক্তি যে বাক্য প্রথমে প্রয়োগ করে, পুনরায় আর তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারে না, তেমনি সেই ব্যক্তিকে যথেষ্টরূপে স্মরণ করাইয়া দিলেও, সে তোকে স্মরণ করিতে পারিবে না।]

অনসূয়া দেখিতে পাইলেন যে, মহর্ষি দুর্ব্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তিনি দ্রুত যাইয়া মহর্ষির পদতলে পড়িয়া কহিলেন,—আমাদের প্রিয়সখী বালিকা, তাহার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। দুর্ব্বাসা শেষে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, কোনও আভরণ অভিজ্ঞানস্বরূপ দেখাইলে রাজার স্মরণ হইবে। পরে শকুন্তলার পতিগৃহে গমনকালে অনসূয়া কি প্রিয়ংবদা দুর্ব্বাসার অভিশাপের কথা আর শকুন্তলাকে বলিলেন না। যাইবার সময় স্বতঃ-উদ্বিগ্না শকুন্তলার মনে একটা আশঙ্কা জাগ্রৎ করিয়া লাভ কি, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সে কথা গোপন করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যাইবার সময়ে দুষ্মন্তের প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি দেখাইয়া কহিলেন যে "রাজর্ষি যদি তোমাকে চিনিতে না পারেন, তবে এই অভিজ্ঞানটি তাঁহাকে দেখাইবে।"

এই অভিজ্ঞান লইয়াই শকুন্তলা নাটক। কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপ না থাকিলেও এই অভিজ্ঞানের বৃত্তান্তটি আগাগোড়া নাটকের আখ্যানের সহিত খাপ খাইত ; কেবল দুষ্মন্তকে ধর্ম্মদার-প্রত্যাখ্যানকারী লম্পটরূপে চিত্রিত করিতে হইত, এইমাত্র।

ভবভূতিও একবার রামকে বাঁচাইবার জন্য এইরূপ কৌশল করিয়াছেন। বাল্মীকির রাম নিজের বংশমর্য্যাদা-রক্ষার জন্য পতিপ্রাণা সীতাকে ছলে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, ভবভূতি দেখিলেন যে, তাহাতে রামের চরিত্র মলিন হইয়া যায়। সর্ব্বত্র ন্যায়বিচারই রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহার কাছে এক দিকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, আর এক দিকে ন্যায়বিচার। বংশ যাউক, রাজ্য যাউক, নিরপরাধিনীকে শাস্তি দিব না—এইরূপই তাঁহার মনের অবস্থা হওয়া উচিত। বংশমর্য্যাদা-রক্ষা আর কন্যার বিবাহ দেওয়াও ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম—ন্যায়বিচার। রাম জানেন যে সীতা নিরপরাধিনী। যে রাজা বংশমর্য্যাদা রক্ষার্থ নিরপরাধিনীকে নির্ব্বাসিতা করেন, সে রাজার বংশমর্য্যাদা রক্ষা হয় না, সে রাজা সবংশে নির্ব্বংশ হন। ভবভূতি

দেখিলেন যে, এ রামে চলিবে না; তাই অষ্টাবক্রের সমক্ষে রামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে,—

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি,
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।"

[স্নেহ, দয়া এবং সুখ, এমন কি, যদি জানকীকে পর্য্যন্ত প্রজারঞ্জনহেতু পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই।]

ভবভূতি দেখিলেন যে, রাজার প্রধান ধর্ম্ম প্রজারঞ্জন। সেই প্রজারঞ্জনরূপ কর্ত্তব্যপালনের জন্য রাম নিরপরাধিনী সীতাকে বনবাস দিলেন। এইরূপে ভবভূতি যতদূর সম্ভব রামের চরিত্রকে দোষশূন্য করিয়া লইলেন।

ভবভূতি আর এক স্থলে রামকে বাঁচাইয়া গিয়াছেন। রাজা শূদ্রক যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার শিরশ্ছেদের পরে যে তিনি দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জন্মস্থান দেখাইতে লাগিলেন, এরূপ ব্যাপার রামায়ণে নাই। রামায়ণের রাম, শূদ্রক শূদ্র হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেছিল, এই অপরাধে তাহাকে বধ করেন। ভবভূতি দেখিলেন, এ অত্যন্ত অবিচার। পুণ্যকার্য্যের জন্য প্রাণদণ্ড? এ রামে চলিবে না। তাঁহার রাম তাই কৃপা করিয়া তরবারি দ্বারা শাপমুক্ত করিলেন।

কিন্তু কবিদ্বয় এরূপ কেন করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

প্রথমতঃ অলঙ্কার শাস্ত্র বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে এক শাস্ত্র আছে। যিনি যত বড় কবিই হউন না কেন, তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারেন না। পুরাকালে সকলকেই শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইত। যাঁহারা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, এমন কি যাঁহারা বেদবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও অন্ততঃ মুখেও বেদ মানিয়া চলিতে হইত। এই কবিদ্বয়কে সেই অলঙ্কার শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইয়াছে। এই অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি বিধান এই যে, নাটকের যিনি নায়ক, তাঁহাকে সর্ব্বগুণান্বিত ও দোষশূন্য করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিবেন যে, এ নিয়ম অত্যন্ত কঠোর, এবং ইহা নাটককারের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু গানের তাল, নৃত্যের ভঙ্গী, কবিতার ছন্দ, সৈন্যের গতি—সব মহৎ জিনিসের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। নিরঙ্কুশ বলিয়াই যে কবিরাও নিয়মের শাসন অতিক্রম করিতে পারেন, তাহা নহে।

নিয়ম আছে বলিয়াই কাব্য ও নাটক সুকুমার কলা। নিয়ম আছে বলিয়াই কাব্যে এত সৌন্দর্য্য। তবে এ নিয়ম উচিত কি অনুচিত, তাহাই বিচার্য্য।

আমার বিশ্বাস যে, নায়ক সর্ব্বগুণান্বিত হওয়া চাই, এই যে নিয়ম, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, নাটকের বিষয় মহৎ হওয়া চাই। এই জন্য প্রায় অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকেরই নায়ক রাজা, বা রাজপুত্র। এই নিয়ম পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাবিদ্‌গণ কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন। Shakespeare-এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট, নাটকগুলির নায়ক হয় সম্রাট, নয় রাজা, বা রাজপুত্র; (Macbeth পরে রাজা হইয়াছিলেন, এবং Othello একজন General)। ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণ যীশুখৃষ্টের জীবন-চরিতই তাঁহাদের চিত্রের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। Homer-এর ইলিয়ড রাজায় রাজায় যুদ্ধ লইয়া রচিত।

আধুনিক নাট্যসাহিত্যে এ মত মানিয়া চলা হয় না। মহাকবি Ibsen-এর রচিত বিখ্যাত সামাজিক, নাটকগুলির নায়ক সকলেই গৃহস্থ। বস্তুতঃ গৃহস্থের ব্যাপার লইয়াই "সামাজিক নাটক।" স্পেনীয় ও ওলন্দাজ ও ইংরাজ চিত্রকরগণ সামান্য মনুষ্য ও দৃশ্য চিত্রিত করিয়া জগন্মান্য হইয়াছেন। কিন্তু Skakespeare-এর সর্বোৎকৃষ্ট নাটকগুলির সহিত Ibsen-এর নাটকগুলির বোধ হয় তুলনা হয় না। সেইরূপ Rubens বা Turner-এর নাম বোধ হয় Raphael, Titian, Michael-angelo-র সহিত এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করিতে কেহ সাহসী হইবেন না।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মটি সাধারণতঃ ঠিক। বিষয় উচ্চ না হইলে নাটকের কার্য্যাবলীর একটা গরিমা অনুভূত হয় না। কোনও মহাচিত্রকর শুদ্ধ একটা ই'টের পাঁজা চিত্রিত করেন নাই। হয়ত তিনি ইষ্টকস্তূপ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও নির্দ্দোষভাবে চিত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু এই চিত্র কখন Raphael-এর Madonna-র সহিত একাসনে স্থান পাইবে না। কোনও শ্রেষ্ঠ নাটককার (Ibsen পর্য্যন্ত) কেরাণীকে নাটকের নায়ক করেন নাই। লেখকের ক্ষমতা এরূপ চরিত্রাঙ্কনে পরিস্ফুট হইতে পারে; তাহাতে সূক্ষ্ম বর্ণনা ও দার্শনিক বিশ্লেষণ যথেষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ নাটক Shakespeare-এর Julius Caesar-এর সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে পাইবে না, এরূপ চিত্রে বা নাটকে দর্শক বা শ্রোতার হৃদয় স্তম্ভিত বা স্পন্দিত হয় না—কেবল কলাবিদের প্রকৃতি-বিজ্ঞানে একটা সহর্ষ বিস্ময় হয় মাত্র। কিন্তু প্রকৃত মহা রচনা কেবল ঐরূপ বিস্ময় উৎপাদন করে না। যেখানে কলাবিদের নৈপুণ্যই মনে উদিত হয়, তাহা নিম্নশ্রেণীর ব্যাপার। অতি মহৎ ব্যাপারে দর্শক বা শ্রোতা চিত্রকর বা কবির অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবে, তাহার রচনায় অভিভূত হইয়া যাইবে। যখন Irving অভিনয় করিতেছেন, তখন যদি মনে হয় যে, বাঃ! Irving ত সুন্দর অভিনয় করেন, তাহা হইলে সে উত্তম অভিনয় নহে। শ্রোতা Hamlet-এর কাহিনীতে Irving-এর অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, তখনই বলিব, এই উত্তম অভিনয়। গ্রন্থকার সম্বন্ধেও তাই। যে নাটক পাঠ করিতে করিতে পাঠক মনে করিবে,—গ্রন্থকারের কি কৌশল, কি ক্ষমতা, কি সূক্ষ্ম দর্শন, কি সৌন্দর্য্যজ্ঞান ইত্যাদি, সে নাটক অতি উচ্চশ্রেণীর নাটক নহে। যে নাটক পাঠককে তন্ময় করে, পাঠকের সমস্ত চিন্তা সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করে, পাঠকের জ্ঞান লুপ্ত করে, তাহাই অতি উচ্চ শ্রেণীর নাটক।

রাজার প্রেম, রাজার যুদ্ধ, রাজার উন্মত্ততায় অমনই একটা মোহ আছে। "রাজা" কথাই একটা ভাবের আধার। সে ভাব এই যে, ইনি সমস্ত জাতির প্রতিনিধি, সকলে ইঁহাকে মানে, সমস্ত জাতির তিনি মহিমা, বন্ধন, কেন্দ্র। রাজা রাস্তায় বাহির হইলে লোক তাঁহাকে দেখিতে রাস্তায় জড় হয়। তিনি রাজসভায় বসিলে লোক তাঁহার পানে অনিমেষনিত্রে চাহিয়া থাকে। রাজার ব্যাপারে একটা যেন নিগূঢ়ত্ব আছে। রাজা উঠিলে, রাজা উঠিলেন। রাজা শয়ন করিলে, রাজা শয়ন করিলেন। রাজা লম্পট হইলেও তিনি রাজা। রাজার ঘটনা শুনিতে ক্ষুদ্র শিশু পর্য্যন্ত ভালবাসে। তাই দিদিমা গল্প করেন,—'এক যে ছিল রাজা, তিনি একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া দেখিলেন কি না—এক সুন্দরী রাজকন্যা।' রাজকন্যা না

হইলে গল্প জমে না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজার বিষয় বক্তা কি শ্রোতা কিছুই জানে না।

কিন্তু আমার বোধ হয় যে, অনেকটা সেই জন্য এই ব্যাপারে এতখানি মোহ। যে বিষয় জানি না, অথচ যাহা সম্বন্ধে কিছু কিছু কখনও কখনও শুনিতে পাই, তাহার বিষয়ে আরও জানিবার কৌতুহল হয়। তাহার উপর এ আর কেহ নহে রাজা। ঊর্ধ্বনেত্রে তাঁহাকে দেখিতে হয়; তাঁহার ইঙ্গিতে লক্ষ সৈন্য সমরক্ষেত্রে ধাবিত হয়; তাঁহার অর্থ প্রত্যহ লক্ষ পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে; তাঁহার প্রাসাদ যেন একটা কক্ষাবলির অরণ্য। এই সকল কারণেই বোধ হয় ব্যাপারটা বেশ জমকাল মনে হয়।

নাটককারগণও রাজকাহিনী বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া মনে করেন; তাঁহারও একটা প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র চান—যেখানে কার্য্যের গতি অবোধ। সমুদ্র নহিলে তরঙ্গ দেখাইয়া সুখ নাই।

এই জন্যই অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকেরই নায়ক রাজা। বিষয় মহৎ হইল। তাহার উপর সেই রাজা যদি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেন ত বিষয় মহত্তর হইল।

আমি বিবেচনা করি যে, নাটকের বিষয় মহৎ হইবে, এ নিয়ম সঙ্গত। তবে রাজাকেই যে নায়ক করিতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। গৃহস্থের মধ্যেও মহৎ প্রবৃত্তি দুর্লভ নহে। একজন সামান্য ব্যক্তিও কার্য্যে প্রকৃত বীর হইতে পারে। প্রকৃত শৌর্য্য, প্রকৃত সাহস, প্রকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণতা—সামান্য ব্যক্তির কার্য্যাবলিতেও প্রদর্শিত হইতে পারে। গৃহস্থও নাটকের নায়ক হইতে পারে।

তবে সে গৃহস্থ মহৎ হওয়া চাই। নায়ক সর্ব্বগুণসম্পন্ন বা দোষবিরহিত হইবেন, ইহা একটু বেশী রকমের বাঁধাবাঁধি নিশ্চয়। এরূপ কঠোর নিয়মের দোষ—১. সব নাটকই কতকাটা এক ছাঁচে ঢালা হইয়া যায়; ২. চরিত্রটি অতিমানুষিক হইয়া যায়, স্বাভাবিক থাকে না; কারণ, প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু দোষ আছেই। বর্ণিত মনুষ্যে দুষ্প্রবৃত্তির একেবারে অভাব থাকিলে সে মানুষ আর জীবন্ত মানুষ হয় না। সে কতকগুলি গুণের সমষ্টিতে পরিণত হয়। Idealistic শ্রেণীর নাটকে ইহা চলে। কিন্তু Realistic School-এর নাটকও জগতে আছে এবং তাহাও আবশ্যক। তাহাতে দোষশূন্য মানুষকে নায়ক করিলে অপ্রাকৃত নায়ক হয়।

তবে ইহা নিশ্চিত যে, একজন লম্পট বা পাষণ্ড কোনও নাটক বা কাব্যের নায়ক হয় না। তাহা চিত্রিত করিয়া জগতের সৌন্দর্য্য দেখান যায় না। যাহা প্রকৃত, তাহাই সুন্দর নয়। যাহা প্রকৃত, তাহাই যদি সুন্দর হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থই সুন্দর;—এবং তাহা যদি হয়, তাহা হইলে 'সুন্দর' শব্দটিরই প্রয়োজন নাই। কারণ, কুৎসিত আছে বলিয়াই 'সুন্দর' নামে কতকগুলি পদার্থকে পৃথক করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। অসুন্দরকে নাটকের নায়ক করিতে নাই। কোনও মহা চিত্রকর বা কবি অসুন্দর ব্যক্তি বা পদার্থ আলেখ্যে কেন্দ্রীয় চিত্র করিয়া আঁকেন নাই। তবে সুন্দরকে তুলনায় আরও সুন্দর দেখাইবার জন্য কুৎসিতকে চিত্রিত করা যাইতে পারে।

মহাকবি Shakespeare এ নিয়ম মানিয়া চলেন নাই। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের বিষয় মহৎ বটে, কিন্তু তাঁহার নায়কগণের বিশেষ কোনও গুণ নাই।

Hamlet-এর গুণের মধ্যে পিতৃভক্তি। কিন্তু তিনি সমস্ত নাটকখানিতে কেবল ইতঃস্তত করিয়াছেন। King Lear ত উন্মাদ। সন্তানের পিতৃভক্তির পরিচয়স্বরূপ তিনি জানেন কেবল মৌখিক উচ্ছ্বাস। তাহার পরে তাঁহার প্রধান দুঃখ Regan ও Gonerill তাঁহার পার্শ্বচর কাড়িয়া লইয়াছেন। পিতৃভক্তির অভাব দেখিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—Ingratitude thou marble hearted fiend ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার আক্ষেপ উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। Othello ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এতদূর অন্ধ হইলেন যে, প্রমাণ না চাহিয়াই সাধ্বী স্ত্রীকে বধ করিলেন। Macbeth ত নিমকহারাম। Antony কামুক। Julius Caesar দাম্ভিক। কিন্তু Shakespeare এই নাটকগুলিতে সেই সব চরিত্রদৌর্ব্বল্যের বা পাপপ্রবৃত্তির ভীষণ পরিণাম দেখাইয়াছেন। সব ক্ষেত্রেই পাপের নিষ্ফলতা বা আত্মহত্যা দেখাইয়াছেন। Goethe-র Faust-এও তাই।

কিন্তু Shakespeare এই গ্রন্থগুলিতে এত উচ্চ চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার নায়কদিগের চারিদিকে তাহারা একটি জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া সেই নাটকগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছে। Hamlet-এ Horatio, Polonius, Ophelia; Lear-এ Kent, Fool, Edgar, Cordelia; Othelo-তে বিশুদ্ধ চরিত্রা Desdemona ও তাঁহার সহচরী; Macbeth-এ Banquo ও Macduff; Antony and Cleopatra-তে Octavious; Julius Caesar-এ Brutus ও Portia নায়কদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

তথাপি Shakespeare কেন এরূপ করিলেন? তাহার কারণ বিবেচনা করি এই যে, তিনি ধন ও ক্ষমতায় গর্ব্বিত ইংরাজ। পার্থিব ক্ষমতাই তাঁহার কাছে সমধিক লোভনীয়। তিনি মহৎ চরিত্রের অপেক্ষা বিরাট চরিত্রে সমধিক মুগ্ধ হইতেন। বিরাট ক্ষমতা, বিরাট বুদ্ধি, বিরাট বিদ্বেষ, বিরাট অসূয়া, বিরাট প্রতিহিংসা, বিরাট লোভ তাঁহার কাছে সমধিক লোভনীয় ছিল। নিরীহ শিশু পরদুঃখকাতর বুদ্ধ বা ভক্ত চৈতন্য বোধ হয় তাঁহার মতে অতি ক্ষুদ্র চরিত্র। স্বার্থত্যাগর মহত্ত্ব তিনি যে একেবারে বুঝিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্যকে তিনি ক্ষমতা ও বাহিরের জাঁকজমকের নীচে স্থান দিয়াছেন।

প্রাচ্য কবিগণ একটা ধর্ম্মের মহিমায় মহীয়ান্ ছিলেন। তাঁহারা ক্ষমতার মোহে একেবারে ভুলিতেন না, তাহা নহে; কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহাদের কাছে অধিক প্রীতিপ্রদ ছিল। চরিত্রকে তাঁহারা ক্ষমতার নিম্নে স্থান দিতে স্বীকৃত ছিলেন না। তাঁহারা তাই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, নায়ক যে কেবল রাজা হইবে, তাহা নহে। নাটকের নায়কগণকে মহৎ করিতে হইলে, সেই রাজার সর্ব্বগুণান্বিত হইবার প্রয়োজন আছে। ভারতে মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন। তাঁহারা যথাসাধ্য স্ব স্ব নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে সর্ব্বগুণান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কবিদ্বয় উক্তরূপে তাঁহাদের নাটকের নায়ককে সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হয়েন নাই। রচনার স্থানে স্থানে নায়কের প্রতি কবিদ্বয়ের উদ্রিক্ত ক্রোধ গৈরিকস্রাবের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে এবং প্রপীড়িতা নায়িকার প্রতি কারুণ্য ও অনুকম্পা ঝলকে ঝলকে

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের পঞ্চম অংকে দেখি, রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবার পূর্বেও (যখন ক্রোধ হইবার কারণ হয় নাই) গৌতমী বলিতেছেন—

"ণাবেক্‌খিদো গুরুঅণো ইমি এ তু এবি ণ পুচ্ছিদো বন্ধু।
এক্কক্সস্সঅ চরিত্র কিং ভণদু এক্ক এক্কস্সিং ॥"

[এই (শকুন্তলা) গুরুজনের কোনও অপেক্ষা করেন নাই এবং আপনিও বন্ধু-বান্ধবকে কোন কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই, অতএব এই (শকুন্তলা এবং আপনার) আচরণ বিষয়ে মহর্ষি কণ্ব কি বলিবেন! যাহা করিয়াছেন, তাহাই সমুচিত বলিয়া জানিবেন।]

ইহা জ্বালাময় ব্যঙ্গ। প্রত্যাখ্যানের পরে শার্ঙ্গরব বলিতেছেন,—

"মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্যমত্তানাম্।"

[ঐশ্বর্যমত্ত ব্যক্তিদিগের এইরূপ মনোবিকার প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকে।]

তাহার পর,—

"কৃতাবমর্ষামনুমন্যমানঃ সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।
মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন ॥"

[আপনি যে এই মুনি-তনয়াকে স্পর্শ করিয়াছেন, মহর্ষি কণ্ব তাহা জানিয়াও এখন ইহাতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। চৌর্যবস্তু যেমন দস্যুকেই প্রদান করা হয়, মহর্ষিও সেইরূপ আপনাকে নিজ তনয়া সম্প্রদান করিয়াছেন।]

তাহার পরে যখন প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা মুখে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন শার্ঙ্গরব তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতেছেন—

"ইত্থং প্রতিহতং চাপল্যং দহতি।"—

[চাপল্য হেতু যে প্রণয় করিয়াছিলে, তাহাই এখন দগ্ধ করিতেছে।]

চাপল্যের ফল; না জানিয়া শুনিয়া গোপনে প্রণয় করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। দুষ্মন্ত তাহাতে আপত্তি করিলে শার্ঙ্গরব কহিলেন,—

"আজন্মঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যস্তস্যা প্রমাণং বচনং জনস্য।
পরাভিসন্ধানমধীয়তে যৈর্বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ ॥"

[যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে শঠতা শিক্ষা করে নাই, সেই ব্যক্তির কথা অপ্রমাণ হইল; আর যাহারা বাল্যাবধি পরপ্রতারণা বিদ্যাস্বরূপ শিক্ষা করিয়াছে তাঁহাদের কথাই সত্য বলিয়া গণ্য হইল!]

যাঁহারা প্রতারণাকে বিদ্যার ন্যায় অভ্যাস করেন, তাঁহাদের কথাই বিশ্বাসযোগ্য বটে। সর্বশেষে যেভাবে গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে একটা রোষ প্রকাশ পায়,—সে রোষ কামুক রাজার প্রতি ও কামুকী শকুন্তলার প্রতি। ঋষিশিষ্য ও ঋষিকন্যার মুখে ও আচরণে এই তীব্রতা দেখিয়া মনে হয়, যে, উহাই কালিদাসের মনোগত ভাব।

ভবভূতিও রামকে অনেক বাঁচাইয়া চলিলেও, তৃতীয় অংকে বাসন্তীর মুখে মনে হয়, তাঁহার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এই ছায়াসীতা-বিষ্কম্ভকে বাসন্তী ব্যঙ্গের মর্মভেদী বাণে রামকে বিদ্ধ করিতেছেন। একবার বলিতেছেন,—

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তামথবা কিমিহোত্তরেণ ॥"

[তুমি আমার জীবনস্বরূপা, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়স্বরূপা, তুমি নেত্রদ্বয়ের কৌমুদী, দেহের অমৃত,—এইরূপ শত শত প্রিয় বাক্য দ্বারা সেই সরলহৃদয়াকে প্রীতা করিয়া—যাক্ আর অধিক কথায় কায নাই।]

তাহার পর যখন রাম বলিতেছেন, "লোকে শুনে না কেন, তাহারাই জানে তখন বাসন্তী বলিতেছেন,—

"অয়ি কঠোর যশঃ কিল তে প্রিয়ং কিমযশো ননু ঘোরতরঃপরম্ !"

[হে নিষ্ঠুর ! যশই তোমার প্রিয় হইল ! (কিন্তু) ইহার অধিক আর কি অযশ হইতে পারে ?—]

পরে বার বার সেই চিরপরিচিত স্থান দেখাইয়া রামকে ভূত-সুখস্মৃতিতে জর্জরিত করিতেছেন।

এরূপ হইবারই কথা। পৃথিবীতে এমন একজন মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, প্রপীড়িতের দুর্ভাগ্যে যাঁহার হৃদয় কাঁদে নাই। যে পাপী, তাহার দুর্ভাগ্যে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। সেইজন্য মাইকেল রাবণের জন্য কাঁদিয়াছেন, মিল্টন শয়তানের দুঃখে কাঁদিয়াছেন। কিন্তু যে নিরাপরাধা প্রপীড়িতা নারী, তাহার দুঃখে ত কাঁদিতেই হইবে। Desdemona-র মৃত্যুর পরে তাঁহার সহচরীর মুখে তীব্র ভর্ৎসনা দৈববাণীর মত শুনায়। শকুন্তলার সেই রোষ গৌতমীর মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বয়ং কামপরবশা হইলেও, তিনি মুগ্ধা তাপসী, নারী—প্রলুব্ধা, পরিত্যক্তা। তাঁহার দুঃখে কবিকে কাঁদিতেই হইবে। আর সীতা—আকাশ-পবিত্র-চরিত্রা, নক্ষত্রের মত ভাস্বরা, সেফালিকার মত সুন্দরী, যূথিকার মত নম্রা, জগতে অতুলনীয়া সীতা, তাঁহার জন্য পশুপক্ষী কাঁদে, কবি কাঁদিবেন না ? ইহার জন্য দেবোপম রামের উপর কবির একটা রোষ আসিয়া পড়ে। ভবভূতিরও আসিয়াছে। সেই রোষ বাসন্তীর মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভবভূতি যে অন্তিমে প্রণয়িযুগলের চিরবিচ্ছেদস্থলে মিলন-সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি নিয়ম-রক্ষার্থ। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম এই যে,—নাটক সুখ-দৃশ্যে শেষ করিতে হইবে। Tragedy সংস্কৃতে হইবার যো নাই। এই নিয়ম সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংবদ্ধ ! যদি নায়ক পুণ্যবান্ হইল ত পুণ্যের ফল দুঃখ হইতে পারে না। পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয় দেখাইতেই হইবে. নহিলে অধর্ম্মের জয় দেখিলে লোকের অধার্ম্মিক হইবার সম্ভাবনা।

আমি এই নিয়মটির অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, বাস্তব জীবনে অধর্ম্মের জয়ই বরং অধিক দেখা যায়। নহিলে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, প্রতারণায় পৃথিবী ছাইয়া পড়িত না। ধর্ম্মের যদি অন্তিমে জয় হইতই, তাহা হইলে, সেই সব উদাহরণ দেখিয়া অধিকাংশ মানুষই ধার্ম্মিক হইত। তাহা হইলে ধার্ম্মিক-হওয়ার জন্য কেহ প্রশংসা পাইত না; মনুষ্য-জীবনে দেখা যায় যে, ধর্ম্ম অনেক সময় আমৃত্যু শির

অবনত করিয়া থাকে, এবং অধর্ম্ম শেষ পর্য্যন্ত উচ্চ শির করিয়া চলিয়া যায়। যীশুখৃষ্টের জীবনও Martyr-দের জীবন তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

একদিন ইংলণ্ডেও Poetic Justice নামে একটি সাহিত্যিক নীতি ছিল। কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের সমুচিত বিকাশ হয় না দেখিয়া ইংরাজ নাট্যকারগণ তাহা এক রকম পরিত্যাগ করিলেন। কারণ, তাহাতে মনুষ্যজীবনের এক দিক্ সাহিত্যে উহ্যই থাকিয়া যায়।

সাহিত্যে যদি অধর্ম্মের জয় ও ধর্ম্মের পরাজয় দেখান যায়, তাহা হইলে কি দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়?—কখনই নহে। ধর্ম্ম তখনই ধর্ম্ম, যখন সে আর্থিক লাভালাভের দিকে লক্ষ্য করে না; যখন সে তাহার দুঃখে দারিদ্র্যে একটা গরিমা অনুভব করে; যখন ধর্ম্ম-পালনের সুখই ধর্ম্ম-পালনের পুরস্কারস্বরূপ গণ্য হয়। Latimer Cranmer যে তেজে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, রাণা প্রতাপ যে বলে আমৃত্যু দুঃখ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহার গরিমা কেবল যে দর্শক ও পাঠককেই মুগ্ধ করে, তাহা নহে। তাহার সৌন্দর্য্য স্বয়ং ত্যাগীও উপভোগ করেন।

স্বর্গে যাইব বলিয়া ধার্ম্মিক হওয়া, ভবিষ্যতে সম্পৎশালী হইব বলিয়া সৎ হওয়া আর প্রত্যুপকার পাব বলিয়া উপকার করার নাম ধর্ম্ম নহে—স্বার্থ-সেবা। মোণ্ডা দেখাইয়া সত্যবাদী হইতে বলা নীতিশিক্ষা দিবার প্রকৃত উপায় নহে। যে শিক্ষা সত্যকে ক্ষুণ্ণ করে, তাহা সত্যের সহিত সংঘাতে বিচূর্ণ হইয়া যায়। তাহাই উচ্চ নীতি-শিক্ষা, যাহা সত্যকে ভয় করে না, আলিঙ্গন করে। নীতিশিক্ষা দিতে হয় ত বলিতে হইবে, "দেখ, চিরদিনই ধর্ম্মের পুরস্কার সম্পদ্ নহে, কখন বা ধর্ম্মের পুরস্কার দুঃখ। কিন্তু সে দুঃখের যে সুখ, তাহার কাছে সম্পদ্ মাথা হেঁট করে।" যে প্রকৃত ধার্ম্মিক, সে ধর্ম্মের কোনও পুরস্কারই চায় না; সে ধার্ম্মিক হইয়াই সুখী। সে যে ধর্ম্মকে ভালবাসে, তাহা ধর্ম্মের পদবী দেখিয়া নহে, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দেখিয়া।

সত্যের অলোপ করিয়া ধর্ম্ম বলবান্ হয় না। ধর্ম্মের পার্থিব অধোগরত সাহিত্যে দেখিয়া, যে ব্যক্তি ধর্ম্মে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছে, সে পিছাইবে না; পিছাইবে সে, যে ধর্ম্মকে পণ্য করিয়াছে, যে ধর্ম্মের বিনিময়ে কিছু চায়।

এই নীতির অনুসরণ করিয়া কালিদাস শেষে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন; ভবভূতি রামের সহিত সীতার মিলন সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কালিদাস মহাভারতের আখ্যায়িকা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, ভবভূতি বিপদে পড়িয়াছেন।

উত্তররামচরিতের সপ্তম অঙ্কে, রাম, লক্ষ্মণ ও পৌরজন বাল্মীকিকৃত সীতার নির্ব্বাসন নাটকের অভিনয় দেখিতেছেন। সেই অভিনয়ে লক্ষ্মণ সীতাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, সীতার ভাগীরথী সলিলে ঝম্পপ্রদান হইতে তাঁহার রসাতলে প্রবেশ অবধি ইঙ্গিতে অভিনীত হইল। রাম—

"ক্ষুভিতবাষ্পোৎপীড়ানির্ভরপ্রমুগ্ধ"

(বিগলিতাশ্রুপ্রবাহ-আকুল মোহপ্রাপ্ত) হইয়া সেই অভিনয় দেখিতে লাগিলেন। সীতা রসা-তলে প্রবেশ করিলে, রাম "হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি চারিত্রদেবতে লোকান্তরং গতাসি" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। লক্ষ্মণ বলিয়া উঠিলেন—

"ভগবন্ বাল্মীকে, পরিত্রায়স্ব, পরিত্রায়স্ব, এষঃ কিং তে কাব্যার্থঃ"

(ভগবন্ বাল্মীকি ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, এ কাব্যের কি প্রয়োজন ?)

নেপথ্যে দৈববাণী হইল,—

"ভো ভো সজঙ্গমস্থাবরাঃ প্রাণভৃতো মর্ত্ত্যামর্ত্ত্যাঃ, পশ্যত ভগবতা বাল্মীকিনানুজ্ঞাতং পবিত্রমাশ্চর্য্যম্ ।"

[হে স্থাবর-জঙ্গম, মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য প্রাণিগণ ! ভগবান্ বাল্মীকির অনুজ্ঞানুষ্ঠিত এই পবিত্র ও আশ্চর্য্য (বিষয়) অবলোকন কর ।]

লক্ষ্মণ দেখিলেন,—

"মন্থাদিব ক্ষুভ্যতি গাঙ্গমম্ভো ব্যাপ্তঞ্চ দেবর্ষিভিরন্তরীক্ষম্ ।
আশ্চর্য্যমার্য্যা সহদেবতাভ্যাং গঙ্গামহীভ্যাং সলিলাদুদেতি ॥"

[গঙ্গাজল যেন মথিত হইয়া ক্ষুব্ধ হইতেছে, অন্তরীক্ষ দেবতা ও ঋষিগণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; কি আশ্চর্য্য ! আর্য্যা (সীতা) গঙ্গা ও পৃথিবী এই দুই দেবীসহ জল হইতে উত্থিতা হইতেছেন ।

আবার নেপথ্যে ধ্বনি হইল,—

"অরুন্ধতি জগদ্বন্দ্যে গঙ্গাপৃথ্বৌ ভজস্ব নৌ ।
অর্পিতেয়ং তবাভ্যাসে সীতা পুণ্যব্রতা বধূঃ ॥"

[জগৎপূজিতা অরুন্ধতি । আমরা গঙ্গা ও পৃথিবী এই উভয়ে পুণ্যব্রতা বধূ সীতাকে আপনার নিকট অর্পণ করিলাম, আপনি (ইহাকে রাম কর্ত্তৃক পরিগৃহীতা করাইয়া) অনুগৃহীত করুন ।]

লক্ষ্মণ কহিলেন, "আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্" । রামকে কহিলেন, "আর্য্য পশ্য পশ্য ।" কিন্তু দেখিলেন যে রাম তখনও মূর্চ্ছিত ।

তাহার পরে প্রকৃত সীতা অরুন্ধতী সহ রামের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সঞ্জীবিত করিলেন । রাম উঠিয়া গুরুজনকে দেখিলেন । গঙ্গার ও বসুন্ধরার সহিত অরুন্ধতী রামের পরিচয় করাইয়া দিলেন ।

"কথং কৃতমহাপরাধো ভগবতীভ্যামনুকম্পিতঃ,"

[কি ! আমি এত বড় অপরাধী হইয়াও দেবীদ্বয়ের অনুকম্পলাভ করিলাম !] বলিয়া রাম তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন । অরুন্ধতী পরে সমবেত প্রজাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"ভোঃ ভোঃ পৌরজানপদাঃ ইয়মধুনা ভগবতীভ্যাং জাহ্নবীবসুন্ধরাভ্যামেবং প্রশংস্য মমারুন্ধত্যাঃ সমর্পিতা পূর্ব্বং চ ভগবতা বৈশ্বানরেণ নির্ণীতপুণ্যচারিত্রা, সব্রহ্মকৈশ্চ দেবৈঃ সংস্তুতা সবিতৃকুলবধূর্দেবযজনসম্ভবা সীতাদেবী পরিগৃহ্যত ইতি কথং ভবন্তো মন্যন্তে ।"

[হে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ ! ইনি (সীতা) সম্প্রতি ভগবতী জাহ্নবী ও পৃথিবী কর্ত্তৃক প্রশংসিতা হইয়া আমার নিকট অর্পিতা হইলেন, এবং পূর্ব্বেও ভগবান্ বৈশ্বানর কর্ত্তৃক পুণ্যচারিত্রারূপে নির্ণীতা ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা, এই সূর্য্যকুলবধূ দেবযজনসম্ভবা সীতা পরিগৃহীতা হউন । এ বিষয়ে আপনারা কি মনে করেন ?]

লক্ষ্মণ কহিলেন—

"এবমার্য্যয়ারুন্ধত্যা নির্ভর্ৎসিতাঃ প্রজাঃ কৃৎস্নশ্চ ভূতগ্রাম আর্য্যাং নমস্করোতি লোকপালাশ্চ সপ্তর্ষয়শ্চ পুষ্পবৃষ্টিভিরুপতিষ্ঠন্তে।"

[আর্য্যা অরুন্ধতী কর্ত্তৃক প্রজাগণ এইরূপে তিরস্কৃত হইল, সমস্ত ভূতগ্রাম আর্য্যাকে নমস্কার করিতেছেন,—এবং লোকপাল ও সপ্তর্ষিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন।]

অরুন্ধতীর আদেশে রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন। লব-কুশ প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনা, আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদের উপর যবনিকা পড়িল।

ভবভূতি এক অঙ্কেই করিলেন—অভিনয়ে বিয়োগ ও বাস্তবে মিলন। কিন্তু হইয়া দাঁড়াইল—বাস্তবে বিয়োগ ও অভিনয়ে মিলন। কারণ, সীতার রসাতলে প্রবেশের পরে এ চাতুরী একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে। অভিনয়ে প্রদর্শিত এই গভীর করুণ-দৃশ্যের পরে কল্পিত মিলন মৃত্যুর পরে উন্মাদের হাস্যের ন্যায় মনে হয়, পরিত্যক্ত নগরীর উপরে প্রভাতের সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হয়, ক্রন্দনের পর ব্যঙ্গের মত প্রতায়মান হয়। কিন্তু ভবভূতি কি করিবেন? মিলন করিতেই হইবে। তিনি কাব্যকলাকে বধ করিয়া অলংকার শাস্ত্রকে বাঁচাইলেন।

কালিদাস বুদ্ধির সহিত এমন বিষয় বাছিয়া লইলেন, যাহাতে কাব্যকলা বা অলংকার শাস্ত্র কাহাকেও বধ করিতে হয় না। ভবভূতি এমন বিষয় বাছিয়া লইলেন, যাহা লইয়া অলংকার শাস্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাটক হয় না।

এ নাটক এইরূপে শেষ করিয়া ভবভূতি শুধু কাব্যকলাকে হত্যা করেন নাই, Poetic Justice-কেও হত্যা করিয়াছেন। একজন অত্যাচারীকে অন্তিমে সুখী দেখিলে পাঠক কি শ্রোতা কেহই সন্তুষ্ট হয় না। ভবভূতি এ নাটকে সেইরূপ করিয়াছেন।

দুষ্মন্ত যে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, কবি দেখাইয়াছেন যে তাহা দুষ্মন্তের দোষজনিত নহে, ভ্রান্তিজনিত। সে ভ্রান্তিও দৈব, তাহাতে দুষ্মন্তের কোন দোষ ছিল না। কিন্তু রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রমাদবশতঃ নহে, স্বেচ্ছায়। প্রজাদের বাক্যে, বিচার না করিয়া, বিশ্রব্ধা, পতিগতপ্রাণা, আজন্ম-দুঃখিনী সীতাকে বনবাসে পাঠাইলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের কষ্ট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কষ্ট তাঁহার নিজের দোষেই হইয়াছিল। রামের কষ্ট হইয়াছিল, বলিয়া সীতা-নির্ব্বাসন ন্যায়বিচার নহে। রাম নিশ্চিত ভাবিয়াছিলেন যে, সীতাকে বনবাস দিয়া তিনি রাজকর্ত্তব্য পালন করিতেছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা করেন নাই। রাজার কর্ত্তব্য নহে—প্রজারা যাহা বলে তাহাই শোনা। রাজার কর্ত্তব্য—ন্যায়বিচার। সীতা পত্নী বলিয়া কি প্রজা নহেন? মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্রকে—প্রজারা চাহিলেই বনবাস দিতে হইবে, কি শূলে দিতে হইবে? Brutus পুত্রের বধের আজ্ঞা দিয়াছিলেন পুত্র দোষী বলিয়া, প্রজা কর্ত্তৃক অভিযুক্ত বলিয়াই নহে। সীতা অভিযুক্তা। রাম জানেন সীতা একান্ত নিরপরাধিনী। প্রজার নিকটও যদি সীতাকে নিরপরাধিনী সপ্রমাণ করিবার প্রয়োজন হইত, তিনি নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে একটা অগ্নিপরীক্ষারও প্রস্তাব করিতে পারিতেন। কিন্তু কথাবার্ত্তা নাই, যেই অভিযোগ, অমনই বনবাস। সীতারও ত একটা অস্তিত্ব আছে। তাঁহাকে

হৃদয়ও অনুভব করে। তাঁহাকে দুঃখ দিবার রামের অধিকার কি ?—এরূপ রাম নিশ্চয়ই সীতাকে আবার পাইবার যোগ্য নহেন। পাইলেন না,—ইহাই Poetic Justice. ভবভূতির রাম প্রজারঞ্জন করিতে গিয়া মহত্তর কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইয়াছেন। সে কর্ত্তব্য ন্যায়-বিচার। তাহা তিনি করেন নাই। তিনি জাগ্রত দিবসে নিরপরাধিনী বিশ্রব্ধাকে বনবাস দিয়া আবার তাঁহাকে পাইবার যোগ্য নহেন। তিনি সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি গড়াইয়াছেন সত্য, তিনি সীতার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে বনে বেড়াইয়াছেন সত্য, কিন্তু সীতার প্রতি ন্যায়বিচার তিনি করেন নাই। তিনি সীতাকে পাইবার যোগ্য নহেন। বাল্মীকি ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবভূতি এই মিলনে একত্র কাব্যকলা ও Poetic Justice উভয়েরই শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারেন যে, সীতা নিজের পাতিব্রত্যে রামকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। আমাদের সুবিবেচনায় এরূপ উক্তি সীতার প্রতি ঘোরতর অপবাদ। সীতা তাঁহাকে হারাইয়াছিলেন, (কি দোষে জানি না) আবার পাইলেন (বিশেষ কি গুণে, তাহাও জানি না।), দোষী এস্থলে সীতা নহেন, দোষী রাম। রাম নিজ দোষে স্বপত্নী হারাইয়াছিলেন,। এরূপ অপবাদ কেবল সীতার প্রতি নয় ; এ দুর্নাম সমস্ত ধর্ম্মনীতির প্রতি। ইহা—ইংরাজীতে যাহাকে বলে adding insult to injury.

(যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের গৃহের আসবাবস্বরূপ দেখেন, যাঁহারা নারীকে একটা স্বাধীন অস্তিত্ব দিতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহারা নারী-জাতিকে কাম-চক্ষে দেখেন, তাঁহারা আমার কথা বুঝিবেন না। যাঁহারা মনে করেন যে, পতি-পত্নীর এই সম্বন্ধ যে স্বামী চরিত্রহীন হইলে স্ত্রী তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবে ও স্ত্রী একবার ভ্রষ্টা হইলে স্বামী তাহার স্কন্ধে কুঠারঘাত করিবে, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আমার এই প্রয়াস নহে।) আমি স্বীকার করি যে, নারী দুর্ব্বল অসহায়, কোমল প্রকৃতি ; পুরুষের অধীনে তাহাকে থাকিতেই হইবে। আমরা জানি যে, পুরুষের চরিত্রশুদ্ধির অপেক্ষা নারীর সতীত্ব দশগুণ অধিক দরকার। কিন্তু তথাপি নারীর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। অন্ততঃ ভারতবর্ষে—অনেক নারী জ্যোতিষ লিখিয়াছেন, রাজ্য শাসন করিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন। নারীজাতিকে তৈজসের মধ্যে ফেলিতে পারি না, তাহাকে উপভোগ্যমাত্র বিবেচনা করিতে পারি না, বরং অনেক বিষয়ে আমরা নারীকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। নারী শারীরিক বলে বা মানসিক উদ্যমে পুরুষ অপেক্ষা হীন বটে, কিন্তু সেবায় ও সহিষ্ণুতায়, স্নেহে ও স্বার্থত্যাগে, ধর্ম্মানুরাগে ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; নারী দুর্ব্বল বলিয়াই পুরুষ তাহার উপর নিয়ত এই অত্যাচার করে।

সভ্যতার অভ্যুদয়ের সহিত নারীর প্রতি পুরুষের সম্মান বাড়িতেছে। কেন না, সভ্যতার সহিত ক্রমে ক্রমে পুরুষের মহৎ প্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ হইতেছে। করায়ত্ত শত্রুর প্রতিও সভ্যজাতি সদয় ব্যবার করে। আর যে জীবনের সঙ্গী, গৃহের জ্যোতি, বিপদে সহায়—সে করায়ত্ত বলিয়া সভ্য পুরুষ কি তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে ! অনেক মনীষীর মতে নারী-জাতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন দ্বারা জাতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব পরিমিত হইতে পারে। যখন এই আর্য্যজাতি জাতীয় উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের পুরুষ-জাতি নারী-জাতীর প্রতি প্রগাঢ়

সম্মান প্রদর্শন করিত। আমরা তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন এই ভবভূতির নাটকেই পাই। রাম সীতাকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন এবং সীতা যখন একটি ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, রাম কহিতেছেন—"আজ্ঞাপয়।" ইহার উপর সভ্য ইংরাজও যাইতে পারেন নাই। সেই জাতির যদি কাহারও আজ এইরূপ ধারণা হয় যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করিলেও চলে, না করিলেও চলে, তাহা হইলে বলিব,—আজ এ জাতির বড়ই দুর্দ্দিন!

রাম-সৈন্যের সহিত লবের যুদ্ধ ভবভূতি পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ড হইতে লইয়াছেন। যুদ্ধ রঙ্গমঞ্চে দেখান যায় না, সেইজন্য ভবভূতি বিদ্যাধরীর কথোপকথনে সে যুদ্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। ভবভূতি তাঁহার নাটকে এই যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন—কবিত্ব হিসাবে। নাটকত্ব হিসাবে এ নাটকে যুদ্ধের অবতারণার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কবিত্ব হিসাবে এই যুদ্ধ-বর্ণনা—অমূল্য! পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইব।

আমরা এই দুইখানি নাটকের গল্পাংশে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখি। প্রথমতঃ দুইখানি নাটকই রাজার প্রণয়-কাহিনী। দ্বিতীয়তঃ দুই নাটকেই প্রণয়িনী অমানুষী-সম্ভবা। তাহার পরে উভয় নাটকেই নায়ক নায়িকাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। দুই-খানিতেই প্রত্যাখ্যাতা নায়িকা দৈবশক্তিবলে মাতালয়ে নীত হইয়া রক্ষিত হইলেন। শকুন্তলা হেমকূট পর্ব্বতে, সীতা রসাতলে। দুটিতেই বিচ্ছেদের পরে নায়িকায় পুত্র হইল, সেই পুত্রই মিলনের উপায়স্বরূপ হইল এবং শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন হইল।

কিন্তু নাটক দুইখানিতে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্য অধিক। শকুন্তলা নাটকে আমরা দেখি যে, এক কামুক রাজা শকুন্তলার রূপ দেখিয়া উন্মত্তবৎ; উত্তরচরিতে একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা সীতার গুণমুগ্ধ। একখানি নাটকের বিষয়—প্রণয়ের প্রথম উদ্দাম উচ্ছ্বাস; আর একখানির বিষয়—দীর্ঘ সহবাসজনিত প্রণয়ের গভীর নির্ভর; একটিতে রাজা কিয়দ্দিনেই নায়িকাকে ভুলিলেন; আর একটিতে নায়ক বিয়োগে কেবল সীতার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। একজনের বহুমহিষী, আর একজন পত্নীকে বনবাস দিয়াও অনন্যপত্নীক।

নায়িকা সম্বন্ধেও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে অনেক বৈষম্য আছে। প্রথমতঃ, শকুন্তলা যুবতী সীতা প্রৌঢ়া। শকুন্তলা তাপসী, সীতা রাজ্ঞী। শকুন্তলা উদ্দাম-প্রবৃত্তি, রাজাকে দেখিয়াই মুগ্ধ, বিবাহে কণ্বমুনির অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে তর সহিল না; সীতা ধীরা, বিশ্রব্ধা, রামের বাহু আশ্রয় করিয়াই চরিতার্থা। শকুন্তলা গান্ধর্ব্বী, সীতা ভর্ত্তৃবিহ্বলা। বস্তুতঃ, শকুন্তলা তাপসী হইয়াও সংসারী, সীতা সংসারী, হইয়াও সন্ন্যাসিনী।

সংক্ষেপে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের নায়ক ও নায়িকা প্রকৃত প্রস্তাবে কামুক ও কামুকী, উত্তরচরিতের নায়ক ও নায়িকা দেব ও দেবী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চরিত্রাংকন

১। দুষ্মন্ত ও রাম

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, মহাভারতের দুষ্মন্ত একজন ভীরু লম্পট মিথ্যাবাদী রাজা! তাঁহার রাজকীয় গুণরাশির মধ্যে কোনও বিশেষত্ব নাই তাঁহার যে গুণ ছিল, সকল রাজারই প্রায় সে গুণ থাকিত। তিনি মৃগয়াশীল, শ্রমসহিষ্ণু, রণশাস্ত্রবিশারদ বীর ছিলেন—কিন্তু তিনি রঘুর মত দিগ্বিজয় করেন নাই; অর্জ্জুনের ন্যায় সমবেত কৌরব সৈন্য পরাজিত করেন নাই। দুষ্মন্তে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নাই, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা নাই, কর্ণের দাক্ষিণ্য নাই, ভীমের বল নাই, লক্ষ্মণের উৎসর্গ নাই, বিদুরের তেজ নাই। দুষ্মন্ত অতি সাধারণ ব্যাপার।

কালিদাস তাঁহার এই নাটকে দুষ্মন্তকে অনেক উঠাইয়াছেন, অনেক বাঁচাইয়া গিয়াছেন; তথাপি প্রকৃতপ্রস্তাবে একটা নির্দ্দোষ চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর সুপেশী ও বিশাল বটে এবং তিনি মৃগয়াশীলও বটে—

"অনবরতধনুর্জ্যাস্ফালনক্রূরকর্ম্মা
রবিকিরণসহিষ্ণুঃ স্বেদলেশৈরভিন্নঃ
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি ॥"

[আতপসহিষ্ণু ও অনবরত শরাসন আকর্ষণ দ্বারা নিয়তই প্রাণিহিংসারূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতেছেন, তজ্জন্য ঘর্ম্মোদ্গমও হইতেছে না, এই সমস্ত কারণে দেহ সবিশেষ ক্ষীণ হইলেও অত্যন্ত আয়ত বলিয়া সেই কৃশতা অনুভূত হইতেছে না, তথাপি ইনি পার্ব্বতীয় মাতঙ্গের ন্যায় মহাসারবিশিষ্ট বলিয়াই অনুভূত হইতেছেন।]

কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ হয়?—ইহাতে এইমাত্র প্রমাণ হয় যে, তিনি বিলাসে মগ্ন হইয়া দিবারাত্র অন্তঃপুরে বাস করেন না; তিনি শ্রমসহিষ্ণু। কিন্তু ইহা দোষ-হীনতা; গুণ নহে। এই শ্রমসহিষ্ণুতা দ্বারা তিনি কোনও মহৎ কার্য্য সাধন করেন নাই। মৃগয়া করিতেছেন,—ব্যাঘ্র কি ভল্লুক নহে, পলায়মান হরিণ। আর এই মৃগয়াকে মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ ব্যসন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—যাহার জন্য সেনাপতি ইঁহার স্বপক্ষে ওকালতী করিতেছেন—

"মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহযোগ্যং বপুঃ
সত্ত্বানমপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ ॥"

[মৃগয়া দ্বারা মেদের অপনয়ন হেতু উদর ক্ষীণ হইয়াছে, তজ্জন্য শরীরও লঘু এবং উৎসাহবিশিষ্ট হইয়াছে এবং প্রাণিগণের ভয় ও ক্রোধ জন্মিলে তাহাদের কিরূপ চিত্ত-বিকার হয়, তাহাও জানিতে পারা যায়, আর ইহাতে চঞ্চলক্ষ্যভেদ করিতে পারিলে ধনুর্দ্ধারীদিগের বিশেষ হর্ষের নিমিত্ত হইয়া থাকে। (অতএব মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ যে মৃগয়াকে ব্যসন বলিয়া দোষ দিয়াছেন, তাহা অযথার্থ বলিয়াই বোধ হইতেছে, এরূপ আমোদ আর কোথাও নাই।]

কিন্তু ইহা বড়ই ক্ষীণ যুক্তি। প্রাণিগণের চিত্তবিকার সম্বন্ধে জ্ঞান মৃগয়ায় যেরূপ হয়, তাহার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। Darwin কিংবা Lubbuck মৃগয়া দ্বারা ইতর প্রাণিগণের চিত্তবিকারাদি অবগত হয়েন নাই, অবক্ষণ করিয়া তাঁহাদের এ সব জানিতে হইয়াছিল। মৃগয়ায় মানুষ মেদশ্ছেদকৃশোদর হয় বটে, কিন্তু প্রাণিহত্যা না করিয়াও বহুবিধ ব্যায়াম দ্বারা তাহা সংসাধিত হয়; এবং পৃথিবীতে চিত্তবিনোদনের উপায়েরও অভাব নাই। বস্তুতঃ সেনাপতি এ যুক্তিটুকু না দিলেও নাটকের সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হানি হইত না।

তাহার পরে কালিদাসের দুষ্মন্ত রাক্ষসের অত্যাচার নিবারণের জন্য কণ্বমুনির আশ্রমে কতিপয় দিবস যাপন করিতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক সেই জন্যই তিনি সে আশ্রমে বাস করিতে স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। বিদূষক উচিত কথাই বলিয়াছিল যে,—'এটি আপনার অনুকূল গলহস্ত।'

তদুপরি, রাজা মধ্যে মধ্যে এক একবার হুংকার দিতেছেন বটে। যেমন তৃতীয় অঙ্কের শেষে—

"ভো ভোস্তপস্বিনঃ মা ভৈষ্ট মা ভৈষ্ট
অয়মহমাগত এব" ইত্যাদি।"

[হে তপস্বিগণ! ভয় করিবেন না, ভয় করিবেন না! এই আমি উপস্থিত হইয়াছি।]

কিন্তু সে শৌর্য্য শরতের মেঘের মত—গর্জ্জে, বর্ষে না। তাঁহার কোনও বীরত্ব পুস্তকমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই। কেবল হুংকারমাত্র। কেবল সপ্তম অঙ্কে একবার দেখি, তিনি দানব দমন করিয়া স্বর্গ হইতে ফিরিতেছেন। কিন্তু সে ব্যাপার মাতলি যেরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা দুষ্মন্তের পক্ষে বড় গৌরবের কথা নহে—

"সখ্যুস্তে স কিল শতক্রতোরবধ্য-
স্তস্য ত্বং রণশিরসি স্মৃতো নিহন্তা।
উচ্ছেত্তুং প্রভবতি যন্ন সপ্তসপ্তি-
স্তন্নৈশং তিমিরমপাকরোতি চন্দ্রঃ॥"

[সেই দানব] ত্বদীয় সখা পুরন্দরের অবধ্য। আপনিই রণমধ্যে তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন, ইহা অবধারিত হইয়াছে। দেখুন, যে নৈশঃ তমঃ বিনাশ করিতে দিবাকর সক্ষম হন না, চন্দ্রমা সেই অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন।]

সে দানবগণকে দেবরাজ বধ করিতে পারেন না যে, এরূপ নহে—তাহারা দেবরাজের অবধ্য—যেরূপ গোজাতি হিন্দুর অবধ্য। এবং দেবরাজের শৌর্য্য দিবাকরের ন্যায়, আর দুষ্মন্তের শৌর্য্য নিশাকরের ন্যায়, এরূপ স্তোকবাক্য মাতলি উহ্য রাখিলে দুষ্মন্ত বোধ হয় সমধিক তুষ্ট হইতেন। দেবরাজ তাঁহার প্রতি প্রকাশ্য সভায় বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে ইন্দ্রের সৌজন্য।

দুষ্মন্তের আর একটি গুণ এই যে, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও বিপ্রবাক্যে আস্থাবান্ ছিলেন। কিন্তু সেরূপ আস্থাবান্,—ভারতের সকলেরই ছিল। তাহাতে কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নাই। বরং দেখি, তিনি মহর্ষির আশ্রমে অতিথি থাকিয়া শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করায়—ঋষিদিগের প্রতি একটা প্রকাণ্ড বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন

এবং এক মহর্ষি'র পুণ্যাশ্রম কলুষিত করিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসার উচিত ছিল শাপ দুষ্মন্তকে দেওয়া। প্রতারিতা শকুন্তলাকে তিনি ক্ষমাও করিতে পারিতেন।

তাহার পরে দুষ্মন্ত মাতৃ-আজ্ঞা রাখেন বটে—কিন্তু বয়স্যকে দিয়া। "সখে মাধব্য! ত্বমপাস্মাভিঃ পুত্র ইব গৃহিতঃ" বলিয়া অপ্রীতিকর কার্য্যে মাধব্যকে সরাইলেন, স্বয়ং চলিলেন—"তপোবনরক্ষার্থম্ নহে—সেটা মিথ্যা কথা। তিনি চলিলেন শকুন্তলার সহিত প্রেমসম্ভাষণ করিতে। এই দ্বিতীয় অঙ্কেই রাজার সত্যবাদিতার পরিচয় পাই, তিনি বয়স্যকে বুঝাইলেন,—

"ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সহ
বর্দ্ধিতো জনঃ।
পরিহাসবিজল্পিতং সখে পরমার্থেন ন
গৃহ্যতাং বচঃ॥"

[সকল কলাভিজ্ঞ নাগরিক বিষয়ী পুরুষ আমরাই বা কোথায়, আর যাহাদের কামভাব আবির্ভূত হয় নাই, মৃগশাবকের সহিত বর্দ্ধিত সেই ব্যক্তিগণই বা কোথায়? অতএব হে সখে! তোমার নিকট যাহা বলিলাম, ইহা সমস্তই অলীক পরিহাস বলিয়া জ্ঞান করিবে, যথার্থ মনে করিও না।]

মহিষীদিগের অসূয়ার ও ভর্ৎসনার ভয়, রাজার এখন হইতেই হইয়াছে। কালিদাস হাজারই ঢাকুন, হাজারই রং মাখান, মনের পাপ যাইবে কোথায়! কালিদাস মহাকবি। এ ব্যাপারে যেরূপ মনের অবস্থা ঘটিবে, তাহা তাঁহাকে দেখাইতেই হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা তাঁহার লেখনীর মুখ দিয়া বাহির হইবেই।

প্রথম অঙ্কে দেখি, রাজা নিজের পরিচয় গোপন করিয়া শকুন্তলার সমক্ষে মিথ্যা কহিতেছেন। অথচ নিজে চোরের মত লুকাইয়া সমস্ত শুনিলেন এবং যেটুকু বাকী রহিল, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন। এ স্থলে রাজার লুকাইয়া শোনায় ও মিথ্যা পরিচয় দেওয়ায় কি সদুদ্দেশ থাকিতে পারিত! প্রবঞ্চনা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে লোকে করে না। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ শকুন্তলাকে একটু যাচাইয়া লওয়া। আমি মহারাজ, এ কথা হঠাৎ বলিলেই শকুন্তলা প্রাণ খুলিয়া আর কথা কহিতেন না। অতএব বিবাহের পূর্ব্বে একটু রসিকতা করা যাক্।—এইরূপে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

কালিদাসের দুষ্মন্তের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ দেখিতে পাই যে, তিনি ধর্ম্মভীরু। এমন কি, তাঁহার যাহা প্রধান কলঙ্কের কথা—শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান—কালিদাস ধর্ম্মভয়কেই তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলাকে যখন তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেছেন, তখন তিনি বলিতেছেন,—

"ভোস্তপস্বিনঃ চিন্তয়ন্নপি ন খলু।
স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি তৎ
কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং
মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।"

[তপস্বিগণ! চিন্তা করিয়াও দেখিলাম, ইহাকে যে কোনও কালে বিবাহ করিয়াছি, এরূপ স্মরণ হইতেছে না; তবে কিরূপে আমি গর্ভবতী কামিনীকে গ্রহণ করিয়া আপনাকে অক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিব?]

কিন্তু ইহাতে তাহার চরিত্রের মাহাত্ম্য বিশেষ বাড়ে না। প্রত্যেক ভদ্রব্যক্তিরই আচরণ এইরূপ। সুন্দরী রমণী দেখিলেই যাহার কামের উদ্রেক হয় এবং হইলেও যে ব্যক্তি তাহাকে দমন করিতে না পারে, সে মনুষ্যপদবাচ্য নহে, সে পশু। কালিদাসেরই মতে, রঘুবংশীয় প্রত্যেক রাজারই "মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি।" ইহাতে অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই।—Byron-এর Don Juan সংসারে বিরল। প্রায় প্রত্যেক সভ্য ব্যক্তিই পরদারকে মাতা বলিয়া জানে। এরূপ না হওয়াই নিন্দার কথা, হওয়ায় প্রশংসার বিষয় বিশেষ কিছু নাই।

কালিদাস তাঁহার দুষ্মন্তকে গুটিকতক মনোহর সদ্‌গুণে ভূষিত করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, কালিদাস দুষ্মন্তকে একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর-রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা স্বচিত্রিত শকুন্তলাচিত্র দেখিয়া, উৎকৃষ্ট চিত্রের লক্ষণ কি তাহা বিদূষককে কহিয়া দিতেছেন—

"অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব
নাভিঃ স্থিতা
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো
ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং
স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং
প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ
বক্তীব মাম্॥"

[আরও এই চিত্র-ফলক সমতল হইলেও উহার স্তনযুগল উন্নতের ন্যায় এবং নাভিদেশ নীচ ও প্রকোষ্ঠে বলয় অতি উন্নত বলিয়া প্রতীত হইতেছে, আর তৈলাক্ত বর্ণের শান্তি-বিশেষ হেতু অঙ্গে এই দৃশ্যমান মৃদুতা স্থায়িরূপে প্রকাশমান হইতেছে ও ও প্রণয়বশে যেন আমার মুখমণ্ডল ঈষৎ অবলোকন করিতেছেন ও মৃদু মৃদু হাস্য সহকারে আমাকে যেন কি বলিতেছেন।]

সেই চিত্র দেখিয়া স্বয়ং চিত্রার্পিত শকুন্তলাকে প্রকৃত শকুন্তলা বলিয়া মিশ্রকেশীর ভ্রম হইতেছে। পরিশেষে সেই চিত্র দেখিতে দেখিতে স্বয়ং চিত্রকরের ভ্রমোন্মাদ হইল। তিনি শকুন্তলা-বদনকমলাভিলাষী চিত্রিত মধুকরকে দেখিয়া কহিতেছেন—

"অয়ি ভোঃ কুসুমলতাপ্রিয়াতিথে! কিমত্র পরিপতনখেদমনুভবসি।
এষা কুসুমনিষণ্ণা তৃষিতাপি সতী ভবন্তমনুরক্তা।
• প্রতিপালয়তি মধুকরী ন খলু মধু ত্বাং বিনা পিবতি॥"

[ওহে কুসুমলতার প্রিয় অতিথি! এখানে উড়িয়া বসিবার কষ্ট অনুভব করিতেছ কেন? —এই কুসুম-লতায় নিষণ্ণা তোমার প্রতি অনুরক্তা মধুকরী তৃষিতা হইয়াও তোমার অপেক্ষা করিতেছে, তোমা ব্যতিরেকে সে মধুপান করিতেছে না।]

তথাপি মধুকর উড়িয়া গেল না দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতেছেন—

"ভো ন মে শাসনে তিষ্ঠসি, শ্রূয়তাং তর্হি সম্প্রতি হি—
অক্লিষ্টবালতরুপল্লবলোভনীয়ং পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং দশসি চেদ্‌ভ্রমরপ্রিয়ায়া ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্॥"

[তুমি আমার শাসন মানিলে না, তবে এখন শোন। হে ভ্রমর! আমি সুরতোৎসব-সময়ে, অম্লান অথচ নূতন তরুপল্লবের ন্যায় লোভনীয় প্রিয়ার যে বিম্বাধর অতি সদয়ভাবে পান করিতাম, তুমি যদি তাহাতে নিষ্ঠুররূপে দংশন কর, তবে এখনি আমি তোমাকে কমলের উদরমধ্যে বন্ধন করিয়া ফেলিব।]

বিদূষক দেখিলেন, রাজার চিত্তবিভ্রম হইয়াছে। তাই ভীত হইয়া রাজাকে বুঝাইলেন—

"ভো, চিত্তং ক্খু এদাং।" [মহারাজ! এ যে চিত্র।]

তখন রাজার চমক ভাঙ্গিল—"কথং চিত্রম্!"

এরূপ চিত্রনৈপুণ্য যাহার, তিনি একজন সাধারণ চিত্রকর নহেন।

পঞ্চম অঙ্কে একটি অপূর্ব মধুর শ্লোকে রাজার চরিত্রের আর এক দিক দেখি। শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া আসিয়া রাজা তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজসভায় বসিয়া নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি শুনিতেছেন। শুনিতে শুনিতে রাজা বিভোর হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিতেছেন—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"

[জীবগণ সুখে থাকিলেও মনোহর বস্তু দর্শন এবং সুমধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া যে উৎকণ্ঠিত-চিত্ত হয়, তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের স্বভাবতঃ নিশ্চল জন্মান্তর-সৌহৃদ্য অজ্ঞানপূর্বক মনে মনে স্মরণ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।]

রাজার কি যেন মনে পড়িতেছে, অথচ পড়িতেছে না। তিনি অগাধ সুখে একটা অগাধ বিষাদ অনুভব করিতেছেন; কেহ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই একটি শ্লোকে শকুন্তলার প্রতি তাহার সমাচ্ছন্ন প্রেম ও তাহার সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞান আমরা একত্র সম্মিলিত দেখিতে পাই। এ প্রেম যেন দুর্বাসার অভিশাপকেও ছাপাইয়া উঠিতেছে। এ সঙ্গীত তত্ত্বজ্ঞান যেন কবির কবিত্বকেও ছাপাইয়া উঠিতেছে। চিন্তা ও অনুভূতি, বিরহ ও মিলন, স্থৈর্য ও উচ্ছ্বাস এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। যেন তরঙ্গায়িত নীল সমুদ্রের উপর প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে, ঘনকৃষ্ণ মেঘের উপরে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, ললিত জ্যোৎস্নার উপর বনানীর ছায়া আসিয়া লাগিয়াছে। Shakespeare এক স্থানে বলিয়াছেন—

"If music be the food of love, play on:
Give me excess of it, that surfeiting
The appetite may sicken and so die
That strain again; it had a dying fall
O it came o'er my ear like the sweet south,
That breathes upon a bank of violets
Stealing and giving odour."

অতি সুন্দর। কিন্তু তাহাও এই শ্লোকের কাছে লাগে না। এতখানি অর্থ তাহার মধ্যে নাই। একসঙ্গে বিজ্ঞান ও কবিত্ব তাহাতে নাই। একসঙ্গে পূর্বজন্ম ও

ইহজন্ম তাহাতে নাই। একসঙ্গে অপ্সরার নৃত্য ও মর্ত্ত্যের বেদনা, প্রভাতের আশা আর সন্ধ্যার বিষাদ, মাতার রোদন ও শিশুর হাস্য তাহাতে নাই।—শ্লোক অতুল।

ষষ্ঠ অঙ্কে রাজার একটি প্রকৃত রাজকীয় সদ্‌গুণ দেখি। তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন ; পঞ্চম অঙ্কের বিষ্কম্ভকে রাজার রাজ্যশাসনপ্রথার একটি নমুনা পাই।

নগরপালকের শ্যালক ও রক্ষিদ্বয় এক ধীবরকে বাঁধিয়া আনিতেছে। ধীবর রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরী কোথা হইতে পাইল? ধীবর বুঝাইতেছে যে, এক রোহিত মৎস্যের উদরে সে অঙ্গুরীটি পাইয়াছে। নগরপালের শ্যালক অঙ্গুরীয়টি ঘ্রাণ করিয়া দেখিল ; 'হাঁ, ইহাতে মৎস্যের গন্ধ আছে বটে' বলিয়া সে অঙ্গুরীয়টি লইয়া রাজার কাছে গেল। ইত্যবসরে, ধীবরকে মারিবার জন্য রক্ষিদ্বয়ের হাত শুড়্‌শুড়্‌ করিতেছে (এটা রক্ষীদের চিরকালই করে, দেখা যাইতেছে)। তাহার পর নগরপালের শ্যালক পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিল, "নিগতং এদম্।" অমনই ধীবর মনে করিল, "গিয়াছি—হা হতোঽস্মি।" তাহার পর নগরপালের শ্যালক ধীবরকে মুক্ত করিয়া দিতে কহিল এবং ধীবরকে রাজদত্ত পারিতোষিক দিল। রক্ষী কহিল যে, বেটা যমের বাড়ী থেকে ফিরে এল—বলিয়া যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ধীবরকে ছাড়িয়া দিল। ধীবর শূলদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল দেখিয়া রক্ষীদের যে বিশেষ ক্ষোভ হইয়াছিল, তাহা তাহার পরেই দেখিতে পাই। ধীবর সেই পারিতোষিকের অর্দ্ধেক রক্ষিদ্বয়কে মদ খাইবার জন্য দিলে, তবে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপন হইল।

দেখা যাইতেছে যে, তখনও পুলিশের প্রভাব এখনকার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ছিল না। কয়েদীকে মারিবার জন্য তখনও তাহাদের হাত শুড়্‌শুড়্‌ করিত। মানুষের স্বভাব! ইতরলোকের হস্তে শক্তি, বালকের হস্তে তরয়ারি, ঘাতকের হস্তে বল, ইহাদের প্রায়ই একই অবস্থা ঘটে। তাহার পরে তখনকার পুলিসের যে শুধু মারিতে নয়, উৎকোচ গ্রহণ করিতেও হাত শুড়্‌শুড়্‌ করিত তাহাও এই দৃশ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত পশুবৎ মনুষ্যও দুষ্মন্তের রাজত্বে দূরে হইতেও অপ্রিয় রাজাজ্ঞা পালন করিতে ইতস্ততঃ করে না। রাজার এইরূপ দৃঢ় কঠোর শাসন।

এই নাটকে রাজার আর একটি কোমলত্ব দেখি। দেখি—তিনি রাজ্ঞীদিগকে দস্তুরমত ভয় করেন। শকুন্তলার চিত্র দেখিতে দেখিতে রাজ্ঞী আসিয়া পড়িলে তিনি ভয়ে চিত্রখানি লুকান, রাজ্ঞীদের ভয়ে বয়স্যকে মিথ্যা করিয়া বলেন যে, তাঁহার কথিত শকুন্তলা-বৃত্তান্ত সমস্ত অমূলক পরিহাস ; বিরহে রাজ্ঞীদের সমক্ষে সহসা অসতর্ক মুহূর্তে শকুন্তলার নাম করিয়াই লজ্জায় অধোমুখ হয়েন।—ইহাকে গুণ বলিব কি দোষ বলিব, তাহা জানি না। সময়বিশেষে ইহা গুণ, এবং সময়বিশেষে ইহা দোষ।

দুষ্মন্তের চিত্রনৈপুণ্য ও সঙ্গীতাভিজ্ঞতা, উভয়ই কলাবিদ্যায় পারদর্শিতামাত্র, চরিত্রের গুণ নহে। তাঁহার চরিত্রে বিশেষ এমন কোন গুণরাশি নাই, যাহাতে তাঁহাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। মহাভারতের দুষ্মন্ত-চরিত্রের উপর কালিদাস গিয়াছেন বটে ; তথাপি তিনি দুষ্মন্ত-চরিত্রকে একটি আদর্শ-চরিত্র করিতে প্রয়াসী হন নাই—এবং যদি হইয়া থাকেন ত কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার ন্যায় অতিথি কোনও গৃহে বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁহার ন্যায় অতিথি কোনও নারী শিবের কাছে বর চাহিবেন

না। তাঁহার ন্যায় বীর কোনও দেশে বরণীয় হইবেন না। তাঁহার মত রাজা হউক বলিয়া কোনও প্রজা ঈশ্বরের কাছে মাথা খুঁড়িবে না।

এই ব্যক্তি এই জগদ্বিখ্যাত নাটকের নায়ক। পাঠক কহিবেন, তবে কি হইল? এ দুষ্মন্ত-চরিত্রের যদি কোন বিশেষত্ব নাই, তবে এ নাটক এত জগদ্বিখ্যাত নাটক হইল কি প্রকারে! তাহার উত্তর এই যে, দুষ্মন্ত এইরূপ সামান্য-চরিত্র হইলেও কালিদাস তাঁহাকে লইয়া খেলাইয়াছেন চমৎকার। তাহাই এখন দেখাইব।

এই নাটকের বস্তুতঃ তিন ভাগ। প্রথম ভাগ প্রথম তিন অঙ্কে—প্রেম। দ্বিতীয় ভাগ চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে—বিচ্ছেদ। তৃতীয় ভাগ শেষ দুই অঙ্কে—মিলন। প্রথম ভাগে রাজার পতন, দ্বিতীয় ভাগে উঠিবার চেষ্টা, তৃতীয় ভাগে উত্থান।

দুষ্মন্তের চরিত্রের মাহাত্ম্য তাঁহার এই পতনে ও উত্থানে। মৃগয়াসূত্রে আশ্রমে প্রবেশ করিবার পর শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার যতদূর সম্ভব পতন হইল। লুকাইয়া শোনা, মিথ্যা করিয়া আত্মপরিচয় দেওয়া, শকুন্তলাকে দেখিয়াই আপনার উপভোগ্যা নারী বিবেচনা করা, মাতৃ-আজ্ঞায় উদাসীন হওয়া ও মাধব্যকে ছল করিয়া রাজধানী পাঠান এবং মিথ্যা বলা, এবং বিবাহান্তে কণ্বমুনির আগমনের পূর্ব্বেই চোরের মত পলায়ন করা—যতরূপ গর্হিত কাজ করা সম্ভব, তিনি করিয়াছেন। পাপাচারে কেবল একটি মাত্র পুণ্যের রেখা—তাঁহার গান্ধর্ব্ব বিবাহ। একমাত্র ইহাই তাঁহাকে প্রথম তিন অঙ্কে অনন্ত নিরয় হইতে রক্ষা করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার উঠিবার পথ রাখিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম অঙ্কে দেখি, রাজধানীতে আসিয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়াছেন;—পতনের চরম সীমা। এই অঙ্কে দেখি রাজা সেই বিস্মৃতি-সাগরে মগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন একবার উপরে উঠিতেছেন, আবার ডুবিয়া যাইতেছেন! শকুন্তলা সভায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেও রাজা সঙ্গীত শুনিয়া উন্মনা হইতেছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার বর্ত্তমানে অতীত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। শকুন্তলা তাঁহার সভায় আসিলে সম্মুখে যখন ঋষিগণ শপথ করিতেছেন যে, শকুন্তলা তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যা—তাঁহার তখন সন্দেহ হইতেছে,—"কিমত্রভবতী ময়া পরিণীত-পূর্ব্বা।" কিন্তু স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। শকুন্তলার "নাতিপরিস্ফুট শরীরলাবণ্য" দেখিতেছেন, তাঁহার লোভ হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ভাবিতেছেন, "ভবত্যানিৰ্ব্বর্ণ্যং খলু পরকলত্রম্।" শকুন্তলার উন্মুক্ত বদনমণ্ডল দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—

> "ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
> প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবস্যন্।
> ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
> ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্॥"

[এইরূপে উপনীত অম্লানকান্তি মনোহর রূপ পূর্ব্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম কি না? এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া, নিশাবসানে ভ্রমর যেমন মধ্যভাগে তুষারবিশিষ্ট কুন্দপুষ্পকে তৎক্ষণাৎ ভোগ করিতে বা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আমিও ইহার বিষয়ে ঠিক সেইরূপ হইয়াছি।]

তথাপি তিনি ধর্ম্মপথ হইতে একপদও বিচলিত হইতেছেন না। শকুন্তলা যখন বলিতেছেন—

"পোরব জুত্তং ণাম তুহ পুরা অস্সমপদে সব্ভাবত্তাণহিঅঅং ইমং জণং তধাসম অপুব্বঅং সম্ভাবিঅ সম্পদং ঈদিসেহি অক্খরেহিং পচ্চাক্খাদুং।"

[পোরব ! পূর্বে আপনি আশ্রম-স্থানে আমার মন প্রণয়-প্রবণ দর্শন করিয়া, নিয়মপূর্বক গ্রহণ করতঃ সম্প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাক্ষর কিরূপে ব্যক্ত করিতেছেন ? ইহা কি আপনার উচিত হইতেছে ?]

তখন রাজা কর্ণে হাত দিয়া কহিলেন,

"শান্তং শান্তম্।
ব্যপদেশমাবিলয়িতুং সমীহসে মাঞ্চ নাব পাতয়িতুম্।
কূলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমোঘং তটতরুঞ্চ ॥"

[ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হয়। কূলঙ্কষা নদী যেমন বিমল সলিলরাশি কলুষিত করে এবং তটস্থ তরুসকলকেও নিপাতিত করিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ আমার সদাচারকে কলুষিত এবং আমাকেও নিপাতিত করিবার অভিলাষ করিতেছ।]

তৎপর শকুন্তলা যখন অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান দেখাইতে চাহিলেন, রাজা উঠিতে চেষ্টা করিলেন,—"প্রথমঃ কল্পঃ।" যখন শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইতে অসমর্থ হইলেন, রাজা কহিলেন—

"ইত্থং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।"

[এই কারণেই লোকে বলিয়া থাকে যে, স্ত্রীজাতি প্রত্যুৎপন্নমতি।]

তাহার পর অবিশ্বাসের ঢেউ আসিয়া তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তিনি এতদূর নিম্নে নামিয়া গেলেন যে, সমস্ত স্ত্রীজাতিকে (তাহার মধ্যে তাপসী গৌতমী একজন) তিনি তীব্র ব্যঙ্গে আক্রমণ করিলেন—যাহা উদ্ধৃত করিতে আমি ঘৃণা বোধ করি। তাহার পর শকুন্তলা তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলে, তাঁহার বিভ্রমবিবর্জিত রোষরক্তিম বদন দেখিয়া আবার রাজার সন্দেহ হইতেছে—

" ন তির্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোঽতিপরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকাশবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥"

অপিচ সন্দিগ্ধবুদ্ধিং মামধিকৃত্য অকৈতবমিবাস্যাঃ কোপঃ সম্ভাব্যতে। তথাহ্যনয়া—

"মষ্যেবমস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ
বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষয়া স্মরস্য।"

[ইনি বক্রভাবে অবলোকন করিতেছেন না, ইঁহার চক্ষুও অতিশয় লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বাক্যও অত্যন্ত নিষ্ঠুরাক্ষরবিশিষ্ট এবং উহা লক্ষ্যীকৃত মাদৃশ পুরুষ-গণের প্রতি সঙ্গত হয় না।...অপিচ, ইঁহার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অকারণে আমার প্রতি এই রমণীর এরূপ কোপ কখন সম্ভব হয় না। আমি যে ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে কি এই কামিনী

মদনানলে সন্তপ্ত হইয়াছে ?···কি আশ্চর্য্য ! মদনের মাহাত্ম্য কালজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিকল করিয়া থাকে ।]

তৎপরে দুষ্মন্ত আবার বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইলেন ।

এই অঙ্কে দেখি, হাঁ, রাজা দুষ্মন্ত কামুক হউন, মিথ্যাবাদী হউন,—একটা মানুষ বটে । সম্মুখে অসামান্য রূপবতী যুবতী পতিত্ব ভিক্ষা করিতেছে । কখনও কাতর-স্বরে, কখনও তর্জ্জনে গর্জ্জনে সেই রূপ—যাহাতে "দূরীকৃতাঃ উদ্যানলতা বনলতাভিঃ" ; সেই রূপ—যাহা "মানুষেষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ" ; সেই রূপ—যাহা দেখিয়া তিনি কামুকের কাজ করিয়াছিলেন, আতিথ্যের অবমাননা করিয়াছিলেন, ঋষির অভিশাপভয় তুচ্ছ করিয়াছিলেন, সেই রূপ এখনও ম্লান হয় নাই, এখনও শরীরলাবণ্য নাতিপরিস্ফুট । সে আসিয়া পতিত্ব ভিক্ষা চাহিতেছে । কিন্তু অপর দিকে ধর্ম্মভয় । ঋষি ও ঋষিকন্যা সম্মুখে কখনও মিনতি করিয়া রাজাকে শকুন্তলার জন্য কহিতেছেন, কখনও বা বিনিপাতের ভয় দেখাইতেছেন ! কিন্তু রাজা কি করিবেন, অপর দিকে ধর্ম্মভয় । একদিকে অমানুষীসম্ভব রূপ, ঋষির ক্রোধ, নারীর অনুনয় ; আর একদিকে ধর্ম্মভয় ।

তিনি ডুবিতেছেন, কিন্তু সন্তরণদক্ষ হস্তে উঠিবার জন্য প্রয়াস করিতেছেন, পারিতেছেন না । একটা দৈববল তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তিনি সেই কুজ্ঝটিকা হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন ; যেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ প্রবলবিক্রমে লৌহপিঞ্জর চূর্ণ করিতে উদ্যত, এমন সময়ে তাহার প্রভুর গর্জ্জন শুনিয়াই অস্ফুট করুণ শব্দে শির নত করিতেছে । দুষ্মন্ত মন্ত্রমুগ্ধ ফণীর মত দীপ্তশ্বাসে ফণা বিস্তার করিয়াই ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন । এরূপ দৃশ্যে একটা মোহ আছে, উল্লাস আছে । হাঁ, দুষ্মন্ত একটা মানুষ বটে ।

এই পঞ্চম অঙ্কে একটি অপূর্ব্ব জিনিস দেখি । দেখি, অলক্ষ্যে একটা যুদ্ধ হইতেছে । একদিকে ক্ষত্রিয়ের তেজ, আর একদিকে ব্রাহ্মণের তেজ, ঋষিশিষ্যদ্বয় ও ঋষিকন্যা গৌতমী দুষ্মন্তকে কি ভর্ৎসনাই না করিয়াছেন । দুষ্মন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন না কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে এক পদ স্খলিত হইতেছেন না । অথচ ব্রাহ্মণের অভিশাপও শিরে বহন করিতে হইতেছে, ফেলিতে পারিতেছেন না—অপূর্ব্ব !

আমি শকুন্তলার এই পঞ্চম অঙ্ক জগতের নাট্য-সাহিত্যে অতুল্য বিবেচনা করি গ্রীক নাটকে এইরূপ পড়ি নাই, ফরাসী নাটকে পড়ি নাই, জার্ম্মান নাটকে এইরূপ দৃশ্য পড়ি নাই, ইংরাজী নাটকে পড়ি নাই ।

ষষ্ঠ অঙ্কে দেখি যে, শকুন্তলার সহিত পরিণয়-বৃত্তান্ত বিরহী রাজার স্মরণ হইয়াছে বসন্তোৎসব আসিয়াছে । তথাপি রাজভবন নিরুৎসব । চেটীদ্বয় কামদেবের অর্চ্চনার জন্য আম্রমুকুল পাড়িতেছে । কঞ্চুকী আসিয়া নিষেধ করিলেন । রাজা রাজ্যে বসন্তোৎসব রহিত করিয়া দিয়াছেন ।

তাহার পরে কঞ্চুকী তাহাদের কাছে রাজার চিত্তের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন—

"রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং
সেব্যতে শয্যোপান্তবিবর্ত্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপাঃ ।
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীড়াবনম্রশ্চিরম্ ॥"

[এখন তিনি সমস্ত রম্য-পদার্থের প্রতিই বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছেন এবং এখন আর পূর্ব্বের মত অমাত্যাদিরাও প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করিতেছে না। রাত্রিকালে তাঁহার নিদ্রা হয় না, শয্যার উভয় দিকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াই রাত্রিযাপন করিয়া থাকেন। আর যখন দাক্ষিণ্য প্রযুক্ত অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে উচিতমত উত্তর প্রদান করিতে চান, তখন বচন স্খলিত হয় এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত লজ্জায় অধোবদন হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন।]

তাহার পর তাপসবেশধারী রাজা বিদূষক ও প্রতিহারীর সহিত প্রবেশ করিলেন কঞ্চুকী তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন—

"প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধির্বামপ্রকোষ্ঠে শ্লথং
বিভ্রৎকাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ।
চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়নস্তেজোগুণৈরাত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোঽপি নালক্ষ্যতে ॥"

[ইনি নানাবিধ ভূষণপ্রিয় হইলেও তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল বাম প্রকোষ্ঠে একগাছি মাত্র স্বর্ণবলয় পরিহিত রহিয়াছে, তাহাও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আর দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাসবায়ুদ্বারা অধরোষ্ঠ নিপীড়িত হইয়াছে এবং চিন্তাজনিত জাগরণ ঘটিয়াছে বলিয়া নয়নযুগল অতিশয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, এইরূপে ইনি অতিশয় ক্ষীণ হইলেও স্বীয় গুণ দ্বারা শাণিত অস্ত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।]

রাজা প্রতিহারীকে বলিলেন—

"বেত্রবতি! মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি অদ্য চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভির্ধর্ম্মাসনমধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতমার্য্যেণ পৌরকার্য্যং তৎ পত্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি।"

[বেত্রবতি! আমার বাক্যানুসারে অমাত্য পিশুনকে বল, যে, অদ্য, আমি অত্যন্ত নিশাজাগরণ হেতু ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারিব না, আপনি যাহা কিছু পৌরকার্য্য পরিদর্শন করিবেন, তাহা পত্রের মধ্যে আরোপিত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।]

রাজকর্ম্ম সম্বন্ধে রাজা যথাযথ আদেশ দিলেন। কেবল কল্য রাত্রিজাগরণের তিনি আজ ধর্ম্মাসনে বসিতে অক্ষম; তথাপি বিশেষ কোন কাজ থাকিলে তিনি স্বয়ংই করিবেন।

তাহার পরে প্রিয় বয়স্যের সম্মুখে রাজা তাঁহার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। বিদূষক আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। রাজা অঙ্গুরীয়কে ভৎর্সনা করিলেন—

"অয়ে ইদং তদসুলভস্থানভ্রংশে শোচনীয়ম্।
কথং নু তং কোমলবন্ধুরাঙ্গুলিং
করং বিহায়াসি নিমগ্নমম্ভসি।
অচেতনং নাম গুণং ন বীক্ষতে
ময়ৈব কস্মাদববীরিতা প্রিয়া ॥"

[এই অঙ্গুরীয়ক অসুলভ স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ইহার অবস্থা শোচনীয়; অঙ্গুরীয়ক! তুমি কেন সেই কোমল ও বন্ধুর অঙ্গুলিবিশিষ্ট কর হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সলিলে নিমগ্ন হইলে? অথবা ইহা ত অচেতন পদার্থ, দোষ-গুণ-

বিচারে অক্ষম ; কিন্তু আমি—বিশিষ্টরূপ চেতনাবান্ হইয়াও—কেন প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করিলাম !]

পরে রাজা শকুন্তলার উদ্দেশে কহিলেন,—

"প্রিয়ে ! অকারণপরিত্যাগাদনুশয়দগ্ধহৃদয়স্তাবদনুকম্পতাময়ং জনঃ পুনর্দর্শনেন।"

[প্রিয়ে ! অকারণ পরিত্যাগ হেতু অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল, এখন পুনর্বার দর্শন দিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর।]

তাহার পরে স্বাঙ্কিত শকুন্তলার চিত্র দেখিতে দেখিতে অভিভূত হইয়া বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তৎপরেই রাজকার্য্য আসিল। মন্ত্রী পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন—"বিদিতমস্তু দেবপাদানং ধনবৃদ্ধির্নাম বণিক্ বারিপথোপজীবী নৌব্যসনেন বিপন্নঃ, স চানপত্যঃ, তস্য চানেককোটীসংখ্যং বসু, তদিদানীং রাজস্ব-তামাপদ্যতে ইতি শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণমিতি।"

[মহারাজের অবগতি হউক যে, জলপথোপজীবী ধনবৃদ্ধি নামক বণিক্ নৌকা-নিমজ্জন হেতু প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিও নিঃসন্তান, তাঁহার বহু কোটি-সংখ্যক রত্নাদি আছে, তাহা এখন রাজস্বামিকতা প্রাপ্ত হইতেছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ কর্ত্তব্য অবধারণ করুন।

রাজা আজ্ঞা দিলেন, তাহার এক বিধবার গর্ভস্থ সন্তান আছে ; সে সম্পত্তি পাইবে।

তাহার পরে কহিলেন—

"কিমনেন সন্ততিরস্তি নাস্তীতি।
যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
ন স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্ ॥"

[সন্তান আছে না আছে, তাহাতে কি প্রয়োজন ? প্রজাগণ, স্নেহপরায়ণ যে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বিযুক্ত হইবে, পাপ না থাকিলে, রাজা দুষ্মন্ত তাঁহাদের সেই সেই বন্ধু বলিয়া ঘোষিত হইবেন।]

এই স্থানে কবি তাঁহার নাটকের নায়ককে আর একবার খেলাইয়াছেন চরম। এত শোকেও রাজা রাজকার্য্য ভুলেন নাই। শাসন পূর্ব্বেরই মত যন্ত্রবৎ চলিতেছে। কিন্তু এই শাসনে রাজার শোকের ছায়া আসিয়া লাগিয়াছে। কঠোরে মধুর আসিয়া মিশিয়াছে। উপরে উদ্ধৃত রাজাজ্ঞায় আমরা দেখি যে, সে আজ্ঞায় তাঁহার শোক ও তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান, তাঁহার কর্ত্তব্য ও স্নেহ, তাঁহার বর্ত্তমান আর অতীত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনু রচনা করিয়াছে। নিঃসন্তান বণিকের সম্পত্তি রাজা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীকে অনুসন্ধান করিয়া সে সম্পত্তি দিতে হইবে। আবার বণিকের পুত্রহীনতা ও তাঁহার বিধবাদিগের শোক—তাঁহার নিজের পুত্রহীনতা ও শোকের সহিত আসিয়া মিলিল। আর রাজা-প্রজায় ভেদ নাই। সমান দুঃখ উভয়কে চষিয়া সমভূমি করিয়া দিল। তিনি অনুকম্পায় গলিয়া গেলেন। আর কে রাখে। "যার যার প্রিয় জন বিযুক্ত হইয়াছে (সে পাপী না হয় যদি) দুষ্মন্ত তাহার বন্ধু !"...চমৎকার !

সপ্তম অঙ্কে রাজা উঠিলেন। স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে হেমকূট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমপ্রান্তে আবার তিনি শকুন্তলাকে পাইলেন। দেখিলেন—

"বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি॥

[ইনি এক্ষণে ধূসরবর্ণ বসন-যুগল পরিধান করিয়া আছেন, কঠোর ব্রত-ধারণ হেতু ইঁহার মুখ পরিক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, শিরোদেশে একটিমাত্র বেণী লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। এই শুদ্ধাচারিণী শকুন্তলাকে আমি অতিশয় নিষ্করুণ হইয়া পরিত্যাগ করায় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আমার বিরহ-ব্রত ধারণ করিয়া আছেন।]

শকুন্তলার প্রতি তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ অত্যন্ত নীরস। প্রথমে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া তিনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে রাজার প্রতি বিরক্ত হইতে হয়।

"প্রিয়ে! ক্রৌর্যমপি যে ত্বয়ি প্রযুক্তমনুকূলপরিণামং সংবৃত্তম্। তদহমিদানীং ত্বয়া প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্মানমিচ্ছামি।"

[প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি অতিশয় অন্যায় আচরণ করিলেও তাহার পরিণাম সুখজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই হেতু এক্ষণে তোমার পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।]

তাহার পরেও তদ্রূপ।—

শকুন্তলা উত্তর দিলেন না। তাহার পরে রাজা আবার কহিলেন—

"স্মৃতিভিন্নমোহতমসো দিষ্ট্যা
প্রমুখে স্থিতাসি মে সুমুখি।
উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণীয়োগম্॥"

[প্রিয়ে সুমুখি! পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় এক্ষণে মোহান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে আমার সম্মুখস্থিত হইয়াছ; রাহুগ্রাসের পর এক্ষণে শশধরের রোহিণীযোগ হইয়াছে।]

তাহার পরে যখন শকুন্তলা কহিলেন, 'আর্যপুত্রের জয় হউক।'

"বাষ্পেন প্রতিরুদ্ধেঽপি জয়শব্দে জিতং ময়া।
যত্তে দৃষ্টমসংস্কারপাটলোষ্ঠপুটং মুখম্॥"

[প্রিয়ে! জয়-শব্দ বাষ্প দ্বারা স্তম্ভিত হইলেও আমার জয়ই হইয়াছে, যে হেতু আমি তোমার অসংস্কারে পটলবর্ণ ওষ্ঠপুট-বিশিষ্ট আনন সন্দর্শন করিলাম।]

তখনও রাজা নিজের ভাগ্য ভাল, তিনি জয়যুক্ত, এই কথাই বলিতেছেন! কিন্তু পরে যখন শকুন্তলা অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন রাজা—

"সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীকমপৈতু তে
কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবংপ্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহিশঙ্কয়া॥"

[হে শোভনাঙ্গি! আমি পরিত্যাগ করায় তোমার মনে যে নিদারুণ পীড়া জন্মিয়াছে, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ কর; যে হেতু সেই সময়ে আমার কি এক প্রকার

মনোমোহ উপস্থিত হইয়াছিল। আর তুমি নিশ্চয় জানিও, মঙ্গলকর বিষয়ে ঘোর অজ্ঞানের কার্য্য এইরূপই হইয়া থাকে, যেমন অন্ধ ব্যক্তি মস্তকে বিনিক্ষিপ্ত মালাও ভুজঙ্গমাশংকায় ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া থাকে।]

এই বলিয়া শকুন্তলার পদতলে পতিত হইলেন। তখন বুঝি, রাজা এতক্ষণ আত্মগোপন করিতেছিলেন; অনুভূতিকে একবার প্রশ্রয় দিলে সে তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, আর কথা কহিবার অবসর দিবে না, সেই জন্যই তিনি এতক্ষণ অনুভূতিকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া কথা কহিতেছিলেন—

তৎপরে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইলেন; তাঁহাদের মিলন হইল।

পাঠক হয়ত এত সংক্ষেপে মিলনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাজা ষষ্ঠ অংকে যখন বিলাপ করিতেছিলেন, তখন মিশ্রকেশী (মেনকার সখী) সেখানে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া সমস্ত শুনিয়া গিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয় শকুন্তলাকে গিয়া বলিয়াছিলেন। কি হেতু রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কালিদাস রাজার বিলাপের সঙ্গে কৌশলে বিন্যস্ত করিয়া—এইরূপে শকুন্তলাকে শোনাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ মিলনের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষষ্ঠ অংকে বিলাপটি কৌশলী কালিদাস এইরূপে কাজে লাগাইয়াছিলেন। তাহার জন্য রাজার শেষাংকে বিস্তৃত অনুতাপের প্রয়োজন হয় নাই। মিলন শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই সপ্তম অংকে রাজার চরিত্রের আর এক দিক দেখিতে পাই। দেখি, তিনি শিশুবৎসল। তাঁহার পুত্রকে রাজা দেখিতেছিলেন (তখনও তাহাকে নিজের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন নাই) আর ভাবিতেছিলেন—

"আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ-রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অংকাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যাস্তদঙ্গরজসা পুরুষ ভবন্তি ॥"

[অনিমিত্ত হাস্যদ্বারা যাহাদের দন্তমুকুল-সকল ঈষৎ লক্ষিত হয়, যাহাদের বাক্য-সকল অব্যক্ত অক্ষর দ্বারা রমণীয়, যাহারা প্রিয়জনগণের ক্রোড় আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই তনয়গণকে বহন করিয়া, তাহাদের অঙ্গ-সংলগ্ন ধূলিদ্বারা পুরুষেরা ধন্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।]

তৎপরে তাহাকে স্পর্শ করিয়া—

"অনেন কস্যাপি কুলাঙ্কুরেণ স্পৃষ্টস্য গাত্রে সুখিতা মমৈবম্।
কাং নির্বৃতিং চেতসি তস্য কুর্য্যাৎ যস্যায়মঙ্গাৎ কৃতিনঃ প্রসূতঃ ॥"

[এই কোন্ ব্যক্তির কুলাংকুরকে স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখ অনুভব হইল। কিন্তু এই বালক যাহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কৃত্যকৃতা ব্যক্তি না জানি কতই সুখ লাভ করে।]

যে রাজা নাটকের প্রারম্ভে সামান্য কামুকমাত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, নাটকের শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া উঠিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে শিখি। নাটক-পাঠান্তে বুঝি যে, দুষ্মন্ত শুদ্ধ কামুক নহেন, তিনি প্রেমিক, পুত্রবৎসল, কবি, চিত্রকর, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা। কালিদাসের কৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হই যে, তিনি কি সামান্য চরিত্র পাইয়াছিলেন, আর তাহাকে কিরূপ গড়িয়া তুলিয়াছেন।

দুষ্মন্ত-চরিত্র অতীব মিশ্র চরিত্র—দোষগুণের মনোহর সমবায়। কালিদাস হাজারই অলঙ্কার শাস্ত্র বাঁচাইয়া চলুন, তাঁহার প্রতিভা যাইবে কোথায়? তিনি যে মানবচরিত্রবিৎ মহাকবি। একটি মহৎ মানব-চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন। তথাপি তিনি দুষ্মন্তকে সাধু ইন্দ্রিয়জিৎ বীরোত্তম মহাপুরুষ সাজাইতে পারেন না। হয় ত সাজাইতেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে মহাভারতে বর্ণিত সমস্ত প্রধান ঘটনাই উপেক্ষা করিতে হইত এবং তাহা হইলে দুষ্মন্ত-চরিত্র হইত না। হয়ত কামজয়ী অর্জুন বা ত্যাগী ভীষ্মের চরিত্র হইত। কিন্তু মহাভারতকে তিনি ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। পাঠকের বোঝা দরকার যে, ব্যাপারটি দুষ্মন্তের ও শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী, হরগৌরীর বিবাহ নয়। সেই জন্য ঋষিগণের প্রতি বিশ্বাসঘাসকতা, শকুন্তলার প্রতি লাম্পট্য ইত্যাদি সমস্তই রাখিতে হইয়াছে। তাহা রাখিয়াও চরিত্র মহৎ করিতে হইবে। কালিদাস সে চরিত্রকে মহৎ করিলেন; সুন্দর করিলেন; কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্কটুকু মুছিলেন না। তাই বলিতেছিলাম যে, দোষ, গুণে দুষ্মন্ত একটি মনোহর অপূর্ব মিশ্র-চরিত্র।

২। শকুন্তলা ও সীতা

প্রতিভার অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার চরিত্রে আমরা কালিদাসের পূর্ণ বিকাশ দেখি।

প্রথম অঙ্কেই দেখি বল্কল-পরিহিতা যুবতী শকুন্তলা অপর দুইটি যুবতীর সহিত তপোবনে পুষ্পবৃক্ষে জল-সেচনে নিযুক্তা। পুষ্পমধ্যে তিনটি যেন জীবিত পুষ্প। চারিদিকে তপোবনের ছায়া, শান্তি ও নির্জ্জনতা। শকুন্তলা নেপথ্যে সখীগণকে ডাকিতেছিলেন, "ইদো ইদো পিঅসহীও।" সেই মধুর আহ্বানু পাঠক যেন কর্ণে শুনিতে পাইতেছিলেন। তাহার পরে যখন জলকুম্ভকক্ষে সখীসহ শকুন্তলা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইলেন, তখন দেখি—একখানা ছবি।

প্রিয়ংবদা, অনসূয়া ও শকুন্তলার কথোপকথনে আমরা শকুন্তলার কোমল হৃদয়ের পরিচয় পাই। অনসূয়া যখন দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "তাত কণ্ব; তোমার এই নবমালিকা-কুসুম-কোমলা দেহযষ্টিকে আলবাল-পূরণে নিযুক্ত করিয়াছেন!" শকুন্তলা কহিতেছেন, "শুধু তাত কণ্বের আদেশ নয়, ইহাদের প্রতি আমার সহোদর-স্নেহ বিদ্যমান আছে।"

এই একটি কথার শকুন্তলার হৃদয়ের অনেকখানি দেখিতে পাওয়া যায়। তরুলতা-দের সহিত শকুন্তলার স্নেহ, যেমন মানুষ মানুষকে ভালবাসে, সেইরূপ। সেই শান্ত তপোবনে অনসূয়া প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সখী, কিন্তু তরুলতা ভাই-ভগ্নী! তিনি যেন সেই শ্যাম-প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি যেন তাহাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজের ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিজ হস্তে খাওয়াইতেছেন। আর সখীদিগের সহিত তাহাদের বিষয় লইয়াই কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে যে চূতবৃক্ষ অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিতেছে, অমনি তিনি কহিতেছেন—"দাঁড়াও সখি, ও কি বলে

শুনিয়া আসি।" এই বলিয়া শকুন্তলা চুতবৃক্ষের নিকটে গিয় তাহার শাখা ধরিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি প্রিয়ংবদার বোধ হইল, যেন একটি লতা সহকারকে জড়াইয়া ধরিল। অনসূয়া বলিলেন, "বনতোষিণী স্বয়ংবরা হইয়া সহকারকে আশ্রয় করিয়াছে। তুমি কি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছ?" শকুন্তলা উত্তর দিলেন, "বনতোষিণীকে যে দিন ভুলিব, সে দিন আপনাকেও বিস্মৃত হইব।"—এই বলিয়া পুষ্পিতা বনতোষিণীকে আর ফলভরে অবনত সহকারকে দেখিতে লাগিলেন। এত একাগ্রমনে দেখিতেছেন যে, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিলেন যে, শকুন্তলা এত স্নেহে ইহাকে লক্ষ্য করিতেছেন; তাহার কারণ এই যে, বনতোষিণী যেমন অনুরূপ পাদপের সহিত মিলিত হইয়াছে, শকুন্তলার মনের ভাব যে, সেও আপনার অনুরূপ বর লাভ করে। শকুন্তলা বলিলেন, "এটি তোমার মনোগত ভাব।" তাহার পর মাধবীলতার প্রতি শকুন্তলার স্নেহ দেখিয়া সখীদিগের পরিহাসে ঐ একই ভাব দেখি! এ কি মধুর ভাব! এ অপূর্ব্ব সারল্যের কাছে মিরাণ্ডার সারল্য যেন ন্যাকামি বলিয়া মনে হয়।

সহসা এই শান্ত সরল স্বচ্ছ চরিত্রের উপর দিয়া মৃদু পবন-হিল্লোল বহিয়া গেল। সরসী-বারি কাঁপিয়া উঠিল। এক সুন্দর সৌম্য যুবাপুরুষ আসিয়া যেন সেই তপস্যা ভঙ্গ করিল। নিদ্রিত সুকুমার শিশু যেন জাগ্রৎ হইল। সহসা দেখিলাম, শকুন্তলা তাপসী হইয়াও নারী। দেখিলাম যে, এই হৃদয় শুধুই শান্ত স্নেহ ও নিরাবিল সারল্যেই গঠিত নহে। ইহাতে প্রেমিকের অস্থৈর্য্য আছে, ছল আছে, অসূয়া আছে। অতিথি রাজাকে দেখিয়াই শকুন্তলার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাব আসিল। তিনি রাজার প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। এই প্রথম অঙ্কেই শকুন্তলার মনের বক্রতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। প্রথম অঙ্কেই যখন সখীদ্বয় শকুন্তলার মনোভাব জানিতে পারিয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন—"শকুন্তলা! যদি এ সময় তাত কণ্ব উপস্থিত থাকিতেন।" শকুন্তলা যেন কিছু জানেন না, এইভাবে বলিলেন,—"তদো কিং ভবে।" অথচ মনে ভাবিতেছেন, তাহা হইলে বড় সুবিধা হইত না। সখীদ্বয় উত্তর করিলেন—"তাহা হইলে জীবনসর্ব্বস্বদানেও এই অতিথিকে সমুচিত সৎকার করিতেন।" তদুত্তরে শকুন্তলা বলিলেন—

"অবেধ তুহ্যে কিম্পি হি অত্র কদুই মন্তেধ ণ বোবঅনং সুনিসসং"

[তোমরা দূর হও, কি একটা মনে করিয়া বলিতেছ, আমি তোমাদের কথা শুনিব না।]

মুখে বলিতেছেন তোমরা কি মনে ভাবিয়া এ কথা বলিতেছ, তাহা জানি না, অথচ সে কথা তিনি বেশ জানেন। তিনি মুখে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছেন, অথচ সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবার তাঁহার আদৌ ইচ্ছা বা সংকল্প নাই। চলিয়া যাইতে তাঁহার বল্কল শাখায় জড়াইয়া যাইতেছে। নারীর এই মধুর ছলনা—পদে পদে।

তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার মনের স্বাভাবিক বক্রতা আরও বিকাশ পাইয়াছে। তিনি মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া সখীদের কাছে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এবং প্রেমিক-লাভে সখীদ্বয়ের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে প্রণয়পত্র লিখিতে উপদেশ দিলেন। শকুন্তলা প্রেমলিপি রচনা করিলেন।

"তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মথণোদিবা রত্তিং পি।
ণিক্কিব দাবই বলিঅং তুহহথমনোরহাই অঙ্গাইং।"

[জানি না হৃদয় তব, মোরে কিন্তু মনোভব
অহোরাত্র করে অঙ্গে অতি তাপদান হে—
অতি তাপদান।
তব হস্তে মনোরথ, নাহি অন্য কোনও পথ,
করুণা বিহীন তব কঠিন পরাণ হে,—
কঠিন পরাণ।]

রাজা অন্তরাল হইতে সমস্ত দেখিতেছিলেন। তিনি ক্রমে এই তাপসীত্রয়ের কাছে আসিলেন। তিনি যে পৌরব রাজা দুষ্মন্ত এ বিষয় আর কাহারও জানিতে বাকি নাই। পরে প্রিয়ংবদা রাজাকে কহিলেন,—"তেণ হি ইঅং নো পিঅসহী তুমং জ্জেব উদ্দিসিঅ ভঅবদা মথণেন ইমং অবত্থন্তরং বাবিদা তা অরিহসি অবভুববত্তী এ জীবিদং সে অবলম্বইদুং।"

[ভগবান কন্দর্প, আপনাকেই উদ্দেশ্য করিয়া আমার প্রিয়সখীর এইরূপ অবস্থান্তর প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাদের প্রিয়সখীর জীবন ধারণের উপায়-বিধান করুন।]

এ কথা শুনিয়া শকুন্তলা স্বীয় ভবিষ্যৎ সপত্নীদিগের প্রতি বক্রোক্তি করিলেন—

"হলা অলং বো অন্তেউর বিরহ পজ্জসুসুএণ রাজ্জসিনা অবরুদ্ধেন"

[সখি! অন্তঃপুর কামিনীদিগের বিরহে উৎকণ্ঠিতচিত্ত এই রাজর্ষিকে উপরোধ করার প্রয়োজন নাই।]

এইখানে ভাবী সপত্নীদিগের প্রতি তাহার অসূয়ার ভাব দেখিয়া আমরা সমধিক বিস্মিত হই। এতও তিনি জানিতেন! বিবাহের প্রস্তাব ঠিক হইয়া গেল। রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন, শকুন্তলাই তাঁহার প্রধানা মহিষী হইবেন। সখীদ্বয় দেখিলেন যে, এখন প্রণয়িযুগলকে প্রেমালাপ করিবার অবকাশ দেওয়া উচিত। এই ভাবিয়া সখীদ্বয় যখন ছল করিয়া শকুন্তলাকে রাজার সহিত একাকিনী রাখিয়া গেলেন, তখন শকুন্তলা সহসা একটু শঙ্কিত হইলেন। এইরূপ অবস্থা কখনও ঘটে নাই, তাই বোধ হয় তাঁহার এই ক্ষণিক সংকোচ। তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা ধরিলেন। শকুন্তলা দেখিলেন তাঁহার মান যায়। তিনি বলিলেন, "ছাড়ুন ছাড়ুন ধরিবেন না, আমি আমার প্রভু নহি" তাহার পর রাজা যখন প্রস্থানোদ্যতা শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল ধরিলেন, তখন শকুন্তলা কহিলেন, "পৌরব, বিনয় রাখুন, ঋষিরা চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছেন।" চলিয়া যাইয়াই শকুন্তলা ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "পৌরব, অভাগিনী শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইবেন না।" কিন্তু শকুন্তলা একেবারে যাইলেন না। অন্তরালে অবস্থিতি করিয়া রাজার অনুরাগ-কল্পিত বাণী শুনিতে লাগিলেন। পরে করভ্রষ্ট মৃণাল-বলয় খুঁজিবার ব্যপদেশে আবার রাজার সন্নিধানে আসিয়া বলয় পরিবার ছলে তাঁহার সহিত প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মুখ-চুম্বনে আপত্তি করিলেন, কিন্তু সে নাম মাত্র। তাহার পরে গোতমীর আগমনে রাজা লুক্কায়িত হইলে শকুন্তলা রাজাকে উদ্দেশে পুনরামন্ত্রণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এই তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলার নির্লজ্জ আচরণ দেখিয়া আমরা ব্যথিত হই। হাজার হউক তিনি তাপসী। মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিলে তাঁহার আচরণ আরও সংযত হইত নিশ্চয়। কেহ কেহ বলেন যে, তৃতীয় অঙ্কের শেষভাগ কালিদাসের

রচিত নয়; তাহা না হইলেও এ অঙ্কের প্রথম অংশেও নারীর পক্ষে পুরুষের প্রেমভিক্ষা করা কুলটারই শোভা পায়। স্বয়ংবরা হওয়া পতিত্ব-ভিক্ষা নহে—পতিত্ব-দান। যেখানে প্রেমালাপের পরে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে, সেখানেও পুরুষই নারীর প্রেম যাচ্ঞা করে। আমরা Shakespeare-এ দেখি বটে যে, মিরাণ্ডাই ফার্ডিনাণ্ডের প্রেমভিক্ষা করিতেছেন।—

"I am your wife, if you will marry me—If not I die your maid, to be your fellow you may deny me, but I'll be your servant whether you will or no."

কিন্তু সে ভিক্ষার মধ্যে এমন একটা সারল্য, গাম্ভীর্য্য ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে যেন বোধ হয় সে ভিক্ষাই দান। এ ভিক্ষা ভিক্ষা নহে—একটা প্রতিজ্ঞা। Ferdinand বিবাহ করুন না করুন তাহাতে Miranda-র কিছু যায় আসে না। তিনি যে Ferdinand-কে বলিতেছেন "বিবাহ করিবে? কর; আমি তোমার স্ত্রী হইব। বিবাহ করিবে না! করিও না, তোমার অনুরক্তা দাসী রহিব। তুমি কি চাও। বাছিয়া লও!" এ যেন রাজ্ঞী প্রজাকে দান করিতেছেন, ইহা প্রেমভিক্ষা নহে।

কিন্তু শকুন্তলার ভিক্ষা ভিক্ষা—কিংবা আত্মবিক্রয়। "দেখ আমি যদি তোমায় আমার যৌবন দিই,—এই ভাব। তুমি কি দিবে? কিছু দাও না দাও, আমায় রক্ষা কর"; এখানে কেবল দৈন্যজ্ঞাপন ও যাঞ্চা।

আমার বিশ্বাস যে, আমাদের দেশে কালিদাসের সময়ে প্রেমের স্বর্গীয় ভাবটা কবিরা ঠিক করিতে পারেন নাই। বৈদিক যুগে কামের দুই স্ত্রী ছিল দেখিতে পাওয়া যায়—রতি ও প্রীতি। রতি ক্রমে ক্রমে তাহার সপত্নী প্রীতিকে নির্ব্বাসিত করাইল এবং কামের একমাত্র প্রেয়সী হইয়া দাঁড়াইল। হরকোপানলে মদন ভস্ম হইয়া 'অনঙ্গ' হয়েন। এই অনঙ্গ অবস্থা কিন্তু কাব্যে বড় একটা দেখিতে পাই না। শরীরী কাম সাংসারিক হিসাবে পুরাতন কাব্যসাহিত্যে অত্যধিক নির্ভয়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যেও পুরাকালে কামের অত্যধিক অত্যাচার ছিল। ক্রমে কাম পরিশুদ্ধ হইয়া Shelley ও Browning-এর অশরীরী প্রেমে পরিণত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস স্বাভাবিক প্রতিভাবলে প্রেমের স্বর্গীয় জ্যোতির যে কতক আভাস পাইয়াছিলেন, তাহা এই শকুন্তলাতেই দেখিতে পাই। কিন্তু তথাপি তিনি শকুন্তলায়ই হউক, বিক্রমোর্ব্বশীতেই হউক, আর মেঘদূতেই হউক, সময়ের হাত একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। অবশ্য শকুন্তলার প্রথম তিন অঙ্কে প্রেমের উচ্ছল অবস্থা। কিন্তু মেঘদূতে ত তিনি প্রেমের সংযত অনুরাগ দেখাইতে পারিতেন। তাহা তিনি দেখান নাই।

ভবভূতির সময়ে মনে হয় যে, প্রেম নিরাবিল হইয়া আসিয়াছিল। বিশুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে ভবভূতির কল্পনার উপরে কোনও দেশের কোনও কবি উঠিয়াছেন কি না সন্দেহ। ভবভূতির এ বিষয়ে সুবিধা ছিল। তিনি প্রেমের বহুদিন-সহবাসজনিত নির্ভর দেখাইতেই বসিয়াছিলেন। কালিদাস সে সুযোগ পান নাই। তথাপি কালিদাস এ অবস্থা দেখাইবার সুযোগ একবার খুঁজিয়াও লইতে পারিতেন। তাই মনে হয়, কালিদাসের মনে এত উচ্চ ধারণা কখনও উদিত হয় নাই।

প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার যে তরুলতাদিগের প্রতি স্নেহ দেখি, চতুর্থ অঙ্কে আবার

তাহাই দেখিতে পাই। তাহার সহিত কিন্তু প্রেম আসিয়া মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তন্ময় হইয়া তপোবনে দুষ্মন্তের বিষয় চিন্তা করিতেছেন—এত তন্ময় যে দুর্ব্বাসার উপস্থিতি লক্ষ্য করিলেন না, তাঁহার অভিশাপ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলেন না। পরে কণ্বমুনি আসিলে শকুন্তলা তাঁহার সমক্ষে আসিয়া লজ্জিতভাবে দাঁড়াইলেন। কণ্বমুনি ধ্যানে সমস্তই জানিতে পারিলেন। তিনি ক্ষুব্ধ না হইয়া শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পতিগৃহে পাঠাইলেন।

যখন শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তখন তরুলতাদিগের প্রতি তাহার স্নেহ হৃদয় ছাপিয়া উঠিতেছে। তিনি প্রিয়ংবদাকে কহিতেছেন—

"হলা পিয়ম্বদে অজ্জউত্তদংসনুস্সুআএবি অস্সমপদং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্খদুক্খেণ চলণা মে পুরোমুহা ণ ণিবড়ন্তি।"

[প্রিয়ংবদে! আমি আর্য্যপুত্রের দর্শনে সমুৎসুক হইলেও আশ্রয়স্থান পরিত্যাগ করিতে আমার চরণ-যুগল আজ কোনও মতেই অগ্রসর হইতেছে না।]

শকুন্তলা পতিগৃহে যাইবেন—যে পতির জন্য তিনি ধর্ম্ম ব্যতীত সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছেন বলিলেই হয়,—তথাপি এই তপোবন ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার পা উঠিতেছে না। তপোবনও যেন সেই আসন্ন বিরহে ম্লান। তখন শকুন্তলা সেই মানবীলতাকে গিয়া কহিতেছেন,—লতাভগিনি, আমায় আলিঙ্গন কর। কণ্বকে কহিলেন,—"তাত, ইঁহাকে দেখিবেন"; সখীদ্বয়কে কহিতেছেন,—"এই বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম—দেখিও"; আবার কণ্বকে বলিতেছেন,—"এই গর্ভভারমন্থরা হরিণী প্রসব হইলে আমায় সংবাদ দিবেন।" তাহার পরে অনুগামী হরিণশিশুকে কহিতেছেন,—"বৎস, আমার অনুগমন করিয়া কি হইবে? পিতা তোমায় লালনপালন করিবেন, ফিরিয়া যাও।"—বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শকুন্তলার এই ভাবটি এত কোমলকরুণ যে, পড়িতে পড়িতে প্রায় কাঁদিতে হয়, বলিতে ইচ্ছা হয়,—তাপসী, এদের মধ্যে ত বেশ সুখে ছিলে, এই তপোবনের শান্ত প্রকৃতির সঙ্গে তোমার শান্ত প্রকৃতি ত বেশ মিলিয়াছে! এখানে তোমার কিসের অভাব ছিল?—এদের ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ? কিন্তু উদ্দাম প্রেম সকল বাধা নিষেধ তুচ্ছ করিয়া ছুটিয়াছে। আর রাখে কে?

শকুন্তলার এই প্রেম অধীর, উদ্দাম, প্রবল। এ প্রেম হয় নিজবলে সর্ব্বজয়ী হইবে, নয় একটা প্রবল সংঘাতে চূর্ণ হইবে। শকুন্তলার প্রেম শেষোক্ত ধরণের। তাঁহার প্রেম যেরূপ প্রবল, তাঁহার চরিত্রের সেরূপ বল ছিল না। সাবিত্রী হইলে সব বাধা বিঘ্ন স্বীয় চরিত্রবলে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতেন। কিন্তু শকুন্তলা কোমল তাপসী, তাই তাঁহার প্রেম প্রবল ধাক্কা খাইল। তিনি সে ধাক্কা সামলাইতে পারিলেন না। সে সংঘাতে সেই প্রেম চূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু বিবাহ তাহাকে ঘেরিয়া রক্ষা করিয়াছিল।

এই সংঘাত পঞ্চম অঙ্কে। এই পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার আর এক মূর্ত্তি দেখি। প্রথমতঃ রাজসভায় শকুন্তলার একটা সশঙ্ক সঙ্কোচ দেখিতে পাই। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত রাজসভায় যাইতে রাজপুরী সম্বন্ধে বিবিধ সমালোচনা করিতেছেন। কিন্তু শকুন্তলা যেন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, কোলাহল শুনিতে পাইতেছেন না। দেখিলে শুনিলে তিনিও বিস্মিত হইতেন। তিনি আসন্ন ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছেন; অমঙ্গল

আশংকা করিতেছেন। "আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতেছে কেন?" ইহা আশংকার লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরে গৌতমী ও শার্ঙ্গরব যখন রাজসভায় গর্ভবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবার জন্য রাজাকে আদেশ করিলেন, রাজার উত্তর শুনিবার জন্য শকুন্তলা উৎকর্ণ হইয়া ভাবিতেছেন,—"কিন্ন কখু অজ্জউত্তো ভণিসসদি।"

[এখন আর্য্যপুত্রই বা কি বলেন?]

রাজা যখন বলিলেন,—"অয়ে কিমিদমুপন্যস্তম্"

[ইঁহারা কি বলিতে লাগিলেন? ইহা ত আমার উপন্যাসের ন্যায় বোধ হইতেছে।]

শকুন্তলা তখনও প্রত্যাখ্যান আশংকা করেন নাই। কেবল ভাবিলেন,—

"হন্দী হন্দী সাবলেবো সে বঅণাবকখেবো।"

[হা ধিক্! হা ধিক্ ইঁহার বাক্যে যে অতিশয় গর্ব্বিত বলিয়া বোধ হইতেছে।]

তাহার পরে রাজা যখন প্রশ্ন করিলেন,—"আমি ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম?" তখন শকুন্তলা ভাবিলেন, "সর্ব্বনাশ! যাহা আশংকা করিয়াছিলাম।" ভাবিলেন যে, রাজা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় ত অস্বীকৃত। পরে রাজা যখন নিরবগুণ্ঠনা শকুন্তলাকে দেখিয়াও বিবাহ অস্বীকার করিলেন, তখন শকুন্তলা একেবারে বসিয়া পড়িলেন। পাঠক, লক্ষ্য করিবেন যে, শকুন্তলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহেন নাই। এখন অনুরুদ্ধ হইয়া রাজাকে তিনি সানুরাগে 'আর্য্যপুত্র' বলিয়া ডাকিয়াই অভিমানে এ সম্বোধন প্রত্যাহার করিয়া সসম্মানে কহিলেন,—"পৌরব! ধর্ম্মমতে পাণিগ্রহণ করিয়া পরিশেষে অস্বীকার করা কি উচিত হইতেছে?" পরে শকুন্তলা রাজাকে বিবাহ বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য যখন অঙ্গুরীয় দেখাইতে পারিলেন না, তখন আমরা তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারি। শেষে একবার শেষ প্রয়াস—পূর্ব্ববৃত্তান্ত কহিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন; ব্যর্থ হইলেন। এখনও আমরা শকুন্তলার রুদ্রমূর্ত্তি দেখি নাই। পরিশেষে যখন রাজা সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর চাতুরীর অপবাদ চাপাইলেন, তখন শকুন্তলার গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল। তিনি সরোষে বলিলেন,—

অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেকখসি? কো ণাম অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅব্যবদেসিণো তিণচ্ছণ্ণকূবোবমসস তুহ অণুআরী ভাবিসসদি।"

[হে অনার্য্য! আপনার হৃদয়ের ন্যায় অনুমান করিয়া সকলকেই দর্শন করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম-কঞ্চুকের আবরণ দিয়া তৃণাচ্ছন্ন কূপ তুল্য আপনার ন্যায় শঠতাচরণ করিতে কোন্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়?]

প্রতারিতা নারীর সমস্ত লজ্জা, রোষ, ঘৃণা তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার রোষ-রক্তিম আনন দেখিয়া দুষ্মন্ত পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন। সাধ্বী ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন,—

"তুহ্মে জ্জেব পমাণং ধম্মখিদিও লোঅসস।
লজ্জা বিণিজ্জিদাও জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥
সুট্ঠু দাব অত্তচ্ছন্দাণুচারিণী গণিআ সমুবট্ঠিদা।"

[মহারাজ! আপনি যে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহ নাই। এরূপভাবে মহিলাকুল কি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ

আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে ? হে রাজন্ ! তবে কি আমি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকার ন্যায় আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি ?]

পরে গৌতমী যখন তাঁহাকে বলিলেন,—"হায় বৎসে, পুরুবংশীয়েরা মহৎ এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে তুমি শঠের হস্তে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছ !" তখন শকুন্তলা মহা অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, তখন শকুন্তলা হতাশস্বরে কহিলেন,—"এ শঠও আমার পরিত্যাগ করিল, তোমরাও করিলে !" এই বলিয়া তাহাদের অনুগমন করিতেই শার্ঙ্গরব ফিরিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"আঃ পুরোভাগিনি ! কিমিদং স্বাতন্ত্র্যমবলম্বসে ?" তখন শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজপুরোহিত রাজাকে পরামর্শ দিলেন,—

"ত্বং সাধুনৈমিত্তিকৈরুপদিষ্টপূর্ব্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। স চেন্মুনিদৌহিত্রস্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি ততোঽভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি বিপর্য্যয়ে ত্বস্যাঃ পিতুঃ সমীপগমনং স্থিতমেব।"

[রাজন্ ! উত্তমোত্তম গণকগণ পূর্ব্বেই উপদেশ দিয়াছেন যে প্রথমেই আপনার চক্রবর্ত্তি-লক্ষণযুক্ত একটি পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই মুনিদৌহিত্র যদি সেইরূপ লক্ষণযুক্ত হয়, তবে আনন্দ সহকারে ইঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট করাইবেন। তাহার বিপরীত হইলে, ইঁহার পিতার নিকট গমন করাই ধার্য্য রহিল।]

পুরোহিতের এই লজ্জাকর প্রস্তাব শুনিয়া শকুন্তলা কহিলেন,—"ভগবতি বসুন্ধরে, আমায় স্থান দাও !" আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বলি যে, যে কেহ আসিয়া এই প্রতারিতা অসহায়া বালিকাকে স্থান দাও ! সকলে সেই সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পুরোহিত পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিলেন যে, "এক জ্যোতিঃ নামিয়া আসিয়া শকুন্তলাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে।" তখন আমরা ভাবি যে, বাঁচা গেল ! রাজার গৃহে পরীক্ষার্থ থাকার চেয়ে তাঁহার মৃত্যু শ্রেয়ঃ। শকুন্তলা রাজার প্রত্যাখ্যান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপকে পদাঘাত করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এইখানেই কালিদাসের কল্পনার মহত্ত্ব। এইখানেই শকুন্তলা-চরিত্রের চরম বিকাশ। এইখানেই সাধ্বী স্ত্রী ও অসতী স্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট। অসতী স্ত্রী যেমন এতদূর অধঃপাতে যাইতে পারে যে, নিজের পুত্রহত্যা পর্য্যন্ত (যাহা মাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাভাবিক ও ভীষণ) করিতে পারে, সাধ্বী সতী সেইরূপ এত উচ্চে উঠিতে পারে না যে, পতির (যাহার চেয়ে স্ত্রীর পূজ্য আর কেহ নাই) নিষ্করুণ অবমাননাকে তুচ্ছ করিয়া গর্ব্বভরে শিরঃ উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানের পরিণামে কবি দেখাইলেন যে, দুষ্মন্তকৃত শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান অন্যায়, যে ঋষির অভিশাপ সাধ্বীকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সাধ্বীর মহত্ত্ব খর্ব্ব করিতে পারে না। সে অভিশাপ তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে থাকে দূরে সসম্মানে হাত যোড় করিয়া। দুর্ব্বাসার অভিশাপ শকুন্তলাকে দংশন করিয়া আপনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, শকুন্তলার পক্ষে এ ক্ষণিক যন্ত্রণামাত্র।

সপ্তম অঙ্কে শকুন্তলা বিরহিণী—

"বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।

অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি ॥"

[ইনি এক্ষণে ধূসরবর্ণ বসন-যুগল-পরিধান করিয়া আছেন, কঠোরতর ব্রত-ধারণ হেতু ইঁহার মুখ পরিক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, শিরোদেশে একটি মাত্র বেণী লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। হায়! এই বিশুদ্ধাচারিণী শকুন্তলাকে আমি অতিশয় নিষ্করুণ হইয়া পরিত্যাগ করায় দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আমার বিরহব্রত ধারণ করিয়া আছেন।]

কিন্তু এ বিরহ পূর্ব্বোক্ত বিরহ হইতে ঈষৎ পৃথক্। প্রথম বিরহ প্রথম প্রেমেরই মত উচ্ছ্বল, অনিয়ত। এ বিরহ—দৃঢ়, শান্ত, সংযত। প্রথম বিরহে আশঙ্কা ও সন্দেহ। এ বিরহে বিশ্বাস ও অপেক্ষা। এই বিরহে বিশেষত্ব আছে—একটা অপূর্ব্ব মাধুরী আছে।

এই অঙ্কেই শকুন্তলা-চরিত্রের একটি অভাবনীয় সৌন্দর্য্য দেখি। সে তাঁহার পুত্র-গর্ব্ব। তাঁহার প্রত্যাখ্যাত সমস্ত স্নেহ তাঁহার পুত্রের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কালিদাস তাহা নেপথ্যে দেখাইয়াছেন। নাটকে দেখিতে পাই যে, শকুন্তলার পুত্র অত্যধিক আদরে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি তাহার মাতার নাম উচ্চারণ মাত্র সে তাহার ক্রীড়নকও ভুলিয়া যায়। শকুন্তলা বালকের সহিত অধিক কথা কহেন নাই। কিন্তু যে কয়টি কহিয়াছেন, তাহা অর্থে যেন কাঁপিতেছে। বালক যখন জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি কে?" তখন শকুন্তলা উত্তর করিলেন, "অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর!" এই উত্তরে পুত্রস্নেহ, পতির অন্যায়, দৈবের অত্যাচার,—সব আছে শকুন্তলা জানিতেন যে, তিনি কোন পাপ করেন নাই। তিনি কেবল সরলচিত্তে ভালবাসিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিয়াছিলেন! তথাপি এরূপ হইল কেন? এই উত্তরে পুত্রের প্রতি স্বামীর প্রতি, বিধাতার প্রতি সাধ্বীর অভিমান ব্যক্ত হইয়াছে। পুত্র বুঝিল না, তাই নীরব রহিল। রাজা বুঝিলেন তাই তিনি রোরুদ্যমানা শকুন্তলার পদতলে পতিত হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিলেন। বিধাতা এ কথা শুনিলেন, তাই তিনি তাঁহাদের মিলন সম্পাদন করিয়া দিলেন।

শকুন্তলা-চরিত্র পর্য্যালোনা করিয়া তাহাতে এমন কিছু বিশেষত্ব পাই না। বিশেষত্বের মধ্যে তপোবনের সহিত তাঁহার একান্ত ঘনিষ্ঠতা। তিনি কোমলা, প্রেমিকা, গর্ব্বিণী, পুত্রবৎসলা তাপসী। অন্যত্র তিনি সামান্যা নারী মাত্র। প্রথম অঙ্কে সখীদ্বয়ের সহিত কথাবার্ত্তা সাধারণ কুমারীর। প্রিয়ংবদা যখন পরিহাস করিলেন—বনতোষিণী সহকারলগ্না হইয়াছে, শকুন্তলা আমিও যেন অনুরূপ বর পাই—এইভাবে তাহার পানে উৎসুকনেত্রে চাহিয়া আছেন। তাহার উত্তরে শকুন্তলা কহিলেন,—"এস দে অত্তণো চিত্তগদো মণোরহো।" এরূপ কথা-কাটাকাটি আধুনিক বঙ্গরমণী প্রতিনিয়তই করিয়া থাকে। তাহার পরে পরপুরুষের সম্মুখে প্রত্যেক বিবাহযোগ্যা বালিকাই শকুন্তলার মত লজ্জায় অধোমুখী হয়। তাহার পরে রাজাকে দেখিয়া প্রেমের উদয়,—

"কধং ইমং জনং পেক্খিঅ তপোবন বিরহিণো
বিআরস্স গমনীয়াহ্মি সংবুত্তা।"

[এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার তপোবন বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন?]

এরূপ প্রেমোদয়ও সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে love at first sight. প্রিয়ংবদা রাজাকে যখন শকুন্তলার পরিচয় দিয়া বলিলেন, "আরও

যেন কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন বোধ হইতেছে।" তখন শকুন্তলা তাঁহাকে অঙ্গুলীসংকেতে শাসাইলেন। এরূপ ব্রীড়ার অভিনয় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রিয়ংবদা রাজার কাছে শকুন্তলার বিবাহের কথা তুলিলে শকুন্তলা কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া যে কহিলেন,—"প্রিয়ংবদা মুখে যাহা আসিতেছে, তাহাই কহিতেছ, আমি চলিলাম।" অথচ চলিয়া যাইবার জন্য আদৌ তাহার কোন অভিপ্রায় নাই। নারীর এই মধুর ছলনা ও পরে যাইতে অনিচ্ছা নারীজনসমাজে দুর্লভ নহে।

এই নাটকের শকুন্তলা-চরিত্রের বিশেষত্ব বিশেষ না থাকিলেও ইহা কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহাভারতের শকুন্তলাকে কালিদাস অনেক বিশুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। মহাভারতের শকুন্তলা কামুকী। কালিদাসের শকুন্তলা প্রেমিকাতে আরম্ভ করিয়া দেবীতে শেষ হইয়াছেন। তদুপরি কালিদাসের শকুন্তলা স্নেহে, সৌহার্দ্যে, তেজে, কারুণ্যে একটা মনোহর সৃষ্টি। মহাভারতের শকুন্তলাকে যে কালিদাস কতদূর উঠাইয়াছেন তাহা শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে, মহাভারতে বর্ণিত শকুন্তলার উক্তি, নাটকে বর্ণিত উক্তির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

মহাভারতের শকুন্তলা তাঁহার জন্মের গর্ব করিতেছেন। তিনি যে অপ্সরা মেনকার কন্যা, আর দুষ্মন্ত মানবমাত্র, এই বলিয়া অহংকার করিতেছেন।

এখানে শকুন্তলা মেনকার নাম করিয়া তাঁহার মোকদ্দমা যতদূর সম্ভব খারাপ করিয়াছেন। দুষ্মন্ত উত্তর দিতে পারিতেন যে, সে নর্ত্তকীর কন্যা, তাহার কথার আবার মূল্য কি!

কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে শকুন্তলাচরিত্রের তেজে দুষ্মন্ত পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছেন। শকুন্তলার অবমাননায় তাঁহার সহিত সহানুভূতিতে পাঠক প্রায় কাঁদিয়া উঠেন।

শকুন্তলা তাপসী হইয়াও সংসারী; ঋষিকন্যা হইয়াও প্রেমিকা; শান্তির ক্রোড়ে লালিতা হইয়াও চপলমতি। তাঁহার লজ্জা নাই, সংযম নাই, ধৈর্য নাই। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যার সহিত এক নিঃশ্বাসে তাঁহার নামোচ্চারণ করা চলে না। তবে কি গুণে তিনি এই জগদ্বিখ্যাত নাটকের নায়িকা হইলেন?

দুষ্মন্ত যে কারণে এই নাটকের নায়ক হইয়াছেন, শকুন্তলাও তাঁহার অনুরূপ গুণে এই নাটকের নায়িকা হইয়াছেন। শকুন্তলাচরিত্রের মাহাত্ম্য (দুষ্মন্তেরই মত) পতনে ও উত্থানে।

প্রথম তিন অঙ্কে শকুন্তলা পড়িলেন। দুষ্মন্তের সহিত প্রেমে পড়িয়া তিনি নিজের সঙ্গে সখীদ্বয়ের সহিত চাতুরী আরম্ভ করিলেন—যাহা তাপসীর যোগ্য মনোভাব নহে। পরে তিনি দুষ্মন্তের সঙ্গে যেরূপ নির্লজ্জ রহস্যালাপ করিলেন, তাহা তাপসীর কেন, কোনও কুমারীর পক্ষেও লজ্জাকর। যদি শকুন্তলা মিরাণ্ডার মত সরলা সংসারানভিজ্ঞা হইতেন, তাহা হইলেও বুঝিতাম। কিন্তু তিনি সংসারেরই বিবাহ-যোগ্যা কুমারীর ন্যায় বক্রোক্তি ও অভিনয় করিতে শিখিয়াছেন। তিনি পরোক্ষে ভাবী সপত্নীদিগের প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। সর্বশেষে প্রতিপালক পিতৃসম স্নেহময় মহর্ষির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া দুষ্মন্তকে আত্মসমর্পণ—একেবারে অধঃপতনের প্রায় চরমসীমা। কুমারসম্ভবে যদিও শিব গৌরীর পূর্বজন্মের পতি, তথাপি শিব যখন তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, গৌরী বলিলেন—পিতাকে

জিজ্ঞাসা কর। কণ্বকে জিজ্ঞাসা করা শকুন্তলার সৌজন্য নহে, তাঁহার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ছিল। এ কর্ত্তব্য তিনি পালন করেন নাই। কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে তিনি লজ্জিতা হইয়াছিলেন, অনুতপ্তা হয়েন নাই। স্নেহময় কণ্ব তাঁহাকে ক্ষমার চেয়েও অধিক করিলেন; তথাপি তাঁহার অণুমাত্র অনুতাপ হইল না। তিনি বস্তুতঃ পতিতা হইলেন। তবে এ পতনে বিবাহই একটিমাত্র পুণ্যের রেখা। তাহাই দুষ্মন্তকে ও তাঁহাকে বাঁচাইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের উত্থানের পথ রাখিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কে শকুন্তলা পড়িলেন। তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল—তাঁহার প্রত্যাখ্যানে। তাহার পর দীর্ঘ বিরতব্রত যাপন করিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইল। তাঁহাদের মিলনের অন্তরায় দূর হইলে স্বাভাবিক নিয়মবলে আবার তাঁহাদিগের মিলন হইল।

দুষ্মন্তেরই মত শকুন্তলা দোষে গুণে একটি মিশ্রচরিত্র। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য দোষে গুণে। দোষে গুণে সে চিত্র অতুলনীয়।

৩। সীতা

রাম ও দুষ্মন্তে যেরূপ প্রভেদ, সীতা ও শকুন্তলার চরিত্রে সেইরূপ প্রভেদ।

উত্তরচরিতে তিনবার সীতার সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম অঙ্কে, তৃতীয় অঙ্কে ও সপ্তম অঙ্কে।

প্রথম অঙ্কে সীতার সমগ্র প্রকৃতি আমরা একত্র দেখিতে পাই; তিনি কোমলা, পবিত্রা, ঈষৎ পরিহাসরসিকা, ভয়বিহ্বলা, রামময়-জীবিতা। যখন অষ্টাবক্র মুনি আসিলেন, সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"নমঃ তে অপি কুশলং মে সকলগুরুজনস্য আর্য্যায়াঃ চ শান্তায়াঃ।"

[আপনাকে প্রণাম, আমার সকল গুরুজনের এবং আর্য্যা শান্তার কুশল ত ?]

অতি সসম্মান মিষ্ট-সম্ভাষণ। পরে কথায় কথায় যখন রাম অষ্টাবক্র মুনিকে কহিলেন যে, প্রজারঞ্জনার্থ যদি তাঁহার সীতাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি তাঁহার দুঃখ নাই, তখন সীতা এই নিদারুণ প্রস্তাবে ব্যথিত হইলেন না, বরং যেন পরম গৌরব অনুভব করিলেন। তিনি কহিলেন,—

"অতএব রাঘবধুরন্ধরঃ আর্য্যপুত্রঃ।"

[এই নিমিত্তই আর্য্যপুত্র রঘুকুলধুরন্ধর।]

একেবারে আত্মচিন্তাশূন্য; যেন তাঁহার অস্তিত্ব রামে লীন লইয়া গিয়াছে।

অষ্টাবক্র মুনি চলিয়া গেলে লক্ষ্মণ একখানি আলেখ্য লইয়া আসিলেন,—সেই আলেখ্যে রামের অতীত জীবনকাহিনী অঙ্কিত আছে। তিন জন সেই আলেখ্যদর্শনে ব্যাপৃত হইলেন। আলেখ্যে সীতার দৃষ্টি প্রথমেই রামের মূর্ত্তির উপর পড়িল। তিনি দেখিলেন, "জৃম্ভকাস্ত্রা উপস্তবন্তি ইব আর্য্যপুত্রম্।" পরে মিথিলাবৃত্তান্ত দেখিতেও সীতার দৃষ্টি রামে নিবদ্ধ,—

"অম্মহে দলন্নবনীলোৎপলশ্যামলস্নিগ্ধমসৃণশোভমানমাংসলেন দেহসৌভাগ্যেন বিস্ময়স্তিমিততাতদৃশ্যমানসৌম্যসুন্দরশ্রীঃ অনাদরঃখণ্ডিতশঙ্করশরাসনঃ শিখণ্ডমুগ্ধ-মুখমণ্ডলঃ আর্য্যপুত্রঃ আলিখিতঃ।"

[আহা! উদ্ভিদ্যমান নবনীলোৎপলতুল্য শ্যামল স্নিগ্ধ, মসৃণ, শোভমান, মাংসল দেহ সৌন্দর্যযুক্ত, সৌম্য, সুন্দরাকৃতি, কাকপক্ষবৎ কর্তিতকেশশোভিত বদনমণ্ডল আর্যপুত্র অনায়াসে শঙ্করধনু ভঙ্গ করিতেছেন, পিতা বিস্ময়স্তিমিত হইয়া তাহা দেখিতেছেন, (এই সমস্ত চিত্রপটে) অঙ্কিত হইয়াছে।]

সকলে জনস্থান-বৃত্তান্ত দেখিতে প্রবৃত্ত হইল, লক্ষ্মণ সীতাকে তদ্বিরহে রোরুদ্যমান রামের মূর্তি দেখাইলে সীতার চক্ষুতে জল আসিল। তিনি ভাবিলেন,

"অয়ি দেব রঘুকুলানন্দ এবং মম কারণাৎ ক্লিষ্টঃ অসি।"

[দেব রঘুকুলানন্দ, তুমি আমার জন্য এত ক্লেশ পাইয়াছ ?]

সীতার দুঃখ শুদ্ধ রাম কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া নহে,—সেরূপ দুঃখ সাধ্বীমাত্রেরই হয়। কিন্তু তাঁহার পরম দুঃখ যে, তাঁহারই বিরহে রাম কষ্ট পাইতেছেন।—এখানেই দেখি যে, আর কেহ নহে, এ সীতা।

সীতার এই ভাব সর্বত্রই দেখি। তৃতীয় অঙ্কে যখন জনস্থানে রাম সীতাময়ী পূর্বস্মৃতিতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, সীতা কহিলেন,—

"হা ধিক্ হা ধিক্ মাং মন্দভাগিনীং ব্যাহৃত্য অমীলন্নেত্রনীলোৎপলঃ মূর্চ্ছিতঃ এব আর্যপুত্রঃ। হা কথং ধরণীপৃষ্ঠে নিরুৎসাহ-নিঃসহং বিপর্যস্ত। ভগবতি তমসে পরিত্রায়স্ব পরিবারস্ব জীবয় আর্যপুত্রম।"

[হা ধিক! হা ধিক্, আর্যপুত্র মন্দভাগিনী আমার কথা বলিয়া নয়নপদ্ম নিমীলিত করিয়া মূর্চ্ছিত ও নিরুৎসাহ হইয়া ভূপৃষ্ঠে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলেন! ভগবতি তমসে! রক্ষা করুন রক্ষা করুন, আর্যপুত্রকে বাঁচান। পরে রাম উপবেশন করিয়া যখন কহিলেন,—

"ন খলু বৎসলয়া সীতাদেব্যা অভ্যুপপন্নোঽস্মি।"

[স্নেহশালিনী সীতাদেবী না আমায় আশ্বাসিত করিলেন ?]

সীতা কহিতেছেন—

"হা ধিক্ হা ধিক্ কিমিতি মাং আর্যপুত্রঃ মার্গিষ্যতি।"

[হা ধিক্, আর্যপুত্র কি আমায় চাহিবেন ?]

বাসন্তী যখন রামকে জনস্থান দেখাইতেছেন, রাম কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িলেন, তখন সীতা বাসন্তীকে ভৎসনা করিলেন—

"সখি বাসন্তি! কিং ত্বয়া কৃতং আর্যপুত্রস্য মম চ এতং দর্শয়ন্ত্যা।"

[সখি বাসন্তি! আমাকে এবং আর্যপুত্রকে এ সকল দেখাইয়া কি করিলে ?]

আবার "সখি বাসন্তি কিং ত্বং এবংবাদিনী প্রিয়ার্হঃ খলু সর্বস্য আর্যপুত্রঃ বিশেষতঃ মম প্রিয়সখ্যা।" "সখি বাসন্তি বিরম বিরম।" "ত্বং এব সখি বাসন্তি দারুণা কঠোরা চ যা" "এবং প্রআর্যপুত্রং প্রদীপ্তং পদীপয়সি।" "এবং অস্মি মন্দভাগিনী পুনঃ অপি আয়াসকারিণী আর্যপুত্রস্য।" "হা আর্যপুত্র মাং মন্দভাগিনীং উদ্দিশ্য সকলজীবলোকমঙ্গলাধারস্য তে বারং বারং সংশয়িতজীবিতদারুণঃ দশাপরিণামঃ হা হতাস্মি।

[সখি বাসন্তি! তুমি কেন এ রকম কথা বলিতেছ ? আর্যপুত্র সকলেরই প্রিয়, বিশেষতঃ আমার প্রিয়সখীর।—সখি বাসন্তি ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।—তুমিও সখি বাসন্তি, এইরূপ দারুণ এবং কঠোর যে এইরূপ কাতর আর্যপুত্রকে যন্ত্রণা দিতেছ ?—

আমি এমনই মন্দভাগিনী যে পুনর্ব্বার আর্য্যপুত্রের ক্লেশের কারণ হইয়াছি।—হা আর্য্যপুত্র! তুমি সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার হইয়াও এই মন্দভাগিনীকে লক্ষ্য করিয়া তোমার বারবার জীবনসংশয় ও দশান্তর হইতেছে।]

—সর্ব্বত্রই ঐ এক ভাব—রাম আমার জন্য কণ্ট পাইতেছেন। "আর্য্যপুত্র আমায় এত দিনে ভুলিয়া যান নাই কেন? তাও যে ভাল ছিল। সকলমঙ্গলমূলাধার রামের তুচ্ছ আমার জন্য বারবার প্রাণসংসয় হইতেছে।"—এ প্রেম কি জগতে আছে! স্বামীর কল্যাণে সর্ব্বভূতের কল্যাণে আত্মবলিদান—এ প্রেম কি জগতে আছে! থাকে যদি, ধন্য ভবভূতি! তুমি তাহাকে চিনিয়াছ। না থাকে যদি ধন্য ভবভূতি! তুমি তাহাকে প্রথম কল্পনা করিয়াছ। যে প্রেমে—অপমানে অভিমান নাই, নিষ্ঠুরতায় হ্রাস নাই, অবস্থায় বিপর্য্যয় নাই;—যে প্রেম আপনাতে আপনি পরিপ্লুত, যে প্রেমের জয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাকবি Browning গাহিয়াছেন—

"You have lost me, I have found thee."

—এই প্রেম সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতেই এক ব্রাহ্মপণ্ডিত গাহিয়াছিলেন এই গূঢ় তত্ত্ব সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের এক ব্রাহ্মণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আবার বলি ধন্য ভবভূতি!

একবার যেন সীতার ঈষৎ অভিমান হইয়াছিল। রাম যখন সেই সীতাশূন্য নির্জ্জন জনস্থানে বাষ্পগদ্‌গদ উচ্ছ্বসিত স্বরে সীতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ডাকিলেন, "প্রিয়ে জানকি!" সীতা "সমন্যুগদ্‌গদ" কহিলেন—

"আর্য্যপুত্র অসদৃশং খলু এতৎ বচনং অস্য বৃত্তান্তস্য।"

[আর্য্যপুত্র! এখন আর এ কথা শোভা পায় না।] নিরপরাধা আমায় বনবাসে দিয়া তাহার পর এ সম্বোধন শোভা পায় কি? মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রতি নিদারুণ অবিচার তাঁহার মনে আসিল, দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া রসাতলে বাস যেন কাঁদিয়া উঠিল, প্রজাদিগের অপবাদের প্রতি অভিমান আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু এ মেঘ মুহূর্ত্তের। তাহার পরেই সীতা আবার সে সীতা।

"অথবা কিমিতি বজ্রময়ী জন্মান্তরে সম্ভাবিতদুর্লভদর্শনস্য মাং এব মন্দভাগিনীং উদ্দিশ্য বাৎসল্যস্য এবংবাদিনঃ আর্য্যপুত্রস্য উপরি নিরনুক্রোশা ভবিষ্যামি। অহং এতস্য হৃদয়ং জানামি মম এষ ইতি।"

[অথবা একি! আর্য্যপুত্রের দর্শন দুর্লভ, তিনি এই হতভাগিনীর প্রতি প্রীতিমান্ এবং আমার উদ্দেশ্যে যখন এত কথা বলিতেছেন, তখন ইঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইব না। ইনি আমার হৃদয় জানেন, আমিও ইঁহার হৃদয় জানি।]

আর একবার সীতা অশ্বমেধ যজ্ঞে রামের সহধর্ম্মিণী কে, তাহা জানিবার জন্য "সোৎকম্প" উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু যেই শুনিলেন যে, সে সহধর্ম্মিণী হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি, অমনই সীতা কহিলেন, "আর্য্যপুত্র ইদানীং অসি ত্বং অস্মহে উৎখাতং মে ইদানীং পরিত্যাগলজ্জাশল্যং আর্য্যপুত্রেণ।" "ধন্যা সা যা আর্য্যপুত্রেণ বহুমন্যতে যা চ আর্য্যপুত্রং বিনোদয়ন্তী আশা-নিবন্ধনং জাতা দেবলোকস্য।"

[আর্য্যপুত্র! তুমি এখন আবার সেইরূপই হইলে; আহা, আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক পরিত্যাগরূপ লজ্জাজনিত কণ্টক এখন উৎপাটিত হইল।—যে আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক বহুমানিতা এবং আর্য্যপুত্রকে বিনোদন করে সেই ধন্যা এবং দেবলোকের আশানিবন্ধন হয়।]

উপরি-উক্ত দুই স্থানে সীতার যাহা কিছু মানবীত্ব দেখি। অন্য সর্বত্র তিনি দেবী। রাম গমনোন্মুখ হইলে সীতা কহিতেছেন,—

"ভগবতি তমসেকথং গচ্ছতি এব আর্যপুত্রঃ॥"

[ভগবতি তমসে! আর্যপুত্র যাইতেছেন কেন?]

তমসা সীতাকে লইয়া "কুশলবয়োর্বর্ষগ্রন্থিমঙ্গল" ক্রিয়া সম্পাদন করিতে যাইবার প্রস্তাব করিলে সীতা কহিলেন,—

"ভগবতি প্রসীদ ক্ষণমাত্রং অপি দুর্লভং জনং প্রেক্ষে।"

[ভগবতি! প্রসন্না হউন, ক্ষণমাত্র এই দুর্লভ ব্যক্তিকে দেখি।] রাম চলিয়া যাইবার পূর্বে সীতা তাঁহার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছেন,—

"নমঃ নমঃ অপূর্বপুণ্যজনিতদর্শনভ্যাং
আর্যপুত্রচরণকমলাভ্যাম্।"

[আর্যপুত্রের যে চরণকমলযুগল অপূর্ব পুণ্যবলে দেখা যায়, সেই চরণযুগলে নমস্কার।]

এই সুরে সীতার হৃদয়ের মহাসঙ্গীত বিলীন হইয়া গেল।

আর একবার সীতাদেবীর সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ হয়—সপ্তম অঙ্কে অভিনয় দর্শনে মূর্চ্ছিত রামকে কোমলকরস্পর্শে সঞ্জীবিত করিলেন, সেখানেও সীতা বলিতেছেন,—

"জানাতি আর্যপুত্রঃ সীতাদুঃখং প্রমাষ্টুর্ম্।"

[সীতার দুঃখ অপনোদন করিতে আর্যপুত্র জানেন।]

সীতার এই ভাবই এ নাটকে ফুটিয়াছে। নারীজনসুলভ অন্যান্য গুণের সংকেত-মাত্র কদাচিৎ আছে। লক্ষ্মণ যখন আলেখ্য দেখাইতেছেন, "এই আর্যা সীতা, এই আর্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি," তখন সীতা ঊর্ম্মিলাকে দেখাইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! ইয়মপি অপরা কা?" এইখানে সীতার পরিহাসপ্রিয়তার ঈষৎ আভাস দেখি। তিনি ভয়বিহ্বলা, পরশুরামের চিত্র দেখিয়া ভীত হইতেছেন। চিত্রিতা সুর্পনখাকে দেখিয়া তিনি কহিতেছেন, "হা আর্যপুত্র এতাবৎ তে দর্শনম্!" এই নাটকে তাঁহার গুরুজনে ভক্তি, পালিত পশুপক্ষীতে স্নেহ, পুত্রবাৎসল্য ইত্যাদিরও সংকেত পাই। কিন্তু সে নামমাত্র। সীতা-চরিত্রের অন্য কোনও গুণ এই নাটকে ফুটে নাই।

বস্তুতঃ ভবভূতির নাটকে সীতার চরিত্রই ভাল ফুটে নাই। যাহা কিছু ফুটিয়াছে, তাহা কোমলত্ব ও অপার্থিব সতীত্ব। তাঁহার রাম যেমন স্ত্রৈণ বাঙ্গালী, তাঁহার সীতা সেইরূপ সাধ্বী বঙ্গবধূ। রামের প্রেমের বিশেষত্ব সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতিনির্ম্মাণ। আর সীতার প্রেমের বিশেষত্ব রামের ও জগতের হিতে আত্মবলিদান। এই দুই চরিত্রের মধ্যে রামচরিত্র একেবারে ফুটে নাই; সীতার চরিত্র তবু কতক ফুটিয়াছে। তথাপি আমরা চক্ষুর সম্মুখে সীতাকে দেখিতে পাই না, যেমন শকুন্তলাকে দেখিতে পাই। কিন্তু দেখিতে না পাইলেও সীতাকে অন্তরে অনুভব করি, যেমন শকুন্তলাকে পারি না। ভবভূতির সীতা নাটকের নায়িকা নহেন; কবিতার কল্পনা।

বাল্মীকির সীতাও নাটকের নায়িকা নয়। তথাপি ভবভূতির সীতার অপেক্ষা সে সীতা স্পষ্ট, পরিস্ফুট। সর্বত্র তাঁহার একটা গতি দেখিতে পাই। তিনি স্বেচ্ছায় রামের সঙ্গে বনবাসিনী হইয়াছিলেন, লংকেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; পরিশেষে

রামের তাচ্ছিল্যও তুচ্ছ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহ্য করিবার ভঙ্গিমাও অন্যরূপ। সীতা নির্বাসনে রামকে যে কথা বলিবার জন্য লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা অভিমানিনী সাধ্বীর উক্তি।

"জানাসি চ যথা শুদ্ধা তত্ত্বেন রাঘব।
ভক্ত্যা চ পরয়া যুক্তা হিতা চ তব নিত্যশঃ ॥
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশো ভীরুণা বনে।
যচ্চ তে বচনীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ ॥
ময়া চ পরিহর্ত্তব্যং ত্বং হি মে পরমা গতিঃ।
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতিঃ ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ ॥
যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথা পৌরেষু নিত্যশঃ।
পরমো হ্যেশ ধর্ম্মস্তে তস্মাৎ কীর্ত্তিরনুত্তমা ॥
যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্ম্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ।
অহন্তু নানুশোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ ॥
যথাপবাদঃ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন !
পতির্হি দেবতা নার্য্যা পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ ॥
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ।
ইতি মদ্বচনাদ্রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহ ॥"

[আমি যে শুদ্ধাচারিণী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং তোমার নিয়ত হিতকারিণী তুমি তাহা যথার্থই জান। আর কেবল লোকনিন্দাভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে আমিও তাহা জানি। তুমি আমার পরম গতি, তোমার যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। লক্ষণ ! তুমি সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে আরও বলিবে তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ, পুরবাসিগণকেও সেইরূপ দেখিও, ইহাই তোমার পরম ধর্ম্ম। এবং ইহাতেই তোমার পরম কীর্ত্তি লাভ হইবে। তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া যে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে, তাহাই তোমার পরম লাভ। মহারাজ ! আমার প্রাণ যদি যায় তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কিন্তু পৌরগণের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটিয়াছে যাহাতে তাহা ক্ষালন হয়, তুমি তাহাই কর। স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয় স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য। লক্ষণ ! এই আমার বক্তব্য, তুমি আমার হইয়া মহারাজকে এইরূপ কহিবে।]

তাহার মধ্যে একটা তেজ, আছে, সতীত্বের গর্ব্ব আছে, রাজ্ঞীত্ব আছে। লঙ্কা-জয়ের পরে রাম যখন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন সীতা যে উত্তর দেন, তাহার দীপ্তিতে সমস্ত রামায়ণখানি উদ্ভাসিত হইয়াছে।

"কিং মামসদৃশং বক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রুক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ॥
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি।
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে ॥
পৃথক্ স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে।
পরিত্যজৈনাং শঙ্কান্তু যদি তেঽহং পরীক্ষিতা ॥

যদহং গাত্রসংস্পর্শং গতাস্মি বিবশা প্রভো।
কামকারো ন মে তত্র দৈবং তত্রাপরাধ্যতি ॥
মদধীনন্তু যত্তন্মে হৃদয়ং ত্বয়ি বর্ত্ততে।
পরাধীনেষু গাত্রেষু কিং করিষ্যাম্যনীশ্বরী ॥
সহসংবৃদ্ধভাবেন সংসর্গেন চ মানদ।
যদি তেঽহং ন বিজ্ঞাতা হতা তেনাস্মি শাশ্বতম্ ॥
প্রেষিতস্তে মহাবীরো হনুমানবলোককঃ।
লংকাস্থাহং ত্বয়া রাজন্ কিং তদা ন বিসর্জ্জিতা ॥
প্রত্যক্ষং বানরস্যাস্য তদ্বাক্যসমনন্তরম্।
ত্বয় সেন্ত্যক্তয়া বীরং ত্যক্তং স্যাজ্জীবিতং ময়া ॥
ন বৃথা তে শ্রমেঽয়ং স্যাৎ সংশয়েৎ যস্য জীবিতম্।
সুহৃজ্জনপরিক্লেশো ন চায়ং বিফলস্তব ॥
ত্বয়া তু নৃপশার্দ্দূল রোষমেবানুবর্ত্তা।
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্ ॥
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ।
মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তঞ্চ বহু তে ন পুরস্কৃতম্ ॥
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম ॥
ইতি ব্রুবন্তী রুদতী বাষ্পগদ্গদভাষিণী।
উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপরায়ণম্ ॥
চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥

[যেমন নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে রূঢ় কথা বলে, সেইরূপ তুমি কেন আমাকে এমন শ্রুতিকটু অবাচ্য রুক্ষ কথা কহিতেছ! তুমি আমায় যেরূপ বুঝিয়াছ আমি তাহা নহি। আমি স্বীয় চরিত্রের উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, তুমি আমাকে প্রত্যয় কর। তুমি নীচপ্রকৃতি স্ত্রীলোকের গতি দেখিয়া স্ত্রীজাতিকে আশংকা করিতেছ, ইহা অনুচিত। যদি আমি তোমার পরীক্ষিত হইয়া থাকি, তবে তুমি এই আশংকা পরিত্যাগ কর। দেখ, অস্বাধীন অবস্থায় আমার যে অঙ্গস্পর্শদোষ ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমি কি করিব, তাহাতে দৈবই অপরাধী। যেটুকু আমার অধীন সেই হৃদয় তোমাতে ছিল, আর যেটুকু পরের অধীন হইতে পারে সেই দেহ সম্বন্ধে আমি কি করিব, আমি ত তখন সম্পূর্ণ পরাধীন। যদি পরস্পরের প্রবৃদ্ধ অনুরাগ এবং চিরসংসর্গেও তুমি আমায় না জানিয়া থাক, তবে ইহাতেই ত আমি এককালে নষ্ট হইয়াছি। তুমি আমার অনুসন্ধানের জন্য যখন লংকায় হনুমানকে পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা এই কথা শুনিলেই ত সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনার জীবনকে সংকটে ফেলিয়া বৃথা কষ্ট পাইতে না এবং তোমার সুহৃদ্গণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত না। রাজন্! তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিতান্ত নীচলোকের ন্যায় অপর সাধারণ স্ত্রীজাতির সহিত নির্বিশেষে আমায় ভাবিতেছ।

কিন্তু আমার জানকী নাম—কেবল জনকের যজ্ঞসম্পর্ক—জন্মনিবন্ধন নহে ; পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক্ষম হইয়াও আমার বহুমানযোগ্য চরিত্র বুঝিলে না ; বাল্যে যে উদ্দেশে আমার পাণিপীড়ন করিয়াছ, তাহা মানিলে না এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি সমস্তই পশ্চাতে ফেলিলে।

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদস্বরে দুঃখিত ও চিন্তিত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমার চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, এক্ষণে তাহাই আমার এই বিপদের ঔষধ, আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিতে চাহি না।]

এ কথা যে ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোনও নারীর মুখে শুনিতে পাইব, এরূপ আশা করি নাই। ভাবিতে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে, রক্ত উষ্ণ হয়, গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে যে, সেই আর্য্যযুগে আমাদেরই দেশে এক কবি সতীত্বের এই তেজের, এই আত্মাভিমানের, এই মহিমার কল্পনা করিয়াছিলেন। প্রেমের এই অশরীরিণী বিশুদ্ধি, ঐশী আধ্যাত্মিকতা এরূপভাবে আর কেহ কোনও কাব্যে কল্পনা করিয়াছেন কি না, জানি না। এখানে সীতার প্রভাবে রামকে পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র দেখায়।

আবার পরিশেষে নির্ব্বিসনান্তে প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে স্বীয় সতীত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য লজ্জাকর প্রস্তাবে সীতা যে নিদারুণ অভিমানে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

"সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলিবাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥"

[সকলকে সমাগত দেখিয়া কাষায়বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন —যেহেতু আমি রাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও মনে স্থান দিই নাই, অতএব হে দেবি বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যেহেতু আমি কায়মনোবাক্যে রামকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকি, অতএব হে দেবি বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেও জানি না, এই কথা যখন সত্যই বলিয়াছি, অতএব হে দেবী বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।]

তিনটিমাত্র শ্লোক। কিন্তু ইহার মধ্যে অর্থের সমুদ্র। পড়িতে পড়িতে সীতার সঙ্গে সহানুভূতিতে চোখে জল আসে, হৃদয় অভিভূত হয়।

ইহার সহিত ভবভূতির তরল কোমল সীতার তুলনা সম্ভবে না। ইহার সহিত তুলনা করিতে গেলে অষ্টম হেনরীতে প্রত্যাখ্যাতা ক্যাথারিনের উক্তির তুলনা করিতে হয়।

Sir, I desire you do me right and justice
…Sir, call to mind,

Upward of twenty years
I have been blest
With many children by you;
if in the course
And process of this time
you can report
And prove it too against mine
honour ought
My bond to wedlock or my love
add duty
Against your sacred person,
in God's name
Turn me away—
My lord ! my lord ! I am a simple
woman, much too weak
To oppose your cunning you're
meak and humble mouthsed.
You Sign your place and calling
in full seeming
With meekness and humility ;
but your heart
Is crammed with arrogance,
spleen and pride.

Wolsey কে রাজ্ঞী কহিতেছেন—

Sir,
I am about to weep ;
but thinking that
We are a queen (or long have
dreamed) so certain
The daughter of a king,
my drops tears
I'll change to sparks of fire.

সত্য, ভবভূতি লঙ্কাজয়ের পর সীতার তেজ দেখাইবার মহা সুযোগ পান নাই। কিন্তু নির্ব্বাসনে ও নির্ব্বাসনান্তে সীতার অভিমান দেখাইবার মহা সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। রামকর্ত্তৃক নির্ব্বাসনদণ্ড সীতা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভবভূতি একেবারে তাহা দেখান নাই। আর অন্তিমে তা তিনি নিঃশব্দে রামসীতার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন।

কালিদাস কিন্তু একটি সুযোগও ছাড়েন নাই। প্রত্যাখ্যানে কাকুতি অনুনয় নিষ্ফল হইলে শকুন্তলা জ্বালাময় ব্যঙ্গে সে প্রত্যাখ্যানের উত্তর দিয়াছিলেন। মিলনের সময়েও পুত্র যখন জিজ্ঞাসা করিল, "মা এ কে?" তখন তাঁহার উত্তর,—"ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।" সমস্ত শকুন্তলা নাটকখানির তত্ত্ব ঐখানে যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মর্ত্ত্য ও স্বর্গ ঐ স্থানে মিলিত হইয়াছে।

সত্য, কালিদাসের শকুন্তলায় ক্যাথারিণের শান্ত ধৈর্য্য নাই, তাঁহার রাজ্ঞীত্ব নাই। শকুন্তলার আচরণে—প্রথমে আশংকা, পরে অনুনয়, পরিশেষে অভিমান ও ক্রোধ। ক্যাথারিণের আচরণে যুক্তি, গর্ব্ব, স্থির গাম্ভীর্য্য একত্র মিশিয়াছে। কিন্তু অবস্থাভেদে এ প্রভেদ ঘটিয়াছে। শকুন্তলা নবোঢ়া কিশোরী, রাজ্ঞী হইয়া এখনও বসেন নাই। তাঁহার রাজ্ঞীত্ব আসিবে কিরূপে! তাই তাঁহার উক্তি সরল, সর্ব্বদা একভাবব্যঞ্জক, হয় ভয়, নয় ক্রোধ, কিংবা অনুনয়। ক্যাথারিণ প্রৌঢ়া সংসারাভিজ্ঞা রাজ্ঞী। তাঁহার এ সকল ভাব পরিচিত, আয়ত্ত। তাঁহার হৃদয়ে বিভিন্ন অনুভূতিগুলি মিশিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছে। তাই ক্যাথারিণের উক্তি মিশ্র। দুঃখ, ক্রোধ, অনুনয়, আত্মমর্য্যাদা এক সঙ্গে মিশিয়াছে এবং প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে সেগুলি একত্র নিহিত রহিয়াছে। কালিদাসের কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু ভবভূতি মহাসুযোগ পাইয়াও সীতার রাজ্ঞীত্ব ফুটাইতে পারেন নাই। কালিদাসের শকুন্তলার সহিত ভবভূতির সীতার তুলনা সম্ভবে না। শকুন্তলা একটা চরিত্র, সীতা একটা ধারণা। শকুন্তলা সজীব নারী, সীতা পাষাণ-প্রতিমা। শকুন্তলা উচ্ছল নদী, সীতা স্বচ্ছ হ্রদ। কালিদাসের শকুন্তলা হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, পড়িয়াছেন, সহ্য করিয়াছেন, উঠিয়াছেন; সীতা কেবল ভালবাসিয়াছেন! নির্ব্বাসনশল্যও তাঁহার সে ভালবাসাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই; নিষ্ঠুরতা সে ভালবাসাটাকে টলাইতে পারে নাই। কিন্তু সে ভালবাসা কোন কার্য্য করে নাই। সে ভালবাসা জ্যোৎস্নার মত গতিহীন, সূর্য্যমুখীর মত মুখাপেক্ষী, বিরহের মত করুণ, হাসির মত সুন্দর। ভবভূতি, বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন—চরম। কিন্তু বিষয় এত উচ্চ যে, তাঁহার কল্পনা সেখানে পৌঁছায় না। তিনি একটা অপূর্ব্ব সুন্দর স্বর্গীয় মূর্ত্তি গড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। তাহা যদি পারিতেন, যদি এই দেবীকে তিনি জীবনদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জগৎ এমন একটা ব্যাপার দেখিত, যেরূপ ব্যাপার কুত্রাপি কদাপি ঘটে নাই; যে মূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মত্ত হইয়া 'মা মা' বলিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইত এবং তাঁহার চরণধূলির একটি রেণু পাইবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিত। কুমারসম্ভবের গৌরী এইরূপ ধরণের একটা ব্যাপার, কিন্তু এই সীতা তাঁহাকেও ছাড়াইয়া উঠিত। ভবভূতির সীতা যেন কোন হেমন্তের উজ্জ্বল প্রভাতের শেফালিসুরভি স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নই রহিয়া গেল।

অন্যান্য চরিত্র

অন্যান্য চরিত্র নাটক দুইখানিতে নাই বলিলেও হয়। শকুন্তলা নাটকে রাজার বিদূষক, কঞ্চুকী, প্রতীহারী, মাতলি ইত্যাদি আছে। আর শকুন্তলার পক্ষে তাঁহার

পিতা কণ্ব, সহচরী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া, অভিভাবিকা গোতমী, আর কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব আছেন। এক দিকে সংসার আর এক দিকে আশ্রম। কিন্তু তাঁহারা এক রকম নাটকের দর্শকমাত্র। কোনও বিশেষভাবে ঘটনার সংযোগ বিয়োগ করেন নাই। তাঁহারা না থাকলেও এ নাটক এক রূপে চলিয়া যাইত।

শকুন্তলার কণ্বমুনি কেবল চতুর্থাঙ্কে দেখা দিয়েছেন। কি অপত্যবৎসল, কি প্রশান্ত কি প্রিয়ভাষী। তিনি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সময় মাতৃহারা বালকের ন্যায় কাঁদিতেছেন, আবার পিতার ন্যায় আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। শকুন্তলা যে তাঁহার বিনা অনুমতিতে দুষ্মন্তকে বরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ক্রোধ নাই, অভিমান নাই তিনি যেন কেবল স্নেহে ও আশীর্ব্বাদে পূর্ণ।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা শকুন্তলার সহচরী, পরিহাসরসিক, স্নেহময়ী, আত্মচিন্তা-শূন্য। তাঁহারা এ নাটকে ঘটকীর কার্য্য করিতেছেন মাত্র।

কণ্বের ঋষিভগ্নী গোতমী তেজস্বিনী ঋষিকন্যা। তিনি দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার আচরণে ক্ষুব্ধা। শার্ঙ্গরব তেজস্বী ঋষিশিষ্য। শকুন্তলার দুষ্মন্তের প্রতি তাঁহাদের তিরস্কার ক্ষুরধার, তীব্র।

বিদূষকের রসিকতায় বেশ একটু রস আছে। তাঁহার "অনুকূল গলহস্ত" চমৎকার। তাঁহার ব্যবহার ও কথাবার্ত্তায় বোধ হয় যে, তিনি শুদ্ধ বিদূষক নহেন, রাজার প্রকৃত বন্ধু।

উত্তরচরিতে লক্ষ্মণ, লব, কুশ, চন্দ্রকেতু, শম্বুক, বাল্মীকি, জনক, বাসন্তী, আত্রেয়ী, তমসা ও মুরলা আছেন। এ চরিত্রগুলির মধ্যে একটি চরিত্রও ফুটে নাই। কেবল লবের চরিত্রে অদ্ভুত শৌর্য্য দেখি।

লবের "কথমনুকম্পতে মাম্",—এই এক কথায় আমরা লবের ক্ষাত্রিয় অভিমান ও তেজ দেখি।

চন্দ্রকেতু উদার বীর। দুই অঙ্কের মধ্যেই আমরা তাঁহার সৌম্য সহাস্য আনন দেখিতে পাই। লক্ষ্মণও ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা। জনক কন্যাবৎসল পিতা। বাল্মীকি পরশোককাতর মহর্ষি। আর শম্বুক বনানীর দর্শয়িতা। বাসন্তী, আত্রেয়ী, তমসা ও মুরলা সীতার দুঃখে দুঃখিনী। তাহার মধ্যে বাসন্তী একটু তেজস্বিনী। সীতার ব্যথা যেন তাঁহার নিজের ব্যথা। কিন্তু তাঁহাতে সীতার অভিমান নাই। সেটুকু যেন সীতা বাসন্তীকে দিয়াছেন। কৌশল্যা ও অরুন্ধতীর কোনও বিশেষত্ব নাই।

লক্ষ্মণ প্রথম অঙ্কে চিত্র দেখাইয়া ও শেষ অঙ্কে সীতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াই বিদায় লইয়াছেন। চন্দ্রকেতু লবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং লবের সহিত রামের পরিচয় দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। লব যুদ্ধ করিলেন এবং কুশ রামায়ণ গীত গায়িলেন। শম্বুক রামকে জনস্থান দেখাইয়া বেড়াইলেন। জনক, অরুন্ধতী ও কৌশল্যা সীতার দুঃখে কাঁদিলেন। বাসন্তী রামকে পূর্ব্বস্মৃতিতে জর্জ্জরিত করিলেন; আত্রেয়ী বাসন্তীকে গুটিকতক সংবাদ দিলেন। দুর্ম্মুখ রামকে সীতার অপবাদবৃত্তান্ত জানাইলেন। তমসা ও মুরলা সীতাদেবীর জনস্থানে আগমনবার্ত্তা দিলেন এবং তমসা সীতার সহচরী রহিলেন। এ নাটকে ইঁহাদের কার্য্য এইখানেই সমাপ্ত।

নাটকত্ত্ব

মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস—তিনটিই মনুষ্যচরিত্র লইয়া রচিত। কিন্তু এই তিনটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে।

মহাকাব্য—একটি বা একাধিক চরিত্র লইয়া রচিত হয়। কিন্তু মহাকাব্যে চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গমাত্র। কবির মুখ্য উদ্দেশ্য—সেই প্রসঙ্গক্রমে কবিত্ব দেখান। বর্ণনাই (যেমন প্রকৃতির বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, মনুষ্যের প্রবৃত্তির বর্ণনা) কবির প্রধান লক্ষ্য। চরিত্র উপলক্ষমাত্র; যেমন রঘুবংশ। ইহাতে কবি প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রগুলির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—কতকগুলি বর্ণনা। অজবিলাপে ইন্দুমতীর মৃত্যু উপলক্ষ মাত্র। এ বিলাপে অজের সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, যে কোনও প্রেমিক স্বামী সম্বন্ধে সেইরূপ খাটে। কবির উদ্দেশ্য—চরিত্র নির্বিশেষে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শোকের বর্ণনা করা ও সেই বর্ণনায় তাঁহার কবিত্ব দেখানো।

উপন্যাসে, চরিত্রাবলী লইয়া একটা মনোহারী গল্পের রচনা করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপন্যাসের মনোহারিত্ব সেই গল্পের বৈচিত্র্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

নাটক—কাব্য ও উপন্যাসের মাঝামাঝি; তাহাতে কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহারিত্ব চাই। তাহার উপরে ইহার কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

প্রথমতঃ, নাটকে একটা আখ্যানবস্তুর ঐক্য (unity of plot) চাই। একটিমাত্র বিষয়ই একখানি নাটকে প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য ঘটনা তাহাকে ফুটাইবার জন্য উদ্দিষ্ট।

উদাহরণতঃ—উপন্যাসের গতি ধাবমান লঘু মেঘখণ্ডগুলির মত; তাহাদের গতি এক দিকে বটে, কিন্তু কোনটি কোনটির অধীন নহে। নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত;—অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র। অথবা উপন্যাসের আকার একটি শাখার মত;—চারি দিকে নানা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া সেখানেই তাহাদের বিভিন্ন পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু নাটকের আকার মোচার মত এক স্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া এক স্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে। প্রেম নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন ম্যাকবেথ্। উচ্চাশয় নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, তাহার পরিণামেই তাহার পরিণতি; যেমন জুলিয়স্ সিজার্। নাটক প্রতিহিংসায় আরম্ভ হইলে, অন্তিমে প্রতিহিংসারই ফল দেখাইতে হইবে; যেমন হ্যাম্লেট্।

তাহার উপরে, নাটকের আর একটি নিয়ম আছে। মহাকাব্যে বা উপন্যাসে এরূপ বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকুল বা প্রতিকূল হওয়া চাই। নাটকে এমন একটি ঘটনা বা দৃশ্য থাকিবে না, যাহা নাটকে না থাকিলেও, নাটকের পরিণতি বর্ণিতরূপ

হইত। নাটককার নাটকে যত অধিক ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন, ততই এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইতে পারে; আখ্যানবস্তু ততই মিশ্র হইতে পারে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার দিকেই চাহিয়া থাকিবে, তাহাকেই আগাইয়া দিবে কিংবা পিছাইয়া দিবে। তবেই তাহা নাটক, নহিলে নয়। উপন্যাস এরূপ কোনও নিয়মের অধীন নহে। মহাকাব্যে ঘটনাবলির একাগ্রতা বা সার্থকতা—কিছুরই প্রয়োজন নাই।

কবিত্ব নাটকের একটি অঙ্গ। তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। চরিত্রাংকন নাটকে থাকা চাই। কাব্যে তাহা না থাকিলেও চলে।

নাটকের আর একটি প্রধান নিয়ম আছে, যাহা নাটককে কাব্য ও উপন্যাস উভয় হইতেই পৃথক করে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্যচরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন এক দিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাক্কা পাইয়া তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল; পুনরায় ধাক্কা পাইয়া আবার অন্য দিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে। উপন্যাসে বা মহাকাব্যে ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের জীবন, যত সামান্যই হউক না কেন, কিছু না কিছু ধাক্কা পায়ই। কোনও মনুষ্যজীবন একেবারে সরল রেখায় চলে না। এক জন বেশ লেখাপড়া করিতেছিল, সহসা পিতার মৃত্যুতে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হইল। কেহ বা বিবাহ করিয়া বহু পুত্রকন্যা হওয়ায় বিব্রত হইয়া পড়িয়া দাস্য স্বীকার করিল। এইরূপ ঘটনাপরম্পরা প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য যে কোনও ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস লিখিতে হইলে তাহা নাটকের আকার কতক ধারণ করেই। কিন্তু প্রকৃত নাটকে এই ঘটনাগুলি একটু প্রবল ধাঁচের হওয়া চাই। ধাক্কা যত অধিক এবং যত প্রবল হইবে, ততই তাহা নাটকের যোগ্য উপকরণ হইবে।

অন্ততঃ নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি—বাধা অতিক্রম করিতেছে, বা সে চেষ্টা করিতেছে, এরূপ দেখান চাই। কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে বাধা অতিক্রম করে, সে নাটককে ইংরাজিতে comedy বলে। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সেখানেই সেই নাটকের শেষ। যেমন, দুই জনের বিবাহ যদি কোনও নাটকের মুখ্য ব্যাপার হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে না দেয়, ততক্ষণ নাটক চলিতেছে। যেই বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল, সেইখানেই যবনিকা পড়িবে।

পরিশেষে বাধা অতিক্রান্ত নাও হইতে পারে। বাধা অতিক্রম করিবার পূর্বেই জীবনের বা ঘটনার শেষ হইতে পারে। দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইতে পারে। এইরূপ স্থলে ইংরাজিতে যাহাকে tragedy বলে তাহার সৃষ্টি হয়। যেমন উপরিউক্ত উদাহরণে ধরুন যদি নায়ক বা নায়িকার বা উভয়ের মৃত্যু হয়। কিংবা এক জন বা উভয়েই নিরুদ্দেশ হয়। তাহার পরে আর কিছু বলিবার নাই। তখন সেইখানে যবনিকা পড়িবে।

ফলতঃ সুখের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বহির্ঘটনার সংঘর্ষণে নাটকের জন্ম। যুদ্ধ চাই; তা সে বাহিরের ঘটনাবলীর সহিতই হউক, কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক।

অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখান হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক, যেমন—হ্যাম্‌লেট্‌ বা কিং লিয়র্‌। বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাটকের উপাদান; যেমন—ওথেলো বা ম্যাক্‌বেথ। ওথেলোকে ইয়াগো বুঝাইল যে, তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা। মূর্খ অমনই তাহাই বুঝিল। তাহার মনে কোনও দ্বিধা হইল না। ওথেলোতে কেবল এক স্থানে ওথেলোর মনের মধ্যে দ্বিধা আসিয়াছে। সে দ্বিধা স্ত্রীহত্যার দৃশ্যে। সেখানেও কিন্তু যুদ্ধ প্রেমে ও ঈর্ষায় নহে; সেখানে যুদ্ধ—রূপমোহে ও ঈর্ষ্যায়। ম্যাক্‌বেথে যেটুকু দ্বিধা আছে, তাহা এতদপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের। ডানকানকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল. তাহা ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, আতিথ্যে ও লোভে; কিং লিয়রের সে যুদ্ধ অন্য রকমের। সে যুদ্ধ অজ্ঞানে ও জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও স্নেহে, অক্ষমতায় ও প্রবৃত্তিতে। হ্যাম্‌লেটের মনে যে যুদ্ধ, তাহা আলস্যে ও ইচ্ছায়, প্রতিহিংসায় ও সন্দেহে। এই যুদ্ধ নাটকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণী ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জম্‌কালো রকম নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন না।

অন্তর্বিরোধ না থাকিলে উচ্চ অঙ্গের নাটক হয় না। বাহিরের যুদ্ধ নাটকের বিশেষ উৎকর্ষসাধন করে না। তাহা যে সে নাটককার দেখাইতে পারেন। যে নাটকে কেবল তাহাই বর্ণিত হয়, তাহা নাটক নহে—ইতিহাস। যে নাটকে বাহিরের যুদ্ধকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া মনুষ্যের প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ করে, তাহা অবশ্য নাটক হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। যে নাটক বৃত্তিসমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।

বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য উচ্চ অঙ্গের নাটকে বহুল পরিমাণে থাকে; যেমন সাহস অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়া ইত্যাদি গুণের সমবায়। কিংবা দ্বেষ, জিঘাংসা, লোভ ইত্যাদি বৃত্তিসমূহের সমবায় একটি চরিত্রে থাকিতে পারে।

অনুকূল বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নহে। তাহাতে মনুষ্যহৃদয় সম্বন্ধে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শ চরিত্র ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্যচরিত্র দোষগুণে গঠিত। দোষগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণগুলি দেখাইলে, কিংবা গুণগুলি বাদ দিয়া দোষগুলি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যচরিত্র দেখান হয় না। যে নাটককার একটি আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা। তিনি মনুষ্যচরিত্র দেখাইতে বসেন নাই। তিনি দেবচরিত্র—মনুষ্যচরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই দেখাইতে বসিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি নাটকাকারে ধর্ম্ম প্রচার করিতে বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থগুলিকে নাটক বলি না। ধর্ম্মগ্রন্থ বলি। তাহাতে তিনি সে চরিত্রের যতপ্রকার গুণরাশি একত্র একখানি নাটকে দেখাইতে পারেন, ততই তাঁহার গুণপনা প্রকাশ পায়। কিন্তু ত হাতে মনুষ্যচরিত্রের চিত্র হয় না।

বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখান অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার; এখানে নাটক-কারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মনুষ্যের অন্তর্জগৎ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্ব্বল্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান,

গর্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এক কথায় পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়। ইহাকেই আমি অন্তর্বিরোধ বলিতেছি। মানুষকে একটি শক্তি ধাক্কা দিতেছে, আর একটি শক্তি ধরিয়া রাখিতেছে, অশ্বচালকের ন্যায় কবি এক হস্তে চাবুক মারিতেছেন, অপর হস্তে রশ্মি ধরিয়া টানিয়া রাখিতেছেন, এইরূপ কবিই মহাদার্শনিক কবি।

আর একটি গুণ নাটকে থাকা চাই। কি নাটক, কি উপন্যাস, কি মহাকাব্য, কোনটিই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ সকল সুকুমার কলাই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী। প্রকৃতিকে সাজাইবার বা রঞ্জিত করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই।

এখন আমরা দেখিলাম যে, নাটকে এই গুণগুলি থাকা চাই ; যথা—১. ঘটনার ঐক্য, ২. ঘটনার সার্থকতা, ৩. ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতগতি, ৪. কবিত্ব, ৫. চরিত্র-চিত্রণ, ৬. স্বাভাবিকতা।

কালিদাসের শকুন্তলার আখ্যানবস্তু দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার প্রেম—(তাহার অঙ্কুর—তাহার বৃদ্ধি ও তাহার পরিণাম) দেখানই এ নাটকের উদ্দেশ্য, এ নাটক যাহা লইয়া আরম্ভ, তাহা লইয়াই শেষ। মূল ব্যাপার প্রেম, যুদ্ধ নয়। সেই প্রেমের সফলতা বা বিফলতা লইয়া প্রেমমূলক নাটক রচিত হয়। এ নাটকে প্রেমের সফলতা দেখান হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শকুন্তলা নাটকে ঘটনার ঐক্য আছে।

তাহার পরে নাটকে অন্য সব চরিত্র ঐ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেমকাহিনীকে ফুটাইবার জন্য কল্পিত। নাটকে বর্ণিত সকল ঘটনাগুলিই সেই প্রেমের স্রোতে, হয় বাধাস্বরূপ আসিয়া পড়িয়াছে, না হয় তাহাকে দ্রুততর আগাইয়া লইয়া যাইবার পক্ষে সহায় হইতেছে। বিদূষকের কাছে রাজার মিথ্যাবাদ, গোপনে বিবাহ, দুর্বাসার অভিশাপ, অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিভ্রষ্ট হওয়া, এগুলি মিলনের পক্ষে প্রতিকূল ; বিবাহ, ধীবর কর্তৃক অঙ্গুরীয় উদ্ধার, রাজার স্বর্গে নিমন্ত্রণ—এগুলি মিলনের অনুকূল। এমন একটি দৃশ্য এ নাটকে নাই, যাহা বাদ দিলে পরিণাম ঠিক বর্ণিতরূপ হইত। অতএব এ নাটকে ঘটনার সার্থকতাও আছে।

উপরন্তু দৃষ্ট হইবে যে, ঘাত-প্রতিঘাতেই এ নাটক চলিয়াছে। প্রথম অঙ্কেই শকুন্তলার ও দুষ্মন্তের পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে : এমন সময়ে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য মাতৃ-আজ্ঞা, ওদিকে গৌতমীর সতর্ক দৃষ্টি, গোপনে বিবাহ, কণ্বের ভয়ে রাজার পলায়ন, দুর্বাসার অভিশাপ ইত্যাদি গল্পটিকে ক্রমাগত বক্রভাবে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতেছে ; সরলভাবে চলিতে দিতেছে না।

কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অন্তর্বিরোধ দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই অন্তর্বিরোধ প্রায় কোনও স্থানেই পরিস্ফুট হয় নাই ; প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার জন্ম সম্বন্ধে রাজার কৌতূহল বাসনাপ্রসূত। শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে দুষ্মন্তের ইচ্ছা হইয়াছে ; কিন্তু অসবর্ণে ত বিবাহ সম্ভবে না ; তাই তিনি ভাবিতেছেন যে শকুন্তলা ব্রাহ্মণকন্যা কি না। সে দ্বিধা দুষ্মন্তকে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বে নিয়োজিত করিবার পূর্বেই সন্দেহভঞ্জন হইয়া গেল।—তিনি জানিলেন যে, শকুন্তলা বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা। বস্তুতঃ সন্দেহ হইবামাত্রই ভঞ্জন হইয়াছিল। কারণ, দুষ্মন্ত বলিতেছেন যে,

তাঁহার যখন শকুন্তলায় আসক্তি হইয়াছে, তখন শকুন্তলার ক্ষত্রিয়কন্যা হইতেই হইবে। এখানে কোনও অন্তর্বিরোধ নাই।

মাতৃ-আজ্ঞা ও ঋষি-আজ্ঞায় কোনও সংঘর্ষ হইল না। মাতৃ-আজ্ঞা আসিবামাত্র তাহার ব্যবস্থা হইয়া গেল। মাধব্য যাইবেন মাতৃ-আজ্ঞা রক্ষায়, রাজা যাইবেন ঋষি-আজ্ঞা-রক্ষায়—অর্থাৎ শকুন্তলার উদ্দেশ্যে। তৃতীয় অংকে যখন রাজা একাকী, তখন তিনি ভাবিতেছেন,—"জানে তপসো বীর্যাং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।"

কিন্তু তৎপরেই তাঁহার সিদ্ধান্ত হইয়া গেল,—"ন চ নিম্নাদিব সলিলং নিবর্ত্ততে মে ততো হৃদয়ম্।"

Caesar-এর দিগ্বিজয়ের ন্যায় লালসার Vini Vidi Vici—যুদ্ধ হইবার পূর্বেই পরাজয়। তাহার পরে এই অংকে রাজা একেবারে প্রকৃত কামুক। প্রকৃত অন্তর্বিরোধ যাহা হইয়াছে, তাহা পঞ্চম অংক।

দুর্বাসার শাপে রাজার স্মৃতিভ্রম হইয়াছে। শকুন্তলাকে দেখিয়াই কিন্তু তাঁহার কামুক মন শকুন্তলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কেয়মবগুণ্ঠবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্।"

শকুন্তলার নাতিপরিস্ফুট শরীরটির উপরে একেবারে তাঁহার লক্ষ্য গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যখন শার্ঙ্গরব ও গোতমী এই নাতিপরিস্ফুট-শরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে দুষ্মন্তকে বলিলেন, তখন দুষ্মন্ত কহিলেন,—"কিমিদমুপন্যস্তম্।"

গোতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেখাইলেন। তখন রাজা আবার

"ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবসান্।
ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্॥"

[এইরূপে উপনীত অম্লানকান্তি মনোহর রূপ পূর্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম কি না? এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া, নিশাবসানে ভ্রমর যেমন মধ্যভাগে তুষারবিশিষ্ট কুন্দপুষ্পকে তৎক্ষণাৎ ভোগ করিতে বা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, আমিও ইহার বিষয়ে ঠিক সেইরূপ হইয়াছি।]

ইহা প্রকৃত অন্তর্বিরোধ। এক দিকে লালসা, আর এক দিকে ধর্মজ্ঞান। মনের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। রাজা তথাপি স্মরণ করিতে পারিলন না যে, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন কি না। তিনি গর্ভবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

"কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাম্ আত্মক্ষত্রিয়ং মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।"

এবার শকুন্তলা স্বয়ং মুখ ফুটিয়া কথা কহিলেন। "ইহা কি আপনার উচিত হইতেছে?" "ঈদিসোহং অকুখরেহিং পচ্চাকখাদুং"। রাজা কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া কহিলেন,—"শান্তং পাপম্; সমীহসে মাং পাতয়িতুম্।"

শকুন্তলা অঙ্গুরীয় দেখাইতে গিয়া পারিলেন না। অঙ্গুরীয় অঙ্গুলীভ্রষ্ট হইয়াছে। গোতমী বলিলেন যে, অঙ্গুরীয়টি নিশ্চয় নদীস্রোতে পতিত হইয়াছে। তখন রাজা এমন কি গোতমীকে পর্য্যন্ত শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্।" এমন কি, রাজা এমন কঠোর হইলেন যে গোতমী যখন বলিলেন যে,

"এই শকুন্তলা তপোবনে বর্ধিতা হইয়াছেন, শঠতা কাহাকে বলে, জানেন না।"
তখন রাজা কহিলেন,—

"স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি ॥"

[মনুষ্যেতর জীবেও স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ চতুরতা দৃষ্ট হয়, এ বিষয়ে বলিবার কি আছে? কোকিলা শূন্যে যাইবার পূর্বে নিজ অপত্যকে অন্য পক্ষীর দ্বারা লালিত করাইয়া লয়।]

এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা রোষের সহিত কহিলেন,—"হে অনার্য! আপনার ন্যায় সকলকে ভাবেন···তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় শঠ আপনি। সকলেরই সে প্রবৃত্তি নয়, জানিবেন।" ক্রোধে তখন শকুন্তলা ফুলিতেছেন। রাজার তখন আবার সন্দেহ হইল।

"ন তির্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোঽপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥"

[ইনি বক্রভাবে অবলোকন করিতেছেন না, ইঁহার চক্ষুও অতিশয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, বাক্যও অত্যন্ত নিষ্ঠুরাক্ষরবিশিষ্ট এবং উহা মাদৃশ পুরুষগণের প্রতি সঙ্গত হয় না।···]

শকুন্তলা তখন ঊর্ধ্বে হস্ত উঠাইয়া কহিলেন,—"মহারাজ! আপনি যে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী ধর্ম ব্যতীত আর কেহই নাই। এরূপভাবে মহিলা কি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পর পুরুষ আকাঙ্ক্ষা করে? আমি কি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকার ন্যায় আপনার কাছে আসিয়াছি?"

শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। দুষ্মন্ত নীরব। আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সময়ে তাঁহার মনে কি ঝড় বহিতেছিল। সম্মুখে রোরুদ্যমানা অপরূপ সুন্দরী তাঁহার পত্নীত্ব ভিক্ষা করিতেছে; তাহার সহায় ঋষি ও ঋষিকন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ হইতে তাঁহার ধর্মভয় তাঁহাকে টানিতেছে। একটা মহাসমর চলিয়াছে। শেষে ধর্মভয়ই জয়ী হইল। একটি দৃশ্যে এতখানি অন্তর্বিরোধ অন্য কোনও নাটকে দেখিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না।

ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা প্রতীহারীকে কহিলেন, আজ তিনি ধর্মাসনের কার্যসকল সম্যক্ প্রকারে পর্যালোচনা করিতে পারিবেন না। পৌরকার্য পরিদর্শন করিয়া তাহার একটা বিবরণ তিনি যেন রাজার নিকটে প্রেরণ করেন কঞ্চুকীকেও যথাযথ আজ্ঞা দিলেন। সকলে চলিয়া গেলে রাজা তাঁহার বয়স্যের নিকট হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন। তাহার পর চেটী দুষ্মন্ত-চিত্রিত শকুন্তলার আলেখ্য আনিলে রাজা তাহা তন্ময়চিত্তে দেখিতেছেন।

বিদূষক আলেখ্য লইয়া প্রস্থান করিলে প্রতীহারী আসিয়া রাজকার্য রাজা নিকট 'পেশ' করিল। রাজা শুনিলেন যে, এক নিঃসন্তান বণিক্ জলমগ্ন হইয়াছে। রাজা আজ্ঞা দিলেন, "দেখ, ইনি সম্ভবতঃ বহুপত্নীক; যদি তাহার কোনও অন্তঃসত্ত্বা ভার্যা থাকে, তাহার গর্ভস্থ সন্তান পিতৃধনের অধিকারী হইবে।" তাহার পর প্রতীহারী

গমনোদ্যত হইলে রাজা পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, সন্তান থাকে না থাকে, কি যায় আসে—

"যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্‌॥"

[প্রজাগণ, স্নেহপরায়ণ যে যে বন্ধুগণ কর্তৃক বিযুক্ত হইবে, পাপ না থাকিলে, রাজা দুষ্মন্ত তাহাদের সেই সেই বন্ধু বলিয়া ঘোষিত হইবেন।]

তাহার পরে তাঁহার নিজের নিঃসন্তন অবস্থা স্মরণ হইলে। পূর্বপুরুষগণের পিণ্ডদান কে করিবে, তাহা ভাবিলেন। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মাধব্যের আর্ত্তনাদ তিনি শ্রবণ করিলেন। শুনিলেন যে, পিশাচ আসিয়া তাঁহার বন্ধুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শুনিয়া রাজা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিলেন। ধনুর্বাণ লইয়া যাইতেছেন, এমন সময় মাতলি মাধব্যের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে জানাইলেন যে, ইন্দ্রদেব দৈত্যদমনে তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। রাজা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

এই অঙ্কে আর অন্তর্বিরোধ নাই বটে, কিন্তু রাজার রাজকর্ত্তব্যজ্ঞান, বিরহ ও অনুতাপ মিশিয়া যে এক অদ্ভুত করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

ভবভূতির নাটকে কিন্তু এ গুণগুলির একান্ত অভাব। ঘটনার একাগ্রতা উত্তর-চরিতে আছে বটে। সীতার সহিত বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন এই নাটকের প্রধান ব্যাপার। প্রথম অঙ্কে বিচ্ছেদ এবং সপ্তম অঙ্কে মিলন। কিন্তু ঘটনার সার্থকতা এ নাটকে নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্ক সম্পূর্ণ অবান্তর। এই কয় অঙ্কে কেবল একটি ব্যাপার আছে। তাহা রামের জনস্থানে প্রবেশ। দ্বিতীয় অঙ্কে শম্বুকের সহিত পঞ্চবটীদর্শন, তৃতীয় অঙ্কে ছায়াসীতার সমক্ষে রামের আক্ষেপ, চতুর্থ অঙ্কে জনক, কৌশল্যা ও অরুন্ধতীর সহিত লবের পরিচয়, পঞ্চম অঙ্কে লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ ও ষষ্ঠ অঙ্কে কুশ-মুখে রামের রামায়ণ-গীতি-শ্রবণ—এগুলি না থাকিলেও সীতার সহিত রামের মিলন হইত। এ নাটকে যাহা কিছু নাটকত্ব, তাহা প্রথম ও সপ্তম অঙ্কে।

প্রথম অঙ্কে। রাম অষ্টাবক্রের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন,—

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥"

[স্নেহ, দয়া এবং সুখ, এমন কি, যদি জনকীকে পর্যন্ত প্রজারঞ্জনহেতু পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই।]

এইখানে নাটকের আরম্ভ। তাহার পরে অলেখ্যদর্শনে সীতার পুনর্ব্বার বনে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। ইহার সহিত পরিণামের কোনও সংস্রব নাই। এখানে কিন্তু ভবিষ্যৎ বিষয়ে ঈষৎ সংকেত আছে। পরে দুর্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ জ্ঞাপন করিল। ইহার চরম সার্থকতা আছে।

রাম কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ করিয়া সীতাকে বনবাস দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এত-দূর পর্য্যন্ত নাটক চলিতেছে। পরবর্ত্তী পঞ্চম অঙ্কে নাটক স্থগিত রহিল। আরব্যোপন্যাসের গল্পের শাখাগল্পের মত একটা প্রকাণ্ড ফ্যাঁকড়া চলিল। প্রভেদ এই, আরব্যোপন্যাসে গল্পের মনোহারিত্ব আছে, এখানে তাহা নাই।

সপ্তম অঙ্কে রাম বাল্মীকি-কৃত 'সীতা-নির্ব্বাসনের'র অভিনয় দেখিতেছেন। এইটি বাল্মীকির রামায়ণে-বর্ণিত সীতার পাতাল প্রবেশ লইয়া রচিত, কিন্তু নাটকে এ অভিনয়ের বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। অভিনয় দেখিতে দেখিতে রাম অভিভূত হইলেন। সীতা আসিয়া রামকে বাঁচাইলেন তাহার পরে উভয়ের মিলন হইল, এইমাত্র।

সত্য কথা বলিতে গেলে এ নাটকে সীতা-নির্ব্বাসন ও লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, এই দুইটি ঘটনা না থাকিলেও নাটকের কোনও ক্ষতি ছিল না।

এ নাটকে অন্তর্বিরোধ নাই। যেই সীতাপবাদ, সেই নির্ব্বাসন। রামের বিলাপ যথেষ্ট আছে। কিন্তু "করিব, কি করিব না"—এ ভাব নাই সংকল্পের সহিত কর্ত্তব্যের কোনও যুদ্ধই হয় নাই।

নাটকের নাটকত্বের আর একটি লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণ। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, উত্তরচরিতে কোনও চরিত্র পরিস্ফুট হয় নাই; কিন্তু 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' চিত্রণ-কৌশল প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে বিষয়ে এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

কবিত্ব শকুন্তলায় আছে। কিন্তু তদধিক কবিত্ব আমরা উত্তরচরিতে দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কবিত্ব

'কবিত্ব' শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। বিভিন্ন কোষকারগণ ইহার বিভিন্নরূপ অর্থ বুঝেন। Webster বলেন,—

'Poetry is the embodiment in appropriate language of beautiful or high thought, imagination or emotion, the language being rhythmical, usually metrical, and characterised by harmonic and emotional qualities which appeal to and arouse the feeling and imagination.

Chambers বলেন,—

'Poetry is the art of expressing in melodious words the thoughts which are the creations feeling and imagination'.

এখানে high 'thought'-এর কথা নাই। সমালোচকদিগের মধ্যে Mathew Arnold-এর স্থান অতি উচ্চে। তিনি বলেন,—

'Poetry is at bottom a criticism of life. The greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas of life...... Poetry is nothing less than the most perfect speech of man in which he comes nearest to being able to uster the truth'.

Mathew Arnold-এর সংজ্ঞা শুধু অতি উচ্চ কবিদের সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর কবিরাও ত কবি—

Alfred Lyall বলেন,—

'Poetry is most intense expression of the dominant emotions and the higher ideals of the age.

এখানে criticism of life-এর কথা নাই।

'কবি কে', ইহা লইয়া স্বয়ং কবিগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। Bailey বলেন,—

'Poets are all who love, who feel great truths,
And teel them ; and the truth of truth is love'.

Shakespeare ত কবিদিগকে উন্মত্তের দলে ফেলিয়াছেন।

'The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact'.

কবির কাজ কি ?—

The poet's eye in a fine
frenzy rolling
Doth glance from heaven to
earth, from earth to heaven
And as imagination bodies forth
The form of things unknown,
the poet's pen
Turns them to shape, and
gives to airy nothing
A local habitation and a name.

Milton বলেন,—

'A poet soaring in the high realm of his fancies with his garland and singing robes about him.

অপিচ,—

'Poetry ought to be simple,
sensuous and impassioned,
We poets in our youth
begin in gladness.
But there of come in the end
despondency and sadness.'

কবিদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ।

সংস্কৃতে আছে, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। 'রস' নয় প্রকার। বাক্য সেই রসযুক্ত হইলেই কাব্য হইল।—অত্যন্ত সহজ।

উপরে উদ্ধৃত বচনগুলি হইতে বোধ হয় না যে, কোষকার, কবি ও সমালোচকগণ ইহার একই অর্থ বুঝিয়াছেন।

কবিত্ব কাহাকে বলে, ঠিক বোঝান শক্ত। ইহার রাজ্য এত বিস্তৃত ও বিচিত্র যে, একটি বাক্যে ইহার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা দেওয়া অসম্ভব। তবে বিজ্ঞানাদি হইতে পৃথক্ করিয়া,—ইহা কি, তাহা না বলিয়া, ইহাকেএক রকম বোঝান যাইতে পারে।

বিজ্ঞান হইতে কবিতা পৃথক্। বিজ্ঞানের ভিত্তি বুদ্ধি; কবিতার ভিত্তি অনুভূতি। বিজ্ঞানের জন্মস্থান মস্তিষ্ক, কবিতার জন্মভূমি হৃদয়। বিজ্ঞানের রাজ্য সত্য, কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য।

কবিকুল-চূড়ামণি Wordsworth কবিতার রাজ্যকে, এমন কি, একটি পবিত্র তীর্থস্থান-স্বরূপ জ্ঞান করেন—যাহাতে বৈজ্ঞানিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তিনি তাঁহার Poet's Epitaph নামক কবিতায় এই বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছেন,—

who would botanise
over his mother's grave'.

কার্লাইল বলেন, poets are seers বা prophets. বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে যে শৃঙ্খলা দেখেন, কবিগণ অনুভূতি দ্বারা সেই শৃঙ্খলা অনুভব করেন। এই শৃঙ্খলার মধ্যে একটা সৌন্দর্য আছে। সেই সেই সৌন্দর্যই কবিদিগের বর্ণনীয় বিষয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ না থাকিলে সন্তান বাঁচিত না; কারণ, সন্তান দুর্বল, নিঃসহায়—এক পিতামাতার যত্নের উপরই শিশুর জীবন নির্ভর করিতেছে। সেই জন্য মাতা নিজে না খাইয়া সন্তানকে খাওয়ান, নিজে না ঘুমাইয়া সন্তানকে ঘুম পাড়ান, নিজের বক্ষের পীযূষ দিয়া সন্তানকে লালন করেন, নিজের জীবন দিয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠিত করেন। এই নিয়মে সংসার চলিতেছে। নহিলে সংসার অচিরে লুপ্ত হইত। কবি তর্ক করেন না। তিনি দেখান, মাতার স্নেহ কি সুন্দর,—ঈশ্বরের রাজ্যে কি চমৎকার শৃঙ্খলা! বিজ্ঞানের যুক্তি শুনিয়া সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য বুঝি। কবিতা পড়িয়া এই বাৎসল্যের প্রতি ভক্তি হয়। বৈজ্ঞানিক ও কবি ইহাদের মধ্যে জগতের উপকার কে বেশী করেন, তাহা এখানে বিচার্য নহে। কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য এক, অর্থাৎ সৃষ্টির শৃঙ্খলার প্রতি পাঠককে আকর্ষণ করা।

কিন্তু প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারই কাব্যের বিষয় হয় না। প্রাকৃতিক সত্য হইলেই তাহা সুন্দর হয় না। জগতে অনেক জিনিস আছে—যাহা কুৎসিত। বিজ্ঞান তাহা ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব তাহা স্পর্শ না করিয়া চলিয়া যায়। সেই জন্য অদ্যাবধি কোনও মহাকবি আহারাদি শারীরিক ক্রিয়াগুলি কাব্যে দেখান নাই। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ও নাটকে তাহা দেখান সম্বন্ধে দস্তুরমত নিষেধ আছে। কোনও সুকুমার কলাই কুৎসিত দেখাইতে বসে না। যাহা মিষ্ট, যাহা সুন্দর, যাহা হৃদয়ে সুখকর অনুভূতির সঞ্চার করে, অথচ আমাদের পাশববৃত্তি উত্তেজিত করে না, তাহার বর্ণনা করা সুকুমার কলার একটি উদ্দেশ্য।

এখন অন্যান্য সুকুমার কলা হইতে কবিতাকে পৃথক করিতে হইবে। সুকুমার কলা সাধারণতঃ পাঁচটি;—স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও কবিতা। ভাস্করের কাজ প্রস্তরমূর্তি দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুকরণ করা। চিত্রকর বর্ণ দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুকরণ করেন। স্থপতি ও সঙ্গীতবিৎ প্রকৃতির অনুকরণ

করেন না, নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন, স্থপতি—মৃৎপ্রস্তরে, ও সঙ্গীত-স্বরে। কবি মনোহর ছন্দোবন্ধে প্রকৃতির অনুকরণও করেন, নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিও করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নাটকে কবিত্ব থাকা চাই। কিন্তু শুদ্ধ কবিত্ব থাকিলেই কাব্য নাটক হয় না। নাটকের অন্যান্য অনেক গুণ থাকা আবশ্যক। কবিত্বের রাজ্য সৌন্দর্য্য, নাটকের রাজ্য অনন্ত মানবচরিত্র। এখন, মানবচরিত্রে সুন্দর ও কুৎসিত, এই দুই দিকই আছে। নাটকে মানুষের কুৎসিত দিক্‌টাও দেখানোর প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ নাটকে মানবচরিত্রের কুৎসিত দিক ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ সুন্দর দিক দেখান শক্ত। সেক্সপীয়ার তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলিতে সমস্ত মানবচরিত্র মন্থন করিয়াছেন। তাঁহার King Lear নাটকে যেমন বন্ধুত্ব, পিতৃস্নেহ আছে, তেমনই পিতৃবিদ্বেষ ও ক্রূরতা—স্বেচ্ছাচারিত্ব আছে। তাঁহার Hamlet-এ এক দিকে ভ্রাতৃহত্যা ও লালসা আছে, অপরদিকে পিতৃভক্তি ও প্রেম আছে। Othello-তে যেমন সারল্য ও পাতিব্রত্য আছে, তেমনই জিঘাংসা ও অসূয়া আছে। Julius Caesar-এ যেমন পতিভক্তি ও দেশভক্তি আছে, তেমনই লোভ ও দম্ভ আছে। Macbeth-এ যেমন রাজভক্তি ও সৌজন্য আছে, তেমনই রাজদ্রোহিতা ও কৃতঘ্নতা আছে।

কিন্তু নাটকেও কুৎসিত ব্যাপার এরূপ অঙ্কিত করা নিষিদ্ধ, যাহাতে কুৎসিত ব্যাপারটি লোভনীয় হইয়া দাঁড়ায়। Schilier তাঁহার Robbers নামক নাটকে ডাকাতি ব্যাপারটিকে মনোহর করিয়া আঁকিয়াছেন বলিয়া, তিনি সমালোচকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

আবার কুৎসিত ব্যাপার বর্ণনা করিয়াই যদি ক্ষান্ত থাকে ত (সে কুৎসিত ব্যাপারের প্রতি বিদ্বেষ হইলেও) সে নাটক উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। নাটকেও বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করিতে হইবে—সুন্দরকে আরও বেশী ফুটাইবার জন্য। যে নাটকে সুন্দর কিছু নাই, সেখানে জঘন্য ব্যাপারের অবতারণা করা অমার্জ্জনীয়। এমন কি নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের আতিশয্য ও প্রাধান্যও পরিহার্য্য। সেক্সপীয়রেরই Titius Andronicus কেবল বীভৎস ব্যাপারে পূর্ণ বলিয়াই ইহা অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছে এবং ইহা যে সেক্সপীয়রের রচনা, সেক্সপীয়রের উপাসকগণ তাহা স্বীকারই করিতে চাহেন না।

কালিদাস বা ভবভূতি ও দিকেই ঘেঁষেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের অবতারণাই করেন নাই। তাঁহারা যাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা সৌন্দর্য্য হিসাবেই কল্পনা করিয়াছেন,। অতএব, অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তররামচরিত নাটক হইলেও কাব্য হিসাবেও নির্দ্দোষ। এই স্থানে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি হইতে এই দুইখানি নাটকের বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য্য। এ সৌন্দর্য্য বহির্জ্জগতেও আছে, অন্তর্জ্জগতেও আছে। যে কবিগণ কেবলই বাহিরের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে বর্ণনা করেন, তাঁহারা কবি, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে কবিরা মানুষের মনের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে বর্ণনা করেন, তাঁহারা মহত্তর কবি। অবশ্য, বাহিরের সৌন্দর্য্য ও অন্তরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এই সৌন্দর্য্য ক্ষণিক আনন্দদায়ী নহে, বহিঃপ্রকৃতির মাধুর্য্য ত ইতর জীবজন্তুও উপভোগ করে। কুক্কুর পূর্ণচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকে, মেঘ দেখিয়া ময়ূর পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করে, কেতকীগন্ধে সর্প আকৃষ্ট হয়, বেণুধ্বনি শুনিয়া

নিস্পন্দ হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কাছে এই বাহিরের সৌন্দর্য্য শুদ্ধ-ক্ষণিক আনন্দদায়ী নহে, ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। বাহিরের মাধুর্য্য মানুষের হৃদয়কে গঠিত করে। আমার বিশ্বাস যে, স্নেহ, দয়া, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদির উৎপত্তিও—ঐ বাহিরের সৌন্দর্য্যবোধে। প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিয়া স্নেহ বিকশিত হয়, সূর্য্য দেখিয়া ভক্তির উদ্রেক হয়, নীল আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ঘোচে, মৃদু-সঙ্গীত শ্রবণে বিদ্বেষ দূর হয়।

তথাপি বাহিরের সৌন্দর্য্য বর্ণনার চেয়ে অন্তরের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় কবির সমধিক কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। বাহিরের সৌন্দর্য্য অন্তরের সৌন্দর্য্যের তুলনায় স্থির, নিষ্প্রাণ, অপরিবর্ত্তনীয়। আকাশ চিরকাল যে নীল, সেই নীল, যদিও মাঝে মাঝে তাহা ধূসর হয়, বা মেঘাগমে কৃষ্ণবর্ণ হয়। সমুদ্র ও নদী তরঙ্গসংকুল হইলেও তাহার সাধারণ আকার একই রূপ থাকে। পর্ব্বত, বন, প্রান্তর, পশু, মনুষ্য ইত্যাদি আকার পরিবর্ত্তন করে না বলিলেও চলে। কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ে ঘৃণা ভক্তিতে পরিণত হয়, অনুকম্পা হইতে প্রেম জন্মে, হিংসা হইতে কৃতজ্ঞতা আসিতে পারে। এই পরিবর্ত্তন যিনি দেখাইতে পারেন তিনি অন্তর্জগতের এই বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিয়াছেন; মানসিক প্রহেলিকাগুলি তাঁহার কাছে আপনিই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ়তম জটিল সমস্যা তাঁহার কাছে সরল ও সহজ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে নূতন নূতন মোহিনী মানসী প্রতিমা মূর্ত্তিধারণ করিয়া পাঠকের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। তাঁহার ইঙ্গিতে অন্ধকার কাটিয়া যায়। তাঁহার যাদুদণ্ড স্পর্শে নির্জীব সজীব হয়। তাঁহার কবিত্ব-রাজ্য দিগন্তপ্রসারিত আন্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় রহস্যময়।

তদুপরি মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের কাছে কি বাহিরের সৌন্দর্য্য লাগে? কোন্ নারীর রূপবর্ণনা পাঠকের চক্ষে আনন্দাশ্রু বহাইতে পারে, যেমন উদ্ধত সামান্য কাঠুরিয়ার কৃতজ্ঞতার ছবিতে চক্ষে জল আসে? কবি দূরে যাক, Michaelangelo-র কোন্ মূর্ত্তি, Raphael-এর কোন্ চিত্রফলক চোখে জল আনিতে পারে।

আর এক কথা—বহিঃসৌন্দর্য্য দেখাইবার প্রকৃত উপায়,—ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা। Turner-এর চিত্র এক মুহূর্ত্তে মিশ্র প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখায়, এক শত পৃষ্ঠায় ছন্দোবদ্ধ তাহার শতাংশ দেখাইতে পারে না। কিন্তু কবিতা অন্তর্জগৎ যেরূপ স্পষ্ট সজীবভাবে দেখাইতে পারে, অন্য কোনও চিত্রকলা সেরূপ চিত্রিত করিতে সক্ষম নহে। চিত্রকলা নারীর সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার গুণরাশি প্রকাশ করিতে পারে না।—মানুষের অন্তর্জগৎ মন্থন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়াই, সেক্সপীয়র জগতের আদর্শ কবি।

তাই বলিয়া বহির্জগৎ কাব্য হইতে বাদ দিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বরং কার্য্যের বা প্রবৃত্তির সৌন্দর্য্যকে বহিঃসৌন্দর্য্যের পাটে বসাইলে কাব্যের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়। সেক্সপীয়র এই হিসাবেই Lear-এর মনের ঝটিকা বাহিরের ঝটিকার background-এ আঁকিয়া এক অপূর্ব্ব চিত্রের রচনা করিয়াছেন।

কালিদাস ও ভবভূতি, উভয়েই সমালোচ্য নাটক দুইখানিতে উভয়বিধ সৌন্দর্য্যই দেখাইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, কে কিরূপ আঁকিয়াছেন।

বহির্জগতের সুন্দর বস্তুর মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য্যবর্ণনা সাধারণ কবিদিগের অত্যন্ত প্রিয়। তৃতীয় শ্রেণীর কবিগণ রমণীর মুখ ও অবয়ব বর্ণনা করিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন বিশেষতঃ, আমাদের দেশে আবহমানকাল এই বর্ণনায় কৃতিত্ব কবিত্বের মানদণ্ডস্বরূপ গণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, যে এই বিষয়ে যত অত্যুক্তি করিতে পারে, সে তত বড় কবি—এইরূপ বিবেচিত হইত।

একজন কবি বলিলেন,—

"শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ সুষমা,
দিন দিন তনু ক্ষীণ অন্তরে কালিমা।"

ভারতচন্দ্র তাঁহাকে ছাড়াইয়া উঠিলেন,

"কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা ?
পদনখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা !
বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।"

অনর্ঘরাঘবে কবি সীতার রূপ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মা সীতাকে সৃষ্ট করিয়া চন্দ্র ও সীতার মুখ নিক্তিতে চড়াইলেন। সৌন্দর্য্য হিসাবে সীতার মুখ সমধিক সারবান্, অতএব ভারী হইল, সেই জন্য সীতা ভূতলে নামিয়া আসিলেন এবং চন্দ্র লঘু হওয়ায় দরুণ আকাশে উঠিলেন।

এই সব বর্ণনার চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্‌মানীর রূপ-বর্ণনা কোনও অংশে হীন নহে।

কালিদাস তাঁহার নাটকের বহু স্থলে শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সর্ব্বত্রই সজীব ও হৃদয়গ্রাহী।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অঙ্কে বল্কলপরিহিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন,—

"ইদমুপহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে স্তনযুগপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।
বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ॥"

[শকুন্তলার স্কন্ধদেশে সূক্ষ্মগ্রন্থিদ্বারা বল্কল বাঁধিয়া দেওয়াতে উহা বিশাল স্তন-যুগল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার নবীন দেহ, পাণ্ডুবর্ণ, পরিপক্ক পত্রের মধ্যস্থিত কুসুমের ন্যায়, আপনার কান্তির শোভাপ্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না।]

"অথবা কামমননুরূপমস্যা বপুষো বল্কলং ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতিং কুতঃ।
সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।"

[অথবা বল্কল ইঁহার দেহের ঠিক উপযুক্ত না হইলেও, যে একেবারে অলঙ্কার শোভা ধারণ করে নাই, তাহা নহে। কমল শৈবালযুক্ত হইলেও রম্য, হিমাংশুর চিহ্ন মলিন হইলেও শোভাযুক্ত ; তদ্রূপ, এই কৃশাঙ্গী বল্কল ধারণ করিয়াও অধিকতর মনোহারিণী ; অপিচ ; যাঁহাদের আকৃতি মধুর, তাঁহাদের কি না অলঙ্কার হয় ?]

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের কাছে রাজা শকুন্তলার বর্ণনা করিতেছেন,—

"চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগান্
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতানু।

স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥"

[দেহসৌন্দর্য্য চিন্তা করিয়া এইরূপ মনে হয়, যে বিধাতা জগতের সমগ্র নির্ম্মাণোপাদান একত্রিত করিয়া, সমস্ত রূপরাশি একস্থানে দেখাইবার জন্যই যেন অপরা একটি স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।]

আবার,—

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈ-রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্ ।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ ॥"

[অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায়, নখচ্ছেদ-বিরহিত নবকিশলয় তুল্য অনাস্বাদিত অভিনব মধুসম ওঅপরিহিত রত্নস্বরূপ; জানি না, বিধাতা কাহাকে ইহার ভোক্তা করিবেন।]

তৃতীয় অংকে বিরহবিধুরা শকুন্তলার বর্ণনা,—

"স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং প্রিয়ায়াঃ সাবাধং তদপি কমনীয়ং বপুরিদম্ ।
সমস্তাপঃ কামংমনসিজনিদাঘপ্রসরয়োর্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু ॥"

[উশীর-বিলেপনযুক্ত স্তন, একমাত্র মৃণালবলয় শিথিল, প্রিয়ার দেহ পীড়িত হইলেও কমনীয়, কামসন্তাপ ও নিদাঘ-সন্তাপ তুল্য হইলেও, গ্রীষ্মসন্তাপে যুবতীগণের দেহে এরূপ কমনীয়তা থাকে না, সুতরাং ইহা নিশ্চয় কাম-সন্তাপ।]

পঞ্চম অংকে সভায় আগতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন,—

"কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুট-শরীরলাবণ্যা ।
মধ্যে তপোধনানাং কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্ ॥"

[তপস্বিগণের মধ্যবর্ত্তিনী পাণ্ডুপত্র মধ্যে কিশলয় তুল্য, অবগুণ্ঠবতী, অনতি-পরিস্ফুট দেহলাবণ্যবতী—এ রমণী কে?]

ষষ্ঠ অংকে চিত্রার্পিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা বলিতেছেন,—

"দীর্ঘাপাঙ্গবিসারিনেত্রযুগলং লীলাঞ্চিতভ্রূলতং
দন্তান্তঃপরিকীর্ণহাসকিরণজ্যোৎস্না-বিলিপ্তাধরম্ ।
কর্কন্ধুদ্যুতিপাটলোষ্ঠরুচিরং তস্যাস্তদেতন্মুখং
চিত্রেঽপ্যালপতীব বিভ্রমলসৎ-প্রোদ্ভিন্নকান্তিদ্রবম্ ॥"

[অপাঙ্গ দীর্ঘ, নয়নযুগল বিস্তৃত, ভ্রূলতা বিলাসমনোহর, অধর, দন্তপংক্তির হাস্যকিরণচ্ছটায় বিলুপ্ত; ওষ্ঠ পক্কবদরীতুল্য কান্তি-বিশিষ্ট; প্রিয়ার বিলসিত স্বেদযুক্ত মনোহর এবং শোভাযুক্ত মুখমণ্ডল চিত্রার্পিত হইলেও যেন আলাপ করিতেছেন বোধ হয়।]

আবার—

"অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ স্থিতা
দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি ।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং
প্রেম্ণা মন্মুখমীষদীক্ষত ইব স্মেরা চ বক্তীব মাম্ ॥"

[এই চিত্রফলক সমতল হইলেও, উহার স্তনদ্বয় উন্নত এবং নাভি গভীর বলিয়া বোধ হইতেছে ও বলয় উন্নত দেখাইতেছে ; তৈল-বর্ণপ্রভাবে অঙ্গের মৃদুতা স্থায়িভাবে প্রকাশমান ও যেন প্রণয়বশে আমার মুখমণ্ডল ঈষৎ দেখিতেছেন ও স্মিতমুখে আমাকে যেন কি বলিতেছেন। [

সর্বশেষে সপ্তম অঙ্কে রাজা শকুন্তলাকে দেখিতেছেন,—

"বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥"

[ধূসর-বসন-পরিহিতা, নিয়মপালন হেতু ক্ষীণমুখী, একবেণীধৃতা অতি নির্দয়-হৃদয় আমার দীর্ঘ বিরহব্রত ধারণ করিতেছেন।]

ভবভূতি কদাচিৎ সীতার রূপবর্ণনা করিয়াছেন। উত্তররামচরিতে তিনি দুইবার মাত্র সীতার বহিঃসৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দুইবারই সীতার মুখখানি-মাত্র আঁকিয়াছেন। একবার রাম বিবাহের সময় সীতার রূপবর্ণনা করিতেছেন,—

"প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ-
র্দশনমুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখম্।
ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্না প্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ-
রকৃত মধুরৈরম্বানাং মে কুতুহলমঙ্গকৈঃ॥"

[মাতৃগণ বালিকা জানকীর অঙ্গসৌষ্ঠব-দর্শনে কি আনন্দিতাই হইয়াছিলেন। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনতিনিবিড় দন্তপংক্তি এবং মনোহর কুন্তল ও মুখশ্রী সুন্দর চন্দ্রকিরণসদৃশ নির্মল এবং কৃত্রিম বিলাসরহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি তাঁহাদের কি কৌতূহলই জন্মাইয়াছিল !]

রাম ভাবিতেছেন সীতার মুখখানি, আর তাহাও এই হিসাবে ভাবিতেছেন যে এইরূপে জানকী মাতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

আর একবার তমসা বিরহিণী সীতার বর্ণনা করিতেছেন,—

"পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরং দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥"

[মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ দুর্বল গণ্ড দ্বারা মনোহর। করবী বিলুলিত, মূর্ত্তিময়ী, করুণরস, অথবা দেহধারিণী বিরহ-ব্যথার ন্যায় জানকী বনে আসিতেছেন।]

আবার সেই মুখখানিমাত্র ! তাহাও আঁকিয়াছেন তাঁহার বিচ্ছেদদুঃখ বর্ণনা করিবার জন্য। অন্য সর্বত্র রাম সীতার গুণরাশির কথাই ভাবিতেছেন। তিনি একটি শ্লোকে সীতার যে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, দুষ্মন্ত তাহা বহু শ্লোকেও বর্ণনা করিতে পারেন নাই,—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা নপ্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ॥"

[ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নে অমৃতস্বরূপা, ইহার স্পর্শ শরীরে চন্দনরসস্বরূপ সুখপ্রদ এবং ইহার এই মৎকণ্ঠলগ্ন বাহু শীতল এবং কোমল মুক্তা হার স্বরূপ।]

রাম ভাবিতেছেন, সীতা তাঁহার গৃহলক্ষ্মী। আর আপনাকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, সীতার বিরহে তাঁহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব কি না? তাঁহায় কি সীতার বাহ্যিক রূপের দিকে লক্ষ্য আছে। যাঁহার—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি।"

[কমলনয়নে! তোমার এ বাক্যগুলি সন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দ্রিয়সমূহের মোহন ও সন্তর্পণস্বরূপ, কর্ণামৃত এবং মনের রসায়নস্বরূপ।]

তাঁহার রূপ রাম বর্ণনা করিবেন কিরূপে? যাঁহার কাছে থাকিয়া রাম—

"বিনিশ্চতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষ বিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"

[আমি স্থির করিতে পারিতেছি না যে, সুখভোগ করিতেছি কি দুঃখভোগ করিতেছি, আমি নিদ্রিত কি জাগরিত, অথবা কোন বিষপ্রবাহ আমার দেহের এরূপ অবস্থা ঘটাইতেছে, কিংবা ইহা মাদকদ্রব্যজনিত মত্ততা।]

তাঁহার রূপ তিনি বর্ণনা করিবেন কিরূপে? যাঁহার স্পর্শ—

"প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে
সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥"

[এ কি হরিচন্দন-পল্লবের রসস্রাব, অথবা নিষ্পীড়িত চন্দ্রকিরণসমূহের রসের সেচন? ইহা সঞ্জীবন ঔষধির রসস্বরূপ আমার হৃদয়ে প্রসিক্ত হইয়া আতপ্ত জীবনতরুকে পরিতৃপ্ত করিতেছে।

আবার,—

"প্রসাদ ইব মূর্ত্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ।
অদ্যাপ্যোবার্দ্রয়তি মাং ত্বং পুনঃ কাসি নন্দিনী॥"

[তোমার স্নেহসিক্ত শীতলস্পর্শ মূর্ত্তিমান্ প্রসন্নতার স্বরূপ হইয়া অদ্যাপি আমার হৃদয়কে আদ্রীভূত করিয়েছে। কিন্তু আনন্দদায়িনী তুমি কোথা?]

তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার প্রয়োজন আছে কি? যাঁহাকে রাম বিবেচনা করেন,—

"উৎপত্তিপরিপূতায়াঃ কিমস্যাঃ পাবনান্তরৈঃ।
তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হত॥"

[ইনি আজন্মবিশুদ্ধা, ইঁহাকে পবিত্র করিবার জন্য আর কিছুর প্রয়োজন কি? তীর্থবারি এবং বহ্নি অন্য কর্ত্তৃক শুদ্ধির অপেক্ষা করে না।]

তাঁহার আর অন্য বর্ণনা কি হইতে পারে? রাম "কালিন্দীতটবট" ভুলিতে পারেন না কেন? না সেইখানে—

"অলসলুলিতমুগ্ধান্যধ্বসঞ্জাতখেদাদশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা॥"

[যে স্থানে তুমি পথশ্রমে ক্লান্তা হইয়া আকম্পিত অথচ মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গনে অত্যন্ত মর্দ্দনদায়ক এবং দলিত মৃণালের ন্যায় ম্লান ও শিথিল হস্ত আমার বক্ষে রাখিয়া নিদ্রা গিয়াছিলে।]

বাস্তবিক সীতার বাহিরের রূপ দেখিবার অবসর ভবভূতির ছিল না। তিনি সীতার গুণে মুগ্ধ। ভবভূতির বর্ণনা এত উচ্চ যে, তিনি সীতাকে মাতৃরূপে দেখিতেন। মাতার আবার রূপ কি? তিনি সর্ব্বাঙ্গে, অন্তরে, বাহিরে, কথায় ভাবভঙ্গিমায় এক মাতা, আর কিছু নয়।

কালিদাসের কিন্তু একটি বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হইবে যে, তিনি তাঁহার এই নাটকে সর্ব্বত্র শকুন্তলার রূপ নাটকত্ব হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দুষ্মন্তের মনের অবস্থা ও তাঁহার কার্য্যাবলী বুঝিবার জন্য এরূপ বর্ণনার প্রয়োজন ছিল। শুধু কবিত্ব হিসাবে তিনি কুত্রাপি শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করেন নাই। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত কেন শকুন্তলার প্রতি আসক্ত হইলেন, কবি তাহার কারণ দেখাইলেন। শকুন্তলা কুরূপা বা বা বৃদ্ধা হইলে দুষ্মন্ত তাহাতে আসক্ত হইতেন না। তাই রূপসী শকুন্তলার উদ্ভিন্ন-যৌবনের বর্ণনার প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্মন্ত বয়স্যের নিকট যেরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহাতে কবি দেখাইতেছেন যে, রাজা কতদূরে বিগলিত হইয়াছেন; তিনি এ কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এরূপ বর্ণনায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা নাই। কারণ,সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত। পঞ্চম অঙ্কে রাজা আবার শকুন্তলাকে দেখিতেছেন। আবার নাতিপরিস্ফুট শরীরলাবণ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি। কিন্তু তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। পরে শকুন্তলার রোষ বুঝাইবার জন্য যতখানি প্রয়োজন, কবি শকুন্তলার সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় তাহা হইতে এক পদ অগ্রসর হয়েন নাই। এখন রাজা মৃগয়া করিবার জন্য ছুটি লন নাই। এখন তিনি আলস্যজনিত কামান্ধ নহেন। এখন তিনি রাজা, প্রজাপালক, বিচারক। রূপ ভাবিবার তাঁহার সময় নহে। সপ্তম অঙ্কে, দুঃখপূত-হৃদয়ে আর কামের তাড়না নাই। বাহিরের রূপ দেখিয়া মোহিত হইবার অবস্থা তাঁহার গিয়াছে। প্রপীড়িতা, প্রত্যাখ্যাতা অপমানিতা শকুন্তলা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার সেই কথাই মনে পড়িতেছে। তাঁহার লক্ষ্য বিরহব্রতধারিণী শকুন্তলার পবিত্র চিত্তের দিকে।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই রূপ-বর্ণনায় রাজার মনের অবস্থার একটি ইতিহাস লিখিত আছে। কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অদ্ভুত নাটকত্ব।

ভবভূতি সীতার বাহিরের রূপ-বর্ণনা করেন নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কয়েকটি শ্লোকে সীতার মনের পবিত্রতা, তন্ময়তা, পতিপ্রাণতা, স্বর্গীয়তা যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা শকুন্তলার নাই।

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনাগুলি স্থিরসৌন্দর্য্যের বর্ণনা। বস্তুতঃ সে বর্ণনা শব্দলিপি। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, সম্মুখে যেন একখানি আলেখ্য দেখিতেছি। আর এক প্রকারের বর্ণনা আছে যাহা জীবন্মূর্ত্তির প্রতিকৃতি—চলৎ-সৌন্দর্য্যের চিত্র। যথা,—

রাজা ভ্রমরতাড়িত শকুন্তলাকে দেখিতেছেন—

"যতো যতঃ ষট্চরণোঽভিবর্ত্ততে ততস্ততঃ প্রেরিতলোললোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥"

[ভ্রমর যে যে দিকে যাইতেছে, সেই সেই দিকেই চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, ভয়হেতু, কামশূন্যা হইয়াও, ভ্রূবিবর্ত্তন দ্বারা দৃষ্টির বিভ্রম শিক্ষা করিতেছেন।]

'অপিচ' সাসূয়মিব ; চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং,
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকরহতাস্ত্বং খলু কৃতী ॥"

[বহুবার বিকম্পিতার নয়নপ্রান্ত স্পর্শ করিতেছে, কর্ণপ্রান্তে বিচরণ করতঃ মৃদু-গুঞ্জনে যেন গোপনে কথা কহিতেছে, হস্তচালনা করিলেও উহার রতিসর্বস্ব অধরসুধা পান করিতেছে! হে মধুকর! ফলভোগ হেতু তুমিই কৃতী।]

বৃক্ষসেচনকাতরা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা কহিতেছেন—

"স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণাদদ্যাপি
স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসং প্রমাণাধিকঃ।
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসাং জালকং,
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্যাকুলা মূর্ধজাঃ ॥"

[ইঁহার স্কন্ধদ্বয় দুর্বল ও অবনত হইয়াছে এবং হস্ততল অত্যন্ত লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, বারংবার জলকলস উত্তোলন করায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক পরিমাণের অধিক হইয়া এখনও স্তনদ্বয়কে কম্পিত করিতেছে ও মুখমণ্ডলে ঘর্মবিন্দু দ্বারা কর্ণস্থিত শিরীষপুষ্পের অবরোধকারী অস্ফুট কোরকসমূহের আকার ধারণ করিয়াছে। আর কেশবন্ধন স্খলিত হওয়ায় এক হস্ত দ্বারা তাহা সংযমিত করিয়াছেন।]

রাজার প্রতি সমাকৃষ্ট শকুন্তলার প্রতি চাহিয়া রাজা কহিতেছেন,—

"বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ,
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসংমুখী সা,
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ ॥"

[যদিও আমার বাক্যের সহিত স্বীয় বাক্য মিশ্রিত করিতেছেন না, তথাপি আমি কথা বলিলে মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করিতে থাকে, আর আমার মুখের দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতেছে না, অথচ ইহার দৃষ্টি অন্যবিষয়েও অধিকক্ষণ থাকিতেছে না।]

"ন তির্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং,
বচোঽপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ,
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে ॥"

(অনুবাদ ইতঃপূর্বে দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রণয়িনী শকুন্তলার বর্ণনা—

"অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং হসিতমন্যনিমিত্তকথোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ ॥"

[নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে নয়ন ফিরাইয়া লন, অথচ অন্য কথা ব্যপদেশে হাসিয়া থাকেন। বিনয়হেতু কামবৃত্তি প্রকাশিত না করিলেও গোপন রাখেন না।]

আবার,—

"দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে,
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোহয়ন্তী,
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্॥"

["কুশাঙ্কুর দ্বারা চরণতল ক্ষত হইয়াছে" এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল অমনি অকারণে দণ্ডায়মান থাকিলেন ও তাঁহার পরিহিত বল্কল শাখায় সংলগ্ন না হইলেও, বল্কল মোচন করিবার ছলে, স্বকীয় বদনাবরণও উন্মুক্ত করিয়াছিলেন।]

ষষ্ঠ অঙ্কে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার বিষয়ে রাজা ভাবিতেছেন, আর সে ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন।

"ইতঃ প্রত্যাদিষ্টা স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা
স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামর্পিতবতী
ময়ি ক্রূরে যত্তৎ সবিষমিব শল্য দাহতি মাম্॥"

[আমি প্রত্যাখ্যান করিলে স্বজনগণের অনুগমনে প্রবৃত্তা হন, আবার মাননীয় পিতৃশিষ্য "তিষ্ঠ" বলিলে স্থির থাকিয়া নিষ্ঠুর মৎপ্রতি যে বাষ্পকলুষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা বিষযুক্ত শল্যের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে।]

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতেও শকুন্তলার বর্ণনা দুষ্মন্তের মনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা কামুক, পঞ্চম অঙ্কে ধার্ম্মিক বিচারক, ষষ্ঠ অঙ্কে অনুতপ্ত।

উত্তরচরিতে বালিকা সীতা ময়ূর নাচাইতেন কিরূপ, তাহার বর্ণনা ভবভূতি এইরূপ করিয়াছেন,—

"ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তিচক্ষুঃ,
প্রচলিতচতুর-ভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্ত্যমানঃ,
সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি॥"

[সন্তানের ন্যায় স্নেহপূর্ণ মনে নর্ত্তনশীলা তোমাকে স্মরণ হইতেছে, যৎকালে সঞ্চরণসময়ে আবরণাভ্যন্তরে মণ্ডলাবৃত্ত চক্ষু, বিচলিত সবিলাস ভ্রূসঞ্চারের দ্বারা মনোহর হইত এবং তুমি করপল্লব দ্বারা তাল দিতে থাকিতে।]

অঙ্গচালনায় মনোভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে কালিদাস অদ্বিতীয়, তাঁহার সহিত ভবভূতির এ বিষয়ে তুলনাই হয় না।

নারীর রূপ-বর্ণনায় ভবভূতির একটি বিশেষত্ব আছে। কালিদাস ও অন্যান্য বহু সংস্কৃত-কবির নারী-সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় লালসা আছে। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা সর্ব্বত্র শৈলনির্ঝরের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র। কালিদাস নারীর বাহিরের রূপ লইয়া ব্যস্ত। ভবভূতি নারীর অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্য লইয়া ব্যস্ত। নারী 'তুঙ্গস্তনী', 'শ্রোণীভারা-লসগমনা', 'বিম্বাধরা' হইলেই কালিদাস যেন আরকিছু চাহেন না। রসাইয়া রসাইয়া

তাঁহার নানা কাব্যের নানা স্থানে রমণীয় অবয়বের বর্ণন করিতে তিনি যেন একটা বিপুল আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু ভবভূতির কাছে নারী "গেহে লক্ষ্মীঃ," তাঁহার "বচনানি কর্ণামৃতানি," স্পর্শ "সঞ্জীবনৌষধিরসঃ, স্নেহার্দ্র শীতলঃ" তাঁহার পরিরম্ভ "সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।" কালিদাসের রূপবর্ণনা আলোক বটে, কিন্তু প্রদীপের রক্তবর্ণ আলোক। ভবভূতির রূপবর্ণনা শুভ্র বিদ্যুতের জ্যোতিঃ। কালিদাস যখন মাটিতে চলিয়া যাইতেছেন, ভবভূতি তখন ঊর্ধ্বে বিচরণ করিতেছেন। কালিদাসের কাছে নারী ভোগ্যা, ভবভূতির কাছে নারী দেবী।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, কালিদাস যে বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। তাঁহার নায়ক এক জন কামুক। ভবভূতির নায়ক দেবতা। দুষ্মন্ত তপোবনে আসিয়া অবধি মদনোৎসব করিতে বসিয়াছেন। তিনি শকুন্তলার সরল নির্ম্মল তাপস ভাব দেখিতে পাইবেন কোথা হইতে? কিন্তু রাম বহুকাল সীতার সহিত বাস করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, তাঁহার অসীম নির্ভর, তাঁহার অগাধ প্রেম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। আর কি তাঁহার সীতার বাহিরের রূপের দিকে লক্ষ্য থাকে?

কালিদাস এ অবস্থায় আপনাকে যথাসম্ভব বাঁচাইয়া গিয়াছেন। যতখানি তাঁহার নাটকের জন্য প্রয়োজন, তাহার অধিক তিনি একপদও অগ্রসর হন নাই। মহাকবি কল্পনাকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেন না। তিনি কল্পনার গতি রশ্মিসংযত করিয়া রাখেন। কালিদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ত অপূর্ব। কিন্তু তিনি কতখানি লিখিতে পারিতেন, অথচ লেখেন নাই, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার অপূর্ব গুণপনায় বিস্মিত হইতে হয়। বিষম গিরিসংকটের একেবারে কিনারা দিয়া তাঁহার কল্পনার রথ প্রবলবেগে চালাইয়া গিয়াছেন অথচ পড়েন নাই। ভবভূতি এ পথেই চলেন নাই। সুতরাং তাঁহার ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিয়াই প্রেমের স্বর্গরাজ্যে আপনার দেবীকে বসাইয়াছিলেন।

পুরুষ-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা কালিদাস বড় একটা করেন নাই। কেবল দ্বিতীয় অঙ্কে সেনাপতির মুখে রাজার রূপবর্ণনা আছে—

"অনবরত-ধনুর্জ্যাস্ফালন-ক্রূরকর্ম্মা
রবিকিরণসহিষ্ণু স্বেদলেশেন ভিন্নম্;
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥"
(অনুবাদ ইতিপূর্বে গিয়াছে দেখুন)—

ভবভূতি সীতার মুখে রামের রূপবর্ণনা একবার করিয়াছেন। চিত্রার্পিত রামচন্দ্রকে দেখিয়া সীতা কহিতেছেন—

"অম্মহে দলন্নবনীলোৎপলশ্যামলস্নিগ্ধমসৃণ-শোভমান-মাংসলেন দেহ-সৌভাগ্যেন বিস্ময়স্তিমিত তাতদৃশ্যমানসৌম্যসুন্দরশ্রীঃ অনাদরখণ্ডিতশংকরশরাসনং শিখণ্ডমুগ্ধ-মুখমণ্ডল আর্য্যপুত্রঃ আলিখিতঃ।"

[আহা আর্য্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র লিখিত হইয়াছে! প্রস্ফুটিত নবনীলোৎপলবৎ শ্যামল, স্নিগ্ধ, কোমল, শোভাবিশিষ্ট দেহসৌন্দর্য্য; অবলীলাক্রমে হরধনু ভঙ্গ

করিতেছেন। কাকপক্ষবৎ কেশশোভায় মুখমণ্ডল শোভিত এবং পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন।]

আর একবার লবের মুখে রামের রূপবর্ণনা পাই—

"অহো পুণ্যানুভাবদর্শনোহয়ং মহাপুরুষঃ—
আশ্বাসস্নেহভক্তীনামেকমালম্বনং মহৎ।
প্রকৃষ্টস্যেব ধর্ম্মস্য প্রসাদো মূর্ত্তিসুন্দরঃ॥"

[আহা এই মহাপুরুষের মূর্ত্তি পবিত্র প্রভাবসম্পন্ন, আশ্বাস, স্নেহ এবং ভক্তির একমাত্র মহৎ আশ্রয়স্বরূপ এবং মূর্ত্তিমান্ প্রকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রসন্নতাস্বরূপ।]

কালিদাসের বর্ণনা একজন দৃঢ়পেশী মহাকায় বীরের লক্ষণ-নির্দ্দেশমাত্র। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা একটি চিত্র।

"আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈরব্যক্তবর্ণ-রমণীয়বচঃ প্রবৃত্তীন্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো ধন্যাস্তদঙ্গ-রজসা পুরুষাভবন্তি॥"

[অকারণ হাস্যে যাহাদের দন্তমুকুল ঈষৎ লক্ষিত, যাহাদের বচন অব্যক্ত অক্ষর দ্বারা রমণীয়, যাহারা স্বজনের ক্রোড়বাসপ্রিয়, এরূপ পুত্রগণকে বহন করিয়া ও তাহাদের গাত্রস্থিত ধূলিযুক্ত হইয়া পুরুষগণ ধন্য হইয়া থাকে।

—একটি শ্লোকমাত্র। কিন্তু কি সুন্দর! দুষ্মন্তের মনের সঙ্গে কি সুন্দর খাপ খাইয়াছে।

ভবভূতির দোষ—তিনি আরম্ভ করিলে আর থামিতে পারেন না। শ্লোকের উপর শ্লোক চলিয়াছেই, চলিয়াছেই। এই দোষ লবকুশের বর্ণনায় বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। উত্তরচরিতের পঞ্চমাঙ্কে রাম লবকে দেখিয়া তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন—

"ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রো ধর্ম্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য গুপ্ত্যৈ।
সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানা-
মাবির্ভুয় স্থিত ইব জগৎপুণ্যনির্ম্মাণরাশিঃ॥"

[জগৎরক্ষার নিমিত্ত মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদের ন্যায় বেদরূপ রত্নাগারের রক্ষার্থ যেন ক্ষাত্রধর্ম্ম দেহধারণ করিয়া সমগ্র গুণের এবং সামর্থ্যের আধার এবং জগতের পুণ্য-পুঞ্জ স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।]

কুশকে দেখিয়া রাম ভাবিতেছেন—

"অথ কোঽয়মিন্দ্রমণিমেচকচ্ছবি-
র্ধ্বনিনৈব দত্তপুলকং করোতি মাম্।
নবনীলনীরধরধীরগর্জ্জিত-
ক্ষণবদ্ধকুট্মল-কদম্ব-ডম্বরম্॥"

[কে এ ইন্দ্রমণির ন্যায় শ্যামলকান্তি! কণ্ঠস্বরেই আমাকে পুলকিত করিতেছে। যেন নবনীল নীরদের ধীর গর্জ্জনে কদম্বসমূহের মুকুল প্রস্ফুটিত হইতেছে।]

পরে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া—

"মুক্তাচ্ছদন্তচ্ছবিসুন্দরীয়ং
সৈবোষ্ঠ মুদ্রা স চ কর্ণপাশঃ।

নেত্রে পুনর্যদ্যপি রক্তনীলে
তথাপি সৌভাগ্যগুণঃ স এব।”

[সেইরূপ মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল দন্তকান্তি দ্বারা মনোহর ওষ্ঠমুদ্রা এবং সেইরূপ কর্ণপাশ। তবে নেত্রদ্বয় নীলাভরক্তিম হইলেও তাহা নয়নানন্দপ্রদ।]

পুত্রদ্বয়ের সহিত রামের প্রথম সাক্ষাৎ একটি অপূর্ব ছবি। একদিকে রামকে আর একদিকে শিশুদ্বয় লব ও কুশকে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখি। যেন একদিকে সিংহ, অন্যদিকে দুই সিংহশাবক দাঁড়াইয়া পরস্পরকে মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে দেখিতেছে।

পঞ্চম অংকে শত্রুসৈন্য-বেষ্টিত লবকে চন্দ্রকেতু এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

“কিরতি কলিতকিঞ্চিৎ-কোপরজ্যম্মুখশ্রী-
রনবরতনিগুঞ্জৎকোটিনা কার্ম্মুকেন।
সমর-শিরসি চঞ্চৎ পঞ্চচূড়শ্চমূনা-
মুপরি শরতুষারং কোঽপ্যয়ং বীরপোতঃ॥”

[ঈষৎসঞ্জাত ক্রোধরক্ত মুখকান্তি এবং চঞ্চল পঞ্চশিখাধারী কে এই বীরবালক, রণমুখে অনবরত ধনুকোটির শব্দ করতঃ সৈন্যগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতেছে?]

“মুনিজনশিশুরেকঃ সর্ব্বতঃ সৈন্যকায়ে
নব ইব রঘুবংশস্যাপ্রসিদ্ধঃ প্ররোহঃ।
দলিতকরিকপোল-গ্রন্থিটঙ্কারঘোরং
জ্বলিত-শরসহস্রঃ কৌতুকং মে করোতি॥”

[একটি মুনিবালক, রঘুবংশেরই কোন নূতন অজ্ঞাত নাম বালকের ন্যায়, সমস্ত সৈন্যের প্রতি গজদণ্ডগ্রন্থি-বিদারক ঘোর টংকারকারী সহস্র প্রজ্বলিত শরক্ষেপণ করতঃ আমার কৌতুক জন্মাইতেছে।]

আবার—

“দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ
পশ্চাদ্বলৈরনুসৃতোহয়মুদীর্ণধন্বা।
দ্বেধা সমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্॥”

[ইনি সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধনু উত্থিত করতঃ পশ্চাতে সৈন্য দ্বারা অনুসৃত হওয়ায়, যেন দুই দিক হইতে বায়ু সঞ্চালিত মেঘমধ্যে ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভিত হইতেছেন।]

পুনশ্চ—

“সংখ্যাতীতৈর্দ্বিরদতুরগস্যন্দনস্থৈঃ পদাতৈ-
রত্রৈকস্মিন্ কবচনিচিতে মেধ্যচর্ম্মোত্তরীয়ে।
কালজ্যেষ্ঠৈরভিনববয়ঃ কাম্যকায়ে ভবদ্ভি-
র্যোঽয়ং বন্ধো যুধি পরিকরস্তেন বো ধিগ্‌ধিগস্মান্॥

[তোমরা কবচধারী, পরিণতবয়স্ক, অসংখ্য রথী, সাদী, নিষাদী ও পদাতিক মিলিত হইয়া এই একাকী, মেধ্যচর্ম্ম উত্তরীয়ধারী কোমলকান্তি তরুণ যোদ্ধার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়াছ, তজ্জন্য তোমাদিগকেও ধিক্ এবং আমাকেও ধিক।]

অপিচ—

"অয়ং হি শিশুরেককঃ সমরভারভূরিস্ফুরৎকরালকরকন্দলীকলিতশস্ত্রজালৈর্বলৈঃ।
ক্বণৎকনককিঙ্কিণীঝনঝনায়িতস্যন্দনৈরমন্দমদদুর্দিনদ্বিরদবারিদৈরাবৃতঃ॥"

[এই শিশু একাকী সমরক্ষেত্রে বহুপ্রজ্জ্বলিত ভীষণ অস্ত্রধারী সৈন্যসমূহ এবং শব্দায়মান সুবর্ণঘণ্টারবকারী রথরাজি ও অজস্র মদবর্ষণকারী বারিদবৎ বারণগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াছে।]

পুনরায়

"আগুঞ্জদ্গিরিকুঞ্জকুঞ্জরঘটাবিস্তীর্ণকর্ণজ্বরং
জ্যানির্ঘোষমমন্দদুন্দুভিরবৈরাধ্মাতমুজ্জৃম্ভয়ন্।
বেল্লদ্ভৈরবরুণ্ডখণ্ডনিকরৈর্বীরো বিধত্তে
ভুবস্তৃপ্যৎকালকরালবক্ত্র-বিঘসব্যাকীর্য্যমাণা ইব॥"

[ঘোরতর দুন্দুভিরবে সম্বর্দ্ধিত এই বীরের জ্যা-নির্ঘোষ, গিরিকুঞ্জবাসী গজযূথের কর্ণপীড়াদায়ক এবং কালের করাল বদন কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত কবন্ধের বিচ্ছিন্ন মুণ্ডসমূহের দ্বারা যেন রণভূমির তৃপ্তি সাধন করিতেছে।]

সুমন্ত্র চন্দ্রকেতুকে ডাকিয়া লবকে দেখাইতেছেন—

"কুমার! পশ্য পশ্য—
ব্যাবর্ত্তিত এব বালবীরঃ পৃতনানির্মথনাৎ ত্বয়োপহূতঃ।
স্তনয়িত্নুরবাদিভাবলীনামবমর্দাদিব দৃপ্তসিংহশাবঃ।"

[কুমার দেখ দেখ, যেমন দৃপ্ত সিংহশিশু মেঘগর্জ্জন শ্রবণে গজযূথ-বিমর্দ্দন-বিরত হইয়া প্রত্যাবৃত হয়, তদ্রূপ এই বীরবালক তোমার আহ্বানে সেনামথনে বিরত হইয়া প্রত্যাবৃত হইতেছে।]

ভবভূতির এ বর্ণনা চরম। কিন্তু এ বর্ণনা নাটকের উপযোগী নহে। যে বর্ণনা নাটকের আখ্যায়িকাকে অগ্রসর করে না, তাহা নাটকে পরিহার্য্য। কিন্তু কবিত্ব-হিসাবে ইহার কাছে কালিদাসের বালকের রূপবর্ণনা নিষ্প্রভ।

হয় ত কালিদাস দুষ্মন্তের বালককে কাব্য হিসাবে বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হন নাই। সেই বালক-দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাবের বর্ণনাই কালিদাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি কাব্য লিখিতে বসেন নাই, নাটক লিখিতে বসিয়াছেন। নাটকত্বহিসাবে সেই দৃপ্ত শিশুর বর্ণনা যতদূর প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক এক পদ তিনি অগ্রসর হন নাই। কিন্তু এই নাটকত্ব বজায় রাখিয়াও তিনি ভঙ্গীতে, বচনে ও দৃষ্টিতে সেই বীরশিশুর তেজ ও দর্প অঙ্কিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। সে সুযোগ তিনি হেলায় হারাইয়াছেন। সর্ব্বদমনের চেহারা আমরা কালিদাসের বর্ণনা হইতে কিছু ধরিতে পারি না। কিন্তু ভবভূতির লব কুশকে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখি—এত স্পষ্ট দেখি যে, তাঁহাদিগের উপর পাঠকেরই গাঢ় বাৎসল্যের উদয় হয়, রামের ত হইবেই। স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বাৎসল্যরসে কালিদাসকে ভবভূতির কাছে অতি ক্ষুদ্র দেখায়।

নারীর রূপবর্ণনায় কালিদাস শ্রেষ্ঠ, পুরুষের ও শিশুর রূপবর্ণনায় ভবভূতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

জীবজন্তু-বর্ণনায় কালিদাস সিদ্ধহস্ত—

"গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপতিত স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদভূয়সা পূর্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি॥"

[গ্রীবাদেশের বক্রতা হেতু মনোহর, নিয়ত অনুগামী রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, শরপতনাশঙ্কায় দেহের পশ্চাদ্ভাগ অধিকতর অগ্রে প্রবেশ করিয়াছে, শ্রম হেতু বিবৃত মুখ হইতে পতিত অর্ধচর্বিত নবতৃণসমূহে পথ আকীর্ণ করিয়া ঊর্ধ্বে লম্ফ প্রদান করিতঃ অগ্রসর হইতেছে, যেন আকাশ মার্গেই অধিকতর এবং ভূতলে অল্প পথই অতিক্রম করিতেছে।

তাহার পরে অশ্বের বর্ণনা—

"মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ।"

[মুখরশ্মি শিথিল হওয়ার দেহের পূর্বভাগ সমধিক আয়তন এবং চামরাগ্র নিষ্কম্প শান্ত, কর্ণ উন্নমিত করিয়া স্বখরোত্থিত রেণুসমূহের অলঙ্ঘনীয় হইয়া মৃগের ন্যায় বেগে পথে ধাবিত হইতেছে, বোধ হয় যেন সন্তরণ দিতেছে।]

বর্ণনা দুইটি এত সজীব যে, যে কোন চিত্রকর এই বর্ণনা পড়িয়াই এই অশ্ব আঁকিতে পারিতেন।

ভবভূতি যজ্ঞাশ্ব বর্ণনা করিতেছেন—

"পশ্চাৎ পুচ্ছং বহতি বিপুলং তচ্চ ধূনোত্যজস্রং
দীর্ঘগ্রীবঃ স ভবতি খুরাস্তস্য চত্বার এব।
শষ্পাণ্যত্তি প্রকিরতি সকৃৎপিণ্ডকানাম্রমাত্রান্
কিং ব্যাখ্যাতৈর্ব্রজতি স পুনর্দূরমেহ্যেহি যামঃ।"

[পশ্চাদ্ভাগে বিপুলপুচ্ছ বহন করিতেছে এবং তাহা বহুবার কম্পিত হইতেছে; উহার গ্রীবা এবং চারিটি খুর, তৃণ ভোজন করে এবং আম্রবৎ পুরীষ ত্যাগ করে। অথবা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? উহা দূরে বিচরণ করিতেছে, আইস আমরা তথায় যাই।]

এ উত্তম অশ্বের প্রয়োজনীয় গুণরাশির একটা ফিরিস্তি। বর্ণনাটি উত্তম হয় নাই। জীবজন্তুর বর্ণনায় উত্তররামচরিত অভিজ্ঞান-শকুন্তল হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

জড় প্রকৃতিবর্ণনা কালিদাস তাহার এই নাটকে কদাচিৎ করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্কে কালিদাস রথের গতি বর্ণনা করিতেছেন—

"যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদর্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়োর্
ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি নপার্শ্বে রথজবাৎ।"

[রথের বেগবশতঃ, যাহা দূরে সূক্ষ্ম দেখাইতেছিল, তাহা সহসা বৃহৎ হইতেছে ; যাহা প্রকৃত বিচ্ছিন্ন তাহা যুক্তবৎ দেখাইতেছে ; যাহা বক্র তাহা সমরেখাবৎ প্রতীয়মান হইতেছে ; কিছুই ক্ষণমাত্র আমার চক্ষুর দূরে বা পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে না।]

রথ বেগে গমন করিলে পার্শ্বস্থ প্রকৃতির আকারে শীঘ্র যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, এ শ্লোক তাহার একটি সূক্ষ্ম সুন্দর ও যথাযথ বর্ণনা। পরে তপোবনের বর্ণনা করিতেছেন—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে
মৃগাস্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিত॥

অপিচ—

কুল্যাম্ভোভিঃ পবনচপলৈঃ শাখিনো ধৌতমূলা
ভিন্না রাগঃ কিশলয়রুচামাজ্যধূমোদ্গমেন।
এতে চার্ব্বাগুপবনভুবিচ্ছিন্নদর্ভাঙ্কুরায়াং
নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দমন্দং চরন্তি।

[কোটরস্থিত শুকশাবকমুখভ্রষ্ট নীবার-কণাসকল তরুতলে রহিয়াছে, কোথাও বা ইঙ্গুদীফল পাটিতেকারী নির্য্যাসযুক্ত উপলখণ্ডসকল (তপোবনের) সূচক হইয়া রহিয়াছে, মৃগসকল বিশ্বাস হেতু গতিহীন হইয়া রথ-শব্দ সহ্য করিতেছে এবং জলাশয়ের পথসকল বল্কলাগ্র-নিঃসৃত বারিরেখা দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। আরও,— ক্ষুদ্রজলাশয়ের বায়ুচালিত জল দ্বারা বৃক্ষমূল ধৌত হইয়াছে, যজ্ঞীয় ধূমদ্বারা নব-পল্লবের আরক্তিম বর্ণ মলিন হইয়াছে, ছিন্নকুশাঙ্কুরযুক্ত উপবন ভূমিতে মৃগশিশুসকল নিঃশঙ্কচিত্তে মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছে।]

এ বর্ণনাটির মনোহারিত্ব তপোবন না দেখিলে বোধ হয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। রাজা স্বর্গ হইতে অবরোহণ কালে পৃথিবীকে দেখিতেছেন—

"শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতিস্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্ধানং তনুভাগনষ্টসলিলব্যক্ত্যা ভজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেরপশ্য ভুবনং মত্পার্শ্বমানীয়তে॥"

[যেন পর্ব্বতসকল মস্তক উন্নমিত করিতেছে ও তাহাদের শিখর হইতে পৃথিবী নিম্নে নামিতেছে। বৃক্ষসকলের স্কন্ধ প্রকাশিত হওয়ায়, যেন, পত্রমধ্য হইতে প্রকাশিত হইতেছে ; নদীসমূহের যেগুলি বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহা সংলগ্ন দেখাইতেছে। যেন কেহ সমস্ত পৃথিবী তুলিয়া আমার পার্শ্বে আনিতেছে।]

এ বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে, তবে বুঝি পুরাকালেও ব্যোমযান ছিল এবং আরোহীর ইচ্ছামতে ব্যোমমার্গে বিচরণ করিত। নহিলে কালিদাসের অদ্ভুত কল্পনা-শক্তিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। রঘুবংশের এক স্থলে সমুদ্রের বর্ণনাপাঠে মনে হয়, কালিদাস নিশ্চয়ই সমুদ্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, কালিদাস কখনও সমুদ্র চক্ষে দেখেন নাই—কল্পনায় দেখিয়াছিলেন। তাহা যদি হয়, ত ধন্য তাঁহার কল্পনা!

ভবভূতির উত্তরচরিত প্রকৃতিবর্ণনায় পূর্ণ

রাম দণ্ডকারণ্য দেখিয়া বেড়াইতেছেন, কোথাও দেখিতেছেন—

"স্নিগ্ধশ্যামা ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরূক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্ ॥
এতে তীর্থাশ্রমগিরি সরিদ্‌গর্ভকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডাকারণ্যভাগাঃ ॥"

[পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্য দেখা যাইতেছে। কোথাও স্নিগ্ধ শ্যাম, কোথাও বা ভয়ঙ্কর রূক্ষদৃশ্য কোথাও বা নির্ঝরগণের ঝর্ঝরশব্দে দিগন্ত শব্দিত হইতেছে, কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও নদী এবং মধ্যে মধ্যে অরণ্য।]

—একটি সুন্দর বর্ণনা।

শম্বুক রামকে দেখাইতেছেন—কোথাও—

"নিষ্কুজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরঘোষ ভুজগশ্বাস প্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎ স্বল্পাম্ভসো যা স্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্যকৈরজগরঃস্বেদদ্রবঃ পীয়তে ॥"

[সীমান্ত প্রদেশ সকলের কোথাও বা একেবারে নিঃশব্দ; কোথাও পশুদিগের ভীষণ গর্জন পরিপূর্ণ; কোথাও স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর গর্জনকারী ভুজঙ্গের নিঃশ্বাসে জ্বলিত অগ্নি; কোথাও গর্ত্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতেছে।]

কোথাও—

"ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ-
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বুনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ ॥"

[এইস্থানে আনন্দিত পক্ষিসমন্বিত ও বেতসলতা—কুসুম-সৌরভান্বিত শীতল স্বচ্ছবারি প্রবাহিত হইতেছে এবং ফলভরপরিণত শ্যামবর্ণ জম্বুসমূহের পতনে শব্দায়মানা খরস্রোতা নির্ঝরিণীসকল বহিয়া যাইতেছে।]

অপিচ—

"দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকয়ূনা-
মনুরসিত গুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা-
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ ॥"

[গিরিবিবরবাসী ভল্লূকশাবকদিগের থূৎকার শব্দের প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর এবং বারণগণ-কর্ত্তৃক বিভগ্ন শল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিসকল হইতে শীতল, কটুকষায় গন্ধ বহির্গত হইতেছে।]

এরূপ ভীম গম্ভীর বর্ণনা কালিদাসে কুত্রাপি নাই।

রাম সেই পঞ্চবটী বনে দেখিতেছেন—

"পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহান্।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিবমন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি ॥"

[সরিৎ বিপর্য্যস্ত হওয়াতে, যেখানে পূর্ব্বে স্রোত বহিত, সম্প্রতি সে স্থান পুলিনে পরিণত হইয়াছে। বৃক্ষসমূহও কোথাও ঘনীভূত কোথাও বিরলত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। বহুকাল পরে দেখার জন্য এই বনকে অন্য বনের ন্যায় মনে হইতেছে। কেবল এই শৈলরাজির সন্নিবেশ হেতুই—এই সেই বন বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি।]

—চমৎকার।

উত্তরচরিতে আর একটি ব্যাপারের বর্ণনা আছে যাহা কালিদাস যেন বিবেচনা করিয়াই তাঁহার নাটক হইতে বাদ দিয়াছেন। সেটি যুদ্ধের বর্ণনা। একদিকে লব-প্রযুক্ত জৃম্ভকাস্ত্র-নিক্ষেপ দেখিয়া চন্দ্রকেতু কহিতেছেন—

"ব্যতিকর ইব ভীমস্তামসো বৈদ্যুতশ্চ
প্রাণিহিতমপি চক্ষুর্গ্রস্তমুক্তং হিনস্তি।
অথ লিখিতমিবৈতৎ সৈন্যমস্পন্দমাস্তে
নিয়তমজিতবীর্য্যং জৃম্ভতে জৃম্ভকাস্ত্রম্ ॥"

"আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্
পাতালোদরকুঞ্জপুঞ্জিততমঃ শ্যামৈর্নভো
জৃম্ভকৈরুত্তপ্তস্ফুরদারকূটকপিলজ্যোতির্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ।
কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবস্তীর্য্যতে
নীলস্মেঘতড়িৎকড়ারকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রিকূটৈরিব ॥"

[ভয়ংকর অন্ধকারময় এবং বিদ্যুৎপূর্ণ হওয়ায় চক্ষু একবার নিমীলিত ও একবার উন্মীলিত হইয়া ব্যথিত হইতেছে; সৈন্যসকল স্পন্দরহিত হইয়া চিত্রে লিখিতবৎ বোধ হইতেছে, ইহা অপ্রতিহতপ্রভাব জৃম্ভকাস্ত্রের স্ফুরণ। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

পাতালভ্যন্তরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, উত্তপ্ত প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতির্বিশিষ্ট জৃম্ভকাস্ত্রগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড-প্রলয়কালীন দুর্নিবার ভৈরব বায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎকর্ত্তৃক পিঙ্গলবর্ণ এবং গুহাযুক্ত বিন্ধ্যাদ্রিশিখর ব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে।]

অপরদিকে লব বিপক্ষসৈন্যকোলাহল শুনিয়া আস্ফালন করিয়া কহিতেছেন—

"অয়ং শৈলাঘাতক্ষুভিতবড়বাবক্তহুতভুক্
প্রচণ্ডক্রোধার্চির্নিচয়কবলত্বং ব্রজতু মে।
সমন্তাদুৎসর্পন্ ঘনতুমুলসেনাকলকলঃ
পয়োরাশেরোঘঃ প্রলয়পবনাস্ফালিত ইব ॥"

[প্রলয়-পবন-পরিচালিত সাগরবারি-প্রবাহবৎ চারিদিকে বিচালিত ঘন তুমুল সৈনাকোলাহল, পর্ব্বতাঘাত-ক্ষুব্ধ বাড়বানলসদৃশ আমার কোপানলরাশি দ্বারা প্রশমিত হউক।]

এক দিকে চন্দ্রকেতুর বিস্মিত প্রেক্ষণ, আর এক দিকে বালক লবের দর্প। পঞ্চম অঙ্ক সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে বোধ হয় অতুল।

পরে সেই যুধ্যমান বালকদ্বয় "সস্নেহানুরাগং নিবর্ণ্য" পরস্পরকে কহিতেছেন—

"যদৃচ্ছসংবাদঃ কিমু কিমু গুণানামতিশয়ঃ
পুরাণো বা জন্মান্তরনিবিড়বন্ধঃ পরিচয়ঃ।
নিজো বা সম্বন্ধঃ কিমু বিধিবশাৎ কোঽপ্যাবিদিতো
মমৈতস্মিন্ দৃষ্টে হৃদয়মবধানং রচয়তি॥"

[ইঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় প্রীতিপূর্ণ হইতেছে যে? এ কি কোনও অহেতুক পরিচয় মাত্র বা গুণাতিশয্যজনিত; অথবা জন্মান্তরের দৃঢ় স্নেহবন্ধনে বদ্ধ আত্মীয়ের মিলন, কিংবা কোনও দৈবদুর্বিপাকহেতু অপরিচিত স্বজনের সহিত মিলন?]

এটি কবিত্ব হিসাবে চমৎকার। কিন্তু নাটকে একই উক্তি এক সঙ্গে দু'জনের মুখে দেওয়া সঙ্গত হয় নাই।

উত্তরচরিতের ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর কথোপকথনে আমরা এই যুদ্ধের অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হই। সেই বর্ণনাও জীবন্ত। বীররসে ভবভূতি অদ্বিতীয়।

কালিদাসের কাছে কিন্তু এ সকল বিষয় বোধ হয় সবিশেষ মনোহর বোধ হয় নাই। তিনি যুদ্ধের বর্ণনা করিতে চাহিতেন, ত তাঁহার এই নাটকেই করিতে পারিতেন। দৈত্যগণের সহিত দুষ্মন্তের যুদ্ধ দেখাইয়া তিনি দুষ্মন্তের শৌর্য্য পরিস্ফুট করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। তিনি প্রকৃতির বর্ণনা যখন করিয়াছেন, তখন তিনি তাহার কোমল দিক্‌টাই নিয়াছেন। ভবভূতি নিবিড় জনস্থানের চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন—এরূপ বর্ণনার স্থান কি শকুন্তলায় ছিল না। দ্বিতীয় অঙ্কে, কি ষষ্ঠ অঙ্কে বৈচিত্র্য হিসাবে তিনি এরূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বোধ হয় তিনি জানিতেন যে, তাহাতে তাঁহার হাত খুলিবে না। তাই তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে দিকে, সেই দিকেই গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির কোমল দিক্ নিয়াছেন; আর তাহার বর্ণনাও করিয়াছেন চরম।

প্রথম অঙ্কেই তিনি যে আশ্রম উদ্যানের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা ধ্যান কর দেখি। দেখ দেখি, একটি অপূর্ব ছবি দেখিতে পাও কি না। নির্জ্জন আশ্রম, পার্শ্বে তরুরাজি, সম্মুখে উদ্যান। সেই উদ্যানে বিবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, ভ্রমর উড়িয়া সেই পুষ্পে আসিয়া বসিতেছে, আবার উড়িতেছে। গাছের উপরে পাখী ডাকিতেছে। সেই ছায়ানিবিড় সুগন্ধ স্তব্ধ আশ্রমপদে, সেই পুষ্পগুলির মধ্যে সেরা পুষ্প—তিনটি যুবতী তাপসী পুষ্পবৃক্ষে জলসেচন করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতেছেন। তাঁহাদের তরুণ দেহের উপর সূর্য্যের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে। তরুণ গণ্ডে নিরাবিল আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও পুণ্যের জ্যোতিঃ, তাঁহাদের কাছে যেন অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই, কেবল বর্ত্তমান মাত্র আছে। যেন তাঁহারা জন্মান নাই; মরিবেন না। তাঁহাদের শৈশব ছিল না, বার্দ্ধক্য আসিবে না। তাঁহারা আপনাতেই আপনি মগ্ন। তিনটি মুক্তা স্বর্ণসূত্রে বাঁধা, তিনটি অনাঘ্রাত পুষ্প, তিনটি আনন্দ ও যৌবনের মূর্ত্তি।—কি সুন্দর ছবি।

আবার সপ্তম অঙ্কে আর একটি ছবি দেখ। কশ্যপের আশ্রমের অনতিদূরে একটি বালক সিংহশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাপসীদ্বয় তাহাকে ধমকাইতেছে, শিশু শুনিতেছে না। অদূরে দুষ্মন্ত দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। পরে বিরহিণী

—কৃশা মলিনা একবেণীধারিণী শকুন্তলা ধীরে ধীরে তথায় প্রবেশ করিলেন। বহুদিন পরে সেই শান্ত নিস্তব্ধ হেমকুট পর্ব্বতের প্রান্তভাগে প্রণয়িযুগলের পুনর্মিলন দৃশ্য—যেন শান্তি অনঘ আনন্দের নন্দন-কানন—কি সুন্দর !

শান্তরসের ছবি তাঁহার চেয়ে জগতে কে আঁকিতে পারিয়াছে ! Shakespeare একবার চন্দ্রালোকে প্রেমিকযুগলের বর্ণনা করিয়াছেন—Jessica বলিতেছেন—How sweet the moonlight sleeps upou the bank রমণীয়তায় সে ছবি এ ছবির কাছে লাগে কি ?

চতুর্থ অঙ্কে আর একটি দৃশ্য দেখ। শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন। কণ্বমুনি তাঁহাকে বিদায় দিতেছেন।

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥"

[শকুন্তলা অদ্য পতিগৃহে যাইবে বলিয়া আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, অন্তর্গত বাষ্পভরে বাক্য অবরুদ্ধ হইতেছে এবং নয়নদ্বয় চিন্তায় জড়ীভূত হইতেছে। আমি অরণ্যবাসী শুধু স্নেহবশে যখন আমারই এমন বিকলতা হইতেছে, তখন যাহারা গৃহী, নূতন কন্যাবিয়োগ-দুঃখে না জানি তাহারা কতই ব্যথিত হয়।]

কণ্ব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

"যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব।
পুত্রং ত্বমপি সম্রাজ্যং সৈব পুরুমবাপ্নুহি।"

[শর্ম্মিষ্ঠা যেমন যযাতির বহুমত হইয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ স্বামীর বহুমত হও এবং তাহার যেমন সম্রাট পুত্র পুরু জন্মিয়াছিল, তুমিও সেইরূপ পুত্র লাভ কর।]

শকুন্তলা কণ্বের আদেশে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

কণ্ব শিষ্যদ্বয় শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতকে কহিলেন—

"বৎসৌ ভগিন্যাঃ পন্থানমাদেশয়তাম্।"

[বৎসদ্বয় ! তোমরা ভগিনীকে পথ দেখাইয়া দেও।]

তাঁহারা সে আদেশ পালন করিতে উদ্যত হইলে কণ্ব বৃক্ষগুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"ভো ভোঃ সন্নিহিতবনদেবতাস্তপোবনতরবঃ !
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥"

[হে সমীপবর্ত্তী বনদেবতা ও তপোবন-তরুগণ, তোমাদের জলসেক অগ্রে না করিয়া যে জলপান করিত না ; ভূষণপ্রিয় হইয়াও যে স্নেহবশে তোমাদের পল্লব ছিন্ন করিত না, তোমাদের প্রথম কুসুমোদ্গম হইলে যে উৎসব করিত, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছে তোমরা সকলে অনুমোদন কর।]

তাহার পরে শকুন্তলা সখীদ্বয়ের কাছে বিদায় লইলেন। শকুন্তলার মন ব্যাকুল।

পতিগৃহে যাইতেও তাঁহার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে দেখাইলেন যে, আসন্ন বিরহে সমস্ত তপোবন ম্রিয়মাণ। শকুন্তলা লতা-ভগিনী মাধবীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কাছে বিদায় লইলেন ও তাহাকে যত্ন করিবার জন্য তাত কণ্বকে অনুরোধ করিলেন। কণ্ব একটু মৌখিক কৌতুক করিয়া উদ্বেগ দমন করিতে চেষ্টা করিলেন। শকুন্তলা, সহকার ও মাধবীলতাকে সখীদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিতেই তাঁহারা "আমাদিগকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছ," বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কণ্ব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। শকুন্তলা কণ্বকে অনুরোধ করিলেন যে, গর্ভিণী মৃগী প্রসব করিলে যেন তিনি সংবাদ পান। শকুন্তলা গমনোদ্যত হইলে, মৃগশাবক তাঁহার পথ অবরোধ করিল। শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কণ্ব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পরে শেষ উপদেশ দিলেন—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।"

[গুরুজনের শুশ্রূষা করিবে এবং সপত্নীগণের সহিত প্রিয়সখীর ন্যায় আচরণ করিবে, স্বামী তিরস্কার করিলেও রোষভরে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিও না, পরিজন-বর্গের প্রতি দাক্ষিণ্যবতী হইও এবং ভোগে আসক্তা হইও না। যুবতীগণ এইরূপ করিলেই প্রকৃত গৃহিণী হইয়া থাকেন, অন্যথা কুলের পীড়াদায়িনী হয়।]

শকুন্তলা একবার কণ্বের ক্রোড়দেশ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আমি এক্ষণে পিতার ক্রোড়দেশ হইতে পরিভ্রষ্ঠ হইয়া মলয় পর্ব্বত হইতে উন্মূলিতা চন্দনলতার ন্যায় কিরূপে জীবন ধারণ করি! পরে কণ্বের চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, "পিতা বন্দনা করি।"

শেষে কণ্ব শোকাবেগ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া কহিলেন,—"বৎসে, মামেবং জড়ী-করোষি"

"অপযাস্যতি মে শোকং কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্ব্বম্।
উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ।"

[বৎসে! আমাকে এরূপ জড়ীভূত করিয়া ফেলিলে! তুমি পূর্ব্বে পর্ণশালা-দ্বারে যে নীবারবলি প্রদান করিয়াছিলে, তাহা অংকুরিত দর্শনে আমার শোক কিরূপে দূরীভূত করিবে?]

এমন কোমল স্নেহকরুণ ছবি জগতে আর কে আঁকিতে পারিয়াছে?—কন্যাকে তাহার পতিগৃহে যাইবার জন্য প্রথম বিদায় দেওয়ার কারুণ্য যেন এই অংকে উছলিয়া উঠিতেছে—স্থানে কুলাইয়া উঠিতেছে না।

উত্তররামচরিতে করুণরসেরই প্রাদুর্ভাব বেশী—তাহা আমি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি। কিন্তু সে কারুণ্য প্রায় বিলাপেই পূর্ণ। এরূপ কারুণ্য অতি সস্তাদরের। "ওগো মা গো" "ওরে তুই কোথায় গেলিরে—" এরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদানোর শক্তি—উচ্চ অঙ্গের কবিত্বসূচক নহে। ইহা প্রায় সকলেই পারে। কর্ত্তব্য ও স্নেহ, শোক ও ধৈর্য্য আনন্দ ও বেদনা, এই মিশ্র প্রবৃত্তির সংঘর্ষণে যে কথায় অমৃত উৎপন্ন হয়, সেই অমৃত যিনি তৈয়ারী করিতে পারেন, যিনি মিশ্রপ্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা

করিয়া মনুষ্যহৃদয়ের নিহিত কারুণ্যের দ্বার মুক্ত করিয়া দেন, ভিন্ন শ্রেণীর সৌন্দর্য্য একত্র রাশীকৃত করিয়া দেখাইয়া যিনি চক্ষে জল বাহির করিতে পারেন—তিনিই মহাকবি, তিনি মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ় রহস্য বুঝিয়াছেন। কালিদাসের কারুণ্য এই শ্রেণীর। ভবভূতির রামবিলাপ অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর। তাহা কেবল চীৎকার, কেবল অনুযোগ।

ভবভূতি তাঁহার উত্তররামচরিতে একটি প্রধান রসের অবতারণা করেন নাই। সেটি হাস্যরস। কিন্তু কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্যান্য রসের সহিত হাস্যরসের মধুর সংমিশ্রণ করিয়াছেন। সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস হাস্যরসে অদ্বিতীয়। দুষ্মন্তের বয়স্যের পরিহাসগুলি দুই একবার প্রথম বসন্তের সমীরণের মত দুষ্মন্তের প্রণয়স্রোতস্বিনীর প্রবল প্রবাহের উপর দিয়া মৃদু হিল্লোল তুলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাজা মৃগয়ায় আসিয়া এক জন তাপসীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার নামটি করেন না। তাঁহার বয়স্য এই ব্যাপারে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছেন। তাঁহার কাছে প্রেমের চেয়ে সুখাদ্য বেশী প্রিয়। এমন সারবান্ রসনাতৃপ্তিকর পদার্থ ছাড়িয়া লোকে কেন যে প্রেমের পাকে পড়িয়া ঘুরপাক খায়—যাহাতে দস্তুরমত ক্ষুধামান্দ্য হয়, নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, কার্য্যে অমনোযোগ হয় এবং মনে অশান্ত হয়—এই কথা ভাবিয়া তিনি অসীম বিস্ময় অনুভব করিতেছেন।

মাধব্যের পরিহাসের মধ্যে কিছু নিগূঢ় অর্থ আছে। তিনি এ গুপ্ত প্রেমের তাই পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাহার অশুভ পরিণাম আশংকা করিতেছিলেন। তাই তিনি রাজাকে তাহা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা পরে যখন তাঁহার কাছে অনুযোগ করিতেছেন যে, শকুন্তলাবৃত্তান্ত কেন তিনি রাজাকে স্মরণ করাইয়া দেন নাই, তখন মাধব্য কহিলেন যে, রাজা ত সে সময়ে এ সমস্ত ব্যাপার অলীক পরিহাস বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। মাধব্যের এই উত্তরে যেন বেশ একটু নিহিত উপদেশ আছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার অর্থ যেন—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

ভবভূতি উত্তররামচরিত হইতে হাস্যরস বর্জ্জন করিয়াছেন। একবার সীতা আলেখ্যার্পিত উর্ম্মিলার প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে সহাস্যে কহিতেছেন, "দেবর! এ কে?" ইহা অবশ্য ঠিক রসিকতার হিসাবে বিচার্য্য নহে। ইহা মৃদু সস্নেহ পরিহাস। ভবভূতি বোধ হয় একেবারে রসিক ছিলেন না। কিংবা হাস্যরসকে তিনি অগ্রাহ্য করিতেন।

জগতে প্রায় কোন মহাকাব্য-রচয়িতা তাঁহার মহাকাব্যে হাস্যরসের অবতারণা করেন নাই। ইয়ুরোপে প্রথম এরিষ্টফেনিস ও এসিয়ায় কালিদাস বোধহয় প্রথমে হাস্যরসকে তাঁহাদের মহানাটকগুলিতে স্থান দেন। পরে সেক্সপীয়র এ বিষয়ে এত অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন যে, তাহা প্রায় প্রত্যেক মহানাটকে চরম রসিকতা দেখিতে পাই। তাঁহার Henry V নাটকের Falstaff নামকরণ করিলে বোধ হয় ঠিক হইত। তাহার পরে Molieres বিশুদ্ধ হাস্যরসে নাট্যজগতে মহারথী হইলেন। Carventes শুদ্ধ এক হাস্যরসপ্রধান Don Quixore উপন্যাস দ্বারা এমন কি, সেক্সপীয়র ইত্যাদির সহিত একাসনে বসিতে স্থান পাইলেন। সর্ব্বশেষে Dickens তাঁহার উপন্যাসগুলিতে বিশেষতঃ Pickwick Papers উপন্যাসে হাস্যরসের মর্য্যাদা

বাড়াইয়া দিলেন। এখন আর হাস্যরসকে অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। অন্যান্য রসের সহিত হাস্যরস এখন মাথা উঁচু করিয়া বসিতে পারে।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে হাস্যরস এত শ্রদ্ধেয়, তবে মহাকাব্যরচয়িতারা ইহার প্রতি কার্যতঃ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন কেন?

তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, মহাকাব্যের বিষয় অত্যন্ত গম্ভীর। মহাকাব্য—হয় দেবদেবী কিংবা দেবোপম বীরের চরিত লইয়া লিখিত হয়। এত গম্ভীর বিষয়ের সহিত রসিকতা মিশাইবার সাধ্য সকলের থাকে না। এরিস্টফেনিস লিখিয়াছেন ত একবারে নিছক হাস্যরস লিখিয়াছেন। হোমার লিখিয়াছেন ত নিছক বীররস লিখিয়াছেন। গেটে গম্ভীর নাটকই লিখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। জার্মানজাতি গম্ভীরপ্রকৃতির জাতিই, তাহারা হাস্যরসে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। এই মিশ্র হাস্য ও গম্ভীররস সমভাবে ও একত্রে প্রথমে সেক্সপীয়র দেখাইতে সাহসী হ'ন। পরে ডিকেন্স্, থ্যাকারে, জর্জ এলিয়ট ইত্যাদি তাঁহার পদানুসরণ করেন। এখন প্রত্যেক দেশে সভ্যতার প্রসারের সহিত হাস্যরস ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

তবে হাস্যরসের প্রকারভেদ আছে, কাতু-কুতু দিয়াও হাসান যায়। তাহাতে হাস্য হইতে পারে, রস হয় না। মাতালের অর্থহীন অসংলগ্ন উক্তিতে হাসান অতি নিম্ন শ্রেণীর হাস্যরস। প্রকৃত হাস্যরস মানুষের মানসিক দৌর্ব্বল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ধ-বধির ব্যক্তি প্রশ্ন শুনিতে না পাইয়া যদি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে "এ্যা" তাহা সেই বধিরের শারীরিক বৈকল্য মাত্র; তাহা যদি কাহারও হাস্যের কারণ হয়, ত সে হাস্য একটা রস নহে। সে হাস্য এক জনকে পিছলাইয়া পড়িতে দেখিয়া হাস্য একই প্রকারের। কিন্তু সেই বধির ব্যক্তি যদি প্রশ্ন শুনিতে না পাইয়া কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর দেয়, ত তাহাতে যে হাস্যের উদ্রেক হয়—তাহা রস। কেন না, তাহার মূলে বধিরের মানসিক দৌর্ব্বল্য—অর্থাৎ আপনাকে বধির বলিয়া স্বীকার করিতে তাহার অনিচ্ছা।

মনুষ্যহৃদয়ে যে সকল দৌর্ব্বল্য আছে, তাহার অসঙ্গতি দেখাইয়া হাস্যের উদ্রেক করিলে, সেই দৌর্ব্বল্যের প্রতি আক্রোশে ব্যঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিতে মৃদু পরিহাসের সৃষ্টি হয়।

সেক্সপীয়র শেষোক্ত এবং সার্ভান্টেস প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাস্যরসে জগতে অদ্বিতীয়। সেরিডান প্রথমোক্ত শ্রেণীর ও মলিয়ার শেষোক্ত শ্রেণীর। কবিদিগের মধ্যে Ingoldsby প্রথমোক্ত শ্রেণীর এবং Hood শেষোক্ত শ্রেণীর। কালিদাস শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ পরিহাসিক মহাকবি। মাধব্যের রসিকতা মৃদু। তাহার মধ্যে হুল নাই।

আর এক প্রকারের রসিকতা আছে, তাহা অতি উচ্চ ধরণের। তাহা মিশ্র রসিকতা। হাস্যরসের সঙ্গে করুণ, শান্ত, রৌদ্র ইত্যাদি রস মিশাইয়া যে রসিকতার সৃষ্টি হয় তাহাকে মিশ্র রসিকতা বলিতেছি। যে রসিকতা মুখে হাসি ফুটায়, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে জলধারা বহাইয়া দেয়, কিংবা যাহা পড়িতে পড়িতে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে হৃদয়ে অনুভব করি, তাহা জগতের সাহিত্যে অতি বিরল। কোন কোন সমালোচকের মতে Falstaff-এর চরিত্রচিত্রণে সেক্সপীয়রের রসিকতা এই শ্রেণীর।

কালিদাস এইরূপ রসিকতা সম্বন্ধে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। রসিকতা সম্বন্ধে সেক্সপীয়রের সহিত কালিদাসের তুলনা হয় না—সেক্সপীয়র এত উচ্চে।

চরিত্র-চিত্রণে এই মহাকবিই মনুষ্যচরিত্রের কোমল দিক্‌টা লইয়াছেন। ভবভূতি তাহার উপরে পঞ্চম অঙ্কে লবের চরিত্রে যে বীরভাব ফুটাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে কবিগুরু।

বস্তুতঃ বিরাট গম্ভীর ভৈরব চিত্রণে ভবভূতি কালিদাসের বহু ঊর্দ্ধে। আদিরসে কালিদাস অদ্বিতীয়। রমণীর করুণ ছবি আঁকিতে কালিদাস যেমন, গম্ভীর করুণ ছবি আঁকিতে ভবভূতি তেমনই। কালিদাসের নাটকে যদি নদীর কলস্বরের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ভবভূতির এই নাটককে সমুদ্রগর্জ্জনের সহিত তুলনা করিতে হয়। কিন্তু চরিত্রচিত্রণে, মনের ভাব বাহিরের ভঙ্গিমায় বা কার্য্যে প্রকাশ করিতে ভবভূতি কালিদাসের চরণরেণু মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নহেন। আমি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, ভবভূতি যে তাঁহার নাটকের নায়ক ও নায়িকার চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা ফুটে নাই। তাহা সুন্দর, কিন্তু অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। নায়ক নায়িকা কেহই তাঁহার প্রেম কার্য্যে দেখান নাই। কেবল বিলাপ আর স্বগতোক্তি। "প্রাণনাথ, আমি তোমারই" ইহা বলিলেই সাধ্বীর পতিপ্রাণতা সম্যক্‌ দেখান হয় না। পতিপ্রাণতার কার্য্য করা চাই। তবেই নাটকীয় চরিত্র ফুটে। রাম, কার্য্যের মধ্যে বিলাপ করিয়া সীতাকে বনবাস দিয়াছেন, আর শূদ্ররাজকে বধ করিয়াছেন। আর নীরবে সীতা সহ্য করিয়াছেন—নহিলে আর কি করিতে পারিতেন?—সে সহ্য করাও ফুটে নাই। ভবভূতির সীতা এক সরলা, বিহ্বলা, পবিত্রা, পতিপ্রাণা, নিরভিমানিনী পত্নীর অস্পষ্ট ছবি। এই ছবি যদি ভবভূতি কার্য্যে ফুটাইতে পারিতেন, সজীব করিয়া আঁকিতে পারিতেন, তবে এ ছবির তুলনা রহিত না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবভূতি বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন চরম। রাম দেবতা, সীতা দেবী। কালিদাসের দুষ্মন্ত শকুন্তলা তাঁহাদের তুলনায় কামুক ও কামুকী। কিন্তু দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র যাহাই হোক, সজীব। ভবভূতির রাম ও সীতা নির্জ্জীব। কালিদাসের মহত্ত্ব চিত্রাঙ্কনে, ভবভূতির মহত্ত্ব কল্পনায়।

ভাষা ও ছন্দোবন্ধ

একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার অন্যান্য গুণাগুণের সহিত তাহার ভাষা সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। চিন্তা বা ভাবসম্পদ কবিতা বা নাটকের প্রাণ, ভাষা তাহার শরীর। ভাষা যে ভাব প্রকাশ করিবার উপায় মাত্র, তাহা নহে; ভাষা সেই ভাবকে মূর্ত্তিমান্‌ করে। ভাষা ও ভাবের এরূপ নিত্য সম্বন্ধ যে ভাষাতত্ত্ববিদেরা সন্দেহ করেন, যে ভাষাহীন ভাব থাকিতে পারে কি না। যেমন দেহহীন প্রাণ কেহ দেখে নাই, তেমনি ভাষাহীন ভাব মনুষ্যের অগোচর।

এ বিষয়ে মীমাংসা না করিয়াও বলা চলে যে, যেরূপ প্রাণ ও শরীর, শক্তি ও পদার্থ, পুরুষ ও প্রকৃতি সেইরূপ ভাব ও ভাষা অবিচ্ছেদ্য। যাহা সজীব কবিতা, তাহাতে ভাষা ভাবের অনুগামী হয়। অর্থাৎ ভাব আপনার ভাষা আপনি বাছিয়া লয়। ভাব চপল হইলে ভাষা চপল হইবে, ভাব গম্ভীর হইলে ভাষা গম্ভীর হইবে। না হইলে সে কবিতা অত্যুত্তম হয় না।

Pope তাঁহার Essay on Criticism-এ লিখিয়াছেন,—

"It is not enough no harshness gives offence
The sound must seem an echo to the sense."

কবিতার ভাষা সম্বন্ধে ইহার চেয়ে সুন্দর সমালোচনা হইতে পারে না। যেখানে একটি ক্ষুদ্র তটিনীর বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে মৃদুধ্বনি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে সমুদ্র বর্ণনা করিতে হইবে সেখানে ভাষারও জলদনির্ঘোষ চাই। বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা চিরকাল ভাবের অনুগামী। তিনি যখন ক্রুদ্ধ শিবের সজ্জা বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার ভাষাও তদ্রূপ গম্ভীর, আবার যখন বিদ্যা মালিনীকে ভর্ৎসনা করিতেছে, তখন তাঁহার ভাষা তদ্বিপরীত।

মাইকেলও এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। তিনি যখন শিবের ক্রোধ বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার ব্যবহৃত ভাষাতেই যেন তাহার অর্দ্ধেক বর্ণনা হইয়া গেল। আবার যখন সীতা সরমার কাছে তাঁহার কাহিনী কহিতেছেন, তখন তাঁহার শব্দগুলি মৃদু, সহজ ও সরল, এবং যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত। Browning-এর ভাব ও ভাষা পরস্পরের সহিত খাপ খায় নাই। Browning ভাষার দিকে লক্ষ্য করেন নাই। তাহার ভাষা অনেক সময়ে কঠোর ও কৃত্রিম; কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা ভাবের অনুগামী। Tennyson-এর ভাষা অতুলনীয়। পুরাতন ইংরাজি কবিগণ অর্থাৎ Byron, Shelley, Wordsworth ও Keats ভাষা ও ভাবের চমৎকাররূপে সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়াছেন। Wordsworth-এর ভাষা স্বাভাবিক। কোন কোন সমালোচক বলেন, Wordsworth-এর পদ্যের ভাষা গদ্যের মত। হোক; যদি গদ্য পদ্য অপেক্ষা ভাব সুন্দরতর রূপে প্রকাশ করে, আমরা পদ্য চাই না, গদ্যই চাই। Carlyle গদ্যে চরম কবিতা লিখিয়াছেন। Shakespeare ভাষা ও ভাব যেন একত্র গলাইয়াছেন। বস্তুতঃ যে কবির ভাষা ভাবের বিরোধী, সে কবি মহাকবি নহেন—হইতে পারেন না।

তাহার পরে ছন্দোবন্ধ যত ভাবের অনুরূপ হয়, ততই সুন্দর হয়। কিন্তু তাহার নির্ব্বাচনের উপর কাব্য-সৌন্দর্য্য তত নির্ভর করে না। Shakespeare এক অমিত্রাক্ষরে প্রায় তাঁহার সমস্ত ভাবসম্পদ প্রকাশ করিয়াছেন। Tennyson ও Swinburne ভিন্ন অন্য কোন ইংরাজি কবির বিশেষ ছন্দোবৈচিত্র্য নাই। নৃত্যের ভাব প্রকাশ করিতে নাচনি ছন্দ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার অকাস্ত আবশ্যকতা নাই। তাহা নহিলেও চলে। কিন্তু ভাবের অনুরূপ ভাষা নহিলে চলে না।

আমাদের এই কবিদ্বয়ের মধ্যে ভাষা সম্বন্ধে কাহার শক্তি অধিক, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। উভয়েই সুন্দর ভাষার অধিকারী। তবে, ভাষার সারল্যে ও স্বাভাবিকতায় কালিদাস শ্রেষ্ঠ। তিনি এমন কথা সব ব্যবহার করেন, যাহাতে ভাবটি যে শুদ্ধ হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা নহে, সেটি যেন প্রাণে বাজিতে থাকে। তাঁহার "শান্তমিদমাশ্রমপদম্" এই কথা শুনিতে শুনিতে আমরা আশ্রমপদটি যেন সত্যই চক্ষে দেখিতে পাই ও সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করি।[1] তিনি যখন বলিতেছেন, "বসনে পরিধূসরে বাসনা"—তাহার যেন আমরা তাপসী শকুন্তলাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

ভবভূতির উত্তরামচরিত ভাষাসম্বন্ধে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলা অপেক্ষা হীন নহে। যেখানে যেরূপ ভাব, উভয় কবিরই সেই স্থানে সেইরূপ ভাষা। কিন্তু আভিধানিক অর্থ ও ধ্বনি ভিন্ন, ব্যবহৃত শব্দের আর একটি গুণ আছে।

প্রত্যেক শব্দের অভিধানিক অর্থ ভিন্নও আর একটি অর্থ আছে। তাহারা প্রচলিত ব্যবহারে সেই শব্দের সহিত কতকগুলি আনুষঙ্গিক ভাব বিজড়িত আছে। ইহাকে ইংরাজিতে শব্দের connotation বলে। সাধারণতঃ শব্দ যত সহজ ও প্রচলিত হয়, ততই তাহা জোরাল হয়। কালিদাসের ভাষা এইরূপেব। কালিদাসের ভাষা প্রায়ই প্রচলিত সামান্য সরল শব্দের সুন্দর সমাবেশ। উপরে উদ্ধৃত তাঁহার "শান্তমিদমাশ্রমপদম্" কিংবা "বসনে পরিধূসরে বসানা" অত্যন্ত সহজ সংস্কৃত। কিন্তু এই শব্দগুলির সার্থকতা কতখানি! ভবভূতি এইগুণ সম্বন্ধে কালিদাস অপেক্ষা অনেক হীন। তাঁহার ভাষা সমধিক পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক। প্রচলিত শব্দের তিনি পক্ষপাতী নহেন। দুরূহ ভাষা ব্যবহার করিতে তিনি বড় ভালবাসেন।

তাহার পর অনুপ্রাস। কাব্যে অনুপ্রাসের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। Rhyme-এর যে উদ্দেশ্য, অনুপ্রাসেরও সেই উদ্দেশ্য। একটা ধ্বনির বার বার পুনরালম্বনে একটি সঙ্গীত আছে। Rhyme-এ প্রতি ছত্রের শেষ অক্ষরে তাহা ঘুরিয়া আসে, তাহাতে একটা শ্রুতিমাধুরী আছে। অমিত্রাক্ষরে যে মাধুর্য্য নাই; অনুপ্রাস তাহার অভাব পূর্ণ করে। কিন্তু যে ধ্বনিটির পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা মধুর হওয়া চাই। যাহা বিকট ধ্বনি, তাহার বারংবার আঘাতে বাক্যবিন্যাস শ্রুতিমধুর না হইয়া নিশ্চয় শ্রুতিকঠোরই হইবে। সেরূপ শব্দ অপরিহার্য্য হইলে তাহার একছত্রে একবার প্রয়োগেই যথেষ্ট। বীণার তারে বার বার ঘা দিলে সুন্দর লাগে বলিয়া ঢেঁকির কচকচানি ভাল লাগে না।

ভবভূতির অনুপ্রাসে বীণার ধ্বনির চেয়ে ঢেঁকির কচকচানিই অধিক। তাঁহার অনুপ্রাস সৃষ্টিতে একটু বেশ প্রয়াস লক্ষিত হয়। তাঁহার "গম্ভাদনদম্ভোদাবরীবারয়ো" কিংবা "নীরন্ধ্রনীলনিচুলানি" বা "স্নেহাদনরালনালনলিনী" এরূপ অনুপ্রাসে আপত্তি নাই। ইহার সঙ্গে একটা সুস্বর আছে। কিন্তু "কূজৎকান্তকপোত-কুক্কুটকুলা কূলে কুলায়দ্রুমা" একেবারে অসহ্য।

ভবভূতির ভাষা সারল্যে ও লালিত্যে কালিদাসের ভাষার অপেক্ষা হীন হইলেও প্রসার সম্বন্ধে কালিদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার রচনায় তিনি ললিত কোমলকান্ত পদাবলিও শুনাইতে পারেন, আবার জলদনির্ঘোষও শুনাইতে পারেন। সংস্কৃত ভাষা যে কত গাঢ়, গম্ভীর হইতে পারে, তাহার চরম নিদর্শন ভবভূতির উত্তরচরিতের ভাষা।

ভাবকে গাঢ় অথচ সহজে বোধগম্য করাইবার শক্তি মহাকবির আর একটি লক্ষণ। কোন কোন বড় কবিও মাঝে মাঝে ভাবকে এত গাঢ় করিয়া ফেলেন যে, বুঝিবার জন্য তাহার টীকার প্রয়োজন। অনেক অনুকূল সমালোচক কবির এই মহা দোষকে "আধ্যাত্মিক" নাম দিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করেন। সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে ভট্টিকাব্যপ্রণেতা ও মাঘের এই দোষ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। এ বিষয়ে কালিদাস সকলের আদর্শ। ভবভূতি এ বিষয়ে বিশেষ দোষী। তিনি ভাবকে অল্প কথায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে সমাসের ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার

হাতে পড়িয়া এমন সুন্দর নিয়ম সমাস, পাঠকের পক্ষে ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক স্থলে তাঁহার ব্যবহৃত সমাসগুলি কাব্যের ভূষণ না হইয়া ভারস্বরূপ হইয়াছে।

তাহার উপরে উপমা অবশ্য ভাষা কি ছন্দোবন্ধের অঙ্গ নহে। তাহা লিখিবার একটি ভঙ্গী, যাহাকে ইংরাজিতে style বলে। অনেকে বক্তব্য বিষয়টি উপমা না দিয়াই বুঝান। সে ধরণ—সরল ও অনলঙ্কৃত। অনেকে প্রচুর পরিমাণে উপমা দিয়া বক্তব্যটি বুঝান। তাঁহাদের ধরণ কিছু তির্য্যক, অলঙ্কৃত। এই উপমা যদি সুন্দর হয় ও উচিত স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। উপমা প্রয়োগ লেখার একটি বিশেষ ভঙ্গী বলিয়া, কালিদাস ও ভবভূতির উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

উপমা উত্তম বর্ণনার একটি অঙ্গ। উপমা বিষয়কে অলংকৃত করে, বর্ণনাকে উজ্জ্বল করে, সৌন্দর্য্যকে রাশীকৃত করে, মনোরাজ্যের ও বহির্জগতের সামঞ্জস্য দেখাইয়া পাঠককে বিস্মিত করে এবং বক্তব্যকে স্পষ্টতর পরিস্ফুট করে। আমরা কথোপকথনে এত অধিক পরিমাণে উপমা ব্যবহার করি যে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 'ঘোড়ার মত দৌড়ান,' 'হাতীর মত মোটা,' 'তালগাছের মত লম্বা,' 'দেখতে যেন রাজপুত্র,' 'ষাঁড়ের মত চীৎকার,' 'পটলচেরা চোখ,' 'চাঁদপানা মুখ' ইত্যাদিরূপ উপমা আমরা নিত্য ব্যবহার করি। তদুপরি, "মাথাধরা", "পা কামড়ান" "বসে পড়া" ইত্যাদিরূপে প্রয়োগ এত সাধারণ হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা যে একরকম উপমা, এ কথা হঠাৎ মনেই আসে না।

উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলংকারিকগণের কতগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। যেমন যশ কিংবা হাস্যকে কোন শুভ্রবর্ণের সহিত তুলনা করিতেই হইবে। একটি প্রবাদ আছে যে, বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতগণ রাজার যশকে দধিবৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; পরে কালিদাস আসিয়া কহিলেন, "রাজংস্তব যশো ভাতি শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ।" অলংকার শাস্ত্র বাঁচাইয়াও কালিদাস একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করিলেন। এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কালিদাস তাঁহার নাটকে ও কাব্যে বহুতর নূতন উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন। নিম্নতর শ্রেণীর কবিকুল নূতন উপমা রচনায় অক্ষমতা-বশতঃ পুরাতন উপমা প্রয়োগ করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। পদ্মমুখী, মৃগাক্ষী, গজেন্দ্রগমনা এই সব মান্ধাতার আমলের পুরাতন উপমা সম্প্রদায়-বিশেষের কাছে প্রিয়। কিন্তু প্রধান কবি সেই সব পুরাতন গলিত উপমা ব্যবহার করিতে ঘৃণাবোধ করেন। তাঁহারা কল্পনা দ্বারা নূতন নূতন উপমার সৃষ্টি করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে, উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে কালিদাসের বিশেষ খ্যাতি আছে। "উপমা কালিদাসস্য।" কালিদাস নিশ্চয়ই উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে মাত্রা বাড়াইয়া ফেলেন। সেরূপ রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রারম্ভে প্রায় প্রতি শ্লোকে তিনি উপমা দিয়াছেন। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, স্থানে স্থানে উপমা লাগসহ হয় নাই। যেমন—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

[বামন যেমন দীর্ঘকায় লোকের প্রাপ্য ফল লাভের জন্য হস্ত উত্তোলন করে, মন্দ কবিযশপ্রার্থী আমিও তদ্রূপ উপহাসাস্পদ হইব।]

এ উপমার চেয়ে বাঙ্গালায় প্রচলিত উপমা "বামনের চাঁদে হাত" অনেক জোরাল। কালিদাস এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্বেই এইরূপ জোরাল উপমা ব্যবহার করিয়াছেন—

"ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥"

[সূর্য্যসম্ভূত বংশ কোথায়, আর অল্পমতি আমি কোথায়? আমি মোহবশে ভেলা সহায়ে দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিতেছি।]

ইহার পার্শ্বে কালিদাসের কষ্টকল্পিত বামনের উপমাটি কি দুর্ব্বল! যেন উপমা একটা দিতেই হইবে। ইংরাজীতে Dryden কবিতায় শ্রেণীবিশেষকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন;—

"One (verse) for sense and one for rhyme
Is quite sufficient at a time."

কালিদাসের হইয়া দাঁড়াইয়াছে—one for sense and one for simile.

কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা উক্ত দোষে দুষ্ট নহে। তিনি যখন যে উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তাহা উচিত স্থলে বসিয়াছে, তখনই তাহা নূতনত্বে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, তখনই তাহা সুন্দর। তাঁহার "সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেন।" উপমা অতুল। তাঁহার "কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রেষু" সুন্দর। তাঁহার "অনাঘ্রাতং পুষ্পম্" চমৎকার।

কালিদাস ও ভবভূতির উপমাপ্রয়োগবিধি এক হিসাবে ভিন্ন শ্রেণীর। উপমা দিবার তিন প্রকার প্রথা আছে। ১. বস্তুর সহিত বস্তুর উপমা, এবং গুণের সহিত গুণের উপমা, যেমন চন্দ্রের মত মুখ বা মাতৃস্নেহের মত পবিত্র, ২. গুণের সহিত বস্তুর উপমা, যেমন স্নেহ শিশিরের মত (পবিত্র) বা হ্রদের মত স্বচ্ছ, চন্দ্রের মত শান্ত ইত্যাদি, ৩. বস্তুর সহিত গুণের উপমা, যেমন মনের মত (দ্রুত) গতি, বা সুখের মত (স্বচ্ছ শান্ত) নির্ঝরিণী, বা হিংসার মত (বক্র) রেখা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালিদাসে ও ভবভূতিতে এই ত্রিবিধ প্রথাই আছে। কিন্তু কালিদাসের উপমার একটি বিশেষত্ব, প্রথমোক্ত ও দ্বিতীয়োক্ত উপমা ব্যবহারে, এবং ভবভূতির উপমার বিশেষত্ব, শেষোক্তরূপে উপমা ব্যবহারে। কালিদাস বল্কলপরিহিতা শকুন্তলাকে শৈবালবেষ্টিতা পদ্মের সহিত তুলনা করিতেছেন; ভবভূতি সীতাকে (মূর্তিমান্) কারুণ্য ও শরীরিণী বিরহ-ব্যথার সহিত তুলনা করিতেছেন।

কালিদাস বলিতেছেন—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতা চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

[বায়ুর প্রতিকূলে নীত নিশানের চীনাংশুকের ন্যায় শরীর অগ্রে যাইতেছে, পশ্চাতে অব্যবস্থিত চিত্ত যাইতেছে।]

ভবভূতি বলিতেছেন—

"ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রো ধর্ম্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য গুপ্ত্যৈ।
সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা
গুণানামাবির্ভূয় স্থিত ইব জগৎপুণ্যনির্ম্মাণরাশিঃ।"

(অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।)

এরূপ উদাহরণ নাটকদ্বয় হইতে ভূরি ভূরি দেওয়া যাইতে পারে।

বস্তুতঃ, যেরূপ কালিদাসের শকুন্তলার ধারণা আধিভৌতিক আর ভবভূতির সীতার ধারণা আধ্যাত্মিক, সেইরূপ কালিদাসের উপমা ও বাস্তব বিষয় লইয়াই রচিত, আর ভবভূতির উপমাও মানসিক গুণ ও অবস্থা লইয়া রচিত। উপমা সম্বন্ধেও কালিদাস যেন মর্ত্ত্যে বিহার করিতেছেন এবং ভবভূতি আকাশে বিচরণ করিতেছেন।

উপমার আর এরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। যথা সরল ও মিশ্র। সরল উপমা সেইগুলি, যেগুলির মধ্যে একটিমাত্র উপমা আছে। মিশ্র উপমা সেইগুলি, যেগুলির মধ্যে একাধিক উপমা নিহিত আছে। "পর্ব্বতের মত স্থির" লালসার এটি সরল উপমা; কিন্তু "বিষাক্ত আলিঙ্গন" ইহা মিশ্র উপমা; প্রথমে লালসার অবস্থার সহিত আলিঙ্গনের তুলনা, তাহার পরে আলিঙ্গনের ফলের সহিত বিষের তুলনা।

ইয়ুরোপে উপমা প্রয়োগ প্রণালীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সরল উপমা ক্রমে মিশ্র উপমার আকার ধারণ করিয়াছে। Homer-এর উপমা-বৈচিত্র্যে, প্রাচুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। বহু স্থলে, তিনি যখন উপমা দিতে বসেন, তখন উপমাকে ছাড়িয়া উপমেয়কে এরূপ সাজাইতে বসেন, তৎসম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করেন যে, সেই উপমেয় স্বয়ং একটি সৌন্দর্য্যের নন্দকানন হইয়া দাঁড়ায়; পাঠক সে মুহূর্ত্তে উপমানকে ভুলিয়া গিয়া উপমেয়ের প্রতি বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। পোপ বলেন, he makes no scruple, to play with the circumstances. একটি উদাহরণ দেই—

"As from an island city seen afer, the smoke goes up to heaven when foes besiege.

And all day long in grievous battle strive;
The leaguered townsmen from their city wall;
But soon, at set of snn, blaze after blaze
Flame forth the beacon fires, and high the glare
Shoots up, for all that dwell around to be
That they may come with ships to aid their stress
Such light blazed heavenward from Achilles' head"

এ স্থলে "at set of sun, blaze after blaze flame forth the beacon fires and high the glare shoots up" এই টুকুই উপমা। বাকীটুকু অবান্তর। কিন্তু কবি এই ছবিটি এত যত্ন করিয়া, সম্পূর্ণ করিয়া বিশেষ করিয়া আঁকিয়াছেন যে, তাহাই একটা সম্পূর্ণ চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন—

"Homeric simile is not a mere ornament. It serves to introduce something which Homer desires to render exceptionally impressive.···They indicate a spontaeous glow of poetical energy; and consequently their occurence seems as natural as their effect is powerful."

ভার্জিল, ডান্টে ও মিল্টন এ বিষয়ে হোমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তবে মনে হয় যে, তাঁহাদিগের উপমাপ্রয়োগ ক্রমেক্রমে জটিল হইয়াছে। মিল্টন তাঁহার উপমায় তাঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি মন্থন করিয়া তিনি তাঁহার রাশি রাশি উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন। উদহরণতঃ তাহার একটি উপমা নিম্নে উদধৃত করিয়া দিলাম।—

"For never since created Man
Met such embodied force, as named with these
Could merit more than that small infantry
Warred on by cranes—though all the giant brood
Of Phelgra with the heroic race were joined
That fought at Thebes and Ilium, on each side
Mixed with auxiliar gods ; and what resounds
In fable of romance of Uther' son
Begirt with British or Armoric knights ;
And all who since, baptised or infidel,
Jousted in Asparamount or Montalban
Damasco or Morocco or Trebesond
Or whom Beserta sent from Afric shore
When Charleman with all his peerage fell
By Fontaorabia."

ইহা বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য। অথচ এতগুলি উপমা, উপমান বুঝিবার পক্ষে কিছুই সহায়তা করিল না। তাঁহার "as thick as leaves in Vallambrosa" উপমা প্রায় হাস্যকর। Vallambrosa কথাটি তিনি বিদ্যা খাটাইবার জন্য এবং একটি গালভরা শব্দ ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। হোমার কিন্তু তাঁহার উপমাগুলি প্রকৃতি হইতে চয়ন করিয়াছেন। সেইজন্য সেগুলি সহজ, সরল, সুন্দর বোধগম্য, এবং মহামূল্য। হোমার সৌন্দর্যের উপর সৌন্দর্য রাশীকৃত করিয়াছেন, আর মিল্টন শুধু তাঁহার বিদ্যা দেখাইয়াছেন।

তথাপি উপরি উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে, এই দুই মহাকবির উপমা দিবার ভঙ্গী এক রকম। বাঙ্গালীর মহাকবি মাইকেল তাঁহার উপমা প্রয়োগে কতক ইঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার "যথা যবে, ঘোরবনে নিষাদ বিঁধিলে মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জি ভীমরবে ভূমিতলে পড়ে হরি—পড়িলা ভূপতি" —ইহারর দুর্বল অনুকরণ।

মহাকবি সেক্সপীয়র তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলিতে সম্পূর্ণ অন্য পন্থা

অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি উপমায় অত পুঙ্খানুপুঙ্খে যান না। তিনি শুদ্ধ ইঙ্গিত করিয়া যান। তিনি হুম্দম্দ বলিলেন when we have shaffled off this mortal coil. মিল্টন এরূপ বলিতেন না। মিল্টন প্রথম কাসিয়া গলা শাণাইয়া লইতেন, তাহার পর যেন চারিদিকে একবার চাহিয়া লইতেন, তাহার পরে গম্ভীরভাবে আরম্ভ করিতেন—

As when in summer ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেক্সপীয়রের ভাষাই উপমার ভাষা। তাহাতে উপমান ও উপমেয় একসঙ্গে মিশিয়াছে—সে মিলন এত ঘনিষ্ঠ এত গূঢ় যে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব; এ প্রণালী সেক্সপীয়র যেখানে খুলিবেন সেইখানে পাইবেন। "Wearing honesty" "smooth every passion" "bring oil to fire snow to their colder moods" "turn their halcyon beaks with every gale and very of their mastrs" Heavy headed revel" "toxed of their nations" "pith and marrow of our atribute" "fiery footen steeds" ইত্যাদি।—

কদাচিৎ সেক্সপীয়র উপমান ও উপমেয়কে ঈষৎ পৃথক্ করেন। যথা—

"Such smiling rouges, as these, like rats the holy cords atwain" "come evil might thou sober suited matron, all in black" ইত্যাদি। সেক্সপীয়রের যতই হাত পাকিয়াছে, ততই তাঁহার উপমা ঘনীভূত হইয়াছে; এমন কি, একটি বাক্যে দুই বা ততোধিক উপমার চাপ দিয়াছেন, এই ধরুন যেমন—"To take arms against a sea of troubles." আপদের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা, তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের সহিত সৈন্যের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ—এতখানি, অর্থ এইটুকুর মধ্যে নিহিত আছে।

কালিদাস ও ভবভূতির ঠিক এরূপ প্রথা নহে বটে, কিন্তু ইহার কাছাকাছি। পূর্ব-কথিত শ্লোকগুলি পুনরায় উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক শ্লোকগুলি ওজন করিয়া দেখিবেন। কালিদাসের "বিভ্রমলসৎপ্রোম্ভিন্ন-কান্তিদ্রবম্" ও ভবভূতি "অমৃত বর্তির্নয়নয়োঃ" "শৈলঘাতক্ষুভিতবড়বাবক্তুহুতভুক্" এই দুইটি দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক আমার বক্তব্য বুঝিবেন।

এইরূপ মিশ্র উপমা ব্যবহার করা প্রভূত ক্ষমতা ও গুণপনার পরিচায়ক। এই কবিদিগকে উপমা আর খুঁজিয়া ভাবিয়া বাহির করিতে হয় না, উপমা আপনি আসে। উপমা তাঁহাদের ভাষার, চিন্তার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কবি যেন স্বয়ং উপমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান না। এরূপ উপমা প্রয়োগ মহাকবির একটি লক্ষণ।

উপমা যতই সরল হইতে মিশ্রের দিকে যাইতেছে, উপমার ভাষাও ততই মিশ্র ও গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় সমাস উপমাকে গাঢ় করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে।

বস্তুতঃ, উপমা দিবার প্রকৃষ্ট প্রথা উপমেয় ও উপমানের প্রত্যেক অঙ্গ মিলান নহে। প্রকৃষ্ট প্রথা, উপমানের ইঙ্গিত দিয়া চাল্কিয়া যাওয়া। বাকি পাঠক কল্পনা করিয়া লউন। পাঠকের শিক্ষা ও কল্পনার উপর অনেক নির্ভর করিতে হয়। যাঁহাদের

সেরূপ শিক্ষা হয় নাই বা সেরূপ কল্পনার শক্তি নাই, মহাকবির কাব্য তাঁহাদের জন্য নহে।

ছন্দোবন্ধে উভয় কবিই প্রায় সমতুল্য। সংস্কৃত নাটকে বরাবর একই ছন্দ ব্যবহৃত হয় না। বিভিন্ন ভাবানুসারে বা কবির ইচ্ছাক্রমে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ হয়। কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই তাঁহাদের নাটকে প্রায় সমস্ত প্রচলিত ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেই ছন্দগুলি প্রায়ই সর্ব্বত্র বর্ণিত বিষয়ের উপযোগী। বিষয় লঘু হইলে হরিণী, শিখরিণী ইত্যাদি ছন্দ এবং বিষয় গুরু হইলে মন্দাক্রান্তা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ইত্যাদি ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য ছন্দের মধ্যে মনে হয় যে, কালিদাস আর্য্যা ছন্দ ও ভবভূতি অনুষ্টুপ্ ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ভবভূতি শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ কালিদাস অপেক্ষা অধিক ব্যবহার করিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে তিনি তাঁহার উত্তররামচরিত নাটকে গুরু বিষয়ের সমধিক অবতারণাকরিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবিধ

মহাকাব্যে অতিমানুসিক ব্যাপারের অবতারণা বহুদিন হইতে সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে। মহাকাব্যে দেবদেবীগণ নিঃসংকোচে মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছেন, মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের মতই হাসিয়াছেন কাঁদিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন, সহ্য করিয়াছেন। খুব বড় বড় দেবতারা সাধারণতঃ ভক্তের মুরব্বিয়ানা করিয়াই ক্ষান্ত। হোমারের ইলিয়ডে বর্ণিত যুদ্ধগুলি দেবদেবীর যুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাইকেল তাঁহার মেঘনাদবধে হোমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

নাটকে গ্রীক নাটককারগণ ভৌতিক ব্যাপারের বড় বেশী আয়োজন করেন নাই। সেক্সপীয়র এরূপ ঘটনার অবতারণা কদাচিৎ করিয়াছেন। জার্ম্মান ও ফরাসী নাটককারগণ এরূপ প্রথা অবলম্বন করেন নাই। ফাউষ্ট প্রকৃতপক্ষে নাটক নহে, কাব্য তবে ইবসেন এ প্রথা বর্জ্জন করিয়াছেন।

কিন্তু সমালোচ্য নাটক দুইখানিতে এরূপ ব্যাপার যথেষ্ট আছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্তের স্মৃতিভ্রম, প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার অন্তর্দ্ধান, দুষ্মন্তের ব্যোমপথে স্বর্গারোহণ ও মর্ত্ত্যাবরোহণ ঐরূপ ব্যাপার।

উত্তররামচরিতে ভাগীরথী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সীতার ও লবকুশের উদ্ধার, ছায়ারূপিণী সীতার পঞ্চবটী-প্রবেশ, নদীদ্বয় তমসা ও মুরলার কথোপকথন, ছিন্নশির শম্বুকের দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ ইত্যাদি ঐরূপ ব্যাপার।

নাটক হিসাবে উত্তররামচরিতের নাটক সমালোচনা করিলে তাহা কোনরূপেই টিকে না—তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অতিমানুসিক ব্যাপারগুলির প্রাচুর্য্য ভাবিয়া দেখিলে—সন্দেহমাত্র থাকে না, যে, ভবভূতি উত্তররামচরিত নাটক হিসাবে লেখেন নাই, নাটকাকারে কাব্য হিসাবে লিখিয়াছেন। যদিও তিনি উত্তররামচরিতে সাত অঙ্ক রাখিয়া ইহাকে মহানাটক আখ্যা দিতে চাহেন এবং অলংকারশাস্ত্র বাঁচাইবার জন্যই তিনি অন্তিমে রাম ও সীতার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত; তথাপি তিনি ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন, যে অলংকারশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বাঁচাইয়াও ইহাকে

তিনি নাটক করিয়া গড়িতে পারেন নাই। তাই তিনি এই গ্রন্থে কল্পনার 'রাশ' ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস নাটক হিসাবেই অভিজ্ঞানশকুন্তলের রচনা করিয়াছিলেন। তবে তিনি এত অধিক পরিমাণে অতিপ্রকৃত ব্যাপারের অবতারণা করিলেন কেন?—দেখা যাউক।

প্রথমত', দুর্ব্বাসার শাপ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই শাপ মূল উপাখ্যানে নাই। কালিদাস দুষ্মন্তকে বাঁচাইবার জন্য এই অভিশাপের কল্পনা করিয়াছেন; নহিলে, দুষ্মন্ত ধর্ম্মপত্নীত্যাগী সাধারণ লম্পট হইয়া দাঁড়ান; কিন্তু কালিদাসের এই কৌশলটি আমার বিবেচনায় সুন্দর হয় নাই।

প্রথমতঃ, অভিশাপে স্মৃতিভ্রম—অঘটনীয় ব্যাপার। যাহা অস্বাভাবিক, নাটকে তাহার স্থান নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে এখনকার মাপকাটী দিয়া পুরাতন সাহিত্যের পরিমাপ করা চলে না। যেমন সেক্সপীয়রের সময় ভুত ও প্রেতিনীর অস্তিত্বে জনসাধারণের আস্থা ছিল, তেমনই কালিদাসের সময়ে ঋষির অভিশাপের সফলতায় লোকের বিশ্বাস ছিল। উক্ত কবিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লিখিতে বসেন নাই; কি সত্য, কি অসত্য ইহার সূক্ষ্ম বিচার করিতে বসেন নাই।

ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া কেহ নাটক বা কাব্য লিখিতে বসেন না। প্রচলিত বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাহার উপর যদি স্বয়ং কবিরই সেইরূপ বিশ্বাস হয় (উচিত হউক, ভ্রান্ত হউক) ত কথাই নাই। সমালোচক কবির ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক অজ্ঞতার দোষ দিতে পারেন, কিন্তু শুধু-সেই জন্য কবির নাটকত্ব বা কবিত্বের দোষ দিতে পারেন না। সমালোচক যদি নাটকীয় চরিত্রগত অসঙ্গতি কিংবা সৌন্দর্য্যের অভাব দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাহার প্রতিকূল সমালোচনার মূল্য আছে, নহিলে নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া কবি প্রচলিত বিশ্বাস কিংবা নিজের বিশ্বাস লইয়া যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। তাহার মধ্যেই যদি অসঙ্গতি থাকে ত তাহা নাটকের দোষ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হ্যামলেটের প্রথমাঙ্কে হ্যামলেট তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি দেখিতেছেন। সে মূর্ত্তি তাঁহার বন্ধু হোরেসিও এবং অন্যান্য ব্যক্তিও দেখিতে পাইতেছেন। তখন বুঝি প্রেত নামক একটা ব্যাপার সকলেই দেখিতে পায়। তাহা শুধু দর্শকের কল্পনা নহে, তাহা একটা বাস্তব ব্যাপার। তাহার একটা স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। কিন্তু হ্যামলেট তাঁহার মাতার সম্মুখে আবার সেই মূর্ত্তি দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মাতা সেই প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন না। এখানে কি সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে? ইহার ব্যাখ্যা কি এই যে, হ্যামলেট প্রথমবার যথার্থই ভুত দেখিতেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার অত্যন্ত উত্তেজিত মস্তিষ্ক হইয়া তাহা কল্পনা করিতেছেন? এরূপ ব্যাখ্যা ওকালতী, সমালোচকের সমালোচনা নহে। বরং হ্যামলেটের মাতার আলোকিত কক্ষে হ্যামলেটের এরূপ মানসিক ভ্রান্তি অসঙ্গত, এবং অন্ধকার রাত্রিকালে নির্জ্জন প্রান্তরে হ্যামলেটের কি এরূপ কথা হইয়াছিল, যাহার অব্যবহিত পরেই হ্যামলেট তাহার পিতার প্রেমমূর্ত্তি কল্পনা করিতে বসিলেন?

কিন্তু কালিদাসের কল্পিত এই দুর্ব্বাসার শাপ এই ভৌতিক কৌশলের অপেক্ষাও অধম বলিয়া বোধ হয়।

প্রথমতঃ দুর্ব্বাসা আসিয়া যে শকুন্তলার আতিথ্য ভিক্ষা করিলেন, তাহার কোনও কারণই নাটকে পাওয়া যায় না। কুত্রাপি উপাখ্যানের সহিত তাহার যোগ নাই। যদি আখ্যানবস্তুর কোনও অংশের সহিত সংস্রব রাখিয়া দুর্ব্বাসার আগমন কল্পিত হইত, তাহা হইলে, নাটককারের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। দুর্ব্বাসার আগমন উপাখ্যানের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ব্যাপার; সেই জন্য ব্যাপারটি আখ্যানবস্তুর সহিত তেমন সঙ্গত হয় নাই।

সংসারে যে এরূপ ব্যাপার ঘটে না, তাহা নহে। বাহিরের সম্পূর্ণ ঘটনা আসিয়া মানব-জীবনের গতিরোধ করে কিংবা তাহার গতি অন্য দিকে ফিরায়। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ কল্পনা শ্লাঘার কথা নহে। গলায় মাছের কাঁটা বাধিয়াও লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের নাটকে এরূপ আকস্মিক ঘটনার স্থান নাই। নাটকীয় কোন চরিত্রের মৃত্যু-সম্পাদন করিতে হইলে, আখ্যানবস্তুর সহিত পূর্ব্ব হইতে সংস্রব রাখিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ঘটনার পরিণতি-স্বরূপ তাহার মৃত্যু-সম্পাদন করিতে পারিলে কবির গুণপনা প্রকাশ পায়।

তাহার উপর শকুন্তলার মানসিক অবস্থা যদি দুর্ব্বাসা জানিতেন, তাহা হইলে শকুন্তলাকে অভিশাপ না দিয়া বরং আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাওয়াই দুর্ব্বাসার কর্ত্তব্য ছিল। শকুন্তলা পতিধ্যানমগ্না। পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান; পতি সর্ব্বস্ব, ইহাই কি আদর্শ সতীর লক্ষণ নয়? যাহা সতীধর্ম্ম, তাহার পালনের জন্য এই অভিশাপ! এ কথা দুর্ব্বাসা যে একেবারে জানিতেন না, তাহা নহে। তিনি অভিশাপ দিতেছেন, "যাহার চিন্তায় বিভোর হইয়া তুই আমার অবমাননা করিলি, সে তোকে ভুলিয়া যাইবে।" অতএব শকুন্তলা কোনও মানুষের ধ্যান করিতেছিলেন, ইহা দুর্বাসা জানিতেন। আর সে মানুষ যে শকুন্তলার অতি প্রিয়জন, তাহাও দুর্ব্বাসা জানিতেন, নহিলে "সে তোকে ভুলিয়া যাইবে", ইহা শাস্তিস্বরূপ কথিত হইত না। তবে যুবতী যে কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে, ইহা দুর্ব্বাসা জানিতেন। তিনি যদি এতদূরই জানিলেন, তবে শুধু দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিবাহ বৃত্তান্তই তিনি জানিতে পারেন নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত একটু কেমন কেমন বোধ হয়। পত্নী পতির ধ্যান করিতেছে, ইহাতে পত্নীর অপরাধ কি? এ উচিত কার্য্য, এ ত ধর্ম্ম। ইহার পুরস্কার কি অভিশাপ?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুর্ব্বাসা কিরূপে জানিলেন যে, শকুন্তলা তাঁহার কোন প্রিয় ব্যক্তির বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন? যুবতী তাপসীর কি আর কোনও চিন্তা নাই, যাহাতে সে তন্ময়ী হইয়া যাইতে পারে? মানিয়া লইলাম, দুর্ব্বাসা তপোবলে অন্যের মনের কথা জানিতে পারেন। কিন্তু অভিশাপ দিলেন কি দোষে?

কোনও বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছেন যে, শকুন্তলা একটি প্রবৃত্তির অধীন হইয়া আতিথ্যধর্ম্মে অবহেলা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে দুর্ব্বাসা তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃত কথা নহে। শকুন্তলা আতিথ্য-ধর্ম্মে অবহেলা করেন নাই! অবহেলা হইত বটে, যদি দুর্ব্বাসার উপস্থিতি জানিয়াও শকুন্তলা অতিথিকে ফিরাইতেন। কিন্তু শকুন্তলার তখন জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়। তিনি জাগ্রৎ অবস্থায় নিদ্রিত; এক কঠোর মধুর স্বপ্নাবেশে অভিভূত। সমালোচক কি বলিতে চাহেন যে স্বামীর প্রতি ভার্য্যার এত বেশী অনুরাগ উচিত নহে, যাহাতে সে এক দণ্ডের জন্যও তন্ময়ী হইয়া যায়? অথচ প্রয়োজন হইলে, এই সমালোচকেরাই বলিয়া

থাকেন যে, সতীর একমাত্র ধর্ম্ম পতি।'

শকুন্তলা কিন্তু অষ্টপ্রহরই দুষ্মন্তের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন না। তিনি খাইতেছেন, গল্প করিতেছেন, উঠিতেছেন, বসিতেছেন। হয় ত এক দিন শুধু প্রভাতে নির্জ্জনে শান্ত তপোবনে কুটীর-প্রাঙ্গণে বসিয়া শূন্যপ্রেক্ষণে দূরে চাহিয়া নবোঢ়া বিরহিণী শকুন্তলা স্বামীর বিষয় চিন্তা করিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষুতে জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লোকের যেমন জ্বরের বিকার হয়, এ সেইরূপ একটা মানসিক বিকার। নবোঢ়া প্রথম বিরহিণীর এইরূপ হইয়াই থাকে। ইহা পাপ নহে। ইহা নিদারুণ অভিশাপের যোগ্য নহে। এ সময়ে তিনি অসীম অনুকম্পার পাত্রী, ক্রোধের পাত্রী নহেন। তাহার উপর শকুন্তলাই না হয় আতিথ্য-ধর্ম্মে অনাস্থা দেখাইয়াছেন, দুষ্মন্ত দেখান নাই; কিন্তু এই অভিশাপ হেতু শকুন্তলাই কষ্ট পান নাই; দুষ্মন্তও পরিশেষে কষ্ট পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, শকুন্তলার শাপাবসানে অভিশাপ দুষ্মন্তকে আশ্রয় করিল। দুষ্মন্তের দোষ কি?

অপর এক কবি-সমালোচক এই অভিশাপের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা এই যে, এইরূপ কামজনিত গুপ্ত বিবাহকে দুর্ব্বাসা অভিশপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার কবিকল্পনা। এ অভিশাপে তাহার কোন নিদর্শন নাই।

দুর্ব্বাসার অভিশাপ পড়িলে, সন্দেহ থাকে না যে, শকুন্তলা পাপ-কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তিনি অভিশাপ দেন নাই। দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিতেছেন, শকুন্তলা তাঁহাকে—দুর্ব্বাসা সম মুনিকে—অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া। দুর্ব্বাসার ক্রোধ, পাপের প্রতি ক্রোধ নহে, নিজের লাঞ্ছনার জন্য ক্রোধ। ইহাই এই অভিশাপের সহজ সরল অর্থ। অন্য অর্থ কষ্টকল্পনা।

আমার বিবেচনায় কালিদাস কেবল দুষ্মন্তকে বাঁচাইবার জন্য এই অভিশাপের কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি দুষ্ম ্কে কতক বাঁচাইয়াছেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বাসাকে হত্যা করিয়াছেন। দুর্ব্বাসা যতই ক্রুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি হউন না কেন, তিনি ঋষি ত বটে। অর্জ্জুনের প্রতি প্রত্যাখ্যাত উর্ব্বশীর অভিশাপ, পতিপ্রাণা শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার এই অভিশাপের অপেক্ষা অধিক হেয় বলিয়া বোধ হয় না।

কালিদাস দুর্ব্বাসাকে হত্যা করুন, তাহাতে তত যায় আসে না। কিন্তু তাঁহার এই অভিশাপ সৃষ্টি অত্যন্ত অনিপুণ হইয়াছে। যেন, এ সময়ে সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, উচিত হউক, অনুচিত হউক, একটা ঋষির শাপ চাই; এইরূপ পাঠকের মনে স্বতঃই উদিত হয়।

তাহার পরে শকুন্তলার সখীর অনুরোধে এই অভিশাপের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন—'অভিজ্ঞান দেখাইলে স্মৃতিভ্রম ঘুচিবে।' ইহা ছেলে মানুষীর পরাকাষ্ঠা বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্যই এবং অন্তিমে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন ঘটাইবার জন্যই যেন ইহা কল্পিত হইয়াছে। নাহলে কোথাও কিছু নাই, অভিজ্ঞানের কথা আসে কোথা হইতে? মিলনের অন্য উপায় ছিল। যেন দুর্ব্বাসা জানিয়াছেন যে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়া গিয়াছেন এবং তাহা প্রথমে শকুন্তলা দেখাইতে পারিবেন না (কারণ, দেখাইতে পারিলে ত তৎক্ষণাৎ, শাপাবসান ও নাটক শেষ হইয়া গেল); এবং পরে তাহা দেখাইবেন—নাহিলে মিলন হয় না এবং মিলন না হইলে অলংকারশাস্ত্র সঙ্গত নাটক হয়

না। যেন দুর্বাসাই নাটকখানির রচনা করিতেছেন এবং নাটকখানিকে বাঁচাইবার জন্য পথ রাখিয়া যাইতেছেন।

তাহার পরে স্নানকালে অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঙ্গুলিভ্রষ্ট হওয়া, তাহা রোহিত মৎস্যের উদরস্থ হওয়া—এবং ঠিক সেই মৎস্য ধীবর কর্তৃক ধৃত হওয়া— এ সমস্ত ব্যাপার তৃতীয় শ্রেণীর নাটককারের উপযুক্ত কৌশল বলিয়া বোধ হয়। সমস্তই যেন আরব্য উপন্যাস, নাটকের মঙ্গাগত অংশ নহে।

পরিশেষে, দুষ্মন্তের দৈত্য-বিনাশার্থ স্বর্গে গমন এবং ইন্দ্র কর্তৃক সেই দৈত্যের পরাজিত না হইবার কথিত কারণও পূর্ববৎ বাহিরের ব্যাপার। কোনটাই নাটকের মূল আখ্যানের অংশ নহে বা পরিণতির ফল নহে। এরূপ কৌশল নাটককার নিতান্ত বিপদে পড়িয়া আনিয়াছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

বস্তুতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলার যতখানি আখ্যানবস্তু কালিদাসের কল্পিত, তাহাতে আখ্যানবস্তু গঠনে তাঁহার অক্ষমতাই প্রকাশ পায় বলিয়াই আমার বোধ হয়। ব্যাসদেবের মূল উপাখ্যান আদ্যোপান্ত স্বাভাবিক। কুত্রাপি কষ্টকল্পনা নাই, তাহার সমস্তই একটা প্রাকৃতিক জীবন—উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিণতি। একমাত্র দৈববাণী ভিন্ন অবাস্তর আখ্যানের বহির্ভূত, আকস্মিক কোনও ব্যাপারের উল্লেখমাত্র নাই।

ভবভূতি নাটককার নহেন। তিনি আখ্যানবস্তু-গঠনে নৈপুণ্য দাবী করেন না। বস্তুতঃ তাঁহার উত্তররামচরিতে আখ্যানবস্তু কিছু নাই বলিলেও চলে। তাঁহার নাটক বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই জন্য তিনি সে দিকে হাইল ছাড়িয়া দিয়া কল্পনাকে অবাধ গতি দিয়াছেন।

ঘটনা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, সম্ভব কি অসম্ভব, তাঁহার তাহাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। "নিরঙ্কুশশাঃ কবয়ঃ" এই সাহিত্যিক সূত্রকে অবলম্বন করিয়া তিনি যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি এক রকম স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন যে, তিনি নাটককার নহেন, তিনি শুদ্ধ কবি।

সীতা নির্বাসিতা হইয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। গঙ্গাদেবী সস্নেহে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার পবিত্র বারি দ্বারা সীতার দুঃখ ধৌত করিয়া (তাঁহার মাত্রালয়ে) রাখিয়া আসিলেন। পতি-পরিত্যক্তা নারীর স্থান মাতৃ-অঙ্কে ভিন্ন কোথায়? পরিত্যক্তা দময়ন্তী এইরূপে তাঁহার পিতার গৃহেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। নবজাত যমজ শিশুকে গঙ্গাদেবী বিদ্যাশিক্ষার্থ বাল্মীকির করে সমর্পণ করিলেন। সেই কোমল-হৃদয় মহর্ষি ভিন্ন আর কে সেই যুগ্ম শিশুকে সমধিক যত্নে, স্নেহে লালন-পালন করিতে পারিত?

কবির এরূপ অতিমানুষিক কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি ছিল, জানি না। আমার বোধ হয়, বাল্মীকি-বর্ণিত সীতা-নির্বাসন সমধিক মনোহর ও প্রাণস্পর্শী। ভবভূতির সৃষ্ট সীতার এই পাতাল-প্রবেশ-কল্পনায় কিছুমাত্র কবিত্ব নাই। ইহা অভিজ্ঞানশকুন্তলে জ্যোতি দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার স্বর্গে উন্নয়নের অন্ধ অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়।

শম্বুকের ব্যাপারটির একমাত্র উদ্দেশ্য—রামকে পুনরায় জনস্থানে লইয়া আসা, যাহাতে রাম সীতার বিরহ সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় মিছামিছি বেচারীকে হত করিবার প্রয়োজন কি? রাম যেরূপে অহল্যার শাপাবসান করিয়া-

ছিলেন, সেইরূপ শম্বুমুনি শম্বুকের শাপাবসান করিলেন। এ ব্যাপারে সহৃদয়তা আছে, কিন্তু কবিত্বের বিশেষ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় না।

তমসা ও মুরলা নদীদ্বয়কে মানবী-মূর্ত্তি দানে কবিত্ব আছে। যে কবি, তাহার কাছে সমস্ত প্রকৃতি সজীব। গিরি, নদী, বন, প্রান্তর, সকলেই অনুভব করে, সকলেরই একটা ভাষা আছে। কবি সেই ভাষা বুঝিতে পারেন। নদীর কুলুস্বরে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে একটা ভাষা আছে, এ কথা যে অকবি তাহারও মনে আসে, কবির ত কথাই নাই। ভবভূতি মহাকবি, তাঁহার এই মহাকাব্যে এইরূপ কল্পনা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও অতি সুন্দর হইয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কল্পনা 'ছায়া-সীতা'। এরূপ মধুর রূপক কল্পনা আমি কোনও কাব্যে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কল্পনা করুণ, কি চিত্র! রাম পুনরায় সেই পঞ্চবটী বনে আসিয়াছেন—যেখানে তিনি প্রথম যৌবনে প্রথম প্রণয় সম্ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি সেই বনপথ, সেই শিলাতল, সেই কুঞ্জবন, সেই গোদাবরী দেখিতেছেন। বনপথ হরিত তৃণাচ্ছাদিত হইয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; শিলাতল বেতসীলতায় অর্দ্ধেক ঢাকিয়া গিয়াছে; কুঞ্জবন আরও গাঢ় হইয়াছে; গোদাবরী সরিয়া গিয়াছে। তাঁহারই পালিত করিকরভকটি মানুষ হইয়া, সেই নির্জ্জন বনে বিচরণ করিতেছে; সেই পালিত ময়ূর শাবকটি বড় হইয়াছে—যাহাকে সীতা নাচাইতেন। সেই সবই আছে; কেবল সীতা নাই। কিন্তু সীতার ছায়া আছে; সীতার স্মৃতি আছে;—তাঁহাকে রাম ধরিতে চাহিতেছেন, অথচ পারিতেছেন না; তৎক্ষণাৎ সে মূর্ত্তি শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে; সীতার কণ্ঠস্বর, স্পর্শ অনুভব করিতে না করিতে হারাইয়া যাইতেছে। এ স্বপ্ন, এ মৃগতৃষ্ণিকা এ অসহ্য যন্ত্রণা, এ মর্ম্মন্তুদ বিরহব্যথা জগতে আর কোনও কবি কল্পনা করিয়াছেন কিনা, জানি না। নাটক হিসাবে এরূপ কল্পনার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন থাকিতে পারে। হইতে পারে, রাম যে সীতার প্রতি এখনও পূর্ব্ববৎই অনুরক্ত, তিনি যে সীতার বিরহে কাতর এ কথা সীতাকে জানাইবার প্রয়োজন ছিল। জানিলে সীতা সে নিদারুণ বিরহে জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে পারেন; কিংবা শেষ অঙ্কে বিনা বিলাপে ও বিনা আপত্তিতে নীরবে মিলন সম্পাদিত হইতে পারে। পাঠকের মনে থাকিতে পারে যে, দুষ্মন্তের বিলাপও এইরূপে মিত্রকেশীর প্রমুখাৎ শকুন্তলাকে শোনান হইয়াছিল।

কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, এ বিষয়ে রামই দোষী; সীতা নিরপরাধা; রাম সীতাকে কাঁদাইয়াছিলেন। এখন সীতার পালা এখন রাম কাঁদিবেন, আর বিনিময়ে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিবেন, সেই জ্বালার উপর অমৃত সেচন করিবেন। রাম সীতার অনুরক্ত হইলেও, এখনও তাঁহার কাছে সীতার অপেক্ষা যশই প্রিয়।

এখনও রাম সীতাকে পাইবার উপযুক্ত হন নাই। তন্ময় হইয়া সর্ব্বস্ব তুচ্ছ করিয়া তিনি সীতাকে এখনও ভাবিতে শেখেন নাই। সেই জন্য তিনি সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু সীতা সেইরূপ রামময়জীবিতা, সেই জন্য সীতা রামকে দেখিতে পাইতেছেন।

কোনও প্রবীণ বিজ্ঞ সমালোচক এই ছায়া-সীতা বিষ্কম্ভকের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সীতা সত্যই পঞ্চবটী বনে আসেন নাই। সীতার সে

স্থানে উপস্থিত রামের কল্পনামাত্র। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সমীচীন নহে।

প্রথমতঃ, মূলের সহিত এ ধারণা সঙ্গত হয় না। সীতামূর্ত্তি রামের ভ্রান্তিমাত্র হইলে, রামের আসিবার পূর্ব্বে সীতা পঞ্চবটী বনে আসিয়া পঁহুছিতেন না। দ্বিতীয়তঃ সীতা যদি রামের কল্পনামাত্র হইতেন, তাহা হইলে সীতা বরং রামের নয়নগোচর হইতেন, অপরের অগোচর থাকিতেন। কিন্তু ভবভূতি কল্পনা করিয়াছেন যে, সীতাকে কেবল তমসা দেখিতে পাইতেছেন না। কল্পনা যাহার, সেই ত প্রত্যক্ষবৎ দেখে। আর ছায়াসীতা যে রামের কল্পনামাত্র নহে, তাহা সীতার উক্তিগুলি দ্বারাই সপ্রমাণ হয়। রাম সহধর্ম্মিণী লইয়া যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া সীতা সোৎকম্প হইতেছেন—ইহা কি রামের কল্পনা? লবকুশ পুত্রদ্বয় সম্বন্ধে সীতার আক্ষেপ ত রামের কল্পনা হইতেই পারে না। কারণ, রাম তখনও পুত্রদ্বয়ের অস্তিত্বও অবগত ছিলেন না। তাহার পরে সীতা যে ভাবে রামকে ভাল করিয়া দেখিতে চাহিতেছেন এবং পরিশেষে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, তাহাও রামের কল্পনা হইতে পারে না।

ছায়াসীতা রামের কল্পনা হইলে, ঐ বিষ্কম্ভকটির অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য চলিয়া যায়। সীতার উদ্বেগ, সীতার আনন্দ, সীতার বিভ্রম, সীতার পতিপ্রাণতা, সীতার আত্মবলিদান—যাহা এই বিষ্কম্ভকে আছে, তাহা শুদ্ধ রামের কল্পনা বলিলে সীতাকে দস্তুরমত হত্যা করা হয়। আমার মনে হয় যে ভবভূতি কবিত্ব হিসাবে কাল্পনিক সীতার কল্পনা করিয়াছিলেন; পরে সেই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতি করিতে গিয়া, বিষয়টি সাজাইতে গিয়া, সত্য সীতাকে সেখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। এই বাস্তব ও অবাস্তব মিলিয়া যে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

কালিদাসের সময়ের আচার-ব্যবহার—ভবভূতির সময়ের আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ দেখি। প্রথমতঃ, ভবভূতির সময়ে বর্ণ-ভেদের কঠোরতা কমিয়া আসিয়াছিল। দুষ্মন্ত তাপস-তাপসীদিগের যেরূপ ভয় করিতেন, তাহাতে সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব অত্যধিক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। দুষ্মন্ত স্বীকার করিতেছেন,—

"যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃ ষড়্ভাগমক্ষয্যং দদাত্যারণ্যকো হি নঃ॥"

[ব্রাহ্মণেতর বর্ণসকল হইতে যে অর্থ লাভ হয়, তাহা ক্ষয়শীল, কিন্তু অরণ্যবাসী তাপসগণ যে ধন দেন, তাহা অক্ষয়।]

ঋষিকুমারদ্বয় যখন রাজাকে ঋষিদিগের অনুরোধ জানাইতে আসিয়াছেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কিমাজ্ঞাপয়ন্তি—"

শকুন্তলার প্রতি যখন দুষ্মন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন দুষ্মন্ত "তপসো বীর্য্যম্" মনে করিয়া চিন্তাকুল; রাজসভায় রাজা গৌতমী ও শার্ঙ্গরবের তীব্র ভর্ৎসনা যেরূপ ঘাড় পাতিয়া লইতেছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয় যে দুষ্মন্ত তাঁহাদিগকে দস্তুরমত ভয় করেন।

উত্তরচরিতে ব্রাহ্মণ-চরিত্র নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা আছেন, (বাল্মীকি ইত্যাদি) তাঁহারা সকলেই নিরীহ। ভবভূতির রাম অষ্টাবক্র মুনির সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন

—যেরূপ বন্ধু বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করিয়া থাকে। অষ্টাবক্র প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "স্বস্তি রাম।" রাম উত্তর দিলেন, "অভিবাদয়ে ইত আস্যতাম্।" সীতা বলিলেন—"নমস্তে অপি কুশলং মে সকলগুরুজনস্য আর্যায়াশ্চ শান্তায়াঃ।"—অতি সাধারণ শীলতা। অষ্টাবক্র সবিনয়ে বলিলেন,—

"দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠস্ত্বামাহ—
বিশ্বম্ভরা ভগবতী ভবতীমসূত
রাজা প্রজাপতিসমো জনকঃ পিতা তে।
তেষাং বধূস্ত্বমসি নন্দিনী পার্থিবানাং
যেষাং গৃহেষু সবিতা চ গুরুর্বয়ঞ্চ॥
তৎ কিমন্যদাশাস্মহে কেবলং বীরপ্রসবা ভূয়াঃ।"

[দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠ তোমাকে বলিয়াছেন যে—ভগবতী ধরিত্রী তোমাকে প্রসব করিয়াছেন, প্রজাপতিতুল্য রাজা জনক তোমার পিতা এবং যে বংশের গুরুদেব স্বয়ং সবিতৃদেব ও আমি, তুমি নন্দিনি! সেই রাজবংশের বধূ। অতএব আর অধিক কি আশীর্বাদ করিব? তুমি বীর-প্রসবিনী হও!]

রাম সবিনয়ে উত্তর করিলেন—

"লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ত্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি॥"

[লৌকিক সাধুগণের বাক্য অর্থের অনুসারী হইয়া থাকে, কিন্তু অর্থ আদি ঋষিগণের বাক্যের অনুগামী হয়]

তাহার পরে উভয় পক্ষই অতি সাধারণভাবে বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কোনও ত্রস্তভাব নাই। কোনও "যে আজ্ঞার" ভাব নাই।— একটা সৌম্য সবিনয় সসম্মান ভদ্রব্যবহার মাত্র।

ভবভূতির সময়ে, মনে হয়, নারীর সম্মান কালিদাসের সময় অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে নারী ভোগ্যা। উত্তররামচরিতের নারী পূজ্যা। নারীজাতির এই বিভিন্ন পদবী আমরা নাটকদ্বয়ে পদে পদে দেখি। কেহ বলিতে পারেন যে, আচার ব্যবহারের বৈষম্য। যাহা উপরে কথিত হইল, তাহা সাময়িক আচারের পার্থক্য না হইয়া, কবিদ্বয়ের রুচির পরিচায়ক হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, কবি যত বড়ই হউন, তিনি সময়ের বহু উর্দ্ধে উঠিতে পারেন না। কবির রচনায় সাময়িক আচার-ব্যবহারের কিছু না কিছু নিদর্শন থাকিবেই এবং এই দুই নাটকে তাহা প্রচুর-পরিমাণে আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
সমাপ্তি

আমি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তররামচরিত নাটকের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছি। আমার শিক্ষা, বুদ্ধি ও ধারণা অনুসারে উভয় নাটকের দোষগুণ বিচার করিয়াছি। কোনও নাটকের আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করি নাই। আধ্যাত্মিক অর্থ যে কোনও গ্রন্থ হইতে কোনও না কোনরূপে বাহির করা

যায়ই। এই নাটকদ্বয়েরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ত নানা ব্যক্তি করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা আর কেহই নহে, পুরুষ ও প্রকৃতি। কেহ বা বলিয়াছেন, এ নাটকে দেখান হইয়াছে, প্রেমে কাম মিলন সম্পাদন করিতে পারে না, তপস্যা তাহা সাধন করে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দুইখানি নাটকের শতপৃষ্ঠাব্যাপিনী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিতে পারেন। কিসের কি ব্যাখ্যা না হইতে পারে? যখন রামায়ণকে কোনও বিদেশী বৈজ্ঞানিক সমালোচক সূর্যের গতির বর্ণনামাত্র বিবেচনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমি এরূপ কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি, এবং আংশিক সাদৃশ্যকে আধ্যাত্মিক, বা আধিভৌতিক কোনও ব্যাখ্যাই বিবেচনা করি না।

আমি উভয় নাটকের দোষের কথার উল্লেখ করিয়াছি। তাহা পাঠকশ্রেণীবিশেষের প্রীতিপ্রদ হইবে না। হইতে পারে, যেখানে দোষের উল্লেখ করিয়াছি, সেই স্থানে আমি সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যদি আমার উক্তি অমূলক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আমার ভ্রম, ধৃষ্টতা নহে।

আমার ধারণা এই যে, সমালোচনা বিষয়কে ভয় করিয়া অগ্রসর হয়, নামে মোহিত হইয়া মনস্থ করিয়া বসে যে শুদ্ধ প্রশংসাবাদ করিব এবং যেখানে রচনা অর্থশূন্য মনে হয়, সেখানে তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতে বসিব, তাহা সমালোচনা নহে, তাহা স্তুতিবাদ। মহাকবির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন অবশ্য ধৃষ্টতা। কিন্তু নিজের যুক্তিকে ও বিবেচনাশক্তিকে সমালোচ্য গ্রন্থের দাস্যে নিয়োগ বিবেকের ব্যভিচার।

এই উভয় নাটকে দোষ আছে বলিয়া, তাহাদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেক্ষপীয়রের একখানিও নির্দোষ নাটক নাই। মানুষের রচনা দোষ-বিবর্জিত হইবার কথা নহে। কিন্তু যে কাব্যে বা নাটকে গুণের ভাগ অধিক, দুই একটি দোষ থাকিলেও তাহার উৎকর্ষের হানি হয় না।

> "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
> নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

কালিদাসের বিশ্বজনীন প্রতিভার প্রধান লক্ষণ এই যে, যে নাটক তিনি দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্বে লিখিয়াছিলেন, তাহা পুরাতন ও নূতন অলঙ্কারশাস্ত্রকে বাঁচাইয়া, আচার, নীতি ও ধারণার পরিবর্ত্তন তুচ্ছ করিয়া, সর্ব্ব সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে, পর্ব্বতের মত অটলভাবে, এই দীর্ঘকাল মাথা উঁচু করিয়া গর্ব্বভরে দাঁড়াইয়া আছে। এ রচনা উষার উদয়ের মত তখনও যেমন সুন্দর, এখনও তেমনিই সুন্দর। ভবভূতির এই মহারচনা মাহাত্ম্যও কালের অগ্রগতির সহিত বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বোধ হয় প্রতীত হইবে যে, এই দুই নাটকের তুলনা ঠিক সম্ভবে না। কারণ, একখানি নাটক; আর একখানি কাব্য। নাটক হিসাবে উত্তররামচরিত সম্ভবতঃ অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের পদরেণুর সমতুল্য নহে। তবে কাব্য হিসাবে উত্তররামচরিতের আসন অভিজ্ঞান-শকুন্তলের বহু উর্দ্ধে। ধারণার মহিমায়, প্রেমের পবিত্রতায়, ভাবের তরঙ্গ-ক্রীড়ায়, ভাষার গাম্ভীর্য্যে, হৃদয়ের মাহাত্ম্যে উত্তরামচরিত শ্রেষ্ঠ। আবার ঘটনার বৈচিত্র্যে, কল্পনার কোমলত্বে, মানব চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, ভাষার সারল্যে ও লালিত্যে অভিজ্ঞানশকুন্তল শ্রেষ্ঠ।

সংস্কৃত সাহিত্যে এই দুই নাটক প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তাহারা পরস্পরের সঙ্গী। অভিজ্ঞানশকুন্তল শরতের পূর্ণ জ্যোৎস্না। উত্তররামচরিত নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ। একটি উদ্যানের গোলাপ, আর একটি বনমালতী। একটি ব্যঞ্জন, অপরটি হবিষ্যান্ন। একটি বসন্ত, অপরটি বর্ষা। একটি নৃত্য, অপরটি অশ্রু। একটি উপভোগ, অপরটি পূজা।

মালতীমাধবের ভূমিকায় মহাকবি ভবভূতি যে গর্ব করিয়াছিলেন, উত্তররামচরিতে তাহা সার্থক হইয়াছে—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

[যে কেহ আমার এই নাটকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে; তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়। আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থ কোনও ব্যক্তি কালে উৎপন্ন হইতে পারেন, অথবা কোথাও বিদ্যমান আছেন; কারণ, কালের অবধি নাই এবং পৃথিবী বহুবিস্তীর্ণা।]

অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িয়া মহাকবি গেটে যে উল্লাসোক্তি করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক।

"Wouldst thou see spring's blossoms
and the fruits of its decline
Wouldst thou see by what the souls
enraptured feasted fed
Wouldst thou have this earth and heaven
in one sole name combine
I name thee Oh Sakuntala !
and all at once is said."

আমাদের জন্ম সার্থক যে, যে দেশে কালিদাস ও ভবভূতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশে আমাদের জন্ম। যে ভাষায় এই দুই মহারচনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ভাষা। বহু শতাব্দী পূর্বে কবিদ্বয় যে নারীচরিত্রের বর্ণনা বা কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই শকুন্তলা, সেই সীতা আমাদের গৃহলক্ষ্মীস্বরূপিণী হইয়া আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া, আজিও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। আমরা বুঝি, আমরা জানি, আমরা অনুভব করি, এ চরিত্রদ্বয় জগতে শুধু আমাদেরই সম্পত্তি, আর কাহারও নয়। একসঙ্গে এত ব্রীড়ানম্রা এত সুন্দরী, এত পবিত্রা, এত মুগ্ধা, এত কোমলহৃদয়া, এত অভিমানিনী, এত নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা, এত সহিষ্ণু—এ রমণীদ্বয় আমাদেরই, আর কাহারও নয়। ধন্য কালিদাস! ধন্য ভবভূতি!

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ

গত চৈত্র মাসের (১৩১১) বঙ্গদর্শনে রঘুবংশ নামক প্রবন্ধ রঘুবংশের অন্তর্ভুক্ত দিলীপের উপাখ্যানের মূল কোথায়, এই প্রশ্ন উত্থাপিত ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের অন্তর্গত ঋতম্ভরের উপাখ্যান উহার মূল হইতেও পারে। এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

প্রবন্ধের লেখক বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশের অবকাশ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন ও তন্নিমিত্ত কয়েকখানি মুদ্রিত পদ্মপুরাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

বহুদিন হইতে আমার জানা ছিল, পদ্মপুরণের পাতালখণ্ডে কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম অংশটা অর্থাৎ প্রথম আট সর্গে বর্ণিত বৃত্তান্ত সমুদয় রহিয়াছে। আমার খুল্লপিতামহের সংগৃহীত হাতে-লেখা পুরাণসমূহের মধ্যে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড একখানি রহিয়াছে। ঐ পুঁথিখানি আমার ঐ বিশ্বাসের অবলম্বন।

এই পাতালখণ্ডের প্রায় আরম্ভেই সূর্য্য বর্ণনা। ভগবান শেষ বক্তা, ঋষি বাৎস্যায়ন শ্রোতা। চতুর্থ অধ্যায়ে বৈবস্বত মনু হইতে খট্টাঙ্গ পর্য্যন্ত রাজগণের কথা। পঞ্চমে দিলীপের কথার আরম্ভ ও একাদশে অজের স্বর্গারোহণ। পাতালখণ্ডের এই সাতটি অধ্যায়। আর কালিদাসের রঘুবংশের প্রথম আট সর্গ,—এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে, একে অন্যের নিকট ঋণী। তাহার কোন সন্দেহ থাকে না।

নমুনা স্বরূপ গোটা কতক শ্লোক এখান হইতে তুলিয়া দেখাইব। পাতালখণ্ডের শ্লোক তুলিব—রঘুবংশ হইতে তুলিবার প্রয়োজন নাই।

দিলীপস্তু মহাভাগঃ সর্ব্বসদ্গুণ ভূষিতঃ।
মহোরস্কো মহাপ্রাণো মহাস্কন্ধো মহাভুজঃ।

* *

কন্যাং মগধরাজস্য নাম্না বিপ্র সুদক্ষিণাম্।
উপযেমে মহাশীলাং পতিব্রতপরায়ণাম্॥

* *

দম্পতী রথমাস্থায় বৃদ্ধসারথিসংহিতম্।
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রাপ সায়ং শিষ্যগণৈর্যুতম্॥

* *

স্কন্ধাসক্তসমিদ্দর্ভৈঃ প্রত্যায়াতৈর্বনান্তরাৎ।
শিষ্যৈঃ প্রপূজ্যমানঞ্চ সায়ং সন্ধ্যার্থিভির্দ্বৃতম্॥

* *

মুনিকন্যাগণৈঃ সিক্ত তরুমূলানি সর্ব্বতঃ।
বিশ্রামার্থং নিষন্নৈশ্চ পরিতঃ পরিশোভিতম্॥

এষা ব্রহ্মাংস্তব বধূর্ভার্য্যা মম সুদক্ষিণা।
ন ধারয়তি যদ্‌গর্ভং তেন দুঃখং … ॥

*   *

মত্তোহথ দুর্লভঃ পিণ্ডঃ পূর্বেষাং পরমেব হি।
বংশবিচ্ছেদকর্ত্তাহং পিতৃণাং দুঃখকারণম্‌ ॥

*   *

অথানুবোধয়ামাস সন্ততিস্তম্ভকারণম্‌ ॥

*   *

সুদক্ষিণাং মৃতুস্নাতাং স্মৃত্বা জাতত্বরাধিকঃ।
বিলোকিতঃ সুরভ্যা ত্বং কল্পতরুর্বঙ্ঘ্রিসংস্থয়া ॥

*   *

শাপস্তু ন শ্রুতো রাজন্‌ ত্বয়া সাথিনাপি ন।
কুহংসু রথচক্রেষু নদৎসু দিগ্‌গজেষু চ ॥

*   *

নাম্নি কীর্ত্তিত এবাসৌ যদায়াতি সুমঙ্গল।
তৎ সিদ্ধিং তব রাজেন্দ্র বেদ্মি হস্তগতামিব ॥

*   *

পশ্চাত্তামনুগচ্ছেথা অনুতিষ্ঠেরপি স্থিতাম্‌।
নিষণ্ণায়াং নিষীদেথাঃ পিবন্ত্যাঞ্চ জলং পিবেঃ

*   *

নিবর্ত্ত্য ভৃত্যবর্গঞ্চ ততো রাজা সুদক্ষিণাম্‌।
প্রত্যাবর্ত্য স একাকী ধেনুমন্বগমদ্বলী ॥

*   *

অন্যেদ্যুঃ সা বশিষ্ঠস্য হোমধেনুর্মহীপতেঃ।
ব্রতদার্ঢ্যং পরীক্ষন্তী প্রবিবেশ হিমালয়ম্‌ ॥
নন্দনীয়ং সুরভের্ধেনুর্ন প্রধৃষ্যা হি হিংসকৈঃ।
ইতি বিশ্বাসবান্‌ রাজা শোভামৈক্ষত ভূভৃতঃ ॥

*   *

অবহ্যত স্বতেজোভিঃ স্বয়মেব স ভূপতিঃ।
চিত্রার্পিত ইবাতিষ্ঠচ্চাপার্পিতকরস্তদা ॥

*   *

ভৃত্যোঽহং দেবদেবস্য গৌরীভর্ত্তুঃ পিনাকিনঃ।
কুম্ভোদরোঽস্মি বিখ্যাতো ভবন্যাশ্চ প্রিয়ঃ সদা।

*   *

দেবদারুরয়ং দেব্যা স্বয়ং যত্নৈরুপার্জ্জিতঃ।
স্তন্যেন পয়সা স্কন্দপীতশেষেণ বর্দ্ধিতঃ ॥

*   *

মদীয়েন শরীরেণ স্বাহারমতিবর্ত্তয়।
দিনাবসানক্ষুধিতবৎষামেনাং বিমুঞ্চ গাম্‌ ॥

* *

যদিয়ং ভবতাক্রান্তা কাতয়া মাং নিরীক্ষতে।
সাশ্রুপাতং ততঃ সিংহ হৃদয়ং দীর্যতীব মে॥
ক্ষতাৎ ত্রাণাৎ ক্ষত্রশব্দো বিমুখস্য ততো মম।
কিং জীবিতেন তৎ সিংহ কীর্ত্তিলোপাস্মৃতির্বরা॥

* *

কৃপালুর্ভব তত্ত্বং মে যশো দেহি মহত্তরম্।
ত্যজেনাং মচ্ছরীরেণ মৃগেন্দ্র কুরু পারণাম্॥

* *

পীত্বা সুদক্ষিনায়ৈতৎ পীতশেষং প্রদাস্যতি।
ভবিষ্যতি কুমারস্তে বংশকর্তা মহীপতিঃ॥

* *

অথামন্ত্র্য মহাত্মানং বশিষ্ঠং যমিনাংবরম্।
স্বং পুরং প্রাযয়ৌ যানমারুহ্য স্বগণেবৃতঃ॥

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; ইহাই যথেষ্ট। তৎপরে রঘুর জন্ম, অশ্বমেধে অশ্বহারী ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ, রাজাপ্রাপ্তি ও দিগ্বিজয় (দিগ্বিজয়ের সবিশেষ বর্ণনা নাই), সর্ব্বস্বদক্ষিণাসমাপ্তি, কোৎসাগমন, অজের জন্ম, অজের বিবাহার্থে যাত্রা, পথে হস্তিবধ, ইন্দুমতী স্বয়ংবর (সভা বর্ণনা নাই)। রাজাদের সহিত যুদ্ধ, রাজ্যশাসন ইন্দুমতীর মৃত্যু ও অজবিলাপ।

কালিদাস গ্রন্থারম্ভেই স্বীকার করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্ব সূরিদের বর্ণনা আশ্রয় করিয়া রঘুবংশ রচনা করিয়াছেন। রাম কথা ভিন্ন পূর্ব্বকালীন বা পরকালীন রঘুবংশ বর্ণনায় মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না। অথচ কালিদাসের কাব্যের কোন পৌরাণিক মূল ছিল। সে মূল কোথায়?

পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ডে যখন অজবিলাপ পর্য্যন্ত সকল কথাই পাওয়া যাইতেছে, তখন স্বতই মনে হইবে, মূল এইখানে। কিন্তু কেবল একখানা পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না।

পাতালখণ্ডের পুঁথি বোম্বাইতে ও কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে। কলিকাতায় কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের ও বঙ্গবাসীর প্রকাশিত পাতালখণ্ড আছে। আনন্দাশ্রমের বহি দেখি নাই। অন্য তিনখানিতেই ঠিক এই অংশটিরই অভাব।

এই সংস্করণগুলি কোন্ কোন্ পুঁথি দেখিয়া প্রকাশ করা হইল, তাহা প্রকাশকেরা লেখা আবশ্যক বোধ করেন নাই। কলিকাতার সংস্করণ দুইখানি এক রূপ। বোম্বাইয়ের সহিত ইহাদের কিছু তফাত আছে। আমার পুঁথির ১—৩ অধ্যায় ভূমিকা, ৪-অধ্যায়ে মনু হইতে খট্টাঙ্গ, ৫—১১ অধ্যায়ে দিলীপ হইতে অজ, ১২—২৮ অধ্যায়ে দশরথ হইতে রামের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত। আমার পুঁথির যাহা ২৯ অধ্যায়, বোম্বাই যন্ত্রের পুস্তকের ও বঙ্গবাসীর পুস্তকের তাহা প্রথম অধ্যায়। এই স্থলে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথার পুনরায় সবিস্তারে আরম্ভ। এই অশ্বমেধের বর্ণনা আমার পুঁথিতে ২৯—৯৬, বোম্বাই পুস্তকে ১—৬৮ ও বঙ্গবাসীরপুস্তকে ১—৩৭

অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। কাজেই মনে হইতে থাকে, আমার পুঁথিতে রঘুবংশের যে বর্ণনাটুকু আছে, অর্থাৎ উহার ২৮ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। বলা আবশ্যক আমার পুঁথির কাগজ দেখিয়া উহার বয়স অধিক বোধ হয় না। ১০০ বৎসরে কমই হইবে।

তিন পুস্তকেই রামের অশ্বমেধ বর্ণনা এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে। বাৎস্যায়ন শেষকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সূর্য্যবংশের রাজাদের কথা ত শুনিলাম, তম্মধ্যে রামের অশ্বমেধের কথাও সংক্ষেপে শুনিলাম, এখন ঐ অশ্বমেধের কাহিনী সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি।"

ইহাতে বোধ হইতেছে, রঘুবংশ বর্ণনা কেবল আমার পুঁথির নিজস্ব নহে। উহা সম্ভবতঃ অন্য পুস্তকেরও পূর্ববর্ত্তী খণ্ডে অর্থাৎ স্বর্গখণ্ডে আছে। পাতালখণ্ডের পূর্ববর্ত্তী স্বর্গখণ্ড। স্বর্গখণ্ডের পুস্তক খুঁজিবার আমার সময় হয় নাই। পাঠকেরা কেহ অনুগ্রহ করিয়া স্বর্গখণ্ড শেষ ভাগে রঘুবংশবর্ণনা আছে কিনা, সন্ধান দিলে বাধিত হইব।

ফলকথা, পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পুস্তক না দেখিয়া মীমাংসা চলে না। রঘুবংশের বিবরণ আমার পুঁথিতে পাতালখণ্ডের আরম্ভে, অন্য পুস্তকে স্বর্গখণ্ডের শেষে থাকিলে, উহাকে পদ্মপুরাণমধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিবার উপায় থাকে না। ধরিয়া লইলাম উহা পদ্মপুরাণের অন্তর্গত।

আর এই বর্ণনা যদি পদ্মপুরাণের অন্তর্গত হয়, তবে কালিদাসের দিলীপ-কর্ত্তৃক গোসেবাঘটিত উপাখ্যানের মূল সন্ধানের জন্য ঋতম্ভরের উপাখ্যানের আশ্রয় লইতে হয় না। কেন না ঋতম্ভরের উপাখ্যানের সহিত কালিদাসের উপাখ্যানের সাদৃশ্য যৎসামান্যমাত্র।

এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রবন্ধলেখক পদ্মপুরাণের আর এক জায়গায় ঐ গোসেবার বৃত্তান্ত আমাকে দেখাইয়াছেন। বোম্বাই সংস্করণ ও কলিকাতার কেদারনাথ ভক্তিবিনোদের সংস্করণ, উভয়ত্র পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডমধ্যে এক জায়গায় দিলীপকৃত গোসেবার কথা বর্ণিত দেখিলাম। সেখানে সূর্য্যবংশবর্ণনা নাই। তবে পুত্রপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশের প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে, দিলীপনামে সূর্য্যবংশের এক রাজা ছিলেন। তিনি গোসেবা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে দিলীপের বশিষ্ঠাশ্রম গমন, গোসেবা, মায়াসিংহদর্শন ও বরলাভে পুত্রোৎপত্তি পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানটুকুর ভাষার সহিতও কালিদাসের ভাষার খুব সাদৃশ্য। আমার পাতাল-খণ্ডের ভাষা, এই উত্তরখণ্ডের ভাষা ও কালিদাসের ভাষা, পরস্পরে এত মিল যে, একটাকে অন্যটার paraphrase বলা যাইতে পারে। যদি কেহ বলেন, কালিদাসের রঘুবংশ সম্মুখে রাখিয়া কোন মহাত্মা পাতালখণ্ডে দিলীপ হইতে অজবিলাপ পর্য্যন্ত বসাইয়া দিয়াছেন এবং আর কোন মহাত্মা উত্তরখণ্ডে দিলীপের গোসেবাঘটিত উপাখ্যানটুকু বসাইয়া দিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়।

এখন এই গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হয় কে কাহার নিকট ঋণী? কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে লইয়াছেন বা পদ্মপুরাণলেখক কালিদাস হইতে লইয়াছেন? ইহার মীমাংসা আমার অসাধ্য। এদেশের পণ্ডিতেরা দ্বিধাহীন হইয়া বলিবেন, কালিদাসই ঋণী। সাহেবী দল তেমনই নিঃসংকোচে বলিবেন পদ্মপুরাণই ঋণী।

মীমাংসা আমার অসাধ্য; তবে এ প্রসঙ্গে দুটা কথা বলিয়া ফেলিতেও চাই। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের আগাগোড়া উল্টাইয়া দেখিয়াছি। রামাশ্বমেধকথার পর কৃষ্ণকথার আরম্ভ। উহা বাঙলায় ছাপা পুঁথি। বোম্বাইয়ের ছাপা পুঁথি ও আমার হাতে লেখা পুঁথি, তিনেই রহিয়াছে। কৃষ্ণকথামধ্যে বৃন্দাবনমণ্ডলের যে বর্ণনা দেখিলাম, শ্রীরাধিকার সখীগণের যে বর্ণনা দেখিলাম, গোপীভাবে কৃষ্ণভজনার যে মাহাত্ম্য দেখিলাম, তাহাতে এই বর্ত্তমান পাতালখণ্ড যে কালিদাসের বহু পরবর্ত্তী, তাহাতে সংশয় করা বড়ই দুঃসাধ্য কাজ। আমার অত সাহস নাই। আমি আধুনিক পদ্মপুরাণের ভাষা কালিদাসের অনুকরণ স্বীকার করিতে সম্মত আছে।

তবে কালিদাসের পূর্ব্বেও যে পদ্মপুরাণ ছিল না, তাহা বলিতে আমার সাহস হয় না। পুরাণশাস্ত্র বৈদিককাল হইতেই আছে। পদ্মপুরাণও কালিদাসের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতেই বর্ত্তমান থাকাই সঙ্গত ও সম্ভব। কালিদাস পৌরাণিক মূল হইতেই যখন রঘুবংশ রচনা করিয়াছেন, তখন সেই আদি পদ্মপুরাণের সেই অংশটুকুও আধুনিক পদ্মপুরাণে পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিব? বর্ত্তমান পদ্মপুরাণের কৃষ্ণকথা বা অন্যান্য অংশ অর্ব্বাচীন হইয়াও সূর্য্যবংশ-কথাটুকু প্রাচীন হইতে পারে। এসকল সমস্যার মীমাংসা করিতে আমি অক্ষম। এই অক্ষমতা স্বীকার করিয়া আমার এই নিতান্ত অনধিকার চর্চ্চার উপসংহার করিলাম।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুষ্মন্ত

কালিদাসের শকুন্তলা দুই কারণে বিখ্যাত।

১ম. এরূপ নাটক সচরাচর দেখা যায় না। এ দেশে ত নহেই, পাশ্চাত্ত্য দেশেও বিরল।

২য়. নাটক হিসাবে না দেখিলেও কাব্য হিসাবে ইহার সৌন্দর্য্য ন্যূন নহে। শকুন্তলার কাব্যও অতুলনীয়।

নাটকীয় সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের চরিত্র চিত্রণে এবং ঘটনার বৈচিত্র্য সম্পাদনে প্রকাশ পায়। উপাখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও বৈচিত্র্যে কালিদাসের শকুন্তলা অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কালিদাসের চরিত্রগুলিও অবিকল মহাভারতের অনুরূপ নহে। তাহারা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ও শিক্ষাসম্পন্ন। তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের সমধিক বিকাশ লক্ষিত হয়। সেগুলি যথোচিত ফুটিয়াছে। চরিত্রগত সামঞ্জস্য নাটকের প্রধান উপাদান। কালিদাসে তাহা যথেষ্ট। তাঁহার দুষ্মন্ত রাজ-চরিত্র। কালিদাস সর্ব্বত্রই রাজার রাজভাব বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু রাজা হইলেও দুষ্মন্ত মানুষ ত বটে। সুতরাং কেবল রাজরূপে দেখাইলে দুষ্মন্তের চরিত্র চিত্রণে অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটে। কালিদাস সেই জন্য রাজভাবের সহিত মানবভাব এমনি গাঁথিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে দুষ্মন্ত-চরিত্র কিছু মাত্র অসংলগ্ন ঠেকে না। শকুন্তলাও এক দিকে তপোবনপালিতা ঋষিকন্যা, অন্য দিকে রমণী মাত্র। এই উভয় ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন যে সে কবির কাজ নহে। কালিদাস শকুন্তলায় দুই ভাব এক করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কোনও ভাবটিই চাপা পড়ে নাই।

কাব্য-সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের বর্ণনাগুলিতে বিশেষ পরিস্ফুট। শকুন্তলার রূপবর্ণনায়, প্রকৃতির চিত্র অংকনে, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বিকাশনে কালিদাসের অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের ভাবগত একীকরণ অল্প-সংখ্যক কবিই তাঁহার মত অনুভব করিতে পারেন। তাঁহার ভাব যেমন গভীর, ব্যক্ত করিবার ধরণও তেমনি সুন্দর। রূপ বর্ণনায় অন্যান্য অনেক কবির মত কালিদাস নখশোভায় চন্দ্রকে ম্লান করিয়া, নয়নে খঞ্জনকে গঞ্জনা দিয়া, প্রত্যঙ্গ অপ্রত্যঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের নিকট চরাচরের যাবতীয় সুন্দর পদার্থকে হার মানাইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন না। কালিদাস সুনিপুণ চিত্রকর। যেমন করিয়া ফুটাইলে শকুন্তলার রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে ফুটে, তিনি সেইরূপ করিয়া ফুটাইয়াছেন। স্বভাবেও দূরে নিকট তাঁহার বর্ণনায় সুব্যক্ত। দূরে অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম, রেখাবৎ ; নিকট স্পষ্ট, স্থূল, যেমন-তেমনি। অসঙ্গতিদোষ কালিদাসে কোথাও দৃষ্ট হয় না। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে যেরূপ, কাব্যসৌন্দর্য্য প্রস্ফুটনেও কালিদাস সেইরূপ সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। এই কারণে নাট্যাংশে না ধরিলেও কাব্যাংশেও শকুন্তলা অসাধারণ রচনা। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে নাট্য এবং কাব্য, দুই সৌন্দর্য্য মিশিয়াছে।

দুষ্মন্ত এই সৌন্দর্য্যময় কাব্য নাটকের প্রধান চরিত্র—নায়ক। এখন আমাদিগকে

দেখিতে হইবে, দুষ্মন্ত এ নাটকের উপযুক্ত চরিত্র কি না এবং তাঁহার যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতা কোথায়। দুষ্মন্ত ভারতের অধিপতি, সৎকুলোদ্ভব, শীলবান্। তিনি রাজার মত রাজা—প্রজাবৎসল; দুষ্টের দমন, শিষ্টপ্রতিপালক, বিদ্বৎসেবী। এ সকল গুণই নাটকের নায়কোপযোগী; এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের নায়কের বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং দুষ্মন্তকে শকুন্তলা নাটকের নায়ক-অযোগ্য বলা যায় না। তবে কেবলমাত্র এই কয় গুণই শকুন্তলানায়কের পক্ষে যথেষ্ট কি না সন্দেহ। শকুন্তলা শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটক। সংস্কৃত অলঙ্কারের নিয়মানুসারে নাটকে শৃঙ্গার অথবা বীররসের প্রাধান্য, অন্যান্য রস কেবল সহায় স্বরূপে। এখন শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটকে কেবল মাত্র প্রখ্যাতবংশীয় প্রতাপশালী নায়ক হইলে চলিবে কিরূপে? স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ব্যাপার লইয়াই শৃঙ্গার রসের কারবার। সুতরাং শৃঙ্গারপ্রধান নাটকের নায়ক তদুপযোগী হওয়া চাই। দুষ্মন্ত এ বিষয়েও হীন নহেন। প্রণয়-ব্যাপারেই ত শকুন্তলা নাটকে তিনি ফুটিয়াছেন।

দুষ্মন্তের চরিত্র সর্ব্বথা নায়কোপযোগী—বিশেষতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের। সাহিত্যদর্পণে ধীরোদাত্ত নায়কের যে সকল গুণের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দুষ্মন্তে অনেকটা মিলে বোধ করি। আত্মশ্লাঘা তাঁহার অভ্যাস নহে, হর্ষ বা শোকে তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন না, বিনয়ে তাঁহার গর্ব্ব প্রচ্ছন্ন, অঙ্গীকার প্রতিপালন তাঁহার ধর্ম্ম। ধীরোদাত্ত নায়কের প্রধান উদাহরণ—রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠির। দুষ্মন্ত অবশ্য ঐ দুই চরিত্রের সম্পূর্ণ সমকক্ষ নহেন, কিন্তু উঁহাদের কতকগুলি প্রধান গুণ তাঁহাতে লক্ষিত হয়। দুষ্মন্ত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা। তবে সংযম বিষয়ে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। একপত্নীনিষ্ঠ রামচন্দ্র স্বভাবতই সংযমী। রূপ তাঁহাকে টলাইতে পারে না। দুষ্মন্ত কিছু অধিক মাত্রায় রূপসীপ্রিয়। রূপের মায়া কাটান তাঁহার পক্ষে তত সহজ নহে। দুষ্মন্তের সংযম অনেকটা অবস্থা এবং শিক্ষাগত। রূপসী লইয়া এই জন্য তাঁহার স্বভাবের সহিত অবস্থা এবং শিক্ষার মধ্যে মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। শকুন্তলাকে লইয়াও হইয়াছিল। তাই প্রবল রূপতৃষ্ণার মধ্যেও শকুন্তলার বর্ণ এবং গোত্র জানিবার ঔৎসুক্য। এটুকু না থাকিলে তাঁহার রাজসম্মান দুই দিনে ভাঙ্গিয়া যাইত।

এখন দেখা গেল, দুষ্মন্ত নায়কোচিত গুণযুক্ত। এবং দুষ্মন্তকে শকুন্তলার নায়কপদে বরণ করিয়া কালিদাস অবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। তবে দুষ্মন্ত সম্পূর্ণ চরিত্র নহেন বটে। কিন্তু মানবজীবন লাভ করিয়া অসম্পূর্ণতা কাহার না আছে? আর নাটকে মানবপ্রকৃতিই চিত্রিত হয়। সুতরাং নাটককার সম্পূর্ণ চরিত্র ভিন্ন আঁকিবেন না, এমন কিছু নিয়ম নাই। অসম্পূর্ণতা রামচন্দ্রেরও আছে, যুধিষ্ঠিরেরও আছে, সেক্সপীয়রের চরিত্রগুলিরও আছে, কালিদাসের চরিত্রেরও আছে। তবে অসংলগ্নতা নাটকে বিশেষ দোষ। অর্থাৎ রাজা রাজার মত না হইলে, দুষ্মন্ত দুষ্মন্তের মত না হইলে, চরিত্র চরিত্রোপযোগী না হইলে নাটক ব্যর্থ। দুষ্মন্তকে রাজার মুকুট পরাইয়া কণ্বাশ্রমে নীবারধান্যাপহরণে নিযুক্ত করিলে এদোষ ঘটিত। কিন্তু মানবজাতির উপর চরিত্র-ব্যভিচারের প্রভাব নাটককারের সীমাবহির্ভূত নহে। এক দিকে নাটককার যেমন বিবিধ অবস্থার মধ্যে মানবচরিত্রের অটলতা দেখাইবেন, অন্য দিকে

সেইরূপ চরিত্রের উপরে অবস্থার গুরুতর প্রভাবও দেখাইতে ত্রুটি করিবেন না। এই অবস্থার প্রভাবেই চরিত্র অনেক সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাই চরিত্র-ব্যভিচার।

দুষ্মন্তে বড় গুরুতর চরিত্র-ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। তিনি এক জায়গায় বেশ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার নড়ন চড়ন অনেকটা নির্দ্দিষ্ট স্থানবদ্ধ। এইবারে দেখা যাক, অভিজ্ঞানশকুন্তলে তিনি ফুটিয়াছেন কিরূপে। শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয়-ব্যাপারই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মূল উপাদান। দুষ্মন্ত রাজা, দুষ্মন্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ, কিন্তু প্রণয় বিনা দুষ্মন্ত শকুন্তলার কেহ নহেন। কালিদাস দেখাইয়াছেন, এই ধর্ম্মপরায়ণ রাজহৃদয়ে ধীরে ধীরে কিরূপে তাপসবালার রূপ অধিকার বিস্তার করিল, কিরূপে সুশীল শিক্ষাসংযত দুষ্মন্ত পূর্ণ অন্তঃপুরে পরিতৃপ্ত না হইয়া রূপসীর রূপমোহে আপনাকে ধরা দিলেন। ইহা অস্বাভাবিক অথবা অনন্যপূর্ব্ব নহে। ভোগবিলাসের মধ্যে গঠিত হৃদয় স্বভাবতই রূপসীপ্রিয় একটু অধিক হয়। বিশেষতঃ সে কালে রাজপরিবারে বহুদার পরিগ্রহ প্রচলিত ছিল। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ধর্ম্মপত্নীরূপেই অঙ্গীকার করেন। রূপসীপ্রিয় বলিয়া তিনি রমণীহৃদয় লইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেন না। হাজার হোক্, দুষ্মন্ত হিন্দু রাজা। তাঁহার হৃদয় মুসলমান বাদশাহের ন্যায় নির্ম্মম পাষাণ নহে।

শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের যে প্রণয়, তাহা কতকটা দৈবঘটিত। রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন—শকুন্তলার কথা তিনি আদৌ জানিতেন না—ঋষিদিগের অনুরোধে মৃগবধ হইতে বিরত হইয়া কণ্বাশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কণ্ব সোমতীর্থে গিয়াছেন। অতিথিসৎকারের ভার শকুন্তলার উপরে। দুষ্মন্ত শকুন্তলার শুদ্ধান্তদুর্লভ যৌবন বিকশিত অতুলনীয় রূপমাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। রাজা বলিয়া তিনি ত মানবধর্ম্মের অতীত নহেন। শকুন্তলাও দুষ্মন্তমুগ্ধা। উভয়েই পরস্পরের রূপে মজিয়াছেন। শকুন্তলা লতা—রমণী-সুন্দরী। দুষ্মন্ত সুবৃহৎ শালতরু—পুরুষশ্রেষ্ঠ। লতা স্বভাবতই তরুস্নেহে আশ্রয় চায়, তরুও লতাকে আশ্রয় দিয়া পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয় যথোপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু শকুন্তলাকে রাজা কিরূপে লাভ করিবেন? জাতি কুল না জানিয়া ত আর বিবাহ হয় না। শকুন্তলা কণ্বপালিতা—সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণকন্যা। দুষ্মন্তের পক্ষে তাহা হইলে শকুন্তলালাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু মন যখন টানিয়াছে, তখন সহসা ব্রাহ্মণকন্যা স্থির করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। দেখা যাক্, ভাগ্যে কি উঠে।

দুষ্মন্ত কৌশলপূর্ব্বক সখীদিগের নিকট হইতে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইলেন। কণ্ব মুনি যে শকুন্তলাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক, তাহা জানিতেও তাঁহার বাকি রহিল না। আশার কথা বটে। নহিলে, এই অতুল সৌন্দর্য্য হইতে রাজধানীতে তিনি কেবল জ্বালাটুকু মাত্র লইয়া যাইতেন। আশায় আশায় রাজধানীতে যাইতে তাঁহার বিলম্ব পড়িয়া গেল। কিন্তু যখন ফিরিলেন, তখন শকুন্তলা তাঁহার। আশ্রম হইতে গিয়া মাধব্যের সহিত সে দিবস তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কি ছলে পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইবেন, তাহারও পরামর্শ হইতেছিল। এমন সময় কয়েকজন তপস্বী গিয়া উপস্থিত হইলেন—দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণের অত্যাচার হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। দুষ্মন্তের সুবিধাই হইল। কর্ত্তব্য

সম্পাদনের সহিত স্বকার্য্য উদ্ধারের অবসর পাইলেন। শকুন্তলার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইল। এবার একটু ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছে। কণ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা দুষ্মন্তের পোষাইল না। শকুন্তলাকে বুঝাইয়া গান্ধর্ব বিবাহে সম্মত করিলেন। অবশেষে বিবাহের নিদর্শনস্বরূপ স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিয়া গেলেন। রাজধানী হইতে শীঘ্রই শকুন্তলাকে লইতে লোকজন পাঠাইবেন।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়ের ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদ। রূপমূলক অনুরাগে দুই জনে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। তাহার পর শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। দুর্ব্বাসার শাপে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি আর খোঁজখবর লয়েন নাই। কণ্ব মুনি ইতিমধ্যে সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার পরিণয়ে তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এবং বিবাহের পর দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস অকর্ত্তব্য বলিয়া সসত্ত্বা শকুন্তলাকে বিশ্বস্ত শিষ্যসঙ্গে স্বামীর আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যটি বড় চমৎকার। কালিদাসের স্বভাবানুরাগ এইখানে বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু আপাততঃ বহুল্যভয়ে তাহার আলোচনা হইতে আমরা নিবৃত্ত হইলাম। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শকুন্তলার স্মৃতি তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। শকুন্তলাও নিদর্শন-অঙ্গুরীয়কটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং দুষ্মন্ত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। "স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ" আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। কিছু কাল পরে আবার উভয়ের মিলন হইল।

কিন্তু এ ত বেল দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়ের মোটামুটি কথা। ইহাতে দুষ্মন্তের চরিত্র বুঝা যায় কিরূপে? সুতরাং আর একটু খুঁটিনাটি আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখা যাক্, রূপ হইতে কিরূপে ধীরে ধীরে দুষ্মন্তের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হইল। বিনীতবেশে দুষ্মন্ত তপোবনে প্রবেশ করিয়াছেন। অলঙ্কার, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি রাজসজ্জা সারথির নিকটে। তপোবনে এ সকল শোভা পায় না। কালিদাসের নায়কের সামঞ্জস্যজ্ঞান বেশ আছে। তপোবনে প্রবেশ করিয়া দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। দক্ষিণ বাহু স্পন্দন পরিণয়সূচক। দুষ্মন্ত ভাবিলেন, এই শান্তিনিকেতনে তাঁহার বাহুস্পন্দন হয় কেন? আবার মনকে প্রবোধ দিলেন, ভবিতব্য অনিবার্য্য—যাহা হইবার হইবেই। সংস্কারের সহিত লোকের মনে যে ভাব আন্দোলিত হয়, দুষ্মন্তেরও তাহাই হইয়াছিল। দুষ্মন্তের মন প্রচলিত সংস্কারের অতীত নহে। স্ত্রীলাভসূচক বাহুস্পন্দনে তাঁহার আনন্দ হইয়াছে। কিন্তু তপোবনে স্ত্রীলাভের তাদৃশ সম্ভাবনা না থাকায় ভবিতব্যতার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইল। এ নির্ভরও কিন্তু সন্দেহজড়িত।

এমন সময়ে নেপথ্যে রমণীকণ্ঠ শুনা গেল—"ইদো ইদো সহীও।" দুষ্মন্ত দেখিলেন, ঋষিকন্যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘট হস্তে বৃক্ষমূলে জলসেচন করিতেছেন। এ দৃশ্য দুষ্মন্তের বড়ই ভাল লাগিল। স্বভাবতই তাঁহার মনে হইল,

"অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।
শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥"

এবারে উদ্যানলতা বনলতার নিকট হার মানিয়াছে। আশ্রমবাসিনীর এমন রূপ। রাজঅন্তঃপুরেও যে এ রূপমাধুরী দুর্লভ। দুষ্মন্ত বিস্ময়মুগ্ধ।

এই প্রথম শকুন্তলার রূপ দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত করিল। কিন্তু এ আঘাত তেমন কিছু নহে। রূপ মানবহৃদয়ে অল্পবিস্তর আঘাত করেই। তাহার কারণ, আমাদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা। সুন্দর পদার্থ সহজেই নয়ন আকর্ষণ করে, মন মুগ্ধ করে। সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মই এই। দুষ্মন্তও শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এ অবস্থা প্রেম নহে। তবে ইহা হইতেই প্রেম অনেক সময়ে জন্মে বটে। দুষ্মন্তের এখন বিস্ময়ের ভাব। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার একটু দয়ার উদ্রেক হইল। শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে সখীদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। দুষ্মন্ত ঠাহরাইলেন, শকুন্তলাকে আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করা কণ্বের অসাধুদর্শিতা। এ স্বভাবসুন্দর অতুল রূপরাশি তপঃসাধনে ক্ষয় করিবার চেষ্টা নীলোৎপলপত্রধারে শমীবৃক্ষ ছেদনের ন্যায়। কিন্তু কি করিবেন? এ বিষয়ে তাঁহার ত হাত নাই। অগত্যা গাছের আড়ালেই চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সেখান হইতে তিনি শকুন্তলার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। বল্কলেও তন্বী মনোহারিণী। স্বভাবসুন্দরীর অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? মলিন কলঙ্কেও চন্দ্রের সৌন্দর্য্য। রাজা শকুন্তলার এই অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট। এ সৌন্দর্য্যের তুলনা কোথা?

এতক্ষণ দুষ্মন্ত মোটামুটি শকুন্তলার রূপ দেখিলেন। শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে ভাবের প্রধান্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। ভাবপ্রধান সৌন্দর্য্যে কে না মুগ্ধ হয়? অলঙ্কারে নয়ন আকর্ষণ করিতে পারে মাত্র। অতুল ঐশ্বর্য্যে রাজার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। তাঁহার নয়নও সে দিকে ফিরিয়া দেখে না। রূপসীপ্রিয় রূপ খুঁজেন। সুতরাং দুষ্মন্তের পক্ষে স্বভাবসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক অথবা দুষ্মন্তের চরিত্রগত অসাধারণ বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। সেলিম নুরজাহানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন নুরজাহান দরিদ্রের কন্যা। স্বভাবিক সৌন্দর্য্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল বোধ করি। কালিদাসের হাতে পড়িলে তিনিও বলিতেন, সৌন্দর্য্য স্বভাবতই সুন্দর—অলঙ্কারে তাহার আর কি হইবে। ইহা হইতে চরিত্রগত বিশেষত্ব কিছুই প্রমাণ হয় না। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, দুষ্মন্তের রুচি বিকৃত নহে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে মোটামুটি দেখিয়াছেন; এইবারে একটু খুঁটিনাটি। শকুন্তলার অধর কিরূপ? বাহু কেমন সুন্দর? ইত্যাদি। ভাবিয়া চিন্তিয়া মোটামুটি হইতে দুষ্মন্ত খুঁটিনাটিতে নামেন নাই। যেমন চোখে পড়ে, তিনি দেখিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া থাকিবার জো নাই। শকন্তলার

"অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধং॥"

কিন্তু এমন সুন্দরীকে পাওয়া যায় কিরূপে? দুষ্মন্ত যতই দেখিতেছেন, শকুন্তলালাভস্পৃহা তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিতেছে। শকুন্তলা যদি কণ্বের অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা হয়। হইতেও পারে। "সতাং হি সন্দেহপদেষু প্রমাণমন্তঃ-করণপ্রবৃত্তয়ঃ"। সন্দেহস্থলে অন্তকরণের প্রবৃত্তিই প্রমাণ। কিন্তু তাহা বলিয়া ত আর শকুন্তলা লাভ হয় না। শকুন্তলার বৃত্তান্ত যথার্থ জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণ-

কন্যা হইলে ত আর বিবাহ হইবে না। দুষ্মন্ত বড় সমস্যায় পড়িয়াছেন। এইখানেই তাঁহার সংযম যাহা কিছু প্রকাশ পায়। তেমন অসংযতচরিত্র হইলে তিনি জাতি বিচার করিতে বসিতেন না। দুষ্মন্তের সংযমের পরিচয় প্রথম—বিবাহের বাসনায়, দ্বিতীয়—শকুন্তলার জাতি বিচারে। আত্মসুখের দুয়ারে শকুন্তলাকে তিনি বলি দিতে চাহেন না। ইহাতেই তাঁহার প্রেম বুঝা যায়। এবং এই অবধিই দুষ্মন্তের সংযম। আর অসংযম। তাঁহার ভোগ-অধীরতায়। পূর্ণ অন্তঃপুরেও অপরিতৃপ্তিই তাহার প্রমাণ। রূপসী দেখিলে দুষ্মন্তের চিত্ত চঞ্চল হইয়া ওঠে। তিনি সহজে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারেন না।

এখন দেখিতে হইবে, দুষ্মন্তের সংযম কত দূর স্বাভাবিক এবং কিরূপ প্রবল। আমরা দেখিলাম, রূপের বশ হইয়াও তিনি শকুন্তলার জাতি বিচার করিতেছেন। কিন্তু এইখানে কথা আছে। দুষ্মন্ত ভারতের রাজা। প্রজাদিগের নিকট তাঁহার যথেষ্ট সম্মান আছে। প্রতাপশালী হইয়াও এই সম্মানটুকু রাখিবার জন্য তাঁহাকে সাবধানে চলিতে হয়। যথেচ্ছা ব্যবহার করিলে প্রজা অসন্তুষ্ট হইবে, সম্মান ত থাকিবেই না। এই কারণেই দুষ্মন্ত অনেকটা সংযত। রাজা না হইলে বোধ করি, তাঁহার এতটা সম্মান চাহিয়া থাকিতে হইত না। সুতরাং সংযমও থাকিত না। রাজ-সম্মানই তাঁহার ইন্দ্রিয়শাসক। তবে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া পরিণীতা শকুন্তলাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কেন? ঋষিদের কথায় পর্যন্ত তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন নাই। তেমন রূপসীপ্রিয় হইলে এ অবসর কি ছাড়িতেন? শকুন্তলাকে তখন গ্রহণ না করিবার দুই কারণ। এক, শকুন্তলা সসত্ত্বা। কাহার পুত্রকে দুষ্মন্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন? দ্বিতীয়, রাজসম্মানের সহিত শকুন্তলা-গ্রহণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার সম্মান বজায় রহিল।

সুতরাং দেখা গেল, দুষ্মন্তের সংযম অবস্থা এবং শিক্ষাগত। শকুন্তলাকে গান্ধর্ব বিবাহে সম্মত করাইবার সময়ে বুঝা যায়, স্বভাবতঃ তিনি বড় সংযতচরিত্র নহেন। শকুন্তলার সখীরা দূরে গিয়াছেন। শকুন্তলা তাঁহাদের নিকটে যাইতে চাহেন। দুষ্মন্ত ছাড়িতে চাহেন না। শিক্ষা এবং অবস্থার সহিত তাঁহার স্বভাবের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। স্বভাবের জয়। তবে একটা কথা। ইহা হইতে দুষ্মন্তকে কেহ নিতান্তই ইন্দ্রিয়ের ভক্ত সেবক না ঠাহরাইয়া বসেন। ইন্দ্রিয়জয়ে তিনি যত্নশীল এবং কতকটা সক্ষমও। তথাপি রূপ তাঁহাকে কিছু অস্থির করে। দুষ্মন্ত রামচন্দ্র নহেন বলিয়াই কিন্তু তাঁহার নিন্দা করা চলে না। প্রবল রূপাকর্ষণের মধ্যেও যে তাঁহার জ্ঞান কার্য করিতে থাকে, ইহাই যথেষ্ট। দুষ্মন্ত যাহাই হউন, অসম্পূর্ণ মানবসন্তান। ত্রুটি একটু আধটু মার্জনা করিতে হইবে। তবে রোমিওর সহিত তুলনা করিয়া আমরা তাঁহাকে বাড়াইতে চাহি না। কারণ, দুষ্মন্ত একজন গণ্যমান্য বিজ্ঞ রাজা, আর রোমিও বড় ঘরের ছেলে মাত্র। উভয়ের তুলনা নিতান্তই অসঙ্গত হয়।

আমরা দুষ্মন্তকে সন্দেহের অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ভাবিতেছেন, শকুন্তলা ব্রাহ্মণী কি না! এ দিকে শকুন্তলাকে একটা ভ্রমর বড় বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সখীদিগকে সেই দুর্বিনীত মধুকর হইতে তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে বলিতেছেন। সখীরা বলিলেন, তাঁহারা কে? তপোবনরক্ষা রাজার কার্য—

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে আহ্বান করুন। দুষ্মন্ত এইবার অবসর বুঝিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, দুষ্মন্ত রাজা থাকিতে তাপস-বালার প্রতি অবিনয় আচরণ করে কে? তাহার পর যথারীতি তপোবনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনসূয়া শকুন্তলাকে পর্ণশালা হইতে পাদোদক প্রভৃতি আনিতে বলিলেন। দুষ্মন্ত কহিলেন, তাঁহাদের মধুর বাক্যেই আতিথ্য করা হইয়াছে। দুষ্মন্ত বাক্যালাপে বিলক্ষণ পটু। মধুরালাপচ্ছলে অল্পক্ষণমধ্যেই শকুন্তলার বৃত্তান্ত জানিতে তাঁহার বাকি রহিল না। যতই জানিতেছেন—শকুন্তলার দুষ্প্রাপ্য নহে, শকুন্তলাকে পাইবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইতেছে। এমন কি, শকুন্তলা যখন উঠিয়া যান, দুষ্মন্তের হৃদয় তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেও অগ্রসর হইয়াছিল। কেবল "বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।"

দুষ্মন্ত শকুন্তলায় মজিয়াছেন। শকুন্তলার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি। শকুন্তলার প্রত্যেক ভাবভঙ্গী তিনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। সুন্দরী দুষ্মন্তে অনুরক্তা। কিন্তু সে অনুরাগ ত মুখে প্রকাশ পায় না। সে অনুরাগের প্রমাণ,

"বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীনা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥"

শকুন্তলা দুষ্মন্তের কথায় যদিও কিছু বলেন না, দুষ্মন্ত কথা কহিলে কাণ খাড়া করিয়া থাকেন। দুষ্মন্তের পানে তিনি যথেষ্ট চাহিয়া থাকেন না, কিন্তু অন্য দিকেও বড় দৃষ্টি নাই। দুষ্মন্তের শকুন্তলা-হৃদয় বুঝিতে বাকি নাই। তাঁহার পূর্ণ অন্তঃপুর—সরলা আশ্রমবাসিনীর ভাব বুঝিতে কতক্ষণ লাগে।

বহু ক্ষণ মধুরালাপানন্তর আশ্রমবাসিনীরা পর্ণশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। দুষ্মন্তও বিদায় লইলেন। বিদায়কালে দুষ্মন্তকে সখীরা বেশ গুছাইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা অতিথির যথাযোগ্য সৎকার করিতে পারিলেন না বলিয়া বড় লজ্জিত আছেন, কোন্ মুখে আর তাঁহাকে পুনরায় আসিতে বলেন, ইত্যাদি। দুষ্মন্তও আপ্যায়িত করিতে কম নহেন। তিনি বিনয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তাঁহাদের দর্শনেই তিনি পুরস্কৃত। শকুন্তলা বল্কল কুরবকশাখালগ্ন হইয়াছে ছল করিয়া যত ক্ষণ পারেন, রাজাকে দেখিয়া লইলেন। দুষ্মন্ত ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। নগরগমনে তাঁহার বড় ইচ্ছা নাই। শকুন্তলা হইতে তিনি মনকে ফিরাইতে অক্ষম। তপোবনের অনতিদূরেই তাই আপাততঃ থাকিবেন স্থির করিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অঙ্ক এইখানেই সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক মাধব্যের সহিত দুষ্মন্তের কথাবার্ত্তা। সে সকল কথাবার্ত্তার বিশেষ বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। তবে শকুন্তলা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বটে। বিদূষকের সহিতই সে কালে রাজাদের মন-খোলাখুলি। যে সকল কথা অপরকে বলা যায় না, বিদূষক তাহা জানিতে পারেন। দুষ্মন্ত ব্রাহ্মণকে শকুন্তলার রূপ নানারূপে বুঝাইয়াছেন। রূপবর্ণনাগুলি কালিদাসেরই যোগ্য। তাহার আর সমালোচনা কি করিব। দুষ্মন্তই ত বলিয়াছেন, সে রূপ যে

দেখে নাই, তাহার নয়ন বৃথা। বিধাতা তাহাকে সৌন্দর্য্য মন্থন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সে দেহ স্রষ্টার সামর্থ্যের চূড়ান্ত পরিচয়।

সুতরাং এ রূপ দেখিয়া অবধি দুষ্মন্তের আর তৃপ্তি নাই। দুষ্মন্ত শকুন্তলার দর্শনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। কি ছলে পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইবেন, মাধব্যের সহিত তাহাই পরামর্শ করিতেছেন। এই সময়ে রাক্ষসপীড়িত ঋষিগণের আগমনে তাঁহার সুবিধাই হইল। অত্যাচার প্রতিকারের ছলে তিনি সহজেই তপোবনে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু এক বিঘ্ন উপস্থিত। রাজমাতা ব্রত করিবেন। দুষ্মন্তকে রাজধানীতে যাইতে হইবে। দুষ্মন্ত বড় সমস্যায় পড়িলেন। দুই দিক্ রক্ষা করা সহজ নহে। অগত্যা স্থির করিলেন যে, মাধব্যকে রাজমাতা সন্নিধানে পাঠাইয়া নিজে ঋষিদিগের কার্য্যে তপোবনে যাইবেন। মাধব্যকে রাজমাতা পুত্রের মত স্নেহ করেন। সুতরাং তাহাকে পাইলে তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইবেন। আর নিজে তপোবন রক্ষা দ্বারা ঋষিদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। অধিকন্তু তপোবনে শকুন্তলাদর্শনলাভ সম্ভাবনা। কিন্তু মাধব্য যদি রাজ-অন্তঃপুরে শকুন্তলার কথা বলিয়া বসেন! সেই জন্য দুষ্মন্ত মাধব্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শকুন্তলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সত্য নহে—এত ক্ষণ পরিহাস করিতেছিলেন মাত্র। ঋষিদিগের অনুরোধেই তাঁহাকে তপোবনে যাইতে হইতেছে। ইচ্ছা তেমন নয়।

এইরূপে বুঝাইয়া মাধব্যকে রাজা রাজধানীতে পাঠাইলেন। নিজে তপোবনে চলিলেন। দুষ্মন্ত বুঝেন, শকুন্তলা পরাধীনা, কণ্বের অনুজ্ঞা ভিন্ন তাঁহার সহিত শকুন্তলার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু বুঝিলে কি হয়? মন যে বুঝিয়াও বুঝে না। মানব দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। মালিনীতীরে শকুন্তলা সখীদিগের সহিত বিশ্রাম করিতেছিলেন। রাজা সেখানে গিয়া উপস্থিত। দুষ্মন্ত এবারেও বৃক্ষান্তরালে। শকুন্তলা কৃশ হইয়া পড়িয়াছেন, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। দুষ্মন্ত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন আতপতাপ। আবার ভাবিলেন, হয় ত শকুন্তলারও মনের অবস্থা তাঁহারই মত। সখীরাও তাহাই ঠাহরাইয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলার মুখ হইতে একবার না শুনিলে তাঁহাদের হৃদয় তৃপ্তি মানে না। সখীরা নানা উপায়ে শকুন্তলার মনের কথা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। শকুন্তলা মুখ ফুটিয়া বড় কিছু বলেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বলিয়াও ফেলিলেন। দুষ্মন্ত গাছের আড়াল হইতে সকল শুনিতেছেন। তিনি শকুন্তলার ভাব বুঝিলেন। শকুন্তলা রাজার জন্যই ব্যাকুল। রাজা বিহনে তাঁহার প্রাণ সংশয়। দুষ্মন্তের একটু আনন্দ হইল। ভালবাসার প্রতিদানে যথার্থই আনন্দ হয়। দুষ্মন্তও শকুন্তলা-সম্মিলনের জন্য অধীর। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইলেন। প্রেমালাপ আরম্ভ হইল। দুষ্মন্তই অনেক কথা বলেন। পাশ্চাত্ত্য রমণীর মত শকুন্তলা প্রেমালাপে দক্ষা নহেন। লজ্জা-নীরবতাই তাঁহার প্রেমভাষা। সখীরাই এ প্রেমের ঘটক। বলিতে কি, তাঁহারই অর্দ্ধেক ভাষা।

অনসূয়া কথায় কথায় বলিলেন—শুনা যায়, রাজারা বহু দার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, শকুন্তলার অবস্থা যাহাতে শোচনীয় না হয়, দুষ্মন্তকে এরূপ করিতে হইবে। দুষ্মন্ত উত্তর দিলেন, রাজাদের পত্নীসংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক বটে, কিন্তু সকলগুলি ত আর সমান নয়,

"পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্ররসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্‌ ॥"

প্রিয়সখী শকুন্তলার বিষয় ভাবিতে হইবে না। শকুন্তলা প্রধানা মহিষী হইবেন।

সখীরা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইয়া বসিলেন। শকুন্তলা উঠিয়া যাইতে চাহেন। দুষ্মন্ত বলপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করেন। শকুন্তলা তখন বলিলেন, "পোরব রক্‌খ অবিণঅং মঅণসন্তত্তা বি ণহু অত্তণো পভবামি।" পোরব! অবিনয় আচরণ করিও না। মদনসন্তপ্তা হইলেও আমার নিজের উপর আমার ক্ষমতা নাই। শকুন্তলা এ অবস্থায়ও একেবারে জ্ঞানহারা হয়েন নাই। লজ্জাশীলার কর্ত্তব্যজ্ঞান এখনও প্রবল। কিন্তু দুষ্মন্ত সংযম হারাইয়াছেন। শকুন্তলা পরাধীনা জানিয়াও তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চাহেন। শকুন্তলা তথাপি বুঝেন না। দুষ্মন্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি কখন্ ছাড়িয়া দিবেন? না—যখন শকুন্তলার অধর পানে তাঁহার পিপাসা নিবৃত্ত হইবে।

"অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসিতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥"

এই কারণেই আমরা বলি, দুষ্মন্তের চরিত্র সংযমপ্রধান নহে। রূপমোহের প্রথমাবস্থায় জ্ঞানক্রিয়া অল্পবিস্তর সকলেরই প্রবল থাকে। ক্রমে ক্রমেই লোকে জ্ঞানহারা হয়। দুষ্মন্তও তাহাই হইয়াছেন। ভোগাবসর তিনি ছাড়িতে চাহেন না। তবে পদমর্য্যাদা তাঁহাকে সমাজ-নিয়মের গুরুতর অবমাননা হইতে রক্ষা করে। দুষ্মন্ত রূপমুগ্ধ হইয়াও দেখেন যে, সমাজের প্রচলিত নিয়মানুসারে এরূপ মিলন অসঙ্গত হইবে কি না। সমাজ-নিয়ম উল্লঙ্ঘন তাঁহার স্বভাব নহে। তবে রিপু তাঁহার কিছু প্রবল। চেষ্টা করিয়াও সকল সময়ে তিনি তাহাকে দমন রাখিতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য নানা গুণে তাঁহার এ দোষ অনেকটা ঢাকিয়া গিয়াছে।

দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারেই বিবাহ করিলেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তের ইচ্ছা অতিক্রম করিতে অক্ষম। বিবাহানন্তর রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া চলিলেন। শকুন্তলাকে স্বনামাঙ্কিত একটি নিদর্শন-অঙ্গুরীয়ক দিয়া গেলেন। শকুন্তলা আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছেন—তাঁহাকে লইতে কবে লোক আসে!

ইতিমধ্যে একদিন দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া উপস্থিত। শকুন্তলা একমনে দুষ্মন্তকে চিন্তা করিতেছেন। দুর্ব্বাসা আসিয়া দূর হইতেই বলিলেন,—"অয়মহং ভোঃ।" অন্যমনস্ক থাকায় শকুন্তলা শুনিতে পাইলেন না। দুষ্মন্তই তখন তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া। দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন, শকুন্তলা যাঁহার ধ্যানে মগ্ন, তিনি শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইবেন। সখীরা অভিশাপ শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঋষিবরের চরণে পতিত হইলেন। অনেক কষ্টে দুর্ব্বাসার ক্রোধের উপশম হইল। তখন তিনি কহিলেন, শাপ ত ব্যর্থ হইবার নহে, তবে অভিজ্ঞানাভরণ দর্শনে দুষ্মন্তের স্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। এই দুর্ব্বাসার শাপ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এখন হইতে অভিজ্ঞানশকুন্তলের যাহা কিছু ঘটনা, এই শাপপ্রভাবে।

এই শাপপ্রভাবে দুষ্মন্ত রাজধানীতে গিয়া শকুন্তলার কথা ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং শকুন্তলাকে লইতে লোকজন কেহই আসিল না। কণ্ব মুনি সোমতীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের পরিণয়ে আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। শিষ্যসঙ্গে তিনি শকুন্তলাকে স্বামীর আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ, বিবাহের পর স্ত্রীলোকের দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস বাঞ্ছনীয় নহে। শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেম এইখানে বিশেষ প্রকাশ পায়। প্রকৃতির সহিত শকুন্তলা এক। শকুন্তলা প্রকৃতিরই কন্যা। বিদায়কালে প্রত্যেক তরুলতার জন্য শকুন্তলার মন ব্যাকুল। এ সকল কি আর কখনও দেখা ভাগ্যে ঘটিবে! কণ্ব যথাসাধ্য শকুন্তলাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কণ্বের কথাগুলি শুনিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। শকুন্তলাকে তিনি আশীর্বাদের সহিত যে উপদেশ দিলেন, তাহাপেক্ষা অল্প কথায় ঐরূপ সুন্দর উপদেশ বোধ করি, কেহই দিতে পারেন না। তিনি কহিলেন,

"সা ত্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য
শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

তুমি এখান হইতে পতিকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় আচরণ করিবে, অপমানিতা হইলেও ক্রোধবশে স্বামীর প্রতিকূল-চারিণী হইবে না, সৌভাগ্যে অগর্বিতা থাকিবে, পরিজনে অনুকূলা হইবে। যুবতীরা এইরূপেই গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হয়েন। বিপরীতচারিণীরা কুলের যাতনাস্বরূপ।

শকুন্তলা এ উপদেশ কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই।

শকুন্তলা রাজধানীতে চলিলেন। সঙ্গে গৌতমী, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত। দুষ্মন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না। শকুন্তলার রূপ কেবল তাঁহার চক্ষু আকর্ষণ করিল। শকুন্তলাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পাণ্ডুপত্রমধ্যে কিসলয়ের ন্যায় তপোধনদিগের মধ্যে নাতিস্ফুটশরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতী ঐ রমণী কে? প্রতিহারী বলিল, ইহার আকৃতি দর্শনীয় বটে। রাজা বলিলেন, কিন্তু পরস্ত্রী দর্শনার্হা নহে। শকুন্তলার হৃৎকম্প হইতেছে। এ অবস্থায় কাহার না হয়? শার্ঙ্গরব ধীরে ধীরে শকুন্তলার কথা বলিলেন। দুষ্মন্ত কিছুই বুঝিতে পারেন না। তিনি আবার তপোবনে বিবাহ করিয়া আসিলেন কবে? গৌতমীও শকুন্তলা-পরিণয়ের বৃত্তান্ত বলিলেন। দুষ্মন্ত অবাক্। তখন গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। দুষ্মন্ত তাহাতেও চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই রূপরাশি দেখিয়া তিনি কি ভাবিলেন? তিনি যাহা ভাবিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্র ব্যক্ত।

"ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্॥"

এই অম্লানশোভা রূপরাশি এখানে আসিয়া উপস্থিত। পূর্বে ইহাকে বরণ করিয়াছি কি না, কে জানে! ভ্রমর যেমন প্রভাতে হিমাচ্ছন্ন কুন্দকুসুমকে ভোগ করিতেও পারে না, ছাড়িতেও পারে না, আমিও সেইরূপ এই রূপরাশি ভোগ করিতেও পারিতেছি না, ছাড়িতেও পারিতেছি না।

ক্রমে ক্রমে শকুন্তলাকেও মুখ খুলিতে হইল। তিনি অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু স্মৃতিভ্রষ্ট রাজার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল না। তখন শকুন্তলা অভিজ্ঞানের উল্লেখ করিলেন। দুষ্মন্ত বলিলেন, বেশ কথা, অভিজ্ঞান দেখিলে সকল সংশয় ঘুচিবে। শকুন্তলা অঙ্গুলীতে হাত দিয়া দেখেন—অঙ্গুরীয়ক নাই। বুঝিলেন, নিতান্তই তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। শকুন্তলা আপনাকে দুষ্মন্তপত্নী বলিয়া কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধে অপমানে লজ্জায় এবং তদুপরি বন্ধুজনের কঠোর বচনে শকুন্তলা মর্মে মরিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভঅবই বসুহে দেহি মে বিঅরং।" বসুধা স্থান দিলেন না। শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেলেন। "স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ" আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। দুষ্মন্ত পুরোহিতের মুখে এ ঘটনা শুনিলেন। তাহার হৃদয় বড়ই কাতর। শকুন্তলার বিবাহের কথাও মনে পড়িতেছে না, হৃদয়ও শান্ত হইতেছে না। এমন সংশয়ে দুষ্মন্ত কখনও পড়েন নাই।

কিছু দিন পরে সেই অঙ্গুরীয়ক পাওয়া গেল। এক ধীবর মৎস্যের উদর হইতে অঙ্গুরীয়ক পায়। রাজকর্মচারীরা ধীবরকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনে। দুষ্মন্ত অঙ্গুরীয়ক দেখিয়াই সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। ধীবর পুরস্কার পাইল। রাজা শকুন্তলার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল কিন্তু নিরুপায়। হাতের লক্ষ্মী তিনি পায়ে ঠেলিয়াছেন। এখন আর দুঃখ করিয়া ফল কি? শকুন্তলা কি আর মিলিবে? দুষ্মন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া শুকাইয়া যাইতেছেন। সে দুষ্মন্ত আর নাই। রাজা এখন স্ফূর্তিহীন, কোন প্রকারে জীবনভার বহন করিতেছেন মাত্র।

কিন্তু শকুন্তলা মিলিল। দেবকার্যে রাজা দ্যুলোকে গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময়ে শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎ। শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনকে দেখিয়া রাজা একটু বিস্মিত হয়েন। শকুন্তলার পুত্র বলিয়া এ বিস্ময় নহে—রাজা তাহা জানিতেন না—এই তপস্বিপরিবৃত স্থানে চক্রবর্তিলক্ষণাক্রান্ত বালক দেখিয়াই তাঁহার বিস্ময়। তাহার পর সর্বদমনের পরিচয় শুনিয়া এবং তাহার মাতাকে দেখিয়া দুষ্মন্তের আনন্দের সীমা রহিল না। শকুন্তলা প্রথমে অনুতাপে জীর্ণ শীর্ণ রাজাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে যখন পরস্পর পরস্পরকে জানিলেন, তখন বহু-দিনের শোক তাপ ঘুচিয়া গেল। দুষ্মন্ত পুত্র সহ শকুন্তলাকে স্বালয়ে লইয়া আসিলেন। সকল দুঃখ অবসান হইল।

এত ক্ষণে আমরা প্রণয়ী দুষ্মন্তের চিত্র সম্পূর্ণ করিলাম। দুষ্মন্তের প্রণয়-ব্যাপার জানিতে আমাদের আর বাকি নেই। এখন এক বার এত ক্ষণ দুষ্মন্তের চরিত্র আলোচনা করিয়া যাহা দেখিলাম, এইখানেই সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করি।

১. দুষ্মন্ত কিছু অধিকমাত্রায় রূপসীপ্রিয়। রূপ দেখিলেই তাঁহার চিত্তচঞ্চল উপস্থিত হয়। শকুন্তলাকে তিনি যখন যেখানে দেখিয়াছেন, তাঁহার রূপে মুগ্ধ

হইয়াছেন। এমন কি, শকুন্তলাকে পরের স্ত্রী মনে করিয়াও দুষ্মন্ত তাঁহার রূপে ঈষৎ কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই।

২. কিন্তু রূপসীপ্রিয় বলিয়া দুষ্মন্ত দুরাচার নহেন। অর্থাৎ রূপসীর রূপরাশি কলঙ্কিত করিয়া তিনি মজা দেখেন না। রূপসীকে তিনি ধর্ম্মপত্নীরূপে বরণ করিয়া আনিয়া স্বীয় অন্তঃপুরের শোভা বর্দ্ধন করিতে চাহেন। কিন্তু বলপূর্ব্বক নহে।

৩. স্বভাবতঃ দুষ্মন্তের সংযমশক্তি বিশেষ প্রবল বলা যায় না। অধিক রূপসী-প্রিয়তা সংযমের বিপক্ষেই প্রমাণ দেয়। কিন্তু অবস্থা এবং শিক্ষাগুণে তিনি কতকটা সংযত। রাজাসম্মান তাঁহাকে অনেক সময়ে বাঁচাইয়া দেয়। সামাজিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করিয়া এবং প্রজাদিগের বিরাগভাজন না হইয়া রূপ উপভোগের অবসর তিনি সহজে পরিত্যাগ করেন না। অন্তঃপুরের অভিমান তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না।

৪. রাজসম্মানই যে সকল সময়ে দুষ্মন্তের সংযমের কারণ, তাহা নহে। ধর্ম্মও অনেক সময়ে। রূপের প্রলোভনে তাঁহার যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে হয়, এরূপ কার্য্য বোধ করি তিনি করেন না। যেমন, বলপ্রকাশ! তবে রূপসীর বিবাহে অসম্মতি তাঁহার ভাল না লাগিতে পারে। দুষ্মন্ত নিষ্ঠুর নহেন।

৫ প্রেমের সম্মানভাব দুষ্মন্ত বুঝেন। সেই জন্যই অনসূয়ার কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলা বহু পত্নীর মধ্যে প্রধানা হইবেন। তবে সম্মানভাব বুঝিলেও রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাঁহার কত দূর বলা যায় না। কারণ, রূপসীপ্রিয়তা এবং ভোগতৃষ্ণার প্রাবল্য নূতন পাইলে কি করে বলা যায়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে রূপসীপ্রিয়তাই দুষ্মন্তের চরিত্রের লক্ষণ। অন্যান্য অনেক গুণ ইহারই ফল মাত্র।

প্রণয়ী দুষ্মন্তের বিষয় আলোচনা করিবার আর বড় আবশ্যক নাই। এইবারে দুষ্মন্তকে অন্যান্য ভাবে দেখা যাক্। প্রথমতঃ দুষ্মন্ত রাজা। আসমুদ্র ভারতবর্ষ তাঁহার প্রতাপে থরহরিকম্প। না হইবে কেন? দুষ্মন্ত পরিশ্রমকাতর নহেন। রাজকার্য্য সকলই তিনি নিজে দেখেন। রাজা বলিয়া তিনি বাবু নহেন। তাঁহার শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট আছে। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের প্রথমেই তাহার পরিচয়। মৃগয়া দুষ্মন্তের প্রিয় ব্যায়াম। ধনুর্ব্বাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। শারীরিক বলে তিনি কাহাপেক্ষা হীন নহেন। শারীরিক বলে যেমন, মানসিক শক্তিতেও দুষ্মন্ত সেইরূপ। নহিলে, এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করিতে পারেন? তাঁহার প্রহরী আছে, কোতোয়াল আছে, সেনাপতি আছে; সকলেই তাঁহার প্রবল রাজশক্তি অনুভব করিয়া থাকে। তিনি সকলকে চালাইয়া বেড়ান। কিন্তু কেহ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বশ করিতে পারে নাই। এই কারণেই তাঁহার শাসনের সুশৃঙ্খলা। তাঁহার প্রবল প্রতাপ দেবলোকেও মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হয়।

কিন্তু এই প্রবলপ্রতাপ নরপতি গর্ব্বিত নহেন—তাঁহার স্বভাব বিনয়নম্র। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদানদ্বারা সৎকৃত করেন। জ্ঞানী ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিদিগকে তিনি দেবতার মত দেখেন, সাধারণ প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, যাহার যাহা অভাব, যথাসাধ্য মোচন করিয়া ধন্য হয়েন। বিচারকার্য্যেও তিনি সুপণ্ডিত। মৃত বণিকের

বিষয়ব্যবস্থায় তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রজার ধন অপহরণ করিয়া তিনি ধনী হইতে চাহেন না। বৈতালিক তাঁহাকে যথার্থই বলিয়াছে,

"স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥
নিয়ময়সি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম
ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্॥"

বাস্তবিকই দুষ্মন্ত রাজার মত রাজা—প্রজারঞ্জক। দুষ্মন্ত আত্মসুখসর্বস্ব নহেন।

এহেন সংযত রাজচরিত্র রূপমোহ অতিক্রম করিতে পারেন না কেন? তাহার কারণ, রাজচরিত্রও মানব। দুষ্মন্ত আর সকল বিষয়েই সংযত। রূপসীই কেবল তাঁহাকে বশ করিতে পারেন। এইখানেই দুষ্মন্ত-চরিত্রের দুই ভাব। কিন্তু ইহাব কোথাও অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয় না। বহিঃশাসনে দুষ্মন্তের প্রতাপ দুর্দম্য। অন্তঃ-শাসনক্ষমতা তাঁহার তাদৃশ প্রবল নহে। বোধ করি, অন্তর অপেক্ষা বাহিরের দ্বারা দুষ্মন্তও শাসিত হয়েন। রাজারও ত শাসন আছে। দুষ্মন্ত সভ্য ভব্য ভদ্র বিনয়ী। প্রচলিত সমাজ-নিয়মের দ্বারাই তিনি চালিত হয়েন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহার প্রকৃতি নহে। রাজা-রাজড়ারা। স্বাধীন চিন্তাশীল অল্পই। স্বাধীন চিন্তা ব্রাহ্মণের স্বভাব। দুষ্মন্ত ক্ষত্রিয় রাজা। ব্রাহ্মণের বিধানই তাঁহার কার্যের মেরুদণ্ড। শুধু তাঁহার বলিয়া নহে, প্রাচীন সমাজ ব্রাহ্মণের বেদবাক্য অবলম্বন করিয়াই উন্নতিশিখরে উঠিয়াছিল। দুষ্মন্ত এই বিধানানুসারেই রূপসীপ্রিয়তা চরিতার্থ করিতে পারিয়াছিলেন। এবং এই-বিধানের গুণেই তাঁহার যতটুকু সংযম। সে বিধান আর কিছু নহে —বহুবিবাহ এবং ব্রাহ্মণকন্যাবিবাহ নিষেধ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে রাজা দুষ্মন্ত মানব দুষ্মন্তের সহিত মিশিয়া সম্পূর্ণ। কালিদাস এক প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে দুষ্মন্ত-চরিত্রের সকল দিক্ ফাটাইয়া তুলিয়াছেন। দুষ্মন্ত-চরিত্র তিন ভাবে ফুটিয়াছে। দুষ্মন্ত রাজা, দুষ্মন্ত সমাজের এক জন ব্যক্তি মাত্র, দুষ্মন্ত প্রণয়ী। আর এক ভাবে দুষ্মন্তকে দেখা যাইতে পারে। দুষ্মন্ত পুরুষ। শকুন্তলায় দুষ্মন্ত-চরিত্রে পুরুষ-জাতির ভাব বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে। দুষ্মন্ত শারীরিক বলে বলীয়ান্ বলিয়া নহে, তাঁহার মানসিক গঠন আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাব অনেকটা পরিস্ফুট হয়। শকুন্তলার সহিত তাঁহার ভাব মিলাইয়া দেখিলে এ বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না। শকুন্তলাও দুষ্মন্তের প্রেমে পড়িয়াছেন, দুষ্মন্তও শকুন্তলায় মুগ্ধ; কিন্তু স্ত্রী এবং পুরুষের স্বাভাবিক ভাব অনুসারে উভয়ের প্রেম কত বিভিন্ন। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভালবাসিয়া অবধি তাঁহাতেই তন্ময়। অতিথি দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া যায়, শকুন্তলা তাহা জানেনও না; অভিশাপ উচ্চৈঃস্বরে শকুন্তলার সর্বনাশ সাধন করে, শকুন্তলা তাহা শুনিতে পান না। ভালবাসার পাত্রের সহিত মিশিয়া শকুন্তলা আপনার অস্তিত্ব হারাইয়াছেন। শকুন্তলাপ্রেমে দুষ্মন্তের অস্তিত্ব আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহির্জগতের সহিত তাঁহার

সহস্র কর্ত্তব্য-সম্বন্ধ এই প্রেমের মধ্য দিয়া সুপরিস্ফুট। বাস্তবিক, রমণী-হৃদয় একজনের প্রেমে যেরূপ অগাধ পরিতৃপ্তি অনুভব করে, পুরুষ-হৃদয় কিছুতেই তাহা পারে না। এই গভীর পরিতৃপ্তিতেই রমণীর অস্তিত্ব অনেকটা মিশাইয়া যায়। পুরুষের স্বভাবই অতৃপ্তি। এই জনাই তাহার অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বে মিশিয়া এক হইয়া যায় না। অপরের অস্তিত্বই তাহাতে মিশিয়া থাকে।

দুষ্মন্ত রীতিমত পুরুষ-চরিত্র। তাঁহার হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। হৃদয় তাঁহার বুদ্ধির হাত ধরিয়া চলে। রমণীর হৃদয় অনেকটা স্বতন্ত্র। মস্তকের সহিত তাহার বড় সম্বন্ধ নাই। এই কারণেই রমণীর চরিত্রে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণতার প্রাবল্য। আমরা রমণীর এই সংকীর্ণতাটুকুর জন্য বড় দুঃখিতও নহি। রমণীর অর্দ্ধেক শ্রী-ই এইখানে। কিন্তু বিস্তৃতিপ্রধান পুরুষ-চরিত্রে উদারতা বিশেষ আবশ্যক। দুষ্মন্তের এ উদারতা না থাকিলে তাঁহার বিচারের প্রশংসা বোধ করি শুনা যাইত না। এই গুণেই তিনি রাজা। দুষ্মন্ত-চরিত্রের পুরুষভাব তাঁহার রাজভাবের মধ্য দিয়া বরাবর প্রবাহিত। কালিদাস স্ত্রী এবং পুরুষের ভাবের স্বাতন্ত্র্য বেশ বুঝিতেন। সেই জন্য তাঁহার নাটকের কোনও চরিত্রে এই ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দুষ্মন্ত এই ভাবেই রাজা এবং এই ভাবেই শকুন্তলার সহিত তাঁহার প্রণয় সম্বন্ধ। দুষ্মন্তকে পুরুষ করিয়াই কালিদাস তাঁহার চরিত্রগত সংলগ্নতা বজায় রাখিয়াছেন।

ঋতুসংহার

ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম রচনা—প্রথম রচনারই মত দোষে গুণে জড়িত; কাঁচা লেখায় এবং সরস বর্ণনায় তাহার পরিচয়। রচনায় এখনও সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ হয় নাই, সবে মাত্র অল্পদিন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সকল সময়ে ছায়া আলোকের মৃদু স্পর্শে সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র ফুটাইতে পারেন না; কি কবির প্রতিভা আছে, সৌন্দর্য্য তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যায় না, ছায়ালোকসন্নিবেশে আভাসে সমস্ত ব্যক্ত না করিলেও যথাযথ সূক্ষ্ম বর্ণনায় সুনিপুণভাবে তিনি চিত্রটিকে খাড়া করিয়া তুলেন। মৃদুস্পর্শ আভাস ইঙ্গিতও যে না থাকে, এমনও নহে, যতই অল্প হোক, শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় ইহা থাকিবেই। ঋতুসংহারেও আছে। প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া তিনি ঋতুর পর ঋতু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—যথাসম্ভব স্পষ্ট সরল এবং অনেক স্থলে কেবলমাত্র যাহা সহজে চোখে পড়ে, এইরূপ বাহিরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা। কিন্তু ইহারও মধ্যে প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের সুসম্বন্ধ ঐক্য বিশ্লেষণে তুলিকার অবহেল মৃদু স্পর্শে স্পষ্ট চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইয়াও আমাদের মনে বিবিধ সুসঙ্গত ভাবের উদ্রেক করিয়া দেন।

ইহাতেই কালিদাসের কবিত্ব। শুধু কালিদাসের বলিয়া নহে, সকল শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় ভাবপরম্পরায় পাঠকের মনে একটি সুশৃংখল কাব্য রচিত হয়। কেবলি যথাদৃষ্ট বর্ণনা কবিতা নহে ঃ ভাবে ভাবের উদ্রেক করে। কালিদাস যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ কিছুই নহে—এই গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড সূর্য্য, পরুষ পবনবেগ, বরাহ মহিষ প্রভৃতি বিবিধ বন্য জীবজন্তুর ক্লান্তিভাব, দাবানল, আর

আদিরসে প্রবাসী, বিরহী বা স-সখীর মনানল ; বর্ষায় বজ্র বিদ্যুৎ মেঘ, বিরহিণীর বিজন বিলাপ, দুই চারিটা কেতকী কদম্বের নীরব কাহিনী ; না হয় বসন্তে মলয়পবন, কোকিলকুজন, বড় জোর নবযৌবনা প্রিয়তমার সুখের কথা এবং কুসুমশরের উল্লেখে গোটাকতক ফুলের নাম ;—কিন্তু সাধারণ কথা হইলেও প্রত্যেক ঋতুর অন্তরের ভাব ফুটিয়াছে, কেবলি তাপে, বৃষ্টিতে বা নবকুসুমিত সহকারে বর্ণনা অবসিত হয় নাই। কালিদাস সহজ ভাবকে যথাযোগ্য সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি ঋতুসংহারের লেখা কাঁচা—কুমারসম্ভবে বা মেঘদূতে ভাষার যেরূপ পরিপাটি বাঁধুনি, সেরূপ নহে। তবে এ লেখাও কালিদাসেরই পক্ষে কাঁচা। এবং সেই জন্যই বোধ করি, কাঁচা হইলেও ইহাতে যে কাব্যরস আছে, অন্যত্র তাহা দুর্লভ। অন্যান্য অনেক কবির মত অলঙ্কারপ্রাচুর্যে, কৌশলময় শ্লেষে, এবং পুনঃ পুনঃ পুনরুক্তিতে পাঠকের মনে বলপূর্বক ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা নাই। তাই নবীন অবস্থাতেই কালিদাসের বর্ণনা এমন সরস এবং সত্য। এবং গভীরতায় পরে রচিত গ্রন্থগুলির সমকক্ষ না হইলেও ঋতুসংহারেই উদীয়মান কবির অসাধারণ প্রতিভার প্রথম পরিচয়।

তবে বর্ণনার মধ্যে মধ্যে এমন কথাও অবশ্য আছে, যাহা না বলিলেও হয় ত চলিত। অর্থাৎ সে সকল কথার উল্লেখ না করিলে ঋতুবর্ণনার যে বিশেষ ত্রুটি হইত, এমন বলা যায় না। কিন্তু অতি সংক্ষেপে যাহা না বলিলে নয়, তাহাই বলিয়া এক একটি ঋতুর চিত্র খাড়া করিয়া তোলা কালিদাসের উদ্দেশ্য নহে। শকুন্তলায় ইহাই কর্তব্য বটে ; কারণ, বর্ণনা সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, আনুষঙ্গিক মাত্র। কিন্তু ঋতুসংহারের মত বর্ণনাকাব্যে দুই ছত্র অধিক বর্ণনা অসঙ্গত বলা সাজে না। আর প্রথম রচনায় বর্ণনার দিকে লোকের একটু ঝোঁক থাকেও।

কালিদাসের সকল কাব্যেই অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে। রঘুবংশ কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ণনার কিছুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না। কিন্তু ঋতুসংহারের সহিত তাহার একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। ঋতুসংহারে কালিদাস মধুপের মত ছয় ঋতুর অন্তরে বসিয়া কেবলি আদিরসে মধুপান করিয়াছেন। বাহিরের জনকোলাহল, জীবন মরণ, সুখ দুঃখ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। জগৎ তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন, এই ফুলের উপর বসিয়াই। আর মহাকাব্যের বর্ণনা স্বতন্ত্র। ভ্রমর চাক ছাড়িয়া আকাশে বাহির হইয়াছে ; নিম্নে ধরণীর যৌবনবিস্তার, জনকোলাহল, জন্ম মৃত্যু। দূর হইতে ভ্রমর এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে গান গাহে, তাহাতেই মহাকাব্য রচিত হয়।

কিন্তু মেঘদূতের সহিত ঋতুসংহারের তাহা হইলে প্রভেদ কোথায় ? মেঘদূতও ত আদিরসপ্রধান খণ্ডকাব্য। আর সমস্তটাই বর্ণনাও বটে। কিন্তু প্রভেদ আছে। মেঘদূতে মানবহৃদয়েরই প্রাধান্য। কালিদাস বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া বর্ষার প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। ঋতুসংহারে বাহ্য জগতেরই প্রাধান্য। বহিঃপ্রকৃতির অন্তরে বসিয়া কালিদাস মানবহৃদয় অনুভব করিয়াছেন।" এই জন্য হৃদয়ও এখানে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। মেঘদূতে মৃদু স্পর্শে অনেকটা ভাব ফুটাইয়া তোলা হয়। বর্ণনা সেখানে বিরহের অধীন। গীতিকাব্যের সহিত বর্ণনা-কাব্যের এই প্রভেদ।

ঋতুসংহার আদিরসে ছয় ঋতুর ছয়টি নাতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আদিরস বৈ অন্য রস এখানে ফুটিবার কথাও নয়। বীর, করুণ বা অন্য রস ঘটনাবৈচিত্র্য অবলম্বন না করিয়া বড় স্ফূর্ত্তি পায় না। বর্ণনা কতকটা প্রকৃতির, কতকটা মানবের, কতকটা সমস্ত জীবজগতের। প্রকৃতিকে কালিদাস দুই ভাবে দেখিয়াছেন—কোথাও অনেকটা জড়ভাবে, অন্যত্র চেতনধর্ম্ম আরোপ করিয়া স্ত্রীরূপে। প্রকৃতির প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম। শকুন্তলায় পাঠকেরা তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কবিদিগের মত আমাদের কবিরা জানিয়া শুনিয়া প্রকৃতিকে ভালবাসেন না। সেই জন্য প্রকৃতিকে ভালবাসি, এমন কথা তাঁহাদের মুখে শুনা যায় না, কাব্যের প্রতি ছত্রে ভালবাসা ব্যক্ত হয়। এবং এই অজানা অনুরাগেই আমাদের কাব্যে প্রকৃতির অন্তরে চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা।

ঋতুসংহারেও তাহাই। তাই মানবহৃদয়ের উপর এই প্রকৃতির প্রভাব। কালিদাস প্রতি ঋতুতে আমাদের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন। আর তাঁহার বর্ণনা বিলাসে ভরপুর। তাহাতে সে সমাজের বিলাসিতার ছায়া পড়িয়াছে। পাঠকেরা ঋতুসংহারের বর্ণনায় সর্ব্বত্রই তাহার পরিচয় পাইবেন। চাই কি, পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন।

ঋতুসংহারের সর্ব্বপ্রথমে গ্রীষ্মবর্ণনা। প্রচণ্ডসূর্য্য স্পৃহণীয়চন্দ্রমা দিনান্তরম্য নিদাঘকাল আসিয়াছে, তাই কবি প্রিয়জনকে সম্বোধন করিয়া তাহারই কথা বলিতেছেন। এ দারুণ গ্রীষ্মে আর কিছুই ভাল লাগে না; কেবলই সুশীতল জল, সুবাসিত মনোরম হর্ম্ম্যতল, আর প্রিয়জনের মুখচন্দ্র ত আছেই—কারণ, জল এবং হর্ম্ম্যতল অপেক্ষা তাহা শতগুণে স্নিগ্ধ ও মধুর। প্রিয়জনেরাও এ দারুণ গ্রীষ্ম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন—গরমে মোটা কাপড় গায়ে রাখিতে পারেন না, যথোচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করেন, এবং ইহাতে অলংকারের শোভা বিস্তারেও অনেকটা সহায়তা করে। অলংকার এমন কিছু নয়, নূপুরটি, মেখলাটি, দুইগাছি বলয়-কঙ্কণ, আর এটা সেটা; সে কালের যেমন ফেসান ছিল, ইহার উপর একছড়া করিয়া হার, বড় জোর বেল বকুলের মালা—মালিনীর যখন যেরূপ অনুগ্রহ হয়। কালিদাসের হাতে বলিয়া আমরা তবু অনেক অলংকারের নাম হইতে বঞ্চিত হইয়াছি—তিনি তাদৃশ অলংকারবাহুল্যপ্রিয় নহেন—নহিলে হয় ত এই গ্রীষ্মবর্ণনা মন্থন করিয়া প্রাচীন কালের বিবিধ গুরুভার অলংকার সম্বন্ধে আমাদের বিস্তর সগর্ব্ব জ্ঞান লাভ হইত। কালিদাস অলংকারকুলের মধ্যে হারযষ্টিকেই একটু প্রাধান্য দিয়াছেন। আর তাঁহার নজর ছিল, কোমলাঙ্গনীদের অলক্তকরঞ্জিত দুইখানি বিকশিত শ্রীচরণকমলে। চন্দনের সৌরভেও তাঁহার কিছু টান দেখা যায়।

এই গেল সাজসজ্জার উপকরণ। রূপও বড় কম নয়। চন্দ্রমা সারা নিশি সুন্দরীদের সুখসুপ্ত মুখগুলি দেখিয়া নিশাক্ষয়ে লজ্জায় পাণ্ডুতা প্রাপ্ত হয়েন। ঋতুসংহারের সুন্দরীদের এই প্রধান সৌন্দর্য্যবর্ণনা। তাঁহাদের প্রধানতঃ আদিরসোদ্দীপক—অন্ততঃ সে রূপ আদিরসের নায়িকাদিগেরই উপযোগী। কালিদাস দুইরূপ রমণীর বর্ণনা করিয়াছেন—কামিনী এবং বিরহিণী। প্রথমোক্ত সুন্দরীদেরই বেশভূষার পারিপাট্য। শেষোক্তেরা কৃশা মলিনা, অন্তরেও সুখ নাই, বাহিরেও বেশ-

বাহুল্য নাই। কোনও প্রকারে পথ চাহিয়া দিন কাটান মাত্র। গ্রীষ্ম তবু ভাল, বর্ষা আসিলে ইহাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

রূপসীদের ত এই অবস্থা। কিন্তু রূপসী ভিন্ন আরও অনেক সৃষ্ট পদার্থের উপর গ্রীষ্মের প্রখর প্রভাব দেখা যায়। ফণী ময়ূরের পদতলে পড়িয়া থাকে, ময়ূর কিছু বলে না; ভেকেরা ফণাতপত্রের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, নাগিনী দংশন করে না; বরাহেরা উত্তাপে ম্রিয়মাণ, গর্ত্ত খনন করিয়া কর্দমের উপরে বসিয়া থাকে; সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত—উদ্যম আর নাই। পরুষ পবনবেগে চারিদিকে ধূলি আর শুষ্ক পত্র উড়িতেছে। বনে দাবানল, দেহে ক্লান্তি, মনে চাঞ্চল্য। এত কষ্টেও তবু একটু সুখ আছে—নিদাঘের সন্ধ্যা মলয় জ্যোৎস্না। তাই কবি আশীর্বাদ করিতেছেন, হর্ম্যপৃষ্ঠে সুললিত সঙ্গীতে সুন্দরী প্রেয়সীর সহিত সুখে তোমরা নিশি যাপন কর।

কিন্তু চিরদিন এইরূপ ভাবে কাটিবে না। দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত। কালিদাস বর্ষার খুব গম্ভীর বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ষা রাজার মত—সৈন্য সামন্ত, হয় হস্তী, বিদ্যুৎ অশনি লইয়া খুব ঘটা করিয়া আসে। ধরণী বর্ষাগমে শুক্লেতররত্নভূষিতা হইয়া বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিরহের ভাব এই সময়ে বড় প্রবল। তাই নদী পূর্ণযৌবনে প্রবলবেগে সিন্ধু পানে ছুটিয়াছে; অভিসারিকা বজ্রবিদ্যুতের মধ্য দিয়া একাকিনী প্রিয়সন্দর্শনে চলিয়াছেন; —প্রাণের টানে বিপদ্‌ভয় আর কে মানে? কেবলি বিরহিণীর অন্তরে একেবারে নৈরাশ্য। অহর্নিশি ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ যতই বৃষ্টি পড়িতে থাকে, সেই প্রবাসক্লিষ্টের জন্য বিরহিণীর মন উদ্বিগ্ন হয়।

কিন্তু বিরহের কথা এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কালিদাসের মত বিরহের কবি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত দেখা যায় না। মেঘদূতেই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। ঋতুসংহারেও তিনি বিরহের যেখানেই উল্লেখ করিয়াছেন, কবিত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বর্ষা কালিদাসের বিশেষ প্রিয়। বর্ষার কবি তাঁহার সমকক্ষ পৃথিবীতে নাই। কেবলই যে বিরহের জন্য, এমন বলা যায় না। কিন্তু যে জন্যই হোক্, তাঁহার বর্ষাবর্ণনা বড় সুন্দর। ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণনাতেই কালিদাসকে সর্বাপেক্ষা ধরা যায়। ময়ূর ময়ূরীর নৃত্যে, ভেককুলের অবিরাম কণ্ঠধ্বনিতে, কদম্বসৌরভে, মেঘাচ্ছন্ন গগনতলে গম্ভীর গর্জ্জনে তাঁহার বর্ষা ফুটিয়াছে। অন্তরে বাহিরে, মানবহৃদয়ে তাহার প্রভাব। শেষ আশীর্বাদশ্লোকে তাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত।

> "বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
> তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ।
> জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণহেতু-
> র্দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি॥"

পাঠকেরা এ বর্ষার সহিত মেঘদূতের বর্ষা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

বর্ষার পরে শরৎ, এবং তাহার পর হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত বর্ণনা। বর্ষার মত জমজমাট ঋতুও নাই, এরূপ জমাট বর্ণনাও হয় না। কিন্তু শরতে হেমন্তে শিশিরে বসন্তেও কালিদাসের কবিত্বের ত্রুটি হয় নাই, এবং আগাগোড়া সমস্তই

আদিরসে সমান চলিয়াছে। শরতের বর্ণনার প্রথমেই কালিদাসের সূক্ষ্ম বর্ণজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বর্ণজ্ঞান নহে, ভাব হৃদয়ঙ্গমে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। শরৎকে দেখিয়াই তাহার নববধূভাবে কালিদাস মুগ্ধ। দুইটি মাত্র কথায় তিনি শরতের যথাসম্ভব সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন—"কাশাংশুকাবিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্তু।" আর "আপক্বশালিললিতাতনুগাত্রযষ্টিঃ"। ক্রমে অনেক বর্ণনাও আছে—শরতের নির্ম্মল আকাশ, সুধাবর্ষী চন্দ্র, স্নিগ্ধ বায়ু, অঙ্গনাগণের মনোভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। কালিদাস যে দেখিয়া লিখিয়াছেন, পরের মুখে শুনিয়া লিখেন নাই, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ত্রীরূপে যেখানে যেখানে তিনি শরতের বর্ণনা করিয়াছেন, খুঁজিয়া দেখিলেই পাঠকেরা তাহার বিস্তর পরিচয় পাইবেন। আমরা শরৎ-রজনীর বর্ণনা হইতে অমনি দুই চরণ উঠাইয়া দিই, পাঠকেরা কালিদাসের বর্ণনারও পরিচয় গ্রহণ করুন।

"জ্যোৎস্নাদুকূলমমলং রজনী দধানা
বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা॥"

এ বর্ণনা আপাততঃ আমাদের নিকট তেমন আশ্চর্য্য ঠেকে না, কিন্তু ইহারই মধ্যে কবির নিখুঁত হিসাব দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অন্য কবি হইলে শেষ চরণটি মাথায় আসিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু কালিদাসের এই এক প্রধান গুণ যে প্রতি সামান্য খুঁটিনাটিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না।

হেমন্ত এবং শিশিরবর্ণনা কালিদাস কিছু সংক্ষেপে সারিয়াছেন। সংক্ষেপ বটে, কিন্তু নিতান্ত একেবারে দুই কথায় নয়। সর্ব্বশুদ্ধ তবুও গুটি পঁয়ত্রিশ শ্লোক হইবে। কালিদাসের এ সময়ের বর্ণনা আমাদের বাঙ্গালা দেশে বড় খাটে না। কারণ, আমাদের ত আর তুষারের সম্পর্ক নাই। শিশির-বর্ণনায় মদ্যপানেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর যেরূপ সব বর্ণনা, তাহাতে সে কালের বিলাসিতার চূড়ান্ত পরিচয়। কালিদাস সহরের লোক, চিরদিন রাজসভায় তাঁহার দিন কাটে, এ সকল বিলাসিতা ত তাঁহার চক্ষে অষ্টপ্রহরই পড়িয়া থাকে। সুতরাং কাব্যেও স্থান না পাইয়া যায় না। উপযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের হাতে পড়িলে এই বর্ণনা মন্থন করিয়া সে সময়ের গৃহ, সাজসজ্জা, জাতির অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যও বাহির হইতে পারে। আমরা কেবলি দেখিতেছি, কালিদাসের কবিত্ব, প্রকৃতির প্রতি তাঁহার নিত্য অনুরাগ, এ ঋতু সে ঋতু নাই, সকল ঋতুতেই তিনি সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া মুগ্ধ। আমাদেরও তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া সেই অবস্থা। ক্রমাগত উদ্ধৃত করিতে সাহস হয় না, নহিলে অর্দ্ধেক বর্ণনা উঠাইয়া দিয়া পাঠকদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইতাম।

বসন্তবর্ণনাই কালিদাসের সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। বর্ণনার অনেক বিষয় পাইয়াছেন—জ্যোৎস্না, মলয়, কুসুম, কোকিল, মদন, ভ্রমর, যৌবন। বর্ণনাও তেমনি, বসন্তের তরঙ্গভঙ্গে, সৌরভে, রসে, মলয়ে, জ্যোৎস্নায় বাসন্তী ছন্দে বহিয়া গিয়াছে। জয়দেবের বাসন্তী ছন্দের মত ললিত অনুপ্রাসে কালিদাসের ছন্দ ভরিয়া উঠে না। তাঁহার ছন্দ, তাল লয় রক্ষা করিয়া সমধিক মধুর। কেবলি টানাটানা দীর্ঘছন্দ ললিত হইলেও এমন মধুর নহে। অথচ বসন্তের ছন্দ বর্ষার সহিত তুলনায় লঘু। কালিদাসের ছন্দে ভাবে কথায় এমন আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য অনুভব হয়। পরস্পরের

মধ্যে কোথাও তিল মাত্র বিরোধ নাই। বসন্তের ছন্দ বসন্তের ভাবের মত লঘু এবং চারু। তাই প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া "সর্ব্বং চারুতরং বসন্তে"। এই চারু ভাবের মধ্যে কেবলি সুখ। বর্ষায় যেমন সুখী জনের অন্তরেও পূর্ণ সুখ উদয় হয় না, যতই সুখসম্ভোগ কর না কেন, তাহার মধ্যে দুঃখ কষ্ট থাকিবেই, বসন্তেও সেইরূপ দুঃখের মধ্যেও সুখের ভাব বিদ্যমান। সুখই বসন্তের সর্ব্বস্ব। তাই বসন্তে তোমাদিগের সুখকামনা করিয়া কবি ঋতুসংহারের উপসংহার করিয়াছেন। কবির কামনা সফল হোক্ :—

"ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠকালঃ সুখায়।"

উত্তরচরিত

উত্তররামচরিত কালিদাসের কাব্যের মত কেবলি মধুর ও সুন্দর চিত্রপরম্পরার সমাবেশ নহে; সেখানে মেঘমন্দ্র সমাসে যেমন প্রকৃতির নিবিড় নিশ্চল গাম্ভীর্য্য মুদ্রিত হইয়া উঠে, তীব্র করুণ আবেগে সেইরূপ মানবহৃদয়ের সমস্ত গভীর সুখ দুঃখ, বেদনা আনন্দ প্রগাঢ় হইয়া আসে; এবং এই নির্ঝরঝঙ্কৃত উত্তাল তরঙ্গকল্লোলিত প্রচণ্ড প্রকৃতি মানবের মেঘমেদুর অন্তরে ঘনীভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। কালিদাসের চিত্রশালা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভবভূতির কাব্যজগৎ যেন এক সম্পূর্ণ নূতন দেশ—এখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য সুবিন্যস্ত এবং মানব-হৃদয় বহিঃপ্রকৃতির সহিত নানা অদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত হইয়া আপনাকে নানা ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু কালিদাসের চিত্রশালায় মন যেরূপ ভ্রমরবৎ চিত্র হইতে চিত্রান্তরে, সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যান্তরে, উপমা হইতে উপমান্তরে নীত হয় এবং নানা ফুল হইতে কেবল মধুর সৌন্দর্য্যটুকু সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে, ভবভূতির দৃশ্যকাব্যে মনে সেরূপ হিল্লোল সঞ্চারিত হয় না—চক্ষের সম্মুখে ঘননিবিড় অরণ্যানীর নীরন্ধ্রনিচুলনীলিম একটি গম্ভীর দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হয় এবং দূর দিগন্তপটে মুদ্রিত মেঘমালাবৎ নীল শৈলশ্রেণী, গদ্‌গদভাষিণী নদী গোদাবরী, নিরন্তরধ্বনিত নিবিড় নির্জ্জনতা, সমস্ত মিলিয়া সেই নিবিড়তা আরও নিবিড়তর করিয়া তুলে; একটি সমগ্র সংহত দৃশ্যগাম্ভীর্য্যে মন অভিভূত হইয়া পড়ে। কালিদাস যেখানে ফুলটি, মালাটি, মদরাগ ও চুম্বনবিলাস এবং তদানুষঙ্গিক সুন্দর জ্যোৎস্না, মধুর মলয় ও উদ্ভিন্নযৌবনা প্রকৃতি দিয়া খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্য উদ্রেকে প্রিয়জনকে স্মরণ করাইয়া দেন, ভবভূতি সেখানে অন্তরের অন্তরে ডুবিয়া মানবহৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং সেই বেদনার মধ্য হইতে প্রিয়জনকে যেন মন্থন করিয়া তুলেন; সেই জন্য প্রিয়জন তাঁহার নিকট এমন কি-জানি-কি এবং প্রিয়স্পর্শে তিনি একেবারে আকুল হইয়া উঠেন—নিশ্চয় করিতে পারেন না—সুখ না দুঃখ, প্রবোধ না নিদ্রা, শরীরে বিষসঞ্চার হইয়াছে অথবা মদিরা পান করিয়াছেন, চৈতন্য লুপ্ত কি উন্মীলিত।

সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এবং সকল হৃদয় দিয়া ভবভূতি প্রিয়জনকে অন্তরের অন্তরদেশে যতই চাপিয়া ধরেন, সে কি-জানি-কিকে সম্যক্ অনুভব করিয়া উঠা যায় না; অঙ্গ অবশ হইয়া আসে, চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, ভবভূতি আত্মহারা হইয়া যান, কিন্তু প্রিয়জন

ততই কি-জানি-কি। উত্তরচরিত নাটকের সপ্ত অঙ্কের মধ্য দিয়া বরাবর এই একটি করুণ বেদনা সঞ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন কোনো প্রিয়াকুল করুণ হৃদয় আপন গোপন মর্ম্মস্থলে প্রিয়জনকে বিদ্ধ করিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া আপনাকে তাহাতে ক্ষীণ করিতেছে এবং সেই নিবিড় মর্ম্মনিপীড়িত বেদনা কোথাও দেহ অবলম্বনে, কোথাও হৃদয় অবলম্বনে, কোথাও চিত্র অবলম্বনে, অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তরচরিতে তবে সুখ কি নাই? কেবলি একটি ধারাবাহিক করুণ ব্যাকুলতা? কেবলি হা হতোস্মি, হা রাম, হা সীতে, কিম্বা কোথা প্রিয়ে, প্রাণনাথ, এবং অন্তর্বাষ্পাবস্থা ও সাশ্রু নয়ন? লক্ষ্মণ যখন পিতৃবিচ্ছেদে দুর্ম্মনায়মানা সীতাদেবীকে তাঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্তের চিত্রগুলি দেখাইতেছেন, তখন কি সকলের মনে সুখ সঞ্চার হয় নাই? নিদ্রালসে শিথিলাঙ্গী আলিঙ্গনবদ্ধা সীতার স্পর্শে রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে যে পুলক সঞ্চার হইয়াছিল, সে কি সুখ নহে? দীর্ঘ বিরহনিশাবসানে সীতার সহিত রামের যখন মিলন সম্পাদিত হইল, তখন কি সুখের সীমা ছিল?—কিন্তু ভবভূতির কাব্যে সুখও যেন অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া অনেকটা দুঃখেরই মত হইয়া আসে। হয়, তাহার সহিত কতকগুলি দুঃখকাহিনী বিজড়িত, নয়, তাহার মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য বিবশ ব্যাকুলতা—সুখ কি দুঃখ নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন; যদি বা মিলন হয়, মিলনের মাঝখানে যেন শতবর্ষের বিরহ জাগিয়া থাকে এবং মিলনান্ত উপসংহারেও পুরাতন বিরহ পরিতৃপ্ত হয় না। কালিদাসের কাব্যে যেমন দুঃখও বিলাস-অলসিত মোহন মধুরবেশে কতকগুলি সুন্দর চিত্রবদ্ধ হইয়া মোহ উদ্রেক করিয়া দেয়, ভবভূতির কাব্যে সুখ সেইরূপ মর্ম্মস্থলে বেদনাবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত করুণ ও নিবিড় হইয়া উঠে।

নাট্যারম্ভের অল্পক্ষণমধ্যেই সীতার বিনোদনজন্য চিত্রিত কতকগুলি আলেখ্য লইয়া লক্ষ্মণ যখন প্রবেশ করিলেন, রামচন্দ্র ও সীতাদেবী অষ্টাবক্রকে সবে মাত্র বিদায় দিয়া নিভৃতে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণের আগমনে প্রথম সেই নীরবতা ভঙ্গ হইল। রামচন্দ্র আলেখ্যের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, ইহাতে কি অবধি চিত্রিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা বধূঠাকুরাণীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত। প্রিয়াগতপ্রাণ রামচন্দ্রের নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল, তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, হায়, জন্মপরিশুদ্ধাকেও আবার অগ্নিতে শুদ্ধ করিয়া লইতে হইল! সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে, তোমার প্রতি যে রূক্ষ আচরণ করিয়াছি, তাহা সর্ব্বথা তোমার অযোগ্য, অপরাধ মার্জ্জনা কর। সীতা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য আলেখ্যের প্রতি রামের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

সে বহুদিনের কথা; প্রথম যখন আর্য্যপুত্র, ঋষি বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে মিথিলায় শুভাগমন করেন—উদ্ভিদ্যমান নবনীলোৎপলশ্যাম স্নিগ্ধ মসৃণ চারুদেহ, সৌম্য সুন্দর মুখশ্রী, কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভঙ্গ করিতেছেন—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাত জনক, বিস্মিত দৃষ্টি বালকের মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ করিয়া নিশ্চল। সেই শুভ বিবাহ-রজনী—মঙ্গলাচার, হুলুধ্বনি, রাজন্যবর্গ ও ঋষিগণপরিবৃত সভামণ্ডল—চারি ভ্রাতার চার বধূ—তাত দশরথ বধূসমাগমে পরিপূর্ণহৃদয়। জানকীকে দেখিয়া মাতৃগণের কি আনন্দই হইয়াছিল! বালিকার অনতিনিবিড় সূক্ষ্ম দন্তপংক্তি, উভয়

গণ্ডদেশে চারু অলকাবলী আসিয়া পড়িয়াছে, চন্দ্রকরনির্ম্মল মনোহর মুখশ্রী, বিভ্রম বিলাসহীন সরল অঙ্গযষ্টি। তখন জীবন অতি লঘু—তাত জীবিত—ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, দিনগুলি নিশ্চিন্তমনে কাটিয়া যাইত। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

লক্ষ্মণ একটির পর একটি চিত্র উল্টাইয়া যাইতেছেন, এবং পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলি সকলের চক্ষের সমক্ষে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে। সীতা রামকে বলিতেছেন, কখনও বা রাম সীতাকে বলিতেছেন, সেই দিন স্মরণ হয় কি?—এই সেই কালিন্দীতটস্থ শ্যামবট—হে প্রিয়ে, এখানে একদিন পথশ্রমে ক্লান্তদেহ তুমি আমার বক্ষের মধ্যে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিলে। ঐ যে সেই বিন্ধ্যাটবীর প্রবেশদ্বার—আর্য্যপুত্র হস্তস্থিত তালবৃন্তের দ্বারা এইখানে একদিন আমার আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ দেখাইয়া দিলেন, দূরে ঐ ঘনসান্নবিষ্ট বৃক্ষসমূহে নিরন্তরস্নিগ্ধনীলপরিসর গোদাবরীমুখরিত অরণ্যপ্রদেশ দেখা যায়, বনভূমির মধ্য হইতে মেঘমেদুরিতনীলিমা প্রস্রবণগিরি উঠিয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পর্ব্বতের পর্য্যন্তভাগে গোদাবরী শিশিরকণাসম্পৃক্ত বায়ুসেবনে আমাদের বিজন স্বচ্ছন্দসঞ্চরণ মনে পড়ে কি? কপোলে কপোল সংসক্ত এবং পরস্পরকে প্রগাঢ় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া সুখপর্ণশয্যায় অবিরত মৃদু গল্পগুঞ্জনে অজ্ঞাতসারে নিশাতিবাহন মনে পড়ে কি? লক্ষ্মণ আর একটি চিত্র উদ্ঘাটন করিলেন—রামচন্দ্রের সেই প্রথম বিরহ। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চোখ ফুলিয়াছে এবং অধর ও নাসাপুট রুদ্ধ আবেগে ঈষৎ স্ফুরিত। রামচন্দ্র বলিলেন, বৎস, বৈরপ্রতিমোচনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তৎকালে কোনরূপে এ দারুণ বিরহও সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দুঃখাগ্নি পুনঃপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া হৃন্মর্ম্মব্রণের ন্যায় অন্তরে অত্যন্ত দুঃসহ বেদনা দিতেছে। এইরূপে বহুতর চিত্রের মধ্য দিয়া গিয়া সেই প্রসন্নগম্ভীর বনরাজি এবং চিরাকাঙ্ক্ষিত পবিত্রসৌম্যশিশিরাবগাহা ভাগীরথী—যাহা দেখিয়া সীতার মুন তপোবনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং রামচন্দ্র অচিরেই তাঁহার দোহদাভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সকল চিত্রগুলি আমরা অবশ্য এখানে উল্লেখ করিলাম না। ঊর্ম্মিলার চিত্র লইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতার মৃদু পরিহাস "স্বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা", শূর্পণখাকে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীজনোচিত ভীতিভাব, মন্থরার চিত্র হইতে অবিচলিত অবলীলাক্রমে রামের চিত্রান্তরে গমন, এই সকলের মধ্যে কাব্যকলা যথেষ্ট আছে। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস প্রথম পরিচ্ছেদের কল্যাণে বঙ্গীয় পাঠকসমাজে তাহা অপ্রকাশও নাই। আমরা যে চিত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেইগুলি হইতে কালিদাসের বর্ণনার সহিত ভবভূতির বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিবার কতকটা সহায়তা হইতে পারে বোধ হয়।

কালিদাসও এই পথ দিয়া দু' এক বার যাত্রা করিয়াছেন। এবং ভবভূতি যে তরুসমাচ্ছন্ন গোদাবরীপ্রদেশ, হংসকারণ্ডবাদিবিচরিত কমলশোভিত রমণীয় পম্পা-সরোবর ও ককুভসুরভিত নীল স্নিগ্ধ নূতন তোয়বাহবেষ্টিত মাল্যবান্ শৃঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাসের লেখনী তাহার একটিকেও পরিত্যাগ করে নাই এবং এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহারও মনে পত্নীগতপ্রাণ রামচন্দ্রের বিরহ উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন, এইখানে বেতসকুঞ্জে গোদাবরীতরঙ্গশীতল সমীরণ সেবন

করিতে করিতে তোমার উৎসঙ্গে মস্তক রাখিয়া কত নিশি যাপন করিয়াছি ; এই মাল্যবান্ গিরি—নূতন মেঘবারির সহিত এইখানে আমারও বিরহজনিত নেত্রজল পতিত হইয়াছিল ; নবোদকসিক্ত পল্বলগন্ধ, অর্দ্ধোদগতকেশর কদম্বপুষ্প, শিখিকুলের কেকাধ্বনি তোমার বিরহে অসহ্য বোধ হইয়াছিল ; মেঘগর্জ্জনে ভীত হইয়া তুমি যে গাঢ়ভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে, তাহারই স্মৃতি লইয়া গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত ঘনগর্জ্জন অতি কষ্টে সহ্য করিতাম ; ঐ পম্পাসর—অয়ি প্রিয়ে, ঐখানে চক্রবাকমিথুন ক্ষণমাত্র বিযুক্ত না হইয়া পরস্পরের মুখে পদ্মের কেশর প্রদান করিত, তাহা দেখিয়া বহু কষ্টে আমি তোমার বিরহ যাপন করিতাম ; পম্পাতটে ঐ স্তনাভিরামস্তবকাভিনম্রা তন্বী অশোকলতাকে দেখিয়া তোমাভ্রমে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলাম। ইহার পর যেখানে ঋষ্যাশ্রম আসিয়াছে, সুরাঙ্গনাগণের ব্যর্থ বিভ্রমচেষ্টা দিয়া তপঃপ্রভাব প্রদর্শনচ্ছলে কালিদাস রূপসীর উন্মুক্ত যৌবন বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং গিরিপাদপ্রবাহিত নদনদীদর্শনে মুক্তাহারবিন্যস্ত পীন পয়োধর চিত্রিত করিয়াছেন। ভবভূতির বর্ণনায় মাল্যবান্ চিত্র দেখিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কেবল বলিয়াছেন, বৎস, থাক্ থাক্, আর পারি না, আমার জানকীবি-প্রয়োগ পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হইতেছে ; পম্পাসরোবরে অশ্রুজলের আভাস আছে মাত্র ; এবং ঋষ্যাশ্রম ও প্রকৃতিদর্শনে কেবল সরল গম্ভীর ভাষায় তাহার বিরলোপমা বর্ণনা।

কিন্তু ভবভূতির পরিচয় এ পর্যন্ত আমরা অল্পই পাইয়াছি। চিত্রদর্শনে এই বেদনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের একাংশমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইয়া গেলে সীতাদেবী বাহুপাশে রামচন্দ্রের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বাতায়নসন্নিহিত নিভৃত প্রদেশে শয়ন করিলেন। সেই স্পর্শটুকুমাত্রে ভবভূতির সমস্ত বেদনা যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। একখানি নবনীসুকুমার কোমল করস্পর্শ—শুধু একটা আত্মবিস্মৃত অনির্দেশ্য আবেগের মত। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,

> "প্রিয়ে কিমেতৎ
> বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
> প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
> তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
> বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ।"

বহু বর্ষ পরে নাইটিঙ্গেলের কণ্ঠস্বরে একজন বিদেশী কবির হৃদয়ে অনেকটা এইরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

> "My heart aches, and a drowsy numbness pains
> My sense, as though of hemlock I had drunk,
> Or emptied some dull opiate to the drains
> One minute past, and Lethe-wards and sunk."

শুধু কি তাই ? গান শুনিতে শুনিতে কীট্সেরও রামচন্দ্রের দশা ঘটিয়াছে—"প্রবোধো নিদ্রা বা"—"Do I wake or sleep ?"

রামচন্দ্রের বাহূপরি মস্তক রাখিয়া সীতা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিবাহসময় হইতে গৃহে বনে, শৈশবে যৌবনে চিরদিনই এই বাহু তাঁহার উপাধান হইয়া আসিয়াছে। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র, আছ ত ?"

রামচন্দ্র স্নেহভরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে করস্পর্শ করিলেন। সীতা তাঁহার গৃহের লক্ষ্মী, নয়নের অমৃতশলাকা, সীতার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে বহুল চন্দনরস লেপন, কণ্ঠদেশে এই বাহু শিশিরমসৃণ মুক্তাহার; অসহ্য বিরহ ভিন্ন সীতার কিই না প্রিয়? "হা আর্য্য-পুত্র, সৌম্য, কোথা তুমি?" চিত্রদর্শনজনিত বিরহভাবনা স্বপ্নাবস্থায়ও প্রিয়ার চিত্তোদ্বেগ ঘটাইতেছে।

> "অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু য-
> দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
> কালেনাবরণা ত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
> ভদ্রং প্রেম-সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।"

সুখে দুঃখে একরূপ, সর্ব্বাবস্থাতেই অনুকূল, হৃদয় যাহাতে বিশ্রাম লাভ করে, বয়সে যাহার রসক্ষয় হয় না, কালক্রমে লজ্জা ভয় সংকোচ অপগত হইয়া যাহা পরিণত স্নেহসারে অবস্থিতি করে, সুমানুষের সেই অদ্বিতীয় নিরুপাধি প্রেম কত পুণ্যেই পাওয়া যায়!

এমন সময়ে দুর্ম্মুখ আসিয়া সেই দারুণ লোকাপবাদসংবাদ নিবেদন করিল। কোথায় এত প্রেম? কোথায় সেই চিরন্তন পত্নীগতপ্রাণতা? প্রবল কুলগৌরব আসিয়া বলিল, সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। হৃদয় বলিল, সীতা যে নিরপরাধীনী। আর, হে রাম, সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তোমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি? তোমার জগৎ ত সীতাবিহনে জীর্ণারণ্য। ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্ক মোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অখণ্ড প্রেম সমস্ত প্রজাপুঞ্জের প্রীতি হইতেও গুরুতর ও উচ্চতর, যে অদ্বিতীয় প্রীতি, শুধু ইক্ষ্বাকুবংশ কেন, মানবকুলের জীবন, তাহাকে অকারণে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া কলঙ্কক্ষালন কিরূপ? তবে আশৈশব এত করিয়া সীতাকে পোষণ করিলে কেন? সৌনিকবৃত্তিই যদি অবলম্বন করিবে, ক্ষুদ্রা পক্ষিণীকে বক্ষনীড়ে টানিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল? কুলগৌরব বলিল, ও কথা নয়; তুমি রাজা, তুমি দশরথের পুত্র, রঘুর প্রপৌত্র, সূর্য্য তোমার আদিপুরুষ স্মরণ রাখিয়ো; তুমি শুধু সীতার স্বামী নহ, সসাগরা ধরিত্রী তোমাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে ভুলিয়ো না; পত্নী ত্যাগ কর—নহিলে, আজ তুমি রাজা হইয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইবে, তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ গৃহে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। তুমি রাজা, তুমি শুদ্ধ মাত্র প্রেয়সীর প্রেয়ান্ নহ, দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া চিরন্তন বিধি রক্ষা কর। রামচন্দ্র কুলগৌরবের নিকট শির নত করিলেন। হৃদয় বলিতে লাগিল কি করিলে। হায় রামচন্দ্র, কি করিলে।

দ্বিতীয় অঙ্কে ঘটনা বড় নাই। একটি সুন্দর বিষ্কম্ভক—সেই বিষ্কম্ভকে ঋষিপত্নী আত্রেয়ী ও বনদেবতা বাসন্তীর কথোপকথনচ্ছলে দ্বাদশ বৎসরের ঘটনাবলী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা, সীতার যমক সন্তান প্রসবানন্তর রসাতলপ্রবেশ, সন্তানদ্বয়ের বাল্মীকি আশ্রমে অবস্থান, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ, লক্ষ্মণাত্মজ চন্দ্রকেতুর প্রতি অশ্বরক্ষণভার, নীচজাতীয় শম্বুকের তপশ্চর্য্যানিবন্ধন রাজ্যে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ও শম্বুকের শিরশ্ছেদনমানসে রামের পঞ্চবটী আগমন বৃত্তান্ত। বিষ্কম্ভক এই; এবং অঙ্কটি রামখড়্গাঘাতে শাপবিমুক্ত দিব্যপুরুষ শম্বুকের সহিত রামের কথোপকথনে পঞ্চবটী বর্ণনাদি।

সম্মুখে দণ্ডকারণ্য। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভীষণ রুক্ষ দৃশ্য; স্থানে স্থানে নিরন্তর নির্ঝরঝরঝর-মুখরিত; কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী, কোথাও ঘন বন। ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ দক্ষিণারণ্য চলিয়াছে। এই অরণ্যভূমি চিরদিন সর্ব্বলোকলোমহর্ষণ—এখানকার গিরিগহ্বরসকল উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদসঙ্কুল। কোথাও একেবারে নিষ্কূজস্তিমিত, কোথাও নিরন্তর গর্জ্জনধ্বনিত, কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীরগর্জ্জনকারী ভুজঙ্গগণের নিশ্বাসে জ্বালিত-অগ্নি; কোথাও গর্ত্তমধ্যে অল্প জল দেখা যাইতেছে, এবং তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের স্বেদবিন্দু পান করিতেছে।—রামের সেই সকল পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে, সীতা তাঁহার সহিত এই বনে বনে থাকিতে কত ভালবাসিতেন এবং সীতাসান্নিধ্যে তাঁহার সকল দুঃখ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত!

"তরস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।"

এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর! মদকল ময়ূরের কণ্ঠসদৃশ কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ, ঘনসন্নিবিষ্ট নীলপ্রধান তরুণ তরুসমূহে শোভিত এবং অনাকুল বিবিধ মৃগযূথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীসকল বহুস্রোতে বহিতেছে: সদম্ভ বিহঙ্গগণের অধিষ্ঠানে বৃন্তচ্যুত বেতসকুসুম পতিত হইয়া সেই জলকে স্নিগ্ধ ও সুরভিত করিতেছে; এবং পরিপক্ক ফলময় শ্যামজম্বুবনান্তে স্রোত স্খলিত হইয়া মুখরিত হইতেছে। গুহাবাসী ভল্লুকগণের ধুৎকারনিঃসরণসহিত শব্দ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া অত্যন্ত গম্ভীর বোধ হইতেছে, এবং গজভগ্ন শল্লকীবৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিসকল হইতে শিশিরকটুকষায় গন্ধ বাহির হইতেছে।—এই পঞ্চবটী বনে সীতার সহিত বিশ্রম্ভালাপে কত দিন কাটিয়াছে। সেই সকল কথা মনে হইয়া রামের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ উথলিয়া উঠিতেছে—শরীরপ্রবিষ্ট তীব্র বিষরস যেমন বহুদিন পরে সহসা আপন বেগ প্রকাশ করে।

"চিরাদ্বেগারম্ভী প্রসৃত ইব তীব্রো বিষরসঃ
কুতশ্চিৎ সংবেগাচ্চলিত ইব শল্যস্য শকলঃ।
ব্রণো রূঢ়গ্রন্থিঃ স্ফুটিত ইব হৃন্মর্ম্মণি পুন-
র্ঘনীভূতঃ শোকো বিকলয়তি মাং নূতন ইব॥"

অগস্ত্যাশ্রমে আমন্ত্রিত হইয়া রামকে এই পঞ্চবটী অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। পথে

"গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
স্তম্বাড়ম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চবতোঽয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ-
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥"

এই ক্রৌঞ্চাবত গিরি। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের ঘুৎকারবৎ বায়ুপ্রবিষ্ট বংশগুচ্ছের শব্দে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দ, এবং চঞ্চল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া সর্পেরা প্রাচীন বটের স্কন্ধদেশে লুক্কায়িত।

অদূরে

"এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষোণীভৃতো দক্ষিণাঃ।

অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ-
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ॥”

এই সকল দক্ষিণ পর্ব্বত। পর্ব্বতের কুহরে গোদাবরীর বারিরাশি গদ্‌গদনিনাদ করিতেছে; নীল শিখরদেশ মেঘালঙ্কৃত; এবং অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ গভীরবারি নদীগণের পুণ্য সঙ্গম দেখা যায়।

এই পঞ্চবটী প্রবেশ নামক অঙ্কের পরেই সেই ছায়াঙ্ক। মনোহর ক্ষুদ্র বিষ্কম্ভকে কলকলভাষিণী তমসা ও মুরলা আসিয়া মিলিয়াছে—এবং বিরহক্ষীণ “অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ” রামচন্দ্রের—চতুর্দ্দিকে বধূসহবাসবিস্রম্ভের স্মৃতিদংশনে—ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কা করিয়া গোদাবরীর নিকটে শীতল জলকণাসম্পৃক্ত বায়ুহিল্লোল প্রার্থনা করিতেছে। ভগবতী ভাগীরথীর অনুগ্রহে সীতা ছায়ারূপিণী—স্পর্শ আছে, কিন্তু দর্শনের অতীত; ঠিক ছায়ার মত নয়, যেন বাতাসের মত—স্পর্শে তেমনি সঞ্জীবনী এবং বাতাসেরই মত নয়নের অতীত। কিন্তু বাতাসের মত কেবলি একটা উন্মত্ত হাহাকার নহে—যখন নর্ম্মদাহ্রদ হইতে উঠিয়া আসেন, পরিপাণ্ডু-দুর্ব্বলকপোলসুন্দর বিলোলকবরী মুখখানি—দেখিয়া মনে হয়, যেন করুণার মূর্ত্তি অথবা শরীরিণী বিরহব্যথা সমুপস্থিত।

উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কটিই এই করুণাবিগলিত বেদনা দিয়া রচিত। এক দিকে পূর্ব্বস্মৃতি সীতাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে—কবে কোন্ করিশাবককে তিনি শল্লকীপত্র খাওয়াইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, তাহার বিপদ্ হইয়াছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি আর্য্যপুত্রকে আহ্বান করিয়া বসেন এবং পরক্ষণেই দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধান স্মরণ করিয়া একেবারে যেন ধূলিসাৎ হইয়া যান; অন্য দিকে রামও সেই পঞ্চবটীর তরু লতা, মৃগ মৃগী, ময়ূর ময়ূরী, সর্ব্বত্র সীতার স্নেহ অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং সীতা সীতা করিতে করিতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন।

তখন সীতার স্পর্শ ভিন্ন কিছুই আর তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিতে পারে না। সেই ছায়ারূপিণীর সঞ্জীবনস্পর্শে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইয়া আনন্দে একটা অবশ অলস বিহ্বলতা জন্মে। সেই ছায়াহস্তকে তিনি চাপিয়া ধরেন—করে করস্পর্শে উভয়েরই অঙ্গে অঙ্গে যেন পুলক সঞ্চারিত হইয়া উঠে—কিন্তু ধরিয়া রাখা যায় না, অঙ্গ শিথিল হইয়া আসে, হাত ছাড়িয়া যায়। যেন সফল হইতে আসিয়া আশা সহসা বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

চেতনা সম্পাদিত হইলেও জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বহ। একে সেই পঞ্চবটী বন—এইখানে বসিয়া সীতা মৃগদম্পতিকে তৃণভক্ষণ করাইতেন, ঐ তাঁহার স্বহস্তরোপিত কদম্বতরু, সম্মুখে সেই উল্লাসচঞ্চলা ময়ূরবধূ—চতুর্দ্দিক্ সীতাময়; তাহার উপর বাসন্তীর সেই মর্ম্মভেদী বজ্রকঠিন বিদ্রূপাচরণ। মহারাজ, অঙ্গের অমৃত, নয়নের কৌমুদী, দ্বিতীয় হৃদয় বলিয়া যাহাকে ভুলাইতে, লোকাপবাদ মিথ্যা জানিয়াও তাহাকে বিসর্জ্জন দিলে কোন্ হৃদয়ে? প্রেয়সী তবে শুধু কথার কথা, যশই তোমাদের একমাত্র প্রিয়! রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহাই বা হয় কৈ?

"দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধিম্মর্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥"

এ শুধু অনন্ত দহন, ভস্মসাৎ করে না, জ্বালা দেয় মাত্র; শুধু মর্মচ্ছেদ করিতে থাকে, জীবন শেষ করিয়া দেয় না।

হা জানকি! হা চণ্ডি! চতুর্দ্দিকেই তোমাকে দেখিতেছি—তবু তুমি নির্দ্দয় হইয়া আছ কেন? হৃদয় স্ফুটিত হইতেছে, দেহবন্ধ শিথিল হইয়া আসিতেছে, জগৎ শূন্য, অন্তরে নিরন্তর জ্বালা, মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, আমি হতভাগ্য! বলিতে বলিতে রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সীতা তাঁহার ললাট স্পর্শ করিতে চেতনা সঞ্চার হইল। সেই স্পর্শ অন্তরে বাহিরে অমৃতের প্রলেপ; চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আনন্দও যেন মোহ উৎপাদন করে।

ভবভূতির হৃদয় এই অশরীরী স্পর্শটুকু—এই আনন্দেও বেদনা, চৈতন্যেও মোহ, এই আবেগ, আকুলতা, মায়া, রহস্য। বাসন্তী, তমসা, সীতা, রাম, পঞ্চবটী, সমস্ত মিলিয়া যে একটি নিবিড় মায়ারহস্য রচনা করিয়াছে, তাহা শুধু এই বেদনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের দীর্ঘোচ্ছ্বাস। সৃষ্টি যেমন মায়াও বটে, সত্যও বটে, ইহাও সেইরূপ। এই ছায়াঙ্ক সম্বন্ধে বোধ করি বলা যাতে "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু।"

এই স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম উত্তরচরিতের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্মীকি-আশ্রমে কৌশল্যা-জনকাদি সমাগমেই কি, লব-চন্দ্রকেতুর সুবর্ণিত সৌজন্য-পরিপূর্ণ যুদ্ধদৃশ্যেই কি, এবং সপ্তম অঙ্কের নাট্যাভিনয়েই বা কি, সর্ব্বত্রই যেন একটা কি ধরি-ধরি-ধরা-যায়-না, যেন কাহাকে জানি না, অথচ জানি, যেন অভিনয়, কি সত্য, ভ্রম, কি বাস্তব, ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন। সেই জন্য সুখের মধ্যেও বেদনা, জ্ঞানেও সংশয়। এবং যখন সেই রসাতলোত্থিত সিংহাসনে গঙ্গা ও ধরিত্রীর মধ্যস্থলে দেবী সীতা আবির্ভূতা হইলেন, তখন সকলে নিশ্চল স্তিমিত—সত্য, না মায়া! সেই কুশলবের মুখে "হা তাত হা অম্ব হা মাতামহ," সেই রামের স্নেহার্দ্র সহর্ষ আলিঙ্গন, সেই অরুন্ধতী, সীতা, গঙ্গা, পৃথিবী, বাল্মীকি, কুশ-লব, প্রজাপুঞ্জ, স্নেহ প্রেম, ভক্তি বিস্ময়, সুখ দুঃখ, মোহ চৈতন্যের অনির্ব্বচনীয় মহাসঙ্গম—সত্য, কি মায়া!

মালবিকাগ্নিমিত্র

পাঁচ অঙ্কের নাটক বটে, কিন্তু নাটিকা রত্নাবলীর সহিত মালবিকাগ্নিমিত্রের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সম্পূর্ণ ঐক্য না হইলেও মূল আখ্যায়িকা এবং চরিত্রাংশে উভয় গ্রন্থের মধ্যে ঐক্যস্থল এত অধিক যে, সত্য হোক বা না হোক, একের অনুকরণে অপরে স্ফূর্ত্তি বিশ্বাস করিতে বিশেষ সংকোচ বোধ হয় না। বৎসরাজের মত অগ্নিমিত্রও ধীরললিত নায়ক, মাবিকার প্রেমে পাগল, মহিষীর ভয়ে কেবল প্রকাশ্যে দেখাশুনার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। প্রমোদ-উদ্যানে গোপনে দু এক বার দেখাসাক্ষাৎ ঘটিল যদি বা, মহিষীর কর্ণগোচর হইতেই তিনি মালবিকাকে অবরুদ্ধ করিলেন।

বলাবাহুল্য, ছলে কৌশলে মালবিকা অবরোধ হইতে মুক্ত হইল, এবং সাগরিকার মত মহিষী কর্ত্তৃক একদিন রাজার বাম পার্শ্বে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিল।

যে প্রণয়ব্যাপার রত্নাবলী নাটিকার মূল ঘটনা, মালবিকাগ্নিমিত্রেরও তাহাই। মহিষীর বৃথা সতর্কতা, নায়ক নায়িকার অবস্থা, গোপনমিলন এবং তাহার ফলাফল, রাজার ভাবভঙ্গী, বিদূষকের কার্য্যাকার্য্য, শেষ অঙ্কে দুই চারিটা যুদ্ধজয়সংবাদ, রাজকর্ম্মচারিসমাগম এবং বাঞ্ছিতমিলনে উপসংহার উভয় গ্রন্থেই এক। তবে দুই একটি চরিত্র হয় ত এ গ্রন্থে আছে, ও গ্রন্থে নাই বা বিভিন্ন কবির হস্তে ঘটনার ঈষৎ পরিবর্ত্তনে একটু স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গল্পেরও পরিবর্ত্তন এইরূপ। রত্নাবলীর পিতা বৎসরাজের সহিত বিবাহের জন্যই কন্যাকে কৌশাম্বীতে প্রেরণ করেন, পথিমধ্যে যানভঙ্গ হইয়া রত্নাবলীকে অনেক কষ্ট সহিতে হয়, পরিশেষে কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তার পরিচারিকাপদলাভ। মালবিকার ভ্রাতা মাধবসেন ভগিনীকে অগ্নিমিত্রের করে সমর্পণ করিতে বিদিশায় আসিতেছেন, পথিমধ্যে পিতৃব্যপুত্র যজ্ঞসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়েন; সচিব সুমতি গোপনে মালবিকাকে অবরোধমুক্ত করিয়া স্বীয় ভগিনী কৌশিকী সমভিব্যাহারে এক সার্থবাহের সহিত বিদিশাভিমুখে চলিলেন। অরণ্যপথে রাত্রি হইল, সুমতি দস্যুহস্তে নিহত হইলেন, ধন রত্ন আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া মালবিকাকে দস্যুগণ তৎপ্রদেশের দুর্গপাল বীরসেনের নিকট উপঢৌকন পাঠাইল, মূর্চ্ছাপন্না কৌশিকীকে মৃতা ঠাহরাইয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল। বীরসেন শিল্পনিপুণা দেখিয়া মালবিকাকে ভগিনী বিদিশারাজমহিষী ধারিণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন, মালবিকা ধারিণীর পরিচারিকা হইয়া থাকে।

এখানে ঘটনার প্রভেদের মধ্যে সমুদ্রে যানভঙ্গ, আর মানবহস্তে অন্যরূপ বিপদ। পরেও তাহাই। রাজ-অন্তঃপুরে রত্নাবলীরও যে দেশা, মালবিকারও সেইরূপ। তবে ধারিণী আপন চিত্রশালার জন্য মালবিকার একখানি চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছেন, বাসবদত্তার এরূপ কোনও অনুষ্ঠান শুনা যায় না। কিন্তু এই চিত্রই মহিষীর কাল হইল। চিত্রশালায় রাজ্ঞীর পরিচারিকাগণমধ্যে মালবিকার চিত্র দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার চিত্র? দেবী কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করেন। বালস্বভাববশতঃ কুমারী বসুলক্ষ্মী নাম বলিয়া ফেলিল—মালবিকা। সেই অবধি মালবিকাকে দেখিবার জন্য রাজা অধীর।

কিন্তু উপায় কি? বিদূষকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিদূষকই এ সকল বিষয়ে রাজাদিগের প্রধান সহায়। বিদূষক ব্রাহ্মণের সন্তান, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যহীন, চাটুবৃত্তি অবলম্বনে বিপুল উদরপূরণেই পটু। ভাঁড়ামি করতে পারে, অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার আছে, পরিচারিকাদিগের সহিত হাসিয়া রসিকতা করে, মন রক্ষাই তাদের ব্যবসায়। ব্রাহ্মণের সে পূর্ব্বগৌরব আর নাই, সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত শ্রমসাধ্য অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়িয়া অনেকেই অপেক্ষাকৃত সুহজ এবং অলস অনেক কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সে কালের রাজকুলে এমন এক একটি নখদন্তহীন অক্ষম জীব পোষণ একটা ফেসান ছিল। ইহারা জাতিগুণে রাজার সখা, এবং নিজগুণে

চাটুকার মোসাহেব। সম্মানও জাতি এবং গুণে মিশ্রিত—কতকটা ব্রাহ্মণের মত, কতকটা চাটুকারোপযোগী।•

মালবিকার চিত্র দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং বিদূষককে মালবিকাকে রাজার নেত্রপথে উপস্থিত করিতে হইবে। কিছু দিন হইল, অন্তঃপুরে কৌশিকী-নাম্নী একজন পরিব্রাজক আসিয়া জুটিয়াছেন, তিনি এখন রাণীর খুব প্রিয়পাত্রী, বিদূষক তাঁহারই সহিত পরামর্শ আঁটিয়া এক উপায় অবলম্বন করিল। গণদাস এবং হরদত্ত নামে রাজপরিবারের আশ্রয়ে দুই জন নাট্যাচার্য ছিলেন। মালবিকা রাজ্ঞীর আদেশানুসারে গণদাসের নিকট অভিনয়াদি শিক্ষা করে। বিদূষক নাট্যাচার্যদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিয়া মীমাংসার্থে উভয়কে রাজসমীপে লইয়া আসিল। সেখানে দেবীর সমক্ষে কৌশিকীর পরামর্শে স্থির হইল যে, উভয়েই আপন আপন শিষ্যের প্রয়োগপ্রদর্শনে নৈপুণ্যের পরিচয় দিবেন। গণদাস মালবিকাকে লইয়া আসিলেন। মালবিকার রূপে এবং অভিনয়নৈপুণ্যে রাজা মুগ্ধ। বেলা অধিক হইয়াছে বলিয়া হরদত্তের গুণপনার পরিচয় সে দিন আর লওয়া হইল না। তাহার আর প্রয়োজনও নাই। এখন মালবিকাকে কোন প্রকারে পাইলে হয়।

বিদূষকের সাহায্যে প্রমোদ-উদ্যানে দেখাশুনারও সুবিধা ঘটিল। কিন্তু রত্নাবলীতে যেরূপ অনুকূল ঘটনায় আখ্যায়িকা জটিল এবং বিস্তৃত না করিয়া কবি চতুর্দিক্ হইতেই অনুরাগ প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন, মালবিকাগ্নিমিত্রে তাহা তেমন দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হয় নাই। বিদূষক মালবিকার সখী বকুলাবলিকাকে হস্তগত করিয়াছে। অদৃষ্টগুণে একটা সুবিধাও জুটিয়া গেল। অন্তঃপুরের প্রমোদ-উদ্যানে একটি অশোকতরু আছে, বহুদিন তাহাতে ফুল ফুটে নাই, সুতরাং প্রাচীন প্রথানুসারে সেই অশোকবৃক্ষে সুন্দরীর সনূপুর পাদতাড়ন আবশ্যক। দেবী নিজের শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন মালবিকার উপর এই কার্যভার ন্যস্ত করিলেন। মালবিকা সখী বকুলাবলিকার সহিত উদ্যানে গিয়া এই কার্যে নিযুক্ত হইল। বকুলাবলিকা এইখানে নির্জনে তাহাকে রাজার প্রার্থনা জানাইল। রাজাও এই সময়ে উদ্যানেই উপস্থিত ছিলেন। সখীদ্বয়ের কথাবার্তায় ভরসা পাইয়া নিজেই আসিয়া মালবিকার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রত্নাবলীতে সাগরিকার গোপনে মদনরূপে রাজার চিত্র অংকনে এবং সুসঙ্গতাকর্তৃক তাহারই পার্শ্বে সাগরিকার রতিমূর্ত্তি অংকনে কাজটা অনেক সহজে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সারিকা-ব্যাপারে সাগরিকার প্রণয়-ব্যক্তি এবং তাড়াতাড়িতে চিত্রটি ফেলিয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। এবং পরে কদলীগৃহে রাজার সহিত নয়নে নয়নে মিলনে, নীরব লজ্জায়, সহসা মহিষীর আবির্ভাবে এবং বিদূষকের হস্ত হইতে চিত্রপতনে সমস্ত ব্যাপার খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর দৃশ্যকাব্যের দৃশ্যও এখানে চূড়ান্ত। আখ্যায়িকাপারিপাট্যেই কি, আর দৃশ্য হিসাবেই কি, রত্নাবলীর স্থান মালবিকাগ্নি-মিত্রের উর্দ্ধে।

রত্নাবলীতে সকল চরিত্রগুলিতেই সজীবতা ও চতুরতা বিশেষ পরিস্ফুট। মালবিকাগ্নিমিত্র নির্জীব নহে, কিন্তু রত্নাবলীর চরিত্রে যেরূপ আবেগ এবং উদ্যম দৃষ্ট হয়, মালবিকাগ্নিমিত্রে তেমন নয়। অনুরাগে, বিরাগে, অভিমানে, প্রেমালাপে, সর্ব্বত্রই রত্নাবলীতে একটা তীব্রতা আছে। তাহার প্রতি ঘটনায় দ্রুত গতি অনুভব

হয়। বিদূষকের হস্ত হইতে চিত্রটি পড়িয়া যাইতে মহিষী ব্যাপার বুঝিয়া অবিলম্বে যে অসুস্থতার ভান করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে যে মর্ম্মান্তিক তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছে, মালবিকাগ্নিমিত্রে তাহা কোথায়? তাহার পরে আর এক স্থলে কেমন বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া মহিষীর অভিমান ব্যক্ত হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রমোদ-উদ্যানে মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের যখন কথাবার্ত্তা হয়, নিকটেই বৃক্ষান্তরালে অপরা রাজভার্য্যা ইরাবতী লুকাইয়া ছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, এবং শঠ সম্ভাষণে রাজাকে যথেচ্ছা কড়া কড়া দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। মহিষীকে সকল কথা বলিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়াও গেলেন। কিন্তু বাসবদত্তার সাভিমান কথাবার্ত্তায় যেমন রস এবং বাঁধুনি আছে, ইরাবতীর ভর্ৎসনায় সেরূপ কিছুই নাই। কড়া মেজাজে কেবলই "সঠ। অবিসুসসণীওসি।" তাহার পর রাজাকে কাঞ্চী লইয়া তাড়না। রাজা মিষ্টকথায় তুষ্ট করিতে চাহেন। ভামিনী রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চলিলেন। সে কালের রাজকুল নারীর হৃদয়রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইতে নিতান্ত নারাজ। যে কয়টিকে দখলে রাখিতে পারেন, ততই সুখ।

অসংহত রাজচরিত্রের পক্ষে রূপসীর রূপমোহ অনিবার্য। এবং এই দারুণ রূপমোহই অধিকাংশ সময়ে প্রেম বলিয়া চলিয়া যায়। রাজাদিগের প্রেম বোধ হয় আসলে মহিষীর প্রতি! প্রথম বয়সে যে অনুরাগ জন্মে, তাহার উপর কতকটা বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। আর মহিষীর সন্তানই নাকি পরে পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হয়। এই কারণে মহিষীর প্রতি অন্তরে অন্তরে একটু টান থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা; এবং এই অনুরাগটুকুর জন্যই মহিষীর যাহা কিছু প্রভাব।

তাই মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের গোপন প্রণয়ব্যাপার মহিষীর কর্ণগোচর হইতেই তিনি সখী বকুলাবলিকার সহিত মালবিকাকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজা কিছু বলিতে পারেন না। প্রাচীন কালে আমাদের মহিষীদের এই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল বলিয়াই তবু রক্ষা। নহিলে এই উচ্ছৃঙ্খল রাজকুলকে দমনে রাখা কি সহজ? রাজা মালবিকাবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। দেবীপ্রদত্ত অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক বিনা প্রহরী মালবিকাকে বাহির হইতে দিবে না। বিদূষক উপায় ঠাহরাইল। একদিন রাজা, রাণী, পরিব্রাজিকা কৌশিকী অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন, বিদূষক কণ্টকবিদ্ধ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দৃঢ়রূপে উপবীত বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কি হইয়াছে? বিদূষককে সর্পে দংশন করিয়াছে, হয় ত এ যাত্রা আর রক্ষা হইল না। ধ্রুবসিদ্ধির নিকট লোক পাঠান হইল। বিদূষক বাহিরে আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতিহারী রাণীর নিকটে আসিয়া বলিল, বিষপাথর নহিলে ব্রাহ্মণ এ যাত্রা রক্ষা পায় কি না পায়। করুণহৃদয়া ধারিণী আপন অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া দিলেন—অঙ্গুরীয়কে বিষাপহার মণি ছিল। বিদূষক অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে মালবিকাকে মুক্ত করিল। রাণী শুনিলেন, ব্রাহ্মণের দেহ হইতে বিষ নামিয়া গিয়াছে।

রত্নাবলীতে ঐন্দ্রজালিকের কাল্পনিক আগুনে অন্তঃপুর প্রজ্বলিত করায় দৃশ্যকাণ্ড জমকালো হইয়াছে। সে কালে রঙ্গমঞ্চে এখনকার মত দৃশ্যপট ব্যবহার ছিল না, হয় ত নেপথ্যে একটা খুব আগুন জ্বালাইয়া লোকের মনে এই ভাব মুদ্রিত করিয়া

দিতে হইয়াছিল। রত্নাবলীর গ্রন্থকার তাঁহার নাটকে দৃশ্যকাণ্ডের সমারোহে খুব জমাট করিয়াছেন। আরম্ভে মদনোৎসব হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ধারাযন্ত্র, লোকজন, বসন ভূষণের বিচিত্র সৌন্দর্য, সমস্ত মিলিয়া লোকের মনে একটা গম্ভীর জমকালো ভাব আনিয়া দেয়। অনেক কথা না বলিয়া ইহাতে অনেকটা কাজ হয়। দৃশ্যকাব্যে দৃশ্যকাণ্ডের সরঞ্জাম বড় কম নয়। অনেক দোষ ঢাকিয়া যায়, এবং অনেক গুণ সমধিক ফুটিয়া উঠে।

মালবিকাগ্নিমিত্রে অনেক স্থলে কবিহৃদয়ের বিকাশ হইলেও এ সকল বিষয়ে রত্নাবলীতে অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। রত্নাবলীর সুনিপুণ রচয়িতা দৃশ্যবৈচিত্র্যে এবং সমারোহে মালবিকাগ্নিমিত্রের আখ্যায়িকাকে যেন দৃশ্যোপযোগী করিয়া রঙ্গমঞ্চের আরও উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। বিবিধ দৃশ্য-পরিবর্তনে দর্শকবৃন্দের মন সমধিক স্ফূর্তিতে থাকে। নয়নরঞ্জনে মনোরঞ্জনের বিশেষ সহায়তা করে কি না। মালবিকাগ্নিমিত্রে দৃশ্যের আয়োজন এত নহে। তবে দৃশ্যপরিবর্তন অবশ্য যথেষ্ট আছে, এবং এত জাঁকজমক না থাকিলেও দৃশ্যগুলি সুন্দর এবং কবির নাট্যরস ও নাট্যসরঞ্জাম জ্ঞানের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আর কেবলমাত্র দৃশ্যকাণ্ডই ত নাটকের সর্বস্ব নহে। মালবিকাগ্নিমিত্রে গ্রন্থকারের হাত কাঁচা বটে, প্রথমেই লেখক তাহা কতকটা স্বীকারও করিয়াছেন। রত্নাবলী ইহাপেক্ষা পাকা নাটককারের রচনা। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যে মধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহাতে ইহার লেখককে রত্নাবলীর লেখক অপেক্ষা সুকবি বলিয়া মনে হয়—কেবল এখনও হাত পাকে নাই। প্রথম রচনায় বাঁধুনির পারিপাট্যের অভাব একটু থাকেই। মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন ত। কিন্তু উভয় নাটক একই কবির রচনা কি না, এই বিষয় লইয়া বর্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ। আখ্যায়িকাংশ শেষ করিয়া এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

অবরোধ হইতে বাহির হইয়া মালবিকার রাজার সহিত গোপনে আবার দেখাশুনা হয়। কিন্তু ইরাবতীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি হইতে রাজা কিছুতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। দৈবানুগ্রহে এক বানর রাজার সহায় হইল। বসুলক্ষ্মীকে বানরে তাড়া করায় চতুর্থ অঙ্ক গোলেমালে সমাপ্ত হইল—ইরাবতীর কাঞ্চীতাড়নার হস্ত হইতে রাজা নিষ্কৃতি পাইলেন।

পঞ্চম অঙ্কে অগ্নিমিত্রের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। উদ্যানপালিকার নিকট হইতে অশোকতরুর পুষ্পোদ্গমবার্তা শ্রবণে মহিষী আহ্লাদিত হইয়াছেন। যজ্ঞসেন অগ্নিমিত্রের সেনাপতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। অশ্বমেধের অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র যবনদিগকে রণে পরাজিত করিয়াছেন। মহিষীর আহ্লাদ ধরে না। অন্তঃপুরে তিনি বিবিধ বহুমূল্য অলংকার বিতরণ করিলেন। আর অগ্নিমিত্রের করকমলে বাঞ্ছিত মালবিকাকে সমর্পণ করিয়া দিলেন। পরিব্রাজিকা কৌশিকী মালবিকার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তিনি দস্যুদিগের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যখন চেতনা লাভ করিলেন, চতুর্দিকের অবস্থা বুঝিয়া পরিব্রাজিকাবেশে বিদিশায় আসিলেন। তাহার পর ঘটনাচক্রে মহিষীর সহিত পরিচয় ইত্যাদি ইত্যাদি। মালবিকালাভে রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

এইখানেই গ্রন্থসমাপন। তাহার পর এখন গ্রন্থের প্রধান অপ্রধান চরিত্র, রচনা-প্রণালী, ভাষা, ভাব, দোষ গুণ লইয়া কথা। আরও এক কথা, এ গ্রন্থ অভিজ্ঞান-শকুন্তলরচয়িতা কালিদাসের রচনা কি না! চরিত্র সম্বন্ধে আমরা আখ্যায়িকা বর্ণনার মধ্যে মধ্যে আভাসে ইঙ্গিতে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। আর রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়াই ত রচয়িতাকে বাহির করিতে হইবে। সুতরাং মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা কে—কালিদাস বা অপর কেহ—ইহাই আমাদের এখন আলোচ্য।

গ্রন্থারম্ভে স্নিগ্ধগম্ভীর নান্দীবাচন এবং কৈফিয়ৎযুক্ত প্রস্তাবনা হইতেই মালবিকাগ্নিমিত্রকে কালিদাসের রচনা বলিয়া মনে হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তল-পাঠকেরা অনেকেই বিশেষ মনোযোগ সহকারে বার বার পাঠ করিয়া থাকিবেন, তাহার নান্দীবাচনের সহিত মালবিকাগ্নিমিত্রের নান্দীবাচন তুলনা করিয়া দেখিলে দুইটিই যে একই কবির রচনা, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। রত্নাবলীর নান্দীবাচন দেখ, গাম্ভীর্য্যে এবং ঔদার্য্যে মালবিকাগ্নিমিত্রের পার্শ্বে কিছুতেই স্থান পায় না। কালিদাস দেবতার দেবত্ব বুঝিতেন, দেহ দিয়া ঘিরিলেও তাহার মধ্য হইতে অনন্ত মুক্ত ভাব ফুটাইয়া তুলেন। সীমা ছাড়াইয়া, দেহ ছাড়াইয়া তাঁহার মত ভাবময় অসীমে বিচরণ করিতে পারেন কোন্ কবি? ইহাতেই কালিদাসের নান্দীবাচন দেখিলেই বুঝা যায়। এবং এই নান্দীবাচনেই মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা ধরা দেন।

তাহার পর প্রস্তাবনায় ধাবক সৌমিল্লাদির কথা পাড়িয়া নিজের নূতন রচনার যেখানে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে,

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

সেইখানেই বুঝা যায় যে, মালবিকাগ্নিমিত্র নাট্য-সাহিত্যে কালিদাসের প্রথম উদ্যম। কালিদাস নিজের ক্ষমতা বুঝেন; তাই একটু জোর করিয়া বলিয়াছেন,—পরীক্ষা করিয়া দেখ, নাম শুনিয়া বিচার করিতে বসিও না, পুরাতন হইলেই যে সকল জিনিস ভাল হয় আর নূতন হইলেই মন্দ, তাহা নহে, মূঢ়েরাই এইরূপ পরের মুখে ঝাল খাইয়া থাকে, সজ্জন পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া দেখেন। এরূপ সগর্ব্ব বিনয় কালিদাস ভিন্ন অন্যে দেখা যায় না।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অর্থাৎ রচনা দেখিয়া আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে কালিদাসকেই মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কালিদাসের রচনার অনেকগুলি গুণই মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখা যায়; যথা, সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরের অভাব, বলিবার সহজ ধরণ, মধ্যে মধ্যে সুবিধা পাইলেই কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেমও ব্যক্ত হইয়াছে। তবে মালবিকাগ্নিমিত্রের গঠন তেমন পরিপাটি নহে বটে। সেই জন্যই আমরা কালিদাসের কাঁচা হাত বলিয়াছি। আর একটু গঠনপারিপাট্য হইলে মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা সম্বন্ধে সকল সংশয় দূর হইত। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে বাস্তবিকই সন্দেহের উদয় হয় যে, বুঝি কালিদাস এ গ্রন্থের রচয়িতা নহেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক্ মিলাইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সন্দেহ অনেকটা ঘুচে।

কিন্তু বিরোধী পক্ষ ধাবক, শ্রীহর্ষ এবং কালিদাসের কাল নিরূপণ করিয়া, এবং মালবিকাগ্নিমিত্রকে ধাবকের নাম উল্লেখ দেখিয়া মালবিকাগ্নিমিত্রকে কালিদাসের সময়ের বহু পরে রচিত প্রমাণ করিতে চাহেন। কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিকরপ্রমাদে যেরূপ পাঠান্তর হয়—মালবিকাগ্নিমিত্রেরও কোনো কোনো পুঁথিতে ধাবক স্থানে ভাসক নাম দেখা যায়—তাহাতে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ছাড়িয়া এ সকল প্রমাণের উপর তেমন নির্ভর করা যায় না। ব্যুৎপন্ন পুরাতত্ত্বপণ্ডিতগণ এ বিষয়ে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বাধিত করিবেন। সংস্কৃত সাহিত্যে আমার তাদৃশী ব্যুৎপত্তি নাই যে, অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগপূর্বক নিঃসংশয়ে কিছু প্রতিপন্ন করিয়া দিই। কাব্যপাঠকালে রচনাপ্রণালী দৃষ্টে সাধারণ পাঠকের মনে যে সকল কথার উদয় হয়, তাহাই বলিয়াছি মাত্র।

পূর্ণাঙ্গ সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
অশ্বঘোষ ঃ বুদ্ধচরিতম্	তারাপদ ভট্টাচার্য	১১
ভাস ঃ স্বপ্নবাসবদত্তম্	ডঃ মুরারিমোহন সেন	১৮৩
ভাস ঃ প্রতিমানাটকম্	জ্যোতিভূষণ চাকী	২৭৭
ভাস ঃ পঞ্চরাত্রম্	ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭১

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
কালিদাস ঃ মেঘদূতম্	ডঃ মুরারিমোহন সেন	১
কালিদাস ঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্	জ্যোতিভূষণ চাকী	৫৫
কালিদাস ঃ কুমারসম্ভবম্	ডঃ মুরারিমোহন সেন	২৪১

তৃতীয় খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
অমরু ঃ অমরুশতকম্	ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	১
ভারবি ঃ কিরাতার্জুনীয়ম্	জ্যোতিভূষণ চাকী	৫৯
হর্ষ ঃ রত্নাবলী	তারাপদ ভট্টাচার্য	২৬৫

চতুর্থ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
ভর্তৃহরি ঃ ভট্টিকাব্যম্	ডঃ মুরারিমোহন সেন	১
ভট্টনারায়ণ ঃ বেণীসংহারম্	শ্রী জগদীশ তর্কতীর্থ	২৩৩

পঞ্চম খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
মাঘ ঃ শিশুপালবধম্	ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	১
বিশাখদত্ত ঃ মুদ্রারাক্ষসম্	সুরেন্দ্রনাথ দেব	৩০৩

ষষ্ঠ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
ভবভূতি ঃ উত্তররামচরিতম্	ডঃ মুরারিমোহন সেন	১
জয়দেব ঃ গীতগোবিন্দম্	জ্যোতিভূষণ চাকী	১৪৭
কৃষ্ণমিশ্র ঃ প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্	ডঃ মুরারিমোহন সেন	২৩৫

সপ্তম খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
দণ্ডী ঃ দশকুমারচরিতম্	শ্রীমতী অমিতা চক্রবর্তী	১
শূদ্রক ঃ মৃচ্ছকটিকম্	জ্যোতিভূষণ চাকী	২১১

অষ্টম খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
বাণভট্ট ঃ কাদম্বরী	শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল	১

নবম খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
অশ্বঘোষ : সৌন্দরনন্দ	ডঃ মুরারিমোহন সেন	১
ভাস : অভিষেক	ডঃ রবিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৯
ভাস : দূতবাক্য	শ্রীমতী রত্না বসু	২৫৭
ভাস : দূতঘটোৎকচ	রামানন্দ আচার্য	২৮৯
ভাস : ঊরুভঙ্গ	সুরেন্দ্রনাথ দেব	৩১৯

দশম খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
ভাস : প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ	ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
ভাস : মধ্যমব্যায়োগ	সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী	৮৫
কালিদাস : রঘুবংশ	জ্যোতিভূষণ চাকী ও শ্রীমতী রত্না বসু	১১৭

একাদশ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
অশ্বঘোষ : শারিপুত্রপ্রকরণম্	রত্না বসু	১
ভাস : চারুদত্তম্	সুরেন্দ্রনাথ দেব	৩১
ভাস : বালচরিতম্	বেচারাম ঘোষ	১২৫
কালিদাস : মালবিকাগ্নিমিত্রম্	রত্না বসু	২০১
কালিদাস : ঋতুসংহারম্	সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী	৩০৯
কালিদাস : শৃঙ্গাররসাষ্টকম্	জ্যোতিভূষণ চাকী	৩৫১
কালিদাস : শৃঙ্গারতিলকম্	জ্যোতিভূষণ চাকী	৩৫৩
কালিদাস : পুষ্পবাণবিলাসম্	জ্যোতিভূষণ চাকী	৩৫৩

দ্বাদশ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
ভাস : কর্ণভার	জ্যোতিভূষণ চাকী	১
ভাস : অবিমারক	বেচারাম ঘোষ	২১
কালিদাস : বিক্রমোর্বশীয়	জ্যোতিভূষণ চাকী	১২৯
কালিদাস : নলোদয়	বেচারাম ঘোষ	২৪৩
কালিদাস : শ্রুতবোধ	ডঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য	২৮৫
শ্রীহর্ষ : প্রিয়দর্শিকা	ডঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য	৩০৯

ত্রয়োদশ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
বিল্‌হণ : চৌরপঞ্চাশিকা	ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য	১
ভবভূতি : মহাবীরচরিত	ডঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য	২১
নারায়ণ : হিতোপদেশ	ডঃ মুরারিমোহন সেন	২০৫

চতুর্দশ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
শ্রীহর্ষ : নৈষধীচরিত	ডঃ করুণাসিন্ধু দাস	১

পঞ্চদশ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
বিষ্ণুশর্মা : পঞ্চতন্ত্র	শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল	১

ষোড়শ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
বাণভট্ট : চণ্ডীশতক	শ্রীমতী সুব্রতা সেন	১
ভর্তৃহরি : নীতিশতক	সুবোধচরণ গোস্বামী	৪৩
ভর্তৃহরি : শৃঙ্গারশতক	জ্যোতিভূষণ চাকী	৭৯
ভর্তৃহরি : বৈরাগ্যশতক	শ্রীমতী ব্রততী মুখোপাধ্যায়	১০৫
হর্ষ : নাগানন্দ	রামানন্দ আচার্য	১৫২
চতুর্ভাণী		২৪৫
শূদ্রক : পদ্মপ্রাভৃতক	শ্রীমতী রত্না বসু	২৬০
ঈশ্বরদত্ত : ধূর্তবিটসংবাদ	ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭৬
বররুচি : উভয়াভিসারিকা	জ্যোতিভূষণ চাকী	৩০০
শ্যামিলক : পাদতাড়িতক	ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৯

সপ্তদশ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
ধোয়ী : পবনদূত	ডঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য	১
রাজশেখর : বিদ্ধশালভঞ্জিকা	ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
বল্লাল : ভোজপ্রবন্ধঃ	শ্রীমতী চিন্ময়ী চ্যাটার্জী	১২৫
ভবভূতি : মালতীমাধব	শ্রীমতী অনিমা সাহা	২৬১

অষ্টাদশ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
বাণভট্ট : হর্ষচরিত	জ্যোতিভূষণ চাকী ও অবনী আচার্য	১

ঊনবিংশ খণ্ড

মূল রচনা	অনুবাদক	পৃষ্ঠা
সুবন্ধু : বাসবদত্তা	শ্রীমতী রত্না বসু	১
শঙ্করাচার্য প্রমুখ : স্তোত্রাবলী	শ্রীমতী ব্রততী মুখোপাধ্যায়	৯১
পরিশিষ্ট :	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৬৭
	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২০০
	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১১
	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	২১৩
	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩১৩
	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১৮